কোর্‌-আন্‌ সার

অনুবাদ : চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
কলিকাতা—১২

প্রকাশক :

পরমেশ বসু
সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ :

মে ১৯৬৫—২২০০

মূল্য :

ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রক :

শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

कुरान सार

विनोबा

अनुवाद—चारुचन्द्र भांडारी

मूल्य : ६.५० पै

প্রকাশকের নিবেদন

'কোর্-আন্ সার' গ্রন্থটি প্রথমে 'দি এসেন্স্ অব কুরান' নামে ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার আয়তসমূহ সন্ত বিনোবাজী মূল আরবী 'কোর্-আন্-শরীফ' হইতে সংকলন করিয়াছেন। ইংরাজী সংস্করণে আয়তের অনুবাদসমূহ মিঃ এম্. এম্. পিকথলের 'দি গ্লোরিয়স্ কুরান' হইতে লওয়া হইয়াছে। নাগরী লিপিতে 'কোর্-আন্ সার'-এর উর্দু, হিন্দী ও মারাঠী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পরে।

বাংলা সংস্করণও বহু পূর্বেই প্রকাশিত হইবার কথা। অধ্যাপক শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা 'কোর্-আন্ সার'-এর বাংলা অনুবাদ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় অনুবাদ করিবার দায়িত্ব শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারীকে গ্রহণ করিতে হয়। মিঃ পিক্থলের অনুবাদ অধিকতর নির্ভর-যোগ্য বিবেচিত হয় এবং উহা অবলম্বন করিয়া শ্রীভাণ্ডারী আবার গোড়া হইতে বাংলা অনুবাদের কাজ আরম্ভ করেন। উপরন্তু বাংলা লিপিতে আরবী আয়তসমূহ যথাযথভাবে ছাপিতে পারে এমন উপযুক্ত প্রেস খুঁজিয়া বাহির করিতেও যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। এইসব কারণে বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইয়া যায় এবং এইজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

এই গ্রন্থে শ্রীভাণ্ডারী 'রহমান' শব্দের অনুবাদ 'কৃপালু' না করিয়া 'পরমদাতা' করিয়াছেন। ইহা ছাড়া দুই-এক স্থানে যেখানে ইংরাজী অনুবাদ একটু অস্পষ্ট মনে হইয়াছে সেখানে বিভিন্ন ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া যাহা তাঁহার সঙ্গত বলিয়া ধারণা হইয়াছে তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। মারাঠী সংস্করণের পরিচ্ছেদ শিরোনামাগুলি বিনোবাজীর দেওয়া। বাংলা সংস্করণেও সেই শিরোনামাই অনুসরণ করা হইয়াছে।

মুসলমান বন্ধুগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই গ্রন্থে বাংলা অনুবাদের সঙ্গে বাংলা লিপিতে মূল আরবী আয়তও দেওয়া হইয়াছে। আশা করি উহা পাঠকগণের পক্ষে, বিশেষ করিয়া মুসলমান পাঠকগণের পক্ষে লাভদায়ক হইবে।

উচ্চারণাদি নির্দেশ করিবার জন্য মূল আরবী আয়তসমূহে বহুবিধ চিহ্ন দেওয়া থাকে। বাংলা লিপিতে লিখিবার সময় উহা ভিন্ন পদ্ধতিতে দেখানো হয়, যেমন—ছোট মাঝারি ও বড় হাইফেন্ এবং 'ক্ব', 'জ্ব' ইত্যাদি। এই গ্রন্থেও ঐ পদ্ধতি অবলম্বনে বাংলা লিপিতে প্রকাশিত আরবী 'কোর্-আন্ শরীফ' হইতে আয়তসমূহ গ্রহণ করা হইয়াছে।

'কোর্-আন্ সার'-এর ইংরাজী ও মারাঠী সংস্করণের জন্য বিনোবাজী লিখিত প্রস্তাবনার অনুবাদও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উপরন্তু শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী লিখিত একটি ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকাটি কিছু দীর্ঘ হইলেও আশা করা যায় যে, ইসলাম তথা 'কোর্-আন্ শরীফ' সম্পর্কে অনভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে উহা খুবই সহায়ক হইবে।

সর্বশেষে, বিনোবাজী 'কোর্-আন্ সার' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষা কি তাহা চয়ন করিয়া আমি সকল ধর্মের অনুগামীদের সম্মুখে তথা সারা জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি।..." আমরা বিশ্বাস করি এই গ্রন্থের দ্বারা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় যুক্ত করিবার সুমহান উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

পরমেশ বসু

কলিকাতা
৫ই মে ১৯৬৫

প্রস্তাবনা

বিজ্ঞান পৃথিবীকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। উহা মনুষ্যগণকে পরস্পরের আরও নিকটে আনিতে চাহিতেছে। এই অবস্থায় মনুষ্যসমাজ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকিবে, প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেকে উচ্চ মনে করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়কে নীচু ভাবিবে—ইহা কি উচিত? আমাদের একে অন্যকে ঠিক ভাবে বুঝিতে হইবে। পরস্পরকে পরস্পরের গুণ গ্রহণ করিতে হইবে। এই গ্রন্থ সেইদিকে এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

আমি এই উদ্দেশ্যেই 'ধম্মপদ'-এর পুনর্বিন্যাস করিয়াছি এবং গীতা সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা জনগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছি।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে আমার যে পাদপরিক্রমা চলিতেছে তাহারও একমাত্র উদ্দেশ্য হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন সাধন করা। প্রকৃতপক্ষে আমার জীবনের সমস্ত কার্যই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় যুক্ত করার উদ্দেশ্যদ্বারা অনুপ্রাণিত। আর এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার মূলেও রহিয়াছে সেই প্রেরণা। আশা করি, ঈশ্বরের কৃপায় তাহা সফল হইবে।*

বিনোবার জয় জগৎ

মৈত্রী আশ্রম
আসাম
৭ই মার্চ ১৯৬২

* 'দি'এসেন্‌স্ অব কুরান'-এর জন্য লিখিত প্রস্তাবনার অনুবাদ।

মারাঠী সংস্করণের প্রস্তাবনা

[বিনোবাজী 'কোর্-আন্ সার'-এর ইংরাজী সংস্করণের ন্যায় মারাঠী সংস্করণের জন্যও এক বিশেষ প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন। পাঠকগণের পক্ষে অত্যন্ত লাভপ্রদ হইবে বলিয়া এখানে উহার অনুবাদ দেওয়া হইল।]

একদিকে আমার পাকিস্তান পদযাত্রার প্রস্তুতি চলিতেছিল আর অন্যদিকে কাশীতে ইংরাজী 'কোর্-আন্ সার'-এর মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হইয়া উহা প্রকাশিত হইতে যাইতেছিল। এই খবর সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এতটুকু খবরেই করাচীর পত্র-পত্রিকায় কোলাহল পড়িয়া গেল। অন্যান্য স্থানেও উহার অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিধ্বনি উঠিল। এইভাবে গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই সারা পৃথিবীতে উহার প্রকাশন হইয়া গেল। ইহাতে আমাদের আশাদেবী বলিলেন—'মার্কিনী চলিত ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় যে কোর্-আন্ সার-এর দশ লক্ষ ডলারের প্রচার হইয়া গিয়াছে।' সেই বিশ্রুত গ্রন্থটি এখন মারাঠীতে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহাতে আমার কী আছে? ইহার সমস্ত বচন পয়গম্বর-দৃষ্ট। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীঅচ্যুতরাও দেশপাণ্ডে। গ্রাম-সেবা মণ্ডল ইহা প্রকাশ করিতেছেন। কেবলমাত্র ইহাতে যে অনুক্রমণিকা যোগ করা হইয়াছে তাহা আমার করা বলা যাইতে পারে।

বচনগুলির চয়ন, উহাদিগকে খণ্ড, অধ্যায়, প্রকরণ ও পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা এবং উহাদের মারাঠী শিরোনামা দেওয়ার কাজ—এই মাত্র আমি করিয়াছি। অনুক্রমণিকাতে এই সব এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া খণ্ড-প্রকরণ নির্দেশক সংস্কৃত শ্লোকগুলি যাহা অনুক্রমণিকার পরে দেওয়া হইয়াছে তাহা আমার। ঐ শ্লোকগুলির সাহায্য লইলে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া যাইবে। সারা ভারতের পক্ষে উপযোগী হইবে বলিয়া শ্লোকগুলি সংস্কৃতে রচনা করা হইয়াছে। তাহা না হইলে উহা মারাঠীতে দেওয়া যাইত।

এই পুস্তকে যে সব শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক

শিরোনামা সংস্কৃতে দেখা যাইবে। উহা সমন্বয়ের পথ নির্দেশক। এক সময় প্রস্থানত্রয়ীর সমন্বয় করিয়া আমি নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সর্বধর্ম সমন্বয় করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই কাজ করিবার সময় মুখ্য-গৌণ বিবেচনা করিয়া ধর্মগ্রন্থ হইতে সংকলন করা প্রয়োজন। ধর্মগ্রন্থ হইতে সংকলন করাই ভুল—এই সনাতনী মনোভাব অবশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে 'কোর্-আন্ সার' সম্বন্ধে মুসলমানগণ এরূপ 'সনাতনী মনোভাব' প্রকাশ করেন নাই। সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে যত ধর্মীয় ভাবধারা রহিয়াছে তাহাদের গরিষ্ঠ-সাধারণ-গুণনীয়ক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহা হইলেই শুদ্ধ অধ্যাত্ম হস্তগত হইবে এবং বিজ্ঞানের যুগে একমাত্র উহাই কাজে আসিবে।

এখন সংস্কৃত শিরোনামাসমূহের মধ্যে কতকগুলি শিরোনামা বুঝিয়া লওয়া যাউক।

'তজ্জলান্' (৬৪)—জগৎ উৎপত্তি-স্থিতি-লয়কারী ব্রহ্মসামর্থ্য দেখাইবার জন্য উপনিষদসমূহে এই একটি সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে (ছান্দোগ্য—৩।১৪।১)। 'তজ্জ + তলুল + তদন' ভাষ্যকার উহার এইরূপ নিরুক্তি (ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা) করেন।

'দৃষ্টেঃ দ্রষ্টা' (৩৪)—দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা, শ্রুতির যিনি শ্রোতা, মতির যিনি মন্তা, বিজ্ঞাতির যিনি বিজ্ঞাতা—পরমাত্মার এইরূপ বর্ণনা শ্রুতিতে আছে (বৃহদারণ্যক ৩।৪।২)। 'কোর্-আন্'-এর বাক্য উহা স্মরণ করাইয়া দেয়।

'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণাঃ' (৬১)—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ-এ ঈশ্বরের প্রকৃতি ত্রিবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (শ্বে-৪।৫)। ঈশ্বর অনেক বর্ণ সৃষ্টি করেন—এইরূপ লাক্ষণিক ভাষায় সৃষ্টি-বৈচিত্র্য বর্ণনা করিয়া উপনিষদে যে তিনটি বর্ণের কথা বলা হইয়াছে 'কোর্-আন্'-এও সেই তিনটি বর্ণ উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত উপনিষদ-বাক্যে সাংখ্যের সত্ত্ব-রজস্-তমোময়ী প্রকৃতির নির্দেশ কল্পিত হইয়াছে।

'যমেব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' (৬৯)—পরমেশ্বর যে ভক্তকে বরণ করেন সেই ভক্তই তাঁহাকে লাভ করেন।—এইরূপ অর্থবাচক বাক্য উপনিষদে

এই একটি মাত্রই আছে (কঠ—১।২।২৩)। উপনিষদ প্রদর্শিত ব্রহ্মবিদ্যার সাধারণ পথ হইতে পৃথক হওয়াতে আচার্য (শঙ্করাচার্য) ইহার অর্থ কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃত ভক্তবরণ 'কোর্-আন্'-এর এক প্রিয় কল্পনা। 'কৌষীতকী উপনিষদ'-এ এইরূপ একটি সাংকেতিক শিরোনামা দেখা যায় (৭১)। কৌষীতকী উপনিষদ-এ নিম্ন উক্তিটি আছে :

এষ হি এব এনং সাধু কারয়তি তং যং এভ্যো লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ উ এব এনম্ অসাধু কর্ম কারয়তি তং যম্ অধো নিনীষতে (৩।৮)—

অর্থ : ঈশ্বর যাহার উন্নতি চাহেন তাহাকে দিয়া ভাল কাজ করাইয়া লন এবং যাহার অবনতি চাহেন তাহাকে দিয়া খারাপ কাজ করাইয়া লন। ইহাও উপনিষদের এক অদ্বিতীয় বাক্য। ইহাতে জীবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের লেশমাত্র সুযোগও রাখা হয় নাই। সমস্ত বোঝা ঈশ্বরের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাষ্যকার এই সম্পর্কে বলেন—'**কুর্বন্তং হি তম্ ঈশ্বরঃ কারয়তি**।' জীব কর্ম করে, ঈশ্বর তাহার দ্বারা কর্ম করাইয়া লন। কর্তৃত্বের অপবাদ হইতে ঈশ্বরকে রক্ষা করিবার জন্য ভাষ্যকারকে এই যুক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। এইরূপ অর্থবাচক '**ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি**' প্রভৃতি গীতাবাক্য প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর গীতাই চিন্তনিকাকার টীকা দিয়াছেন :

ঈশ্বর বলেন : "তুমি যাহা করিতে চাও তাহাই আমি করাইয়া থাকি।"—এইরূপ বলিয়া ঈশ্বর নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

তাহার বলা চাই : "তুমি যেরূপ করাইবে আমি সেইরূপই করিব।" তবে সে অব্যাহতি পাইবে। (গী. চি. অ. ১৮ শ্লো. ৬. টী. ৪)

ভাষ্যকার যে বিচারধারার জন্য অসুবিধায় পড়িয়াছেন এবং গীতাঈ চিন্তনিকাকার যাহা হইতে কোন প্রকারে বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন সেই আত্যন্তিক শরণাগতির ভাবধারা ভারতের 'মার্জারপন্থী' ভক্তিমার্গের তথা কোর্-আন্-এরও ভিত্তি-প্রস্তর স্বরূপ।

... ...

সংস্কৃত শিরোনামার আলোচনা এখানে সমাপ্ত করা যাউক। যে মূল কল্পনা (ভাবধারা) মহম্মদ পয়গম্বর সাহেবের প্রতিভাকে প্রভাবিত করিয়াছে এবং যাহার বর্ণনায় তাঁহার বাণীতে সমুদ্রের ন্যায় জোয়ার আসিয়াছে, যেরূপ অন্য কিছুর বর্ণনায় হয় নাই, তাহা স্মরণে রাখিয়া এই প্রস্তাবনা শেষ করা যাউক।

সেই মূল কল্পনাটি কি ? তাহা হইল ঈশ্বরের অদ্বিতীয় একত্ব। 'ইস্‌লাম্' অর্থাৎ একেশ্বর শরণতা, সংক্ষেপে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে সমগ্র বৈদিক ভক্তিমার্গ একেশ্বরনিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। '**একমেবাদ্বিতীয়ম্**'-এর ন্যায় উক্তি কেবলমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে—এই কথা বলিয়া উহা যদি বাদ দেওয়াও যায় এবং সগুণ পরমেশ্বর বিষয়ক উক্তিগুলিমাত্র গ্রহণ করা হয়, তথাপি একেশ্বরনিষ্ঠা প্রতিবাদক বাক্য বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া গীতা ভাগবত পর্যন্ত শত-শত দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু ভক্তির জন্য ঈশ্বরের একত্ব উপযোগী হইলেও উহাতে একত্বরূপ সংখ্যার দ্বারা ঈশ্বরকে আবদ্ধ করা অর্থাৎ ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করার মত হইয়া যায়।—ইহা বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া থাকে। তদনুসারে ঈশ্বর এক, অনেক, অসংখ্য, শূন্য ও অনন্ত—এরূপ বিষ্ণুসহস্রনাম বলিয়া থাকে। ঈশ্বর অনেক হ্যাঁয়—এরূপ নহে ; **ঈশ্বর অনেক হ্যায়**—এই কথা নিশ্চয় ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। *

কিন্তু ইহাও ভাষার খেলা হইল। 'মন-বাচাতীত তোমার এই স্বরূপ'—এই অবস্থায় কোন শব্দ সম্বন্ধে কি জিদ্ করা যাইবে ? অতএব তুকারাম বলেন—'তুকা মহ্‌নে জে জে বোলা তে তে সাজে যা বিট্‌ঠলা।' ঈশ্বরকে যে যাহা বলে তিনি সেরূপ সাজেন—ইহাই যথার্থ কথা।

পরিশেষে ক্ষুদ্র শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ হইতে একেশ্বর প্রতিপাদক কয়েকটি বচন এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সাধক এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারেন।

---

* বাংলাভাষায় ক্রিয়াপদের বচন না থাকায় এই বাক্যটির শাব্দিক অনুবাদ করা সম্ভব নহে। ইহার অর্থ—অনেক ঈশ্বর আছেন এরূপ নহে ; একই ঈশ্বর অনেক হইয়া থাকেন—এই কথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে।—অনুবাদক

১। কালাত্মযুক্তানি অধিতিষ্ঠত্যেকঃ (১।৩)

২। ঈশতে দেব একঃ (১।১০)

৩। এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাঃ (২।১৬)

৪। যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু (২।১৭)

৫। য একো জালবান্ (৩।১)

৬। একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ (৩।২)

৭। দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ (৩।৩)

৮। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশং তং জ্ঞাত্বা অমৃতা ভবন্তি (৩।৭)

৯। দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ (৩।৯)

১০। য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ (৪।১)

১১। যো যোনিং যোনিম্ অধিতিষ্ঠত্যেকঃ (৪।১১)

১২। স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপঃ (৬।৯)

১৩। স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ (৬।১০)

১৪। একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ (৬।১১)

১৫। একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাম্ (৬।১২)

১৬। একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ (৬।১৩)

১৭। একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে (৬।১৫)

বিনোবার জয় জগৎ

ভূদান-যাত্রা
মধ্যপ্রদেশ
১৪-১২-৬৩

ভূমিকা

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবস্তান এক সমৃদ্ধিশালী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই উন্নতিশীল দেশ ছিল। আরবের অধিবাসিগণ দূর-দূর স্থানে গিয়া ব্যবসা করিতেন। তাহাতে তাঁহারা যেমন একদিকে আর্থিক ধনসম্পদে সম্পত্তিশালী হইয়াছিলেন তেমনি অন্যদিকে দূর-দূর স্থানের অভিজ্ঞতা হইতে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আরবী ভাষাও ছিল উন্নত ভাষা। ঐ দেশের পশ্চিমদিকে রোম-সাম্রাজ্য ও পূর্বদিকে ইরাণী (পারস্য) সাম্রাজ্য উভয়েই তখন পরস্পরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই অবস্থায় উহাদের মধ্যবর্তী আরবদেশ দুই মহাদেশের ব্যবসায়ীদিগের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল।

এই সমৃদ্ধ আরবস্তানের প্রধান পুণ্যক্ষেত্র ও ব্যবসায়ের মুখ্য কেন্দ্র ছিল সমুদ্রতীরস্থ জেড্ডা হইতে ৭০ মাইল অন্তবর্তী মক্কা শহর। মক্কার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় এই ছিল যে উহা কখনও কোন বৈদেশিক শাসনাধীনে পতিত হয় নাই। ইহা মক্কার সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষে অধিকতর সহায়ক হইয়াছিল। মক্কা বৈষয়িক দিক হইতে সমৃদ্ধ ও সুখী থাকিলেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক হইতে নিতান্ত পশ্চাদ্‌পদ ছিল। তাহাতে উহার অধিকতর বৈষয়িক প্রগতিও বিঘ্নিত হইতেছিল। এই বাধা অতিক্রম করিয়া অধিকতর উন্নতি সাধনের উপায় অন্বেষণ করা হইতেছিল বটে, কিন্তু পথের সন্ধান মিলিতেছিল না।* শুধু মক্কা নহে। তখন সমগ্র আরবের অবস্থাই শোচনীয় ছিল। "চুরি-ডাকাতি, মারামারি, কাটাকাটি, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, মদ্যপান, নারীহরণ প্রভৃতি যত রকমের পাপ ও দুর্নীতি থাকিতে পারে আরব চরিত্রে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না।....

"নারী জাতির অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। গৃহপালিত পশুর মত তাহাদিগকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করা হইত। পিতার মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত স্ত্রীকন্যাগণও পুত্রের ভোগে আসিত। কন্যাসন্তানগণকে অনেক সময় জীবন্ত

---

* শ্রীঅচ্যুত দেশপাণ্ডের 'অল আমীন' নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে।

প্রোথিত করা হইত। বিবাহিতা স্ত্রীদিগকে যখন খুশি তালাক দেওয়া যাইত। পক্ষান্তরে একই নারী একই সময়ে বিভিন্ন পুরুষকে বিবাহ করিয়া উৎকট সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিত।" †

হজরত ইব্রাহিম ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মক্কায় যে মন্দির (কাবা-গৃহ) নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে ঐ সময়ে ৩৬০টি মূর্তির পূজা হইত। তন্মধ্যে কতিপয় মূর্তিকে ঈশ্বরের কন্যা বলিয়া মানা হইত। তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাঁহাদের পিতা প্রসন্ন হইবেন এইরূপ মনে করা হইত। বিভিন্ন দেবতা-পূজকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও চলিত। উপরন্তু যদি কেহ এক দেবতাকে পূজা করিবার পর তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ না হইত তবে সে অন্য দেবতাকে পূজা করিত এবং তাহাতেও তাহার ইপ্সিত পূর্ণ না হইলে তৃতীয় দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিত। এইভাবে ধর্মের বিষয়ে আরবগণ অজ্ঞানতায় মগ্ন ছিল। পার্শ্ববর্তী স্থানগুলিতে প্রচলিত ছিল ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের ন্যায় উন্নত ধর্ম। আরবের কিছু লোক ঐ দুই ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কিছু লোক ঐ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে গিয়া জগতের স্রষ্টা প্রভুর ধ্যান করিতেন। এইরূপে ঐ সময়ে আরব দেশে (১) ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাকারী অজ্ঞানী আরব, (২) ইহুদী, (৩) খৃষ্টান ও (৪) ধ্যান-চিন্তনকারী (হানফী)—এই চারি প্রকার লোক ছিল। ধ্যানচিন্তনকারীদের সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং তাহাদের ছাড়া অন্য প্রকারের লোকদের মধ্যে দুরাচার, অনাচার ও মিথ্যাচার অতিরিক্ত মাত্রায় চলিত।

এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আরবদেশে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি হইলেন হজরত মহম্মদ (দঃ)। তিনিই আরববাসীদিগের প্রগাঢ় অজ্ঞানতা দূর করিয়া তাহাদিগকে সদাচারী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া তাহাদিগের অপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট সোমবার (আরবী মাস রবিউল আউওলের ১২ই) মক্কায় কোরেশ সম্প্রদায়ের এক অভিজাত বংশে হজরত মহম্মদের

† বিশ্বনবী—গোলাম মোস্তফা, পৃঃ ৩৫

(দঃ) জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের পূর্বেই তাঁহার পিতা হজরত আবদুল্লাহের মৃত্যু হইয়াছিল। কথিত আছে যে এই বংশ বাইবেলোক্ত মহাপুরুষ ইব্রাহিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলের বংশ। এইজন্য এই বংশ আরব দেশের সর্বত্র সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করিত। মক্কার কাবা-গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও এই বংশের উপর অর্পিত হইত। কিন্তু হজরত মহম্মদের (দঃ) জন্মের পূর্ব হইতে ঐ বংশের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ষষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতৃহীন হন। তখন ঐ পিতৃমাতৃহীন বালকের প্রতিপালনের ভার তাঁহার পিতামহ আবদুল মোতালিক গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই বৎসর অতীত না হইতেই তিনিও পরলোক গমন করেন। এই অবস্থায় তাঁহার খুল্লতাত আবুতালেবকে তাঁহার লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে শৈশবে ও বাল্যে তিনি শুধু পিতা-মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত ছিলেন না, উপরন্তু তাঁহার শৈশব ও বাল্যকাল দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল এবং লেখা-পড়া শিখিবারও সুযোগ হয় নাই। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তিনি হৃদয়ের গুণে বাল্যাবস্থা হইতে সকলের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সত্যবাদিতা, কল্যাণকারিতা, সেবাপরায়ণতা, পবিত্রতা ও সদাচার সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। একবার কোরেশ ও কোয়াছ সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। যে মাসে যুদ্ধ-বিবাদ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল সেই মাসেই ঐ যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে জড়িত ঐ দুই সম্প্রদায়ের দুর্বল ও উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সেবা করিবার উদ্দেশ্যে এই মহাপ্রাণ যুবক 'হলফ-উল-ফজুল' নামে এক সেবা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সৎগুণাবলী ও সদাচরণের জন্য কিশোর বয়স হইতেই আরবের লোক তাঁহাকে 'অল্-অমীন' (অতীব বিশ্বাসভাজন) বলিয়া ডাকিতেন। যখন মক্কাবাসীদের কোন বিবাদ-বিসংবাদ অন্যের দ্বারা মীমাংসা হওয়া সম্ভব হইত না তখন উভয় পক্ষ অল-অমীনকেই শালিসী মান্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন।

তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া এক বিদুষী, ধনবতী ও সচ্চরিত্রা বিধবা মহিলা তাঁহার ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করেন। ঐ মহিলা হজরত খাদিজা। হজরত মহম্মদ (দঃ) বয়সে ছোট

হইলেও তাঁহার নৈতিক জীবনের উৎকৃষ্টতা ও অন্তরের পবিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া কিছুদিন পরে হজরত খাদিজা তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন। তিনি তাহাতে সম্মত হন এবং বিবি খাদিজার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই মহিয়সী মহিলা মহম্মদের (দঃ) জীবন সাধনায় যেরূপ আগ্রহশীল ছিলেন এবং তাঁহাকে সাধন পথে যেরূপ উৎসাহ দান ও অন্তরের সহিত সহায়তা করিতেন এমন আর কেহ করেন নাই। তিনিই প্রথমে হজরতের ভিতরকার প্রচ্ছন্ন রূপটি চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি ছিলেন হজরতের সান্ত্বনা, প্রেরণা, বল ও ভরসা। ঈশ্বর যেন সেই উদ্দেশ্যেই এই মহিমাময়ী মহিলাকে তাঁহার সহধর্মিনীরূপে পাঠাইয়াছিলেন।

এই সত্যাশ্রয়ী পুরুষের ধর্ম-সম্বন্ধীয় মনোভাব প্রথমে হানফীদের মত ছিল। তিনি প্রতি বৎসর কয়েকদিন করিয়া মক্কার নিকটস্থ হেরা-গুহায় যাইয়া ধ্যান ও আত্মচিন্তনে মগ্ন থাকিতেন। অতঃপর তিনি স্বপ্নযোগে ভাববাণী প্রাপ্ত হইতে থাকেন। তখন হইতে তিনি হেরা-গুহায় গিয়া দিবা-নিশি নির্জনে বসিয়া ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকিতে লাগিলেন। খাদ্য ও পানীয় নিঃশেষ হইয়া যাইলে তিনি খাদিজার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং খাদিজা খাদ্যাদি সযত্নে গুছাইয়া দিলে তিনি পুনরায় গুহায় চলিয়া যাইতেন। ঐ সময়ে একদিন তিনি হেরা-গুহার পথে যখন মক্কার প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিতেছিলেন তখন শুনিতে পাইলেন কে যেন তাঁহাকে 'হে মহম্মদ, হে মহম্মদ' বলিয়া ডাকিতেছে। তিনি উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন যে গগনমার্গে স্বর্ণময় সিংহাসনের উপর এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনি ভয় পাইয়া পলায়ন করিলেন এবং পলায়ন করিতে করিতেও তিনি সেই 'হে মহম্মদ, হে মহম্মদ' ধ্বনি বার-বার শুনিতে পাইলেন। তিনি খাদিজাদেবীর নিকট সব কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া খাদিজা বলিলেন—'আপনি জীবনে কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করেন নাই বা কখনও কাহারও উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। সুতরাং উহা হইতে আপনার কোন অমঙ্গল হইতে পারে না।' খাদিজাদেবীর পিতৃব্যপুত্র বৃদ্ধ ওয়ারেকা ধর্মশাস্ত্রে

সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রতি খাদিজাদেবীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি ঐ ব্যাপার অবগত হইয়া মহম্মদকে (দঃ) বলিলেন—'যখন পুনরায় ঐরূপ শুনিবে তখন আর পলায়ন করিও না। কি বলেন তাহা মনোযোগপূর্বক শুনিও।' তাহার পর রমজান মাসের একদিন গভীর রাত্রে হেরা-গুহায় তিনি ধ্যানমগ্ন আছেন এমন সময় আবার সেই সিংহাসনারূঢ় জ্যোতিষ্মান পুরুষ আকাশ হইতে ধীরে-ধীরে তাঁহার নিকট নামিয়া আসিলেন ও বলিলেন —'আমি স্বর্গীয় দূত জেব্রিল। হে মহম্মদ, ঈশ্বর আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। তুমি এই মণ্ডলীর ঈশ্বর নিয়োজিত ধর্ম-প্রবর্তক হইবে।' এই বলিয়া তিনি আদেশ করিলেন—'পাঠ কর।' হজরত বলিলেন—'আমি পাঠ করিতে জানি না।' তখন তিনি খুবই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। জেব্রিল তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন—'পাঠ কর।' হজরত পুনরায় বলিলেন—'আমি পাঠ করিতে জানি না।' এইরূপে তাঁহাকে তিনবার পাঠ করিতে বলা হইল এবং তিনি তিনবারই সেই একই উত্তর দিলেন। অতঃপর জেব্রিল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া নিজেই পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন সেই নিরক্ষর ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত শব্দগুলি পাঠ করিতে সমর্থ হইলেন এবং পাঠ করিলেন, '(১) যিনি সৃষ্টিকর্তা, তোমার সেই প্রভুর প্রসাদে তুমি পাঠ কর, (২) যিনি মানুষকে ঘনীভূত শোণিত হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (৩) পাঠ কর—তোমার প্রভু মহিমাময়, পরম উদার দানশীল, (৪) যিনি লেখনীর দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন, (৫) মনুষ্যকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে জানিত না' (পৃঃ ২১২, অনুচ্ছেদ-৩৩৪, প্রথম সাক্ষাৎকার)।

হজরত যখন কাঁপিতে কাঁপিতে* আসিয়া খাদিজাদেবীর নিকট ঐ সব কথা বলিলেন তখনই তিনি উহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি তিনি পুনরায় তাঁহাকে ওয়ারেকার নিকট লইয়া যাইলেন। তিনি সব কথা শুনিয়া বলিলেন—'মহম্মদ যাহা পড়িয়াছে তাহা ঈশ্বরীয় বাণী, তাহা প্রত্যাদেশ।' ঐ সময় হজরতের বয়ঃক্রম কিঞ্চিদধিক ৪০ বৎসর। ইসলাম

* প্রথমবারেও তিনি ঐরূপ কাঁপিতে কাঁপিতে খাদিজাদেবীর নিকট আসিয়াছিলেন। উভয়বারে তিনি খুব শীত অনুভব করিয়াছিলেন ও কম্বলে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

ধর্মে এই বৎসরকে নবুয়ত প্রাপ্তির (ঈশ্বরের দৌত প্রাপ্তির) বৎসর বলা হয়। অতঃপর তিনি নির্জন পর্বতে গিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর পুনরায় ঐশী বাণী আসিতে লাগিল। প্রত্যাদেশ অবগত হইবার পূর্বে তাঁহার সর্বশরীর কম্পিত হইত। শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি সকল ঋতুতেই ঐ সময়ে তাঁহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত হইয়া যাইত। তখন তাঁহার অর্ধচেতন অবস্থা হইত এবং শরীরের ওজন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। যদি তিনি সেই সময়ে তাঁহার কোন ভক্তের জানুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে অত্যধিক ভারের চাপে উহা নিষ্পেষিত হইতে থাকিত। যদি উষ্ট্রের উপর আরূঢ় থাকিতেন তবে উষ্ট্র তাঁহার ভার বহন করিতে পারিত না। ঐশী বাণী অবতারিত হইবার কোন নির্দিষ্ট সময় বা স্থান থাকিত না। কখনও দীর্ঘ সময় ব্যবধানে উহা অবতারিত হইত। ঐ সময়ে তিনি যাহা পাঠ করিতেন বা অবগত হইতেন তাহা যাঁহারা তখন কাছে থাকিতেন তাঁহাদিগকে লিপিবদ্ধ করিতে নির্দেশ দিতেন।

'কোর্-আন্ শরীফ-এ' আছে যে মানুষের সহিত ঈশ্বরের বাক্য বিনিময় সাক্ষাৎভাবে হয় না। উহা অন্য তিন উপায়ে হইতে পারে, যথা—(১) হৃদয়ে অনুপ্রাণন দ্বারা (প্রজ্ঞান দ্বারা), (২) যবনিকার অন্তরাল হইতে ও (৩) ঈশ্বরীয় দূতের মাধ্যমে। ঈশ্বরীয় দূত ঈশ্বরের আদেশক্রমে অনুপ্রাণন করিয়া প্রত্যাদেশ অবতারন করেন (কোর্-আন্ শরীফ ৪২।৫১)। শেষোক্ত উপায়ে হজরত মহম্মদের (দঃ) নিকট ঐশী বাণী অবতারিত হইত। ঐ নিরক্ষর মহাপুরুষের দ্বারা দৃষ্ট ও পঠিত প্রত্যাদেশসমূহ যে মহান ও পবিত্র গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার নাম 'কোর্-আন্'। 'কোর্-আন্' শব্দ 'কারা' এই আরবী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কারা' ধাতুর অর্থ 'পাঠ করা'। সুতরাং 'কোর্-আন্'-এর (কর-আন্) অর্থ 'যাহা পাঠ করা হইয়াছে'। কোর্-আন্-এর অপর নাম 'কলামাল্লাহ' (ঈশ্বরীয় বাণী)।

ঐভাবে অবতারিত কোন কোন প্রত্যাদেশে নির্দেশ ছিল যে মহম্মদ (দঃ) যেন প্রাপ্ত প্রত্যাদেশসমূহ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। কোর্-আন্-এ (৫।৬৭) বলা হইয়াছে—'হে আমার রসুল, তোমার প্রভুর নিকট

হইতে তোমার নিকট যাহা অবতারিত করা হইয়াছে তাহা প্রচার কর।' প্রত্যাদেশে এই প্রথম তাঁহাকে 'হে আমার রসুল' (ঈশ্বরীয় দূত) বলিয়া সম্বোধন করা হইল। উপরন্তু খাদিজাদেবী, ওয়ারেকা প্রভৃতি তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষিগণও তাঁহাকে প্রত্যাদেশসমূহ প্রচার করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে হজরত মহম্মদ (দঃ) প্রত্যাদেশসমূহ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহাতে ধীরে ধীরে জনসাধারণের উপর তাঁহার উপদেশের প্রভাব পড়িতে লাগিল এবং সম্রান্তব্যক্তিগণ সমেত কিছু লোক তাঁহার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে খাদিজাদেবী সর্ব প্রথম এই নূতন ধর্মে দীক্ষিত হন। সুতরাং ইসলামের প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন একজন নারী। ইহা ইসলামের পক্ষে গৌরবের কথা। যাহা হউক তাঁহার প্রচারের কারণে মক্কাবাসীগণ—বিশেষত কোরেশগণ খুবই ক্রোধান্বিত হইল এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে মহম্মদ (দঃ) তাহাদের পিতৃপুরুষগণের ধর্ম হইতে তাহাদিগকে স্খলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা হজরত মহম্মদকে (দঃ) নিদারুণভাবে নির্যাতন করিতে লাগিল। তাঁহার অনুগামীদের উপরও ভীষণ অত্যাচার চলিতে লাগিল। ঐ সময় (নবুয়তের দশম বৎসরে) তিনি অল্পদিনের ব্যবধানে তাঁহার বৃদ্ধ খুল্লতাত আবুতালিব (কোরেশগণের বংশপতি) এবং তাঁহার সহধর্মিণী খাদিজাদেবীকে হারাইলেন। ইহাতে কোরেশগণ তাঁহাকে নিরাশ্রয় মনে করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার ও তাঁহার অনুগামীদের উপর নূতন করিয়া অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বাল্যকাল হইতে তিনি এরূপ অহিংসবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন যে নীরবে সব অত্যাচারই সহ্য করিয়া যাইতেন। কিছুতেই তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত না বা কোনরূপ নির্যাতন তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্যের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। অবশ্য পরে তিনি অনুগামীগণসহ মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনা চলিয়া যান। মদিনায় অবস্থানের সময় যখন তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল তখনও তিনি তাঁহার বিরোধীদের সহিত আচরণে 'ক্ষমাই সর্বশ্রেষ্ঠ' এবং 'আপোষ-মীমাংসাও শান্তি শ্রেয়'—এই আদর্শ সতত সম্মুখে রাখিয়া চলিতেন।

খাদিজাদেবীর সহিত পরিণয় হইবার পর যখন প্রচুর ধনসম্পত্তি তাঁহার হাতে আসিল তখন ভোগবিলাসে তাহা ব্যয় করিবার সুযোগ থাকিলেও তিনি তাহা করিতেন না। জনগণের সেবাব্রত গ্রহণ করিবার পর হইতে তিনি স্বেচ্ছিক দারিদ্র্য বরণ করিয়া জীবন যাপন করেন ও সমস্ত ধনসম্পদ জনগণের সেবায় উৎসর্গ করিয়া দেন। পরবর্তীকালে উপর্যুপরি জয়-বিজয়ের ফলে যখন সমগ্র আরবস্তানে তাঁহার নবধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল ও সমগ্র আরবদেশ তাঁহার করতলগত হইল এবং তিনি কার্যত আরবের বাদশাহ হইলেন ও অজস্র ধনরত্নে তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিত তখনও এই মহাপুরুষের ব্যক্তিগত জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হইত। তখনও তিনি বলিতেন—'সাধারণের জন্য গৃহীত অর্থ সাধারণের স্বার্থে ব্যয়িত হইবে। সেই অর্থ রাজা বা রাজকর্মচারীদের নিজেদের ভোগ-বিলাসে ব্যয় করিবার অধিকার নাই।' তিনি মানুষের শিক্ষার জন্য আরও বলিতেন—'মানব জীবনের প্রয়োজন একটি বাসগৃহ, একখানি আচ্ছাদনের বস্ত্র, এক টুকরা রুটি ও কিঞ্চিৎ পানীয় জল। ইহার অতিরিক্ত আর কোন দ্রব্যে তাহার অধিকার নাই।' যেদিন (৬৩৩ খৃঃ) তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান সেই দিন তাঁহার আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তখন তাঁহার একটি কবচ ইহুদীদের নিকট বন্ধক ছিল এবং সেই রাত্রে বাতি জ্বালাইবার মত তৈলও তাঁহার ঘরে ছিল না।

ভক্তিপরায়ণ মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ অতীব শ্রদ্ধার সহিত নিত্য পবিত্র কোর্-আন্ পাঠ করেন। সম্পূর্ণ কোর্-আন্ বিশুদ্ধভাবে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখার প্রথা হজরত মহম্মদের (দঃ) সময় হইতে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা সম্পূর্ণ কোর্-আন্ মুখস্থ করিয়া রাখেন তাঁহাদিগকে মুসলমান সমাজে হাফেজ (স্মৃতিধর) উপাধি দেওয়া হয়। হজরত স্বয়ং ও তাঁহার বহু সংখ্যক অনুগামী সম্পূর্ণ কোর্-আন্ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। হজরত মহম্মদের (দঃ) সময় হইতে আজ পর্যন্ত আরবস্তানের মসজিদসমূহে কোর্-আন্ শরীফের নিরন্তর পাঠ চলিয়া আসিতেছে। এই বিরাট গ্রন্থের আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ আছে এরূপ লোকের সংখ্যা আজও পৃথিবীতে যত আছে এরূপ বোধহয় অন্য কোন বৃহৎ গ্রন্থের নাই।

কোর্-আন্ শরীফ প্রথম খলিফা আবু-বক্‌করের (সঃ) সময় সর্বপ্রথম সংকলিত হইয়াছিল। হজরত প্রায় ১৩ বৎসরকাল ধরিয়া অল্লাধিক ব্যবধানে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যাদেশ অবতারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা চামড়ার টুকরা বা প্রস্তর বা অস্থিখণ্ডের উপর লিপিবদ্ধ করা হইত ও উহা তাঁহার বাসগৃহের একটি সিন্দুকের মধ্যে তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকিত। ইহা ব্যতীত তাঁহার বহু সহচরও নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। হজরত আবু-বক্‌কর (সঃ) সুবিজ্ঞ ও সুনিপুন লিপিকারগণের দ্বারা অবতারিত সমস্ত প্রত্যাদেশ একখানি গ্রন্থে যথাযথ লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। অদ্যাবধি উহাদের কোনরূপ রূপান্তর হয় নাই। জগতের ধর্মগ্রন্থসমূহের ইতিহাসে ইহা কোর্-আন্-এর গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আয়তসমূহ সিন্দুকের মধ্যে শৃঙ্খলার সহিত রক্ষিত না থাকায় সুরা ও আয়তগুলি অবতারণ সময়ের ক্রম অনুসারে কোর্-আন্ শরীফে সমাবিষ্ট হয় নাই। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের (সঃ) সময় ইসলামধর্ম বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করিলে তিনি আবু-বক্‌করের (সঃ) সংকলিত কোর্-আন্-এর কয়েকখানি প্রতিলিপি ইসলাম শাসিত বিভিন্নদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কোর্-আন্ শরীফ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগের নাম 'সিপারা'। 'সিপারা' শব্দের অর্থ ত্রিশ ভাগের একভাগ। নরপতি হোজ্জালের রাজত্ব-কালে এরূপ বিভাগ হয়। আবার কোর্-আন্ শরীফকে ৬০ ভাগ বা ১৮ ভাগে বিভক্ত বলিয়াও ধরা হয়। উহাদের নাম যথাক্রমে 'খর্ব' ও 'মানকা'। কোর্-আন্ পাঠ ও তাহা ক্রমে ক্রমে কণ্ঠস্থ করিবার সুবিধার জন্য এই সমস্ত বিভাগ করা হইয়াছে। কমপক্ষে ৩ দিন ও অনধিক ৪০ দিনের মধ্যে কোর্-আন্ সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া ফেলার নিয়ম। হজরত ওসমান (সঃ) শুক্রবার রজনীতে কোর্-আন্ পাঠ আরম্ভ করিয়া পরের বৃহস্পতিবার উহা সমাপ্ত করিতেন। এই বিভাগের নাম 'মাঞ্জেল'। সমগ্র কোর্-আন্ শরীফে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ১১৪টি অধ্যায় বা প্রকরণ আছে। উহাকে 'সূরা' বলে। উহারা ৩০টি সিপারার মধ্যে বন্টিত হইয়াছে। কোর্-আন্-এর মোট আয়ত (বাক্য বা বচন) সংখ্যা ৬২৩৭। কোর্-আন্ পাঠকালে বিশেষ বিশেষ আয়তে (বাক্যে) মস্তক অবনত করিয়া কিছুক্ষণ বিরত থাকিতে হয়। এরূপ নমন-

কার্যকে 'রকু' বলে। কোর্-আন্ শরীফে প্রত্যেক স্থরার (অধ্যায়ের) প্রারম্ভে উহার 'আয়ত' ও 'রকু' সংখ্যা লিখিত থাকে। কোর্-আন্ শরীফের ভিন্ন ভিন্ন স্থরার মধ্যে নির্দিষ্ট ১২টি আয়তে 'সেজদা'র (নমস্কারের) বিধি আছে।

ভূদানযজ্ঞের ঋষি সন্ত বিনোবা 'কোর্-আন্ সার' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে কোর্-আন্ শরীফের মোট ৬২৩৭টি আয়তের মধ্য হইতে ১০৬৫টি আয়ত নির্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে। উহাদিগকে ৯টি খণ্ড, ৩০টি অধ্যায় ও ৯০টি প্রকরণে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড, অধ্যায় ও প্রকরণের শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক আয়তের সারমর্ম শিরোনামাস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। কোর্-আন্ শরীফের এই সার সংকলনের পশ্চাতে তাঁহার কি উদ্দেশ্য আছে, বিষয় তথা আয়ত নির্বাচনের পশ্চাতেই বা তাঁহার কি দৃষ্টি আছে এবং বিভিন্ন খণ্ড, অধ্যায় ও প্রকরণ বিভাগের অর্থই বা কি তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। তবেই এই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করা সার্থক হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে ইহা জানার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক যে কোর্-আন্ শরীফের সার সংগ্রহ করিবার পক্ষে বিনোবাজীর কতদূর যোগ্যতা আছে।

বিনোবাজী অতি গভীরভাবে কোর্-আন্ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব হইতে কোর্-আন্ অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। বিনোবাজী যে অবস্থায় কোর্-আন্ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং যেভাবে তাঁহার ঐ অধ্যয়ন চলে তাহাতে মনে হয় ঈশ্বর তাঁহার দ্বারা এই মহৎ কার্য করাইয়া লইবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণা দান করিয়াছিলেন। এক মুসলমান বালক তাঁহার আশ্রমে আশ্রমবাসীরূপে বাস করিতে আসে। সে দেখিত যে বিনোবাজী বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহার কোর্-আন্ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা হয় এবং কোর্-আন্ শিক্ষা দিবার জন্য সে বিনোবাজীকে অনুরোধ করে। বিনোবাজী তৎপূর্বে কেবলমাত্র কোর্-আন্-এর ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু বালকটি এইরূপ অনুরোধ করায় তিনি কোর্-আন্ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মারাঠী ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ পড়িয়া লন। অতঃপর তিনি মূল কোর্-আন্ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন এবং উহাতে গ্রামের একজন মৌলবীর সাহায্য গ্রহণ

করেন। কিন্তু তিনি কোর্-আন্ ভালভাবে আবৃত্তি করিতে বা উহার অর্থ ঠিকমত বুঝিতে পারিতেন না। এইজন্য কোর্-আন্-এর উচ্চারণ বিষয়ক গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাহা হইতে ভাল উচ্চারণ শিখিতে লাগিলেন। সকলেই জানেন যে বিনোবাজী বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং তাঁহার সঠিক উচ্চারণ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। সেইসময় আরব-দেশে কোর্-আন্-এর যে আবৃত্তি (তিলওয়াত) হইত তাহা বেতারে প্রচারিত হইত এবং দিল্লীর রেডিও হইতে তাহা সম্প্রচারিত করা হইত। বিনোবাজী রেডিও খুলিয়া একাগ্রভাবে তাহা শুনিতেন ও সঠিক উচ্চারণ শিখিয়া লইতেন। বিনোবাজী যখন কোর্-আন্ আবৃত্তি করেন তখন আরবীভাষায় সুপণ্ডিতগণও তাঁহার উচ্চারণ শুনিয়া অবাক হইয়া যান। ঐভাবে উচ্চারণ শিক্ষা করার পর তিনি গভীরভাবে কোর্-আন্-এর অর্থ বুঝিবার প্রযত্ন করেন। ইংরাজী অনুবাদ সম্মুখে রাখিয়া প্রত্যেক বাক্যের (আয়তের) অর্থ দেখিয়া উহা মূল কোর্-আন্-এর সহিত মিলাইয়া কয়েকবার পড়িতেন। প্রত্যেক শব্দ—বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া ও অব্যয় উহার প্রত্যয় ও বিভক্তি এবং বাক্য ও উহার গঠন প্রণালী লক্ষ্য করিয়া করিয়া সমগ্র মূল কোর্-আন্ তিনি কয়েকবার পড়িয়া ফেলিলেন। এইভাবে পড়িতে পড়িতে তিনি নিজের মত করিয়া উহার একটি ব্যাকরণও প্রস্তুত করিয়া লন। ইহাতে শব্দের মূলগত অর্থ তাঁহাব নিকট প্রতীত হইতে থাকে। অতঃপর স্বাধীনতা সংগ্রামে কারারুদ্ধ হইলে কারাগারেও তাঁহার কোর্-আন্ অধ্যয়ন চলিতে থাকে। ঐ সময় কোর্-আন্-এর যতগুলি ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া গিয়াছিল তৎসমস্তই তিনি পাঠ করেন। উপরন্তু যে সব গ্রন্থের কথা উল্লেখ আছে, যথা 'গজালী কী নুর' ইত্যাদি, তাহাও তিনি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করেন।

একবার মৌলানা আবুল কলাম আজাদ সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তখন বিনোবাজী মহাত্মা গান্ধীর কাছে উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মাজীর ইচ্ছাক্রমে বিনোবাজী তাঁহাকে কোর্-আন্ আবৃত্তি করিয়া শুনান। তিনি বিনোবাজীর উচ্চারণ শুনিয়া মুগ্ধ হন। উপরন্তু কোর্-আন-এর বিষয় এবং উহার শব্দাদি সম্বন্ধে তাঁহার গভার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তিনি আশ্চর্যবোধ করেন। বিনোবাজী

যখন কোর্-আন্ পাঠ করেন তখন তাঁহার গণ্ড বাহিয়া প্রেমাশ্রুধারা বহিতে থাকে। এই কথা সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফর খাঁকে বলিলে তিনি বলেন যে তাঁহারও ঐরূপ হয়। কোর্-আন্ শরীফে ভক্তের এই প্রকার লক্ষণের বর্ণনা আছে। তাঁহার কোর্-আন-এর জ্ঞান এতই গভীর যে উহার কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার সদুত্তর দিতে পারেন, কোন সন্দেহের ক্ষেত্রে তিনি তাহা ভঞ্জন করিতে পারেন এবং উহার যে কোন বিষয় তিনি বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

বিনোবাজী যখন গভীরভাবে কোর্-আন-এর বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন করিতেছিলেন তখন উহার যে-যে আয়ত বা আয়তাংশ ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া তাঁহার মনে হইত সেখানে নিশানী দিয়া ও শিরোনামা লিখিয়া রাখিতেন। মধ্যে কিছুদিন তাঁহার কোর্-আন্ অধ্যয়ন বন্ধ ছিল। আজমীরের সর্বোদয় সম্মেলনের সময় (১৯৫৯) হইতে তিনি পুনরায় কোর্-আন্ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কোর্-আন্-এর সার সঙ্কলন করার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি এইবার অধ্যয়ন করেন এবং উহার জন্য কোন্ কোন্ আয়ত গ্রহণ করা উচিত তাহা বিবেচনাপূর্বক নির্বাচিত আয়তগুলিতে চিহ্ন দিয়া রাখেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ২০ বৎসর পূর্বে কোর্-আন্ অধ্যয়নকালে তিনি যেসব স্থান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিয়া চিহ্নিত করিয়া ও তাহাতে শিরোনামা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার সহিত কোর্-আন্ সারের সঙ্কলন মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে উহাদের প্রায়ই মিল আছে। তাহাতে বুঝা যায় যে তাঁহার তখনকার অধ্যয়ন কত গভীর ছিল। নির্বাচিত আয়তসমূহকে বিষয়, উপ-বিষয় ও তদধীন উপ-বিষয়ে বিন্যাস সাধনের জন্য 'কোর্-আন্ সার' গ্রন্থকে যথাক্রমে খণ্ড, অধ্যায় ও প্রকরণে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঐসব বিভাগ ও উপ-বিভাগের বিন্যাস ও উহাদের শিরোনামা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া উহা পাঠ করিলে তবেই এই গ্রন্থের মহিমা ও বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা উপলব্ধি করা যাইবে।

'কোর্-আন্ সার' সঙ্কলনের কাজে সহায়তা করিবার জন্য তিনি হায়দ্রাবাদের বিশিষ্ট সর্বোদয়সেবক ও সুপণ্ডিত শ্রীঅচ্যুতভাই দেশপাণ্ডেকে তাঁহার পদযাত্রী দলে রাখিয়াছিলেন। শ্রীদেশপাণ্ডে উর্দু ও আরবী ভাষায়

ব্যুৎপন্ন এবং মূল কোর্‌-আন্ ভালভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিনোবাজী তাঁহাকে আদর করিয়া 'মিঞা' বলিয়া ডাকেন। 'কোর-আন্ সার' সংকলনে সহায়তা করার কাজে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থ সম্পর্কে 'কুরান কী কহানী, মিয়াঁ কী জুবানী'* নামে একটি বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কোর্‌-আন্ সার সংকলনে দেড় বৎসর সময় লাগে। আসামে পদযাত্রার সময় (১৯৬১) ইহা সমাপ্ত হয়। কাশ্মীরের বিখ্যাত বিদ্বান নেতা মস্‌দী সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন যে বিনোবাজী যে কাজ করিয়াছেন তাহা করিবার জন্য যদি ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে বিশেজ্ঞগণের একটি কমিটি নিয়োগ করা হইত তবে এইরূপ সার সংগ্রহ করিতে তাঁহাদের বহু বৎসর লাগিয়া যাইত।

আয়ত নির্বাচনকালে সম অর্থবাচক একাধিক আয়ত থাকিলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি না করিবার জন্য একটিকে রাখিয়া অন্যটি বা অন্যগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এরূপ যেন মনে করা না হয় যে উহা ব্যতীত অনুরূপ অর্থবোধক অন্য আয়ত কোর্‌-আন্ শরাফে নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বাক্যের (আয়তের) সংশ্লিষ্ট একাংশ রাখিয়া অন্য অংশ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ বিনোবাজীকে বলিয়াছিলেন যে মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন তাঁহারা হয়ত ইহা পছন্দ করিবেন না। তাহাতে বিনোবাজী উত্তর দেন যে ইসলামের অর্থ শান্তি ও ঈশ্বরশরণতা। যাঁহার মধ্যে ইহা আছে তিনিই মুস্লিম।

যাহা হউক এখন প্রশ্ন এই 'কোর্‌-আন্'-এর জন্য আয়ত নির্বাচনে তথা উহার বিষয়, উপ-বিষয় ইত্যাদি নির্ধারণে তাঁহার দৃষ্টিকোণ কি? কোন্ মূল বিচারধারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি উহা করিয়াছেন? অর্থাৎ কোন্ কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া তিনি কোন আয়তবিশেষ গ্রহণ বা বর্জন করিয়াছেন? ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমে খেয়াল রাখা উচিত যে ইহা কোর্‌-আন্-এর সার। ইহা সংক্ষেপ নহে। ইহা যদি সংক্ষেপ হইত তাহা হইলে কোর্‌-আন্ শরীফের অন্তর্গত প্রত্যেক বিষয়ের কিছু না কিছু 'কোর্ আন্ সার'-এর মধ্যে লওয়া হইত। কিন্তু ইহাতে তাহা করা হয় নাই। পুরাতন ধর্মগ্রন্থসমূহ জ্ঞানকোষের মত বলা যায়। কোর্‌-আন্

---

* এই ভূমিকায় উল্লিখিত অনেক তথ্য উক্ত প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

শরীফও তদ্রূপ। উহাতে মূল ধর্ম ছাড়া সমাজশাস্ত্র, ইতিহাস, কাহিনী, আচার-বিচার, আইন ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় আছে। বর্তমান যুগে সমাজশাস্ত্রের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু ইতিহাসে রহিয়াছে। উপরন্তু 'কোর্-আন্ সার' সকল মানুষের জন্য। যাহা সকল মানুষের পক্ষে উপযোগী নহে তাহা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শুধু কি এই দৃষ্টিকোণ হইতে এই সংকলন করা হইয়াছে? অথবা অন্য কোন দৃষ্টি উহাতে আছে? হাঁ, আয়ত নির্বাচনে অন্য দৃষ্টিকোণও আছে এবং তাহাই প্রধান দৃষ্টিকোণ। তাহা হইতেছে এই যে কোর্-আন্ শরীফ ধর্মগ্রন্থ এবং উহার সার একমাত্র ধর্ম-সম্বন্ধীয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ধর্মসম্বন্ধীয় যাহা কিছু বিষয় কোর্-আন্ শরীফে আছে তাহা 'কোর্-আন্ সার'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই কেন? কারণ ধর্ম-গ্রন্থের মধ্যে এমন কিছু কিছু জিনিস থাকে যাহা সেই ধর্ম-সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ জিনিস। সেইসব বিষয় সম্পর্কীয় বিধি-নিষেধ বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ে বিভিন্ন। 'কোর্-আন্ সার'-এ যাহা সংকলিত হইয়াছে তাহা সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকের তথা সকল লোকের পক্ষে উপযোগী। উহাই হইতেছে ধর্মের সার। ধর্মের দুই অর্থ। এক হইতেছে সম্প্রদায়গত ধর্ম (Denominational ধর্ম যথা—মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, জৈন, পারসী ইত্যাদি)। আর অন্য অর্থে ধর্ম এক। তাহা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের পক্ষে গ্রহনীয়। তাহা ধর্মের সার, তাহা আধ্যাত্মিকতা। বিভিন্ন ধর্মের সার বা আধ্যাত্মিকতা কি তাহা যদি বুঝিয়া লওয়া যায় এবং সকল ধর্মের মানুষের নিষ্ঠা সেইদিকে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে ধর্ম-সমন্বয় সাধিত হইবে ও সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব চিরতরে দূরীভূত হইবে। এই সমন্বয়ের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করিবার জন্য অতীতে বহু মহাপুরুষ প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কবীর প্রভৃতি এই দৃষ্টি লইয়া ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিভিন্ন ধর্ম-নির্দিষ্ট পথে সাধনা করিয়া সমন্বয়ের এক পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় আরবী জানিতেন ও কোর্-আন্ অধ্যয়ন করিতেন। তিনি তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমতে বিভিন্ন ধর্মের সার গ্রহণের চেষ্টা করেন। লোকমান্য তিলকও এই ভাবে ভাবিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দৈনন্দিন প্রার্থনায় একাদশ ব্রতের মধ্যে

'সর্ব-ধর্ম-সমভাব'কে অন্যতম ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই সমন্বয় সাধনের পথে অগ্রগতি দান করেন। বিনোবাজী ইহাকে আরও অগ্রসর করাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি মনে করেন যে এক ধর্মের লোকের অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থও অধ্যয়ন করা উচিত, তাহা হইলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যাহা সাধারণ তাহার প্রতি লক্ষ্য পড়িবে ও সমন্বয় সাধনের পথ সুগম হইবে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যাহা সাধারণ তাহা হইতেছে ধর্মের সার বা আধ্যাত্মিকতা। বিনোবাজী বলেন যে উহা সকল ধর্মের গরিষ্ঠ-সাধরণ-গুণনীয়ক। এই ধর্মের সার মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্য, উপরন্তু বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যাহা আছে তাহা যাহাতে লোক সহজে পাঠ করিয়া লইতে পারেন সেইজন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সার সংকলন করিতেছেন। তাঁহার 'গীতা-প্রবচন' এই উদ্দেশ্যসাধক। এইরূপে তিনি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ধম্মপদের' সার, 'ভাগবত ধর্মসার' ও আসামের মাধবদেবের 'নামঘোষার সার' ইত্যাদি সংকলন করিয়াছেন। 'কোর্-আন্ সার'-ও সেই উদ্দেশ্যেই সংকলিত। এইজন্য বিনোবাজী ইংরাজী 'কোর্-আন্ সার'-এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে 'union of hearts' অর্থাৎ হৃদয়ের মিলনসাধনই তাঁহার 'কোর্-আন্ সার' প্রণয়নের উদ্দেশ্য।

বিনোবাজী বলেন যে ধর্মের যুগ চলিয়া গিয়াছে, আধ্যাত্মিকতার যুগ আসিয়াছে। এই যুগে আধ্যাত্মিকতাই থাকিবে। এখানে ধর্মের অর্থ সম্প্রদায়গত ধর্ম, Denominational ধর্ম। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে পার্থক্য কি তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকতা হইতেছে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়, ঈশ্বর বা মুক্তির অভিমুখে প্রগতির বিষয়। বিনোবাজী তাঁহার কাশ্মীরের পদযাত্রায় এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে পার্থক্য কি তাহা বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে আধ্যাত্মিকতা ভিতরের শক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু ধর্ম কেবল বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে নির্দেশ দান করিয়া থাকে, যদিও উহার উদ্দেশ্য থাকে আধ্যাত্মিকতার দিকে লইয়া যাওয়া। মৃত্যুর পর শব দাহ করা হইবে কিংবা কবরস্থ করা হইবে—তাহা হইল ধর্ম। কিন্তু শবকে গৃহে না রাখিয়া তাহা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা বা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া যাহাতে

তিনি তাহার আত্মাকে শক্তি দান করিতে পারেন—তাহা হইতেছে আধ্যাত্মিকতা। কিভাবে, কিসের মাধ্যমে বা কি পদ্ধতিতে উহা করা হইবে তাহা হইতেছে ধর্মের বিষয়। ধর্ম সকল যুগে, সকল সম্প্রদায়ের জন্য বা সকল সময়ে এক থাকে না। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা সকল সময়ে, সকলের পক্ষে ও সকল অবস্থায় একই থাকে। যথা—সত্য বল, করুণা কর, প্রেম কর ইহা আধ্যাত্মিকতার বিষয়। ঈশ্বরকে ভক্তি করা, উপাসনা করা—ইহা আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহা করিবে অথবা পদ্মাসন করিয়া তাহা করিবে, পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া অথবা পূর্ব দিকে মুখ করিয়া করিবে—ইহা হইতেছে ধর্মের বিষয়। বিনোবাজী বলেন—"ধর্মের লক্ষ্য মানুষকে আধ্যাত্মিকতার অভিমুখে লইয়া যাওয়া। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা উভয়ই একই লক্ষ্যের দিকে যায়। কিন্তু কিছু লোক রাস্তা জানে না। এই কারণে ধর্ম তাহাদিগকে ধীরে ধীরে লইয়া যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা সোজাসুজি আলোকসম্পাত করে। কোন্‌টি খাঁটি জিনিস ও কোন্‌টি খাঁটি জিনিস নহে তাহা আধ্যাত্মিকতা একবারেই বলিয়া দেয়। সেইস্থলে ধর্ম কি করে? ধর্ম মানুষকে অন্ধ মনে করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া যায়। এই দিকে চল, ঐদিকে চল—এরূপে রাস্তা দেখাইতে থাকে। এই মোল্লা, এই ব্রাহ্মণ, এই গুরু ইঁহাদের পিছনে পিছনে চল—ধর্ম এইরূপ শিক্ষাদান করে। আধ্যাত্মিকতা সোজাসুজি আলো দেখায়। আধ্যাত্মিকতা বলে—'দেখ তোমার ও ঈশ্বরের মধ্যে অন্য কেহ নাই।' কিন্তু ধর্ম বলে—'ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিতে হইলে মধ্যপথে এজেণ্ট চাই—তাহা পুরাতন ধর্মগ্রন্থ হউক বা পুরাতন মূর্তি হউক অথবা মন্দিরে যাইতে হউক বা মসজিদে যাইতে হউক বা গির্জায় যাইতে হউক। গুরুর কথা শুনিতে হউক বা ধর্মগ্রন্থের কথা শুনিতে হউক।' সুতরাং গ্রন্থ, মন্দির, মসজিদ, গির্জা এইসব ধর্মে আছে। তাহাতে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পর্দা খাড়া করা হয়।" সংযম সাধনের জন্য উপবাস করা আধ্যাত্মিকতা, কিন্তু উপবাস কখন করিবে ও কিভাবে করিবে, দিনে করিবে বা রাতে করিবে, কোন তিথিতে করিবে ইত্যাদি ধর্ম। অনুভবী মহাপুরুষগণ যেসব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা পালন করা, যেপথে চলিতে বলিয়াছেন সেই পথে চলা আধ্যাত্মিকতা; কিন্তু

কেবলমাত্র অমুক মহাপুরুষ যাহা বলিয়াছেন তাহা পালন করিতে হইবে—ইহা ধর্ম। ধর্ম মানুষের মধ্যে গ্রন্থপূজার প্রবণতা সৃষ্টি করে। বিনোবাজী উক্ত প্রার্থনা ভাষণে আরও বলেন—"আমাকে লোকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কোর্‌-আন্ শরীফ পাঠ করেন কি? আমি বলি—আজ্ঞে হাঁ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করে—কোর্‌-আন্ শরীফের আয়তসমূহে যাহা যাহা আছে ঠিক সেই মত চলেন কি?" আমি বলি—আজ্ঞে না। কারণ যে আয়ত হইতে যতখানি আমার লওয়ার প্রয়োজন হয় আমি ততখানি লইয়া থাকি। কিন্তু আমি গীতা, কোর্‌-আন্ শরীফ, বাইবেল বা অন্য কোন গ্রন্থের বোঝা বহন করি না। বাজারে বহু জিনিস দেখি, কিন্তু উহাদের মধ্যে যে-যে জিনিস আমার পছন্দ হয় তাহা আমি খরিদ করি। কোন জিনিস সম্পূর্ণ লওয়া বা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা আমি পছন্দ করি না। কিন্তু কোন বিশেষ ধর্মের অনুগামীর ভাব বিপরীত হইয়া থাকে। তাঁহারা হয়ত মূর্তিপূজক নন, তথাপি তাঁহারা গ্রন্থের পূজারী হইয়া যান। কিন্তু বুঝা উচিত যে গ্রন্থ ও ধর্মশাস্ত্র মানুষের জন্য, কিন্তু মানুষ গ্রন্থ বা ধর্মশাস্ত্রের জন্য নহে। গ্রন্থ হইতে এমন জিনিসই লওয়া উচিত যাহা নিজের পক্ষে লাভদায়ক ও উপযোগী হইবে। ধরুন, ঔষধ সম্বন্ধীয় পুস্তক। উহাতে যেসব ঔষধের কথা বলা হইয়াছে তাহার সবই কি আমার সেবন করা উচিত? অথবা আমার যে রোগ হইয়াছে সেই রোগের জন্য যে ঔষধ উপযোগী কেবলমাত্র তাহা সেবন করা উচিত? ধর্মগ্রন্থে বহুবিধ বিষয় থাকে। উহাতে এমন কিছু-কিছু জিনিস থাকিতে পারে যাহা সকলের পক্ষে উপযোগী এবং তাহা হইতেছে আধ্যাত্মিকতার বিষয়ীভূত, যথা—পরস্পরকে সত্যপথে চলিবার জন্য উপদেশ দেওয়া, সেইজন্য পরস্পরকে সহায়তা করা, পরস্পরের প্রতি করুণাভাব পোষণ করিবার জন্য সহায়তা করা ও তজ্জন্য শিক্ষা দান করা। সত্য, প্রেম, করুণা—এইসব সকলের পক্ষে প্রয়োজন। পারসী, ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্মের অনুগামীদের পক্ষে তাহা অনুসরণীয়। ইহাই আধ্যাত্মিকতা। ধর্মের বিধি-নিষেধ ভ্রমাত্মক হইতে পারে, উহা ভালও হইতে পারে। উপরন্তু বিভিন্ন ধর্মে উহা বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিতা সকলের জন্য এক।"

এক্ষণে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি লইয়া কোর্-আন্ সার-এর খণ্ড, অধ্যায়, প্রকরণ ও পরিচ্ছেদের শিরোনামাগুলি লক্ষ্য করিলে আরও পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যাইবে যে ধর্মের সার বলিতে কি বুঝায়। কিন্তু কোর্-আন্ সার-এর অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় সম্পর্কে মনে সংশয় আসিতে পারে। মৃত্যুর পরের জীবন ও উহার অবস্থা সম্পর্কে কোর্-আন্ শরীফে যাহা আছে তাহা সবিস্তারে 'কোর্-আন্-সার'-এ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এরূপ সংশয় হইতে পারে—তবে কি বিনোবাজী স্বর্গ-নরকাদির কথা বিশ্বাস করেন? অনেকে এরূপ করেন যে উহা বালকসুলভ কল্পনামাত্র। কিন্তু বিনোবাজী বিশ্বাস করেন যে, আমাদের জীবন যেমন বাস্তব উহাও তেমন বাস্তব। তিনি তাঁহার 'গীতাঈ চিন্তনিকা'-তে এই বিষয়ের বিশদ্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি শুধু যে ঐরূপ বিশ্বাস করেন তাহা নহে। আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের জন্য মানুষের পক্ষে যে কয়টি জিনিসে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকা তিনি অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন তন্মধ্যে মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাসকেও তিনি অন্যতম বলিয়া ধরিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য যে পঞ্চবিধ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা বিনোবাজী একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা উল্লেখ করা দরকার বলিয়া মনে করি। তাহা হইতেছে এই :—

(১) সর্তহীন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যে (আদর্শে) বিশ্বাস ('Belief in absolute spiritual and moral values')।—এখানে absolute বা সর্তহীনের অর্থ কি তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত দিলে উহা পরিষ্কার হইবে। প্রতিপক্ষ তীব্রভাবে হিংসা করিলেও কোন অবস্থায় অহিংসা হইতে বিচ্যুত না হওয়া—সর্তহীন বা absolute বিশ্বাসের এক দৃষ্টান্ত। অন্যে যতক্ষণ তীব্র হিংসা না করে ততক্ষণ অহিংস থাকা অথবা অন্যে শত্রুতা না করিলে তাহার প্রতি প্রেমভাব রাখা—ইহা সর্তযুক্ত অহিংসার দৃষ্টান্ত।

(২) মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস ('Belief in life after death')।

(৩) জীবমাত্র এক ও পবিত্র এই বিশ্বাস ('Belief in sanctity and unity of all creation')।

(৪) সৃষ্টিতে নিয়মবদ্ধ সুব্যবস্থা বিদ্যমান এই বিশ্বাস ('Belief that there is a system in creation')

(৫) কর্মবিপাকে বিশ্বাস ('Belief in the law of karma')

আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এই পঞ্চবিধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভিত্তি কোথায়? উহাদের ভিত্তি হইতেছে এই যে, সারা বিশ্ব-জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এই বিশ্বাস, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। যদি এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকে তবে উপরিউক্ত পঞ্চবিধ বিষয়ও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসের কোন অর্থ হয় না এবং উহার প্রভাব জীবনের উপর পড়িতে পারে না। জ্যামিতির ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যে ঈশ্বর হইতেছেন axiom (স্বতঃসিদ্ধ) এবং উপরিউক্ত পঞ্চবিধ সিদ্ধান্ত postulate (স্বীকার্য বিষয়)।

কোর্-আন্ শরীফ উপরে উপরে পড়িলে মনে হইতে পারে যে স্বর্গ-লাভের যোগ্যতা অর্জন মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু তাহা নহে। **প্রভুকৃপা লাভই** যে চরম লক্ষ্য ইহা কোর্-আন্ শরীফ ঘোষণা করিয়াছেন। একটি আয়তে (৫০।৩৫) আছে—'**আমার কাছে স্বর্গ অপেক্ষা বহু অধিক আছে**।' অর্থাৎ প্রভুকৃপা লাভ হইলে স্বর্গ অপেক্ষা বহু অধিক তাঁহার নিকট হইতে লাভ করা যায়। আমরা বিশ্বাস করি, যিনি 'কোর্-আন্ সার' শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিবেন তিনি **ঈশ্বরকৃপা লাভের** যোগ্যতা অর্জন করিবার প্রেরণা লাভ করিবেন।

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

ডায়মণ্ডহারবার
৩রা মে ১৯৬৫

সূচীপত্র

স্মরণীয় শ্লোকমালা

[কোর্-আন্ সার-এর খণ্ড প্রকরণাদির নাম নিত্যস্মরণার্থ বিনোবাজী এই সংস্কৃত শ্লোকমালা রচনা করিয়া দিয়াছেন।]

[১] আরম্ভে, [২]তদনুধ্যানং, [৩]ভক্ত্যা, [৪]ভক্তৈর্নিষেবিতম্।
[৫]ধর্ম[৬]নীতি, [৭]মনুষ্যাণাং, [৮]প্রেষিতৈ[৯]র্গূঢ়শোধনম্॥

১ [১]সপ্তকং, [২]সারতত্ত্বং চ, [৩]সারল্যেন সমর্পিতম্,
পুস্তকেঽস্মিং[৪]স্ততো ভক্ত্যা শুচির্ভূত্বা পঠেদিদম্।

২ [৫]এক এবা[৬]দ্বিতীয়শ্চ, [৭]প্রকাশো, [৮]জ্ঞানমেব চ,
[৯]দয়ালুর্, [১০]দানবান্, [১১]কর্তা, [১২]স্বরূপঃ, [১৩]সুপ্রকেতনঃ।
[১৪]সর্বশক্তিঃ, [১৫]স্বতন্ত্রেচ্ছো, [১৬]মনোবাচামগোচরঃ,
[১৭]নামভির্ঘোষিত[১৮]শ্চাবিঃ, [১৯]প্রার্থনীয়ঃ পুনঃ পুনঃ।

৩ [২০]উপাসনোপদিষ্টেয়ং, [২১]যা ধৃতা ভৌতিকৈরপি,
[২২]নিষ্ঠা, [২৩]ত্যাগ[২৪]স্তপশ্চর্যা, [২৫]ধৈর্য মদ্‌ভক্তিলক্ষণম্।
[২৬]সৎসঙ্গঃ, [২৭]ক্ষণিকো ভাবো, [২৮]বৈরাগ্যং চ তদুদ্‌ভবম্।

৪ [২৯]লক্ষণ্যাঃ, [৩০]প্রার্থনাবন্তো, [৩১]নৈষ্ঠিকা, [৩২]ধৈর্যশালিনঃ,
[৩৩]অহিংসকা যে মদ্‌ভক্তা, [৩৪]মদ্দূতৈরভিরক্ষিতাঃ।
[৩৫]নাস্তিকা, [৩৬]ভ্রান্ত-চিত্তাস্তু, [৩৭]মোঘা, [৩৮]নিরয়গামিনঃ।

৫ [৩৯]ধর্ম-নিষ্ঠা, [৪০]সহিষ্ণুত্বং, [৪১]লোকসংগ্রহ-যোজনা।

৬ [৪২]সত্য-ধীরো, [৪৩]বদেদ্ বাক্যং সত্যং, [৪৪]শিব[৪৫]মনিন্দনম্,
[৪৬]ন্যায়ং রক্ষেৎ, [৪৭]পরং ন্যায়াৎ করুণৈব গরীয়সী।
[৪৮]অহিংসায়াং দৃঢ়শ্রদ্ধা, [৪৯]স্নেহেন সহজীবনম্,
[৫০]পাপৈরসহকারশ্চ, [৫১]প্রতীকারশ্চ সংযতঃ।
[৫২]অস্বাদো, [৫৩]বাসনাশুদ্ধি[৫৪]রস্তেয়ং, [৫৫]মিত-সংগ্রহঃ
[৫৬]দানং, [৫৭]শিবানুসন্ধানং [৫৮]নীতি[৫৯]রাচার-পালনম্।

৭ [৬০]বৈশেষ্যেঽপি মনুষ্যাণাং, [৬১]দৌর্বল্যং, [৬২]পাপ-বশ্যতা,
[৬৩]নির্মাতরি কৃতঘ্নত্বং, [৬৪]নাস্তিকাস্তিকয়োর্ভিদা ।

৮ [৬৫]সাধারণা, [৬৬]মনুষ্যাস্তু, [৬৭]ধীরা যে, [৬৮]তৎস্মৃতিঃ শুভা,
[৬৯-৭২]অত্র প্রকাশিতাঃ কেচিৎ, [৭৩]সন্ত্যন্যেঽপ্যপ্রকাশিতাঃ
[৭৪]প্রাতিভং, [৭৫]চেশ্বরাদেশো, [৭৬]ঘোষণা, [৭৭]গুণ-সংশ্রয়ঃ,
[৭৮]কার্য পঞ্চবিধং যস্য, [৭৯]স চাশীর্বাদমর্হতি ।

৯ [৮০]বিশ্বং, [৮১]জীবং, [৮২]পরাত্মানং, নৈব তর্কেণ যোজয়েৎ,
[৮৩]শ্রদ্ধধানঃ সংবিধানং, [৮৪]বিপাকং, [৮৫]মরণোত্তরম্ ।
[৮৬]সমুত্তিষ্ঠ, [৮৭]দিনং পশ্য, [৮৮]বিবিচ্য বিবিধা গতীঃ,
[৮৯]তুষ্টাত্মন্ প্রবিশোত্থানং, [৯০]প্রাপ্নুহি প্রেম চৈশ্বরম্ ।

কোর্-আন্ সার

খণ্ড ১

গ্রন্থারম্ভ

১- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

২- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

৪- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

৫- اِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

৬- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

৭- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

১ মঙ্গলাচরণ

১ মঙ্গলাচরণ

১ প্রার্থনায়

১ পরমদাতা* করুণাময় ঈশ্বরের নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

২ সমস্ত স্তুতি ঈশ্বরের জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

৩ পরমদাতা করুণাময়।

৪ বিচার-দিবসের প্রভু।

৫ আমরা একমাত্র তোমাকে অর্চনা করিতেছি এবং একমাত্র তোমার নিকটে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

৬ তুমি আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর,

৭ তাহাদের পথ, যাহাদের প্রতি তুমি কৃপা করিয়াছ; তাহাদের পথ নহে, যাহারা তোমার কোপে পতিত হইয়াছে এবং যাহারা পথভ্রান্ত। ১।১-৭

বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌

১—১। আল্‌ হাম্‌দোলিল্লা-হে রাব্বেল আ-লামীনা; ২। র্‌রাহ্‌মা-নের্‌রাহীমে; ৩। মালেকে ইয়্যাওমেদ্দীন ৪। ইইয়্যা-কানা'বোদো অ ইইয়্যা-কা নাছ্‌তায়ীন্‌। ৫। এহ্‌দেনাছ্‌ ছেরাত্বাল্‌ মোছ্‌তাকীমা, ৬। ছেরা-ত্বল্লাজীনা আন্‌আম্‌তা আলায়্‌হিম্‌; ৭। গ্বায়্‌রিল্‌মাগ্বদুবে আলায়্‌হিম্‌ অলাদ্দ্‌-দ্ব—ল্লীন। (সূরা ফাতেহা, ১—৭)

*'রহমান' শব্দের অনুবাদ 'পরমদাতা' লিখিত হইল। 'রহমান' শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রলয়ান্তে চরমকালে পুনর্বার মানবীয় অস্তিত্বের প্রদাতা। এইজন্য ঈশ্বরের এক নাম 'রহমান'। এই নাম কেবলমাত্র ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রয়োজ্য হয়। (অনুবাদক)

২ গ্রন্থ-মহিমা

২ গ্রন্থ-আলোক

২ গ্রন্থ কল্যাণ পথগামীদিগের জন্য

১ আলিফ্; লাম্, মীম্।

২ ইহা সেই ধর্মগ্রন্থ যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা কল্যাণের পথে চলিয়া থাকে ইহা তাহাদের পথ প্রদর্শক।

৩ অব্যক্ত বিষয়ে যাহারা শ্রদ্ধা পোষণ করে, যাহারা উপাসনানিষ্ঠ এবং আমি তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছি তাহা হইতে (আমার পথে) যাহারা ব্যয় করে;

৪ এবং তোমার উদ্দেশে যাহা অবতারণ করিয়াছি এবং তোমার পূর্বেও যাহা অবতারণ করা হইয়াছে তাহাতে যাহাদের শ্রদ্ধা আছে এবং পরলোকে যাহাদের বিশ্বাস আছে,

৫ তাহারা প্রভুর প্রদর্শিত সুপথে চলিয়া থাকে। তাহারা (পরকালে) মুক্তি পাইবে। ২।১—৫

৩ প্রত্যাদেশসমূহ দুই প্রকারের (মৌলিক ও লাক্ষণিক)

১ সেই তিনি, যিনি তোমার প্রতি গ্রন্থ (কোর-আন্) অবতারণ করিয়াছেন। তাহার কোন কোন বাক্য (আয়ত) স্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক, সেইগুলি

২—১। আলীফ লা—ম্ মী—ম্। ২। জা-লেকাল্ কেতা-বো লা-রায়বা, ফীহে; হোদাল্ লেল্‌মোত্তাকীনাল্ ৩। লাজীনা ইয়্যো'মেনূনা বিল্ গায়্‌বে অ ইয়্যোকীমুনাছ্‌ছালা-তা অ মিম্মা-রাযাক্‌না-হুম্ ইয়্যোন্‌ফেকুন। ৪। অল্লাজীনা ইয়্যো'মেনূনা বেমা—উন্‌যেলা এলায়্‌কা অমা—ওন্‌যেলা মেন্ ক্কাব্‌লেক্, অ বিল্ আ-খেরাতে হুম্ ইয়্যোকেনূন্। ৫। উলা—একা আলা হোদাম্ মের্‌রাব্বেহিম, অ উলা—একা হুমোল্ মোফ লেহুন।

(সূরা বকরা, ১—৫)

গ্রন্থের মূল—এবং অন্যগুলি লাক্ষণিক। পরন্তু যাহাদের অন্তরে কুটিলতা আছে তাহারা নিজেদের অনুকূলে সেইগুলির ভুল ব্যাখ্যা করিয়া বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেইগুলির পিছনে পড়িয়া থাকে, অথচ তাহাদের প্রকৃত অর্থ ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও জানা নাই। ··· ৩।৭ আংশিক

৪ সর্বোত্তম সার গ্রহণ করুন

১ যাহারা (আমার) বাণী শ্রবণ করে ও উহার মধ্যে যাহা সর্বোত্তম তাহা অনুসরণ করে ঈশ্বর তাহাদের পথ প্রদর্শন করেন। তাহারাই বুদ্ধিমান।

৩৯।১৮

৫ খোলা উপদেশ

১ নিশ্চয় ইহা (কোর্-আন্) হইতেছে উপদেশ,

২ যাহার ইচ্ছা সে উহাকে গ্রহণ করুক। (কেহ গ্রহণ না করিলে তোমার কোন ক্ষতি নাই,) কারণ উহাকে প্রচার করাই তোমার দায়িত্ব।

৮০।১১—১২ আংশিক

৩—১। হোওয়াল্লাজী—আন্‌যালা আলায়্‌কাল্ কেতা-বা মেন্‌হো আ-ইয়া-তোম্ মোহ্‌ব্ কামা-তোন্ হোন্না ওম্মোল্ কেতা-বে অওখারো মোতাশা-বেহা-ত্। ফাআম্মা ল্লাজীনা ফী কোলু বেহেম্‌যায়্ গোন্-ফাইয়াত্তাবেউনা মা-তাশা-বাহা মেন্‌হো-ব্‌তেগা—আল্ ফেৎনাতে অব্‌তেগা—আ তা'বীলেহ্, অমা-ইয়া'লামো তা'বীলাহু—ইল্লা ল্লা-হ।

(সূরা আল্‌এমরান্, ৭ আংশিক)

৪—১। লাজীনা ইয়্যাছ্‌তামেয়ুনাল্ কাও্‌লা ফাইয়্যাত্তাবেয়ু না আহ্‌ছানাহ্। উলা—য়েকাল্লাজীনা হাদা-হুমোল্লা-হো-অ উলা—য়েকা হুম্ উলুল্-আল্‌বা-ব্। (সূরা যোমার, ১৮)

৫—১। কাল্লা—ইন্নাহা-তাজ্‌কেরাতোন্। ২। ফামান্ শা—আ জাকারাহ। (সূরা আবাছা, ১১—১২)

৬ ধর্মগ্রন্থ মনুষ্য সমাজে প্রচার করার জন্য, গোপন করার জন্য নহে

১ তুমি ইহাকে জনগণের মধ্যে প্রচার করিবে এবং ইহার কোন কথা গোপন করিবে না। ৩।১৮৭ আংশিক

৩ গ্রন্থ-স্বরূপ

৭ গ্রন্থ মাতৃভাষায়

১ আমি যদি কোর্-আন্ বিদেশী ভাষায় অবতারণ করিতাম, তবে তাহারা নিশ্চয় বলিত যে ইহার বাক্যসমূহ কেন পরিষ্কার করিয়া বুঝান হয় নাই (যাহাতে আমরা বুঝিতে পারিতাম)? ইহা কিরূপ কথা? বিদেশী ভাষা আর আরবের লোক? তুমি বল: যাহারা ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহা পথপ্রদর্শক ও মহৌষধি স্বরূপ। ৪১।৪৪

৮ সরল কোর্-আন্

১ যাহাতে স্মরণ রাখা যায় সেইজন্য আমি কোর্-আন্‌কে সরল করিয়াছি। কিন্তু কেহ কি স্মরণ রাখিতেছে? ৫৪।১৭

৯ ইহা প্রত্যাদেশ, কবির কাব্য নহে

১ অধিকন্তু আমি শপথ করিতেছি যাহা কিছু তুমি দেখিতেছ তাহার

২ এবং যাহা তুমি দেখিতেছ না তাহার

৬—১। সাতোবাইয়্যেনোন্নাহু লেন্না-ছে অলা-তাক্‌তোমুনাহু,

(সূরা আল্‌এম্‌রান্—১৮৭ আংশিক)

৭—১। অলাও জা—আল্‌না-হু কোর্‌আনান্ আজীমীয়্যাল্ লাকা-লু লাও লা-ফোছ্‌ছেলাৎ আ-য়্যা-তোহ্। আ-আ'জামীয়্যোঙ্ অ আরাবীয়্যো। কোল্ হুঅ লেল্লাজীনা আ-মানূ হোদাঙ্ অ শেফা—। (সূরা হা-মীম্, ৪৪)

৮—১। অলাকাদ্ ইয়্যাছ্ ছারনাল্ কোর্—আন লিজ জিক্‌রে ফাহাল্ মিম্ মোদ্দকের? (সূরা কমর, ১৭)

৯—১। ফালাওক্‌ছেমো বেমা-তোব্‌ছেরূন, ২। অমা-লা-তোব্‌ছেরূন্।

৩ যে এই কোর্-আন্ ঈশ্বর প্রেরিত ঈশ্বরীয় দূতের বাণী।

৪ ইহা কবির উক্তি নহে। কিন্তু ইহার উপর তোমরা কমই শ্রদ্ধা রাখ।

৫ এবং ইহা দৈবজ্ঞের কথা নহে, কিন্তু তোমরা ইহার প্রতি কম মনোযোগ দাও।

৬ ইহা বিশ্ব-প্রভু কর্তৃক অবতারিত হইয়াছে। ৭০।৩৮—৪৩

১০ হৃদয়ের সন্তোষবিধায়ক

১ ঈশ্বর সঙ্গতিপূর্ণ ধর্মগ্রন্থরূপে সর্বোত্তম বাণীসমূহ অবতারণ করিয়াছেন, যাহার মধ্যে (পুরস্কারের প্রতিশ্রুতির সহিত শাস্তিদানের ভীতি প্রদর্শন) যুক্ত করা হইয়াছে। তাহার ফলে যাহারা স্বীয় প্রভুকে ভয় করে তাহাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয় এবং অনন্তর তাহাদের দেহ মন ঈশ্বরের আরাধনার্থ বিনম্র হয়। ৩৯।২৩

১১ যে সপ্ত বচন প্রায়ই আবৃত্তি করা হয় অর্থাৎ অল্‌ফাতিহা

১ নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের আবৃত্তি করার জন্য সাতটি বচন দিয়াছি এবং কোর্-আন্ দিয়াছি। ১৫।৮৭

৩। ইন্নাহূ লা কাও্‌লো রাছুলেন্ কারীমেঙ; ৪। অমা হুঅ বেকাও্‌লে শা-য়ের্। কালীলাম্ মা-তু'মেনূনা, ৫। অলা বেকাও্‌লে কা-হেন। কালীলাম্ মা-তাজাক্‌কারূন। ৬। তান্‌যীলোম্ মির্ রাব্বেল্ আ-লামীন।

(সূরা হাক্কা, ৩৮—৪৩)

১০—১। অল্লা-হো নায্‌যালা আহ্‌ছানাল্ হাদীসে কেতা-বাম্ মোতাশা-বেহাম্ মাসানীয়্যা, তাক্‌শায়েরো মেন্‌হু জোলুদোল্লাজীনা ইয়্যাখ্‌শাও্‌না রাব্বাহুম্, সুম্মা তালীনো জোলুদোহুম্ অ কোলুবোহুম্ এলা-জেক্‌রেল্লাহ্।

(সূরা যোমার, ২৩)

১১—১। অলাকাদ্ আ-তায়্‌না-কা ছাব্‌আম্ মেনাল্ মাসা না অল্ কোর্‌আ-নাল্ আজীম্। (সূরা হাজর্, ৮৭)

৪ পাঠ-বিধি

১২ শুচিভূর্ত হইয়া

১ নিশ্চয়ই ইহা মহান সম্মানার্হ কোর্-আন্।

২ শুচি না হইয়া কেহ ইহা স্পর্শ করে না। ৫৬।৭৭,৭৯

১৩ ঈশ্বরাশ্রয়েণ পঠিতব্যম্

১ যখন তুমি কোর্-আন্ পাঠ করিতে শুরু করিবে তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে ঈশ্বরের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। ১৬।৯৮

১২—১। ইন্নাহু লাকোর্আ-নোন্ কারীমোন্’ ২। লা-ইয়্যামাছ্‌ছোহু—ইল্লাল্ মোতাহ্‌হারুন্। (সূরা ওয়াকেয়া, ৭৭, ৭৯)

১৩—১। ফাএজা-কারা-তাল্ কোর্আ-ন ফাছ্‌তাএজ্ বেল্লা-হে মেনাশ্‌শায়্‌ত্বা-নেরাজীম। (সূরা নহল, ৯৮)

খণ্ড ২

ঈশ্বর

৩ ঈশ্বর এক

৫ এক এবাদ্বিতীয়ঃ

১৪ ঈশ্বর এক

১ বলিয়া দাও : ঈশ্বর এক।

২ ঈশ্বর সর্ব-নিরপেক্ষ।

৩ তিনি জাত নহেন, তিনি জন্মদানও করেন না।

৪ আর তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। ১১২শ।১—৪

১৫ ঈশ্বরের পুত্র থাকা শোভাদায়ক নহে

১ আর তাহারা বলে : পরমদাতা ঈশ্বর এক পুত্র পরিগ্রহ করিয়াছেন।

২ (তাহাদিগকে বল :) তোমরা এক সর্বনাশা কথা বলিতেছ,

৩ যাহাতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হইবার ও পর্বতসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়,

৪ যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের পুত্র আছে বলিয়া দাবী করিতেছ।

৫ অথচ পরমদাতা ঈশ্বরের পক্ষে ইহা শোভনীয় নহে যে তিনি কোন পুত্র পরিগ্রহ করেন। ১৯.৮৮—৯২

১৪—১। কোল্ হোঅল্লা-হো আহাদ্। ২। আল্লা-হো ছ্ছমাদ্। ৩। লাম্ইয়্যালেদ্ ; অলাম্ইয়ুলাদ্। ৪। অলাম্ ইয়্যাকোল্লাহু কোফোঅন্ আহাদ্। (সূরা এখ্‌লাছ্, ১—৪)

১৫—১। অক্বা-লোত্তাখাজা র্‌াহ্‌ব্‌মা-নো অলাদা-। ২। লাকাদ্ জে'তুম্ শায়্‌আন্ এদ্দান্। ৩। তাকা-দোছ্‌ছামা-ওয়া-তো য়্যাতাফাত্তারুনা মেনহো অতান্‌শাক্‌কোল আরদ্বো অতাখেরে্‌ল জেবা-লো হাদ্দান। ৪। আন্ দাআও্‌ লের্‌াহ্‌ব্‌মা-নে অলাদা-। ৫। অমা-য়্যান্‌বাগী লের্‌াহ্‌ব্‌মা-নে আই-য়্যাত্তাখেজা অলাদা-। (সূরা মরয়ম, ৮৮—৯২)

১৬ ভক্তবৃন্দের সুগন্ধ

১ যাহারা সামরিক শৃঙ্খলায় সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান তাহাদের (শপথ);

২ এবং যাহারা ভর্ৎসনা সহকারে (দুষ্টদিগকে) প্রতিহত করে তাহাদিগের (শপথ)

৩ এবং যাহারা ঈশ্বর-স্মরণার্থ (ঈশ্বরের বাণী) পাঠ করে তাহাদিগের (শপথ)

৪ তোমাদের প্রভু নিশ্চয়ই এক;

৫ তিনি স্বর্গ-মর্তের এবং সেই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত যাহা কিছু সবেরই অধিপতি, এবং সূর্যের উদয়-ভূমির প্রভু। ৩৭।১—৫

১৭ যীশুর সাক্ষ্য

১ আর আল্লা যখন বলিবেন: হে মরিয়ম-এর পুত্র যীশু, তুমি কি মনুষ্যগণকে বলিয়াছিলে: আমাকে এবং আমার মাতাকে আল্লার অতিরিক্ত দুইজন উপাস্য বলিয়া মানিয়া লও? তখন যীশু বলিবেন: আপনি পবিত্র, যাহাতে আমার অধিকার নাই সেরূপ কথা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। যদি আমি তাহা বলিতাম তবে আপনি অবশ্য তাহা জানিতেন। যাহা কিছু আমার মনে ছিল তাহা আপনি জানেন আর যাহা কিছু আপনার অন্তরে আছে তাহা আমি জ্ঞাত নহি। নিশ্চয়ই আপনি অন্তর্যামী।

১৬—১। অছ্ছাফ্ফা-তে ছাফ্ফান্, ২। ফায্যা-জেরাতে যাজ্রান্, ৩। ফাত্তা-লেয়্যা-তে জেক্রান্ ৪। ইন্না এলা-হাকুম্ লাঅ-হেদ্। ৫। রাব্বোছ্ ছামা-অ—তে অল্ আর্‌দ্বে অমা-বায়্নাহুমা অ রা-ব্বোল্ মাশা-রেক। (স্থরা সাফ্ফাত, ১—৫)

১৭—১। অএক্ব্ কা-লা ল্লা-হো ইয়া ঈছা ব্না মার্‌ইয়ামা আআন্তা কোল্‌তা লিন্না-ছে ত্তাখেজুনী অওম্মেইয়া এলা-হায়্নে মেন্ দূনি ল্লা-হ। কা-লা ছোব্হা-নাকা মা-ইয়াকুনো লী—আন্ আকুলা মা-লায়্ছা লী, বেহ্বাক্কে। ইন্ কোন্তো কোল্‌তোহূ ফাকাদ্ আলেম্‌তাহ্। তা'লামো মা-ফী নাফ্ছী অলা—আ লামো মা-ফী নাফ্ছেক্। ইন্নাকা আন্তা আল্লা-মোল্

২ আপনি আমাকে এই বলিতে আদেশ দিয়াছিলেন যে তোমরা পরমেশ্বরকে অর্চনা কর, যিনি আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু। ইহা ব্যতীত আমি তাহাদিগকে কোন কথা বলি নাই। যতদিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাহাদের সাক্ষী ছিলাম। পরে যখন আপনি আমাকে তুলিয়া লইলেন তখন আপনিই তাহাদের প্রহরী ছিলেন এবং আপনিই সকল বিষয়ে সাক্ষী।

৩ যদি আপনি উহাদিগকে শাস্তিদান করেন তবে তাহারা আপনার দাস আবার আপনি যদি উহাদিগকে ক্ষমা করেন তবে নিশ্চয় আপনি সর্বজিৎ এবং সর্ববিদ। ৫।১১৬—১১৮

১৮ ত্রি নহে

১ হে গ্রন্থধারী জনগণ, স্বীয় ধর্মের বিষয়ে অত্যুক্তি করিও না এবং ঈশ্বরের বিষয়ে সত্যের অতিরিক্ত কিছু বলিও না। মরিয়মের পুত্র ঈশামশীহ ছিলেন ঈশ্বরের একজন প্রেরিত পুরুষমাত্র! এবং তিনি ছিলেন ঈশ্বরের বাণী (দ্বারা স্বষ্ট মানব), যাহাকে মরিয়মের প্রতি তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পক্ষ হইতে একটি আত্মা। সুতরাং ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন কর এবং বলিও না যে তিনজন

গোইউব্। ২। মা-কোল্‌তো লাহুম্ ইল্লা-মা—আমার্‌তানী বেহী—আনে'-বোদো ল্লা-হা রাব্বী অরাব্বাকুম্, আকোন্তো আলায়্‌হিম্ শাহীদাম্ মা-দোম্‌তো ফী হিম্, ফালাম্মা-তাঅফ্‌ফায়্‌তানী কোন্তা আন্তা র'কীবা আলায়্‌হিম্। অআন্তা আলা-কুল্লে শায়্‌এন্ শাহীদ্। ৩। ইন্ তোআজ্জেব্‌হুম্ ফাইন্নাহুম্ এবা-দোক্, অইন্ তাগ্‌ফির্ লাহুম্ ফাইন্নাকা আন্‌তাল্ আযীযোল্ হ্বাকীম্। (স্থরা মায়দা ১১৬—১১৮)

১৮—১। ইয়া—আহ্‌লাল্ কেতা-বে লা-তাগ্‌লু ফী দীনেকুম্ অলা-তাকূলু আলা ল্লা-হে ইল্লাল্ হাক্‌ক। ইন্নামাল্ মাছীহো ঈছাব্‌নো মার্‌ইয়ামা রাছুলো ল্লা-হে অ কালেমাতোহ্, আল্‌কা-হা—এলা মার্‌ইয়ামা অরূহোম্ মেন্‌হো, ফাআ-মেনূ বেল্লা-হে অরোছোলেহী'অলাতাকূলু সালাসাহ্।

ঈশ্বর। (ইহা হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হও। উহা তোমাদের পক্ষে সমুচিত হইবে। ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য। তাঁহার যে লোকাতীত মহিমা তাহাতে তাঁহার পুত্র থাকা সুদূরপরাহত। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় তাঁহারই। এবং রক্ষাকর্তা স্বরূপে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। ৪।১৭১

১৯ ন তত্র সূর্য্যো ভাতি

১ আমি ইব্রাহিমকে এমনভাবে আমার আকাশ এবং পৃথিবীর রাজত্ব দেখাইলাম যাহাতে সে পরিপক্ক বিশ্বাসকারীদের মধ্যে গণ্য হয়।

২ যখন রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল তখন সে একটি তারকা দেখিল। বলিল: ইহাই আমার প্রভু! পরে যখন উহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল: যাহা অস্ত যায় তাহাকে আমি (ঈশ্বর মান্য করিতে) পছন্দ করি না।

৩ এবং যখন সে দেখিল যে চন্দ্র উদয় হইতেছে তখন বলিল: ইহাই আমার প্রভু! পরে যখন উহাও অস্তমিত হইল তখন সে বলিল: যদি আমার প্রভু আমাকে পথ না দেখান তবে আমি নিশ্চয়ই ভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব।

৪ আবার যখন সে সূর্য উদয় হইতে দেখিল তখন সে বলিয়া উঠিল: ইহাই আমার প্রভু! ইহা মহত্তর! পরে যখন উহাও অস্ত গেল তখন সে বলিয়া উঠিল: হে আমার জনগণ! যাহা যাহা তোমরা (ঈশ্বরের) অংশীদার বলিয়া মান্য কর তাহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

ইন্তাহূ খায়্রাল্ লাকুম্: ইন্নামা ল্লা-হো এলা-হোঙ ওয়া-হেদ্। ছোব্হা-নাহূ—আইঁ ইয়াকূনা লাহূ অলাদ্॥ লাহূ মা-ফেছ্ছামা-ওয়া-তে অমা-ফেল্ আর্দ্ব। অকাফা-বেল্লা-হে অকীলা-। (সূরা নেছা, ১৭১)

১৯—১। অকাজা-লেকা নোরী—এব্রাহীমা মালাকুতাছ্ ছামা-অ-তে অল্আর্দ্বে অলে-ইয়াকূনা মেনাল্ মূকেনীন্। ২। ফালাম্মা-জান্না আলায়হি ল্লায়্লো রাআ-কাওকাবান্, কা-লা হা-জা-রাব্বী, ফালাম্মা—আফালাকা-লা লা—ওহেব্বোল- আ-ফেলীন্। ৩। ফালাম্মা-রাআল্ কামারা বা-যেগান্ কা-লা হা-জা-রাব্বী; ফালাম্মা—আফালা কা-লা লাএল্ লাম ইয়াহ্দেন-

৫ যিনি দ্যুলোক-ভূলোক সৃজন করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আমি তাঁহার দিকে সত্যধর্ম্মাবলম্বীস্বরূপে আপন মুখ ফিরাইয়াছি, এবং আমি অংশীবাদী-দিগের অন্তর্ভুক্ত নহি। ৬।৭৫—৭৯

২০ সূর্য-চন্দ্রের স্রষ্টাকে প্রণিপাত কর

১ দিবা ও রাত্রি এবং চন্দ্র-সূর্য তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত। তোমরা চন্দ্র ও সূর্যকে প্রণিপাত করিও না। অধিকন্তু যদি তোমরা সত্যই ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাও তবে যিনি উহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন তাঁহাকেই প্রণিপাত কর। ৪১।৩৭

৬ বহুঈশ্বরবাদ নিষেধ

২১ যদি অনেক দেবতা থাকিতেন

১ ঈশ্বর না কাহাকেও পুত্র মনোনীত করিয়াছেন এবং না তাঁহার অনুসঙ্গীরূপে অন্য কোন ঈশ্বর আছেন! যদি ঐরূপ হইত তবে প্রত্যেক ঈশ্বর তিনি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জন্য লড়িতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একে অন্যকে পরাভূত করিতেন। তাহারা যেরূপ বলে তদপেক্ষা ঈশ্বর মহান! ২৩।৯১

রাব্বী লাআকূনান্না মেনাল্ কাওমেদ্ব্ দ্বা—ল্লীন্। ৪। ফালাম্মা-রাআশ্ শাম্ছা বা-যেগ্বাতান্ কা-লা হা-জা-রাব্বী হা-জা—আক্‌বারো, ফালাম্মা—আফালাৎ কা-লা ইয়া-কাওমে ইন্নী বারী—ওম্ মেম্মা-তোশ্‌রেকূন্। ৫। ইন্নী অজ্জাহ্‌তো অজ্‌হিয়া লিল্লাজী ফাতারাছ্ ছামা-অ-তে অল্অর্‌দ্বা হ্বানীফাঙ্ অমা—আমা মেনাল্ মোশ্ রেকীন্। (সূরা এনাম, ৭৫—৭৯)

২০—১। অমিন্ আ-য়্যা-তেহিল্ লায়্‌লো অন্নাহা-রো অশ্‌শাম্ছো অল্‌কামার। লা-তাছ্‌জোদূ লিশ্‌শাম্ছে অলা-লিল্‌কামারে অছ্‌জোদূ লিল্লা-হেল্লাজী খালাকাহুন্না ইন্ কোন্তম্ ইয়্যা-হু তা'বোদূন্।

(সূরা হা-মীম্‌ছেজ্‌দা, ৩৭)

২১—১। মাত্তাখাজাল্লা-হো মেঙ্ অলাদেঙ্ অমা-কা-না মা আহূ মেন্ এলা-হেন্ এজাল্ লাজাহাবা কুল্লো এলা-হেম্ বেমা-খালাকা অলাআলা-বা'-

২২ বহুমালিকের এক ক্রীতদাস

১ ঈশ্বর দৃষ্টান্ত দেন এক ক্রীতদাসের। তাহার কয়েকজন বিবদমান অংশীদার প্রভু এবং অন্য একজন ক্রীতদাসের মাত্র একজন প্রভু। এই দৃষ্টান্তের সব প্রভু কি সমান? সকল স্তুতি ঈশ্বরেরই প্রাপ্য কিন্তু অনেকে একথা বুঝে না। ৩৯।২৯

২৩ ঊর্ণনাভ-ভবন

১ যাহারা ঈশ্বর ছাড়া অন্য রক্ষাকারী মান্য করিয়াছে তাহাদের উপমা হইতেছে মাকড়সা। মাকড়সা ঘর তৈরি করে। কিন্তু নিশ্চয়ই মাকড়সার ঘর সর্বাপেক্ষা ক্ষণভঙ্গুর। হায়রে! যদি তাহারা এই কথা বুঝিত! ২৯।৪১

২৪ ঈশ্বরত্বের বিভাজন ও তাহার সমর্থন

১ নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ ধর্ম ঈশ্বরেরই জন্য। আর যাহারা ঈশ্বর ছাড়া অন্যান্যকে রক্ষাকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা (বলিয়া থাকেঃ) আমরা তাঁহাদিগকে কেবল এইজন্য অর্চনা করি যে তাঁহারা আমাদিগকে ঈশ্বরেরই

দ্বোহুম্ আলা-বা'-দ্ব। ছোব্হা-নাল্লা-হে আম্মা-য়্যাছেফুন।

(সূরা মুমেনুন, ৯১)

২২—১। দ্বারাবাল্লা-হো মাসালার্ রাজোলান্ফীহে-শোরাকা—ও মোতাশা-কেছুনা অরাজোলান্ ছালামাল্ লেরাজোল্। হাল্ ইয়্যাছ্তাবীয়্যা-নে মাসা-লা-? আল্হাম্দো লিল্লাহ্। বাল্ আক্সারোহুম্ লা ইয়্যা'লামুন্।

(সূরা যোমার, ২৯)

২৩—১। মাসালোল্ লাজীনাত্তাখাজু মেন্ দুনেল্লা-হে আওলেয়্যা—আ কামাসালেল্ আন্কাবূত, এত্তাখাজাৎ বায়্তা-। অ ইন্না আও্হানাল্ বোইউ্তে লাবায়্তোল্ আন্কাবুৎ॥ লাও্ কা-নূ য়্যা'লামুন্।

(সূরা আন্কাবূৎ, ৪১)

২৪—১। আলা-লিল্লাহেদ্দীনোল্ খা-লেছ। অল্লাজিনাত্তাখাজু মেন্ দুনেহী—আও্ লেয়্যাআ—॥ মা-না'বোদোহুম্ ইল্লা-লেইয়্যোকারে্বুনা—

সমীপে পৌঁছাইয়া দিবেন। যে বিষয়ে তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে নিশ্চয়ই ঈশ্বর তদবিষয়ে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন। নিশ্চয় যাহারা মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞ এবং সত্যদ্রোহী ঈশ্বর তাহাদের পথ প্রদর্শন করেন না। ৩৯।৩

২৫ পরমেশ্বরের উভয় শক্তির কোনটি দেবতাদের নাই

১ (হে নবি! তাহাদিগকে) জিজ্ঞাসা কর : তোমাদের (কথিত) ঈশ্বরের অংশীদারদের মধ্যে এমন কি কেহ আছেন যিনি সমগ্র সৃষ্ট জগৎ প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তৎপরে উহাকে (ধ্বংস করিয়া) পুনর্বার সৃষ্টি করেন? (তাহাদিগকে) বলিয়া দাও : ঈশ্বরই সৃষ্ট জগৎ প্রথমবার সৃষ্টি করেন অনন্তর তিনিই উহাকে (ধ্বংস করিয়া) পুনর্বার সৃষ্টি করেন। তাহা হইলে কেমন করিয়া তোমরা বিপথে চালিত হইতেছ ?

২ (হে নবি! তাহাদিগকে) জিজ্ঞাসা কর : তোমাদের (আরোপিত) ঈশ্বরের অংশীদারদের মধ্যে এমন কি কেহ আছেন, যিনি সত্যের পথ দেখাইয়া দিবেন? (তাহাদিগকে) বলিয়া দাও : ঈশ্বর সত্যের পথ দেখাইয়া থাকেন। যিনি সত্যের পথ দেখাইয়া দেন, তিনি অধিকতর অনুসরণযোগ্য অথবা যাঁহাকে পথ-নির্দেশ না দিলে যিনি পথ পান না তিনি অধিকতর অনুসরণ-যোগ্য। তবে তোমাদের কি কারণে মুশকিল হইতেছে? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছ? ১০।৩৪-৩৫

এল্লাল্লা-হে যোল্ফা-। এন্নাল্লা-হা ইয়্যাহ্কোমো বায়্নাহুম্ ফীমা-হুম্ ফীহে ইয়্যাখ্তালেফুন্। ইন্নাল্লাহা লা-ইয়্যাহ্দী মান্হুঅকা-জেবোন্ কাফ্ফা-র্। (সুরা যোমার, ৩)

২৫—১। কোল্ হাল্ মেন্ শোরাকা—একুম্ মাইঁ-য়্যাব্দাওল্ খাল্কা ছোম্মা ইয়্যোয়ীদোহু, কোলেল্লা-হো য়্যাব্দাওল্ খাল্কা ছোম্মা ইয়্যোয়ীদোহু ফাআন্না-তো'-ফাকুন। ২। কোল্ হাল্ মেন্ শোরাকা—একুম্ মাইঁ-য়্যাহ্দী—এলাল্ হাক্কে, কোলেল্লা-হো য়্যাহ্দী লেল্-হাক্কে?

২৬ দেবতাগণ একটি মক্ষিকাকেও নড়াইতে পারেন না

১ হে মানবগণ, একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তোমরা তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। নিশ্চয়ই ঈশ্বর ব্যতীত তোমরা যাঁহাদের আহ্বান করিতেছ তাঁহারা মিলিতভাবে চেষ্টা করিলেও একটি মক্ষিকাও সৃষ্টি করিতে পারিবেন না আর যদি মক্ষিকা তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু লইয়া পলাইয়া যায় তবে তাঁহারা ঐ বস্তুও উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারেন না। উপাসক ও উপাস্য (উভয়েই) এত দুর্বল ! ২২।৭৩

আফামাইঁয়্যাহ্দী এলাল্-হাক্কে আহাক্কো আইঁ-ইয়্যোত্তাবাআ আম্মাল্ লা-য়্যাহেদ্দী—ইল্লা—আইঁ-ইয়্যোহ্দা, ফামা-লাকুম্—কায়্ফা তাহ্কোমুন। (সূরা ইউনোছ, ৩৪, ৩৫)

২৬—১। ইয়া—আয়্য়্যোহা ন্না-ছো দ্বোরেবা মাসালোন্ ফাছ্তামেউ লাহ্। ইন্না ল্লাজীনা তাদ্উনা মেন্ দুনে ল্লা-হে লাইঁ য়্যাখ্লোক জোবা-বাও অলাবেজ্ তামাউ লাহ্। অইইঁয়্যাজ্লোব্হোমোজ্ জ্বোবা-বো শায়্আল্ লা-য়্যাছ্তান্কেজুহো মেন্হ্। দ্বায়োফাত্ত্বা-লেবো অল্ মাত্বলুব। (সূরা হাজ্জ, ৭৩)

৪ জ্ঞানময়

৭ ঈশ্বর আলোক স্বরূপ

২৭ ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ

১ ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্যের জ্যোতিঃ। তাঁহার জ্যোতির উপমা হইতেছে কুলুঙ্গিতে রক্ষিত একটি দীপ। দীপটি একটি কাচাধারে রহিয়াছে। কাচাধারটি যেন একটি উজ্জ্বল তারকা। এই দীপটি এক মঙ্গলপ্রদ বৃক্ষের (তৈলের) দ্বারা প্রজ্বলিত করা হইয়াছে। বৃক্ষটি একটি জলপাই বৃক্ষ, যাহা পূর্ব দেশের নহে এবং পশ্চিম দেশেরও নহে। উহার তৈলে অগ্নি স্পর্শমাত্র না করিলেও (আপনা-আপনি) জ্বলিয়া উঠিবে। জ্যোতির উপরে জ্যোতিঃ। ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার জ্যোতির সমীপে লইয়া যান। আর ঈশ্বর রূপকের সাহায্যে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। কারণ ঈশ্বর সর্বজ্ঞাতা।

২ (এই দীপ পাওয়া যায়) সেইসব ঘরে, যেসব ঘরকে ঈশ্বর মহিমান্বিত করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন, যেন সেখানে তাঁহার নাম স্মরণ করা হয়। সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় সেইসব মানুষ (ঈশ্বরের) স্তুতি করে,

৩ পণ্য-সম্ভার বা ক্রয়-বিক্রয়ের মোহের কারণে ঈশ্বর-স্মরণ, নিয়মিত

২৭—১। আল্লা-হো নূরোছ্ছামা-ওয়া-তে অল্-আরূদ্ব। মাছালো নূরেহী কামেশ্কা-তেন্ ফী-হা-মেছ্বা-হ্। আল্-মেছ্বা-হো ফী যোজ্বা-জ্বাহ্। আয্যোজ্বা-জ্বাতো কা আন্নাহা-কাও্কাবোন্ দোর্রীইউ ইয়্যো’-কাদো মেন্ শাযারাতেম্ মোবা-রাকাতেন্ যায়্তুনাতেল্ লা-শার্কীয়্যাতেঙ্ অলা-গ’র্বীয়্যাতেই, য়্যাকা-দো যায়্তোহা-ইয়্যোদ্বী—য়ো অলাও্ লাম্ তাম্-ছাছ্হো না-র। নূরোন্ আলা-নূর। য়্যাহ্দেল্লা-হো লেনূরেহী মাই-য়্যাশা—য়ো। অয়্যাদ্বরেবোল্লা-হোল্-আম্ছা-লা লেন্না-ছ। অল্লা-হো বেকুল্লে শায়্এন্ আলীম্। ২। ফী বোয়্যুতেন্ আজেনাল্লা-হো আন্ তোর্ফাআ অইয়্যোজ্কারা ফীহাছ্মোহূ, ইয়্যোছাব্বেহো লাহূ ফী-হা-বেল্-গোদুভে অল্-আ-ছা-ল্। ৩। রেজ্বালোল্—লা-তোল্হীহিম্ তেজ্বা-রাতোঙ্ অলা-বায় ওন

প্রার্থনা ও বিধি-নির্দিষ্ট দান বিষয়ে যাহাদিগের শিথিলতা আসে না এবং যাহারা যেদিন হৃৎপিণ্ড ও অক্ষিগোলকসমূহ উল্টাইয়া যাইবে সেইদিনকে ভয় করে,

৪ যাহাতে তাহারা যে পুণ্যকর্ম করিয়াছে তাহার জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে সর্বোত্তম পুরস্কার দিতে পারেন এবং তাঁহার উদার দানশীলতায় তিনি তাহাদের পুরস্কার আরও বৃদ্ধি করিতে পারেন। ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অগণিত দান দিয়া থাকেন।

৫ যাহারা শ্রদ্ধাহীন তাহাদের কর্মসকল মরুভূমিতে মরীচিকার মত। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি উহাকে জল মনে করে এবং উহার নিকট আসিয়া দেখে যে উহা জল নহে। সে দেখে যে জলের পরিবর্তে ঈশ্বর তাহাকে তাহার কর্মের প্রতিফল প্রদান করিয়াছেন। ঈশ্বর হিসাব চুকাইতে খুবই ক্ষিপ্রহস্ত!

৬ অথবা (তাহার অবস্থা) যেন এক বিশাল, অতল সমুদ্রে তিমিররাশি! সেখানে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তাহাকে গ্রাস করিতেছে; তাহার উপর মেঘ। স্তরের উপরে স্তরে অন্ধকারপুঞ্জ! যখন সে আপন হস্ত প্রসারিত করে তখন সে তাহা মোটেই দেখিতে পায় না। আর ঈশ্বর যাহার জন্য আলোকের ব্যবস্থা করেন নাই, তাহার জন্য কোন আলোক নাই। ২৪।৩৫—৪০

আন্ জেক্‌রেল্লা-হে অএকা-মেছ্ছালাতে অয়ীতা—এয্‌যাকা-তে, য়্যাখা-ফুনা য়্যাও্‌মান্ তাতাকাল্লাবো ফী-হেল্ কোলুবো অল্-আব্‌ছা-রো, ৪। —লেয়্যাজ্‌যেয়্যাহোমোল্লা-হো আহ্‌ছানা মা-আমেলু অয়্যাযীদাহুম্ মেন্‌ফাষ্‌লেহ্। অল্লা-হো য়্যারয়োকো মাইঁয়্যাশা—য়ো বেগায়্‌রে হেছা-ব্। ৫। অল্লাজীনা কাফারু—আ'-মা-লোহুম্ কাছারা-বেম্ বেকীআতেইঁ য়্যাহ্‌-ছাবোহোজ্ জাম্‌আ-নো মা—আ। হাৎতা—এজা-জা—আহু লাম্ য়্যজেদ্‌হো শায়্‌আও অঅজাদাল্লা-হা এন্দাহু ফাঅফ্‌ফা-হো হেছা-বাহ্। অল্লা-হো ছারীওল্ হেছা-ব্। ৬। আও্ কাজোলোমা-তেন্ ফী বাহ্‌রেল্ লোজ্জী এইঁ য়্যাগ্‌শা-হো মাওজোম্ মেন্ ফাও্‌কেহী মাও্‌জোম্ মেন্ ফাওকেহী ছাহা-ব। জোলোমো-তোম্ বা'-যোহা-ফাও্‌কা বা'-দ্। এজা—আখ্‌রাজা য়্যা-দাহু লাম্ য়্যাকাদ্ য়্যারা-হা। অমাঁল্ লাম্ য়্যাজ্‌ আলেল্লা-হো লাহু নুরান ফামা-লাহু মেন্ নুর। (সূরা নূর, ৩৫—৪০)

৮ সর্বজ্ঞ

২৮ ঈশ্বর সর্বহৃদয়-সাক্ষী—বরুণ

১ নিশ্চয়ই এখন তাহারা তাহাদের বক্ষস্থল কুঞ্চিত করিতেছে, যাহাতে তাহারা (তাহাদের চিন্তাসমূহ) ঈশ্বরের নিকট হইতে লুকাইত রাখিতে পারে। যে সময়ে তাহারা বস্ত্রাদি দ্বারা নিজেদের দেহ ঢাকিয়া ফেলে, তখনও ঈশ্বর জানেন যে তাহারা কী লুকাইতেছে ও তাহারা কী ব্যক্ত করিতেছে। নিশ্চয়ই (মনুষ্যগণের) অন্তরে কি আছে তাহা তিনি জ্ঞাত আছেন।

২ পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই যাহার উপজীবিকা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল নহে। তিনি কোথায় উহাদের নিবাস-স্থান ও কোথায় উহাদের বিশ্রাম-স্থান তাহা জ্ঞাত আছেন। সবই সুস্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে।

৩ এবং তিনিই স্বর্গ ও মর্ত্য ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার সিংহাসন জলের উপর ছিল (ও এখনও আছে), যাহাতে তোমাদের মধ্যে কে কে উত্তম আচরণ করিয়াছে তাহা তিনি পরীক্ষা করিতে পারেন। তথাপি যদি তুমি (মহম্মদ) বল যে মৃত্যুর পর তোমাদিগকে উত্থিত করা হইবে তবে শ্রদ্ধাহীন যাহারা তাহারা অবশ্য বলিবে: ইহা শুধু যাদু ভিন্ন আর কিছুই নহে। ১১।৫—৭

২৮—১। আলা—ইন্নাহুম্ য়্যাছ্নুনা ছোদূরাহুম্ লেয়্যাছ্তাখ্ফু মেন্হো, আলা-হীনা য়্যাছ্তাগ্শুনা ছেঁয়্যা-বাহুম্, য়্যা'-লামো মা-ইয়্যোছেরূন্না অমা-ইয়্যো'-লেনুনা ইন্নাহু আলীমোম্ বেজা-তেছ্ছোদূর। ২। অমা-মেন্ দা—ব্বাতেন্ ফেল্-আর্দে ইল্লা-আলাল্লা-হে রে্ যকোহা-অয়্যা'-লামো মোছ্তাকার্রাহা-অমোছ্তাও্দাআহা-। কুল্লোন্ ফী কেতা-বেম্ মোবীন। ৩। অহোঅল্লাজী খালাকাছ্ছামা-ওয়া-তে অল্-আর্দা ফী ছেত্তাতে আয়্য়্যা-মেঙ্ অকা-না অর্শোহু আলাল্ মা—এ লেয়্যাব্লোঅ কুম্ আয়্যোকুম্ আহ্ছানো আমালা-। অলাএন্ কোলতা ইন্নাকুম্ মাব্উছুনা মেম্বা'-দেল্ মওতে লায়্যাকুলান্নাল্লাজীনা কাফারূ—এন্ হা-জা—ইল্লা-ছেহরোম্ মোবীন। (সুরা হুদ, ৫—৭)

২৯ সর্ব-কর্ম-সাক্ষী

১ তুমি (মহম্মদ) এমন কোন ব্যাপারে ব্যাপৃত থাক না, এবং এই (ধর্মগ্রন্থ) হইতে এমন কোন উক্তি তোমরা আবৃত্তি কর না, এবং তোমরা (হে লোকসকল) এমন কোন কার্যানুষ্ঠান কর না, যাহাতে ব্যাপৃত থাকার সময়ে আমি সাক্ষী থাকি না। আর পৃথিবী বা আকাশে পরমাণু পরিমিত কোন জিনিসও তোমার প্রভুর দৃষ্টি এড়াইতে পারে না, আর না আছে কিছুই তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর, যাহা এক স্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) নাই। ১০।৬১

৩০ ঈশ্বরের কাছে অব্যক্তের চাবি

১ এবং অব্যক্ত যাহা কিছু তাহার চাবি তাঁহার নিকট থাকে। তিনি ব্যতীত কেহ তাহা জ্ঞাত নহে। আর ভূপৃষ্ঠে ও সাগরে কি আছে তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি বৃক্ষপত্রও পতিত হয় না। ভূ-গর্ভের অন্ধকারে সিক্ত বা শুষ্ক এমন কোন শস্য নাই যাহা এক সুস্পষ্ট নথিতে লিপিবদ্ধ থাকে না। ৬।৫৯

২৯—১। অমা-তাকুনো ফী শা'-নেঙ্, অমা-তাৎলু মেনহো মেন্ কোর্আ-নেঙ্ অলা-তা'মালূনা মেন্ আমালেন্ ইল্লা-কোন্না-আলায়কুম্ শোহুদান এজ্ তোফীদূনা ফী-হে; অমা-য়্যা'-যোবো আঁর্‌রাব্বেকা মেস্কেছ্কা-লে জার্‌রাতেন্ ফেল্-আর্‌দে অলা-ফেছ্ছামা—এ অলা—আছ্গারা মেন্ জা-লেকা অলা—আক্‌বারা ইল্লা-ফী কেতা-বেম্ মোবীন্।

(সূরা ইউনোছ, ৬১)

৩০—১। অ এন্দাহু মাফা-তেহোল্ গায়্বে লা-ইয়া'লামোহা—ইল্লা-হুঅ। অ ইয়া'লামো মা-ফিল্ বার্‌রে অল্‌বাহ্‌রে। অমা-তাছ্কোত্বো মেঙ্ অরাকাতেন্ ইল্লা ইয়া'লামোহা-অলা-হাব্বাতেন্ ফী জোলোমা-তিল্ আর্‌দে অলা-রাত্ব্বেঙ্ অলা-ইয়া-বেছেন্ ইল্লা-ফী কেতাবেম্ মোবীন্।

(সূরা আন, ৫৯)

৩১ ঈশ্বর পঞ্চজ্ঞ

১ নিশ্চয়ই অন্তিম দিনের (পুনরুত্থান)* জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরের আছে। তিনি বারিবর্ষণ করেন আর গর্ভে কি আছে তাহা তিনিই জানেন। আগামীকাল কে কি উপার্জন করিবে তাহা কেহ জানে না; এবং কোথায় কাহার মৃত্যু হইবে তাহাও কেহ জানে না। দেখ! নিশ্চয়ই ঈশ্বর জ্ঞানময়, তত্ত্বজ্ঞ। ৩১।৩৪

৩২ ঈশ্বর গর্ভজ্ঞ

১ প্রত্যেক স্ত্রীলোক গর্ভে যাহা ধারণ করে ও গর্ভ যাহা কিছু হ্রাস করে ও যাহা কিছু বৃদ্ধি করে তাহা ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন। তাঁহার কাছে প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিমাপ রহিয়াছে।

২ তিনি ব্যক্ত-অব্যক্তের জ্ঞাতা, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ।

৩ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কথা গোপন করে এবং যে ব্যক্তি তাহা উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিয়া বলে এবং যে ব্যক্তি রাত্রিযোগে লুকাইত থাকে

৩১—১। ইন্নাল্লা-হা ইন্দাহু এল্মোছ্ ছাআ-হ্, ইয়োনায্‌যেলোল্ গায়্ছা, অ ইয়্যা'লামো মা-ফিল্ আর্‌হাম্। অমা-তাদ্‌রী নাফ্‌ছোম্ মা-জা-তাক্‌ছেবো গাদা-। অমা-তাদ্‌রী নাফ্‌ছোম্ বেআই্‌য়ে আর্‌দ্বেন্ তামুৎ। ইন্নাল্লা-হা-আলীমোন্ খাবীর্। (সূরা লোকমান, ৩৪)
৩২—১। আল্লা-হো য়্যা'-লামো মা-তাহ্‌মেলো কুল্লো ওন্‌ছা-অমাতাগীদোল্ আর্‌হা-মো অমা-তায্‌দা-দ। অকুল্লো শায়্‌এন্ এন্দাহু বেমেক্‌দা-র। ২। আ-লেমোল্ গায়্‌বে অশ্‌শাহা-দাতেল্ কাবীরোল্ মোতাআ-ল্।

---

* মুসলমানদিগের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস এই যে মৃত্যুর পর আত্মা দেহের সঙ্গে কবরের মধ্যে বাস করে। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে এক সময় প্রলয় হইবে। কখন যে প্রলয় হইবে তাহা ঈশ্বর ছাড়া কেহই জানেন না। তখন ভূগর্ভস্থ ভগ্ন ও বিচূর্ণ দেহসকল পুনর্গঠিত ও সজীব হইয়া ঈশ্বরের বিচারাসনের সমীপে আসিবে। ঈশ্বর বিচার করিয়া পুণ্যবান শ্রদ্ধাশীল লোকদিগকে নিত্যস্বর্গে ও সত্যধর্মদ্রোহীদিগকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন। ইহাকে 'কেয়ামত', বিচারের দিন বা অন্তিম দিন বলে। মুসলমানদিগের পূর্ববর্তী ইহুদী ও খ্রীষ্টবাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পারলৌকিক মতও এইরূপ। (অনুবাদক)

ও যে ব্যক্তি দিবাভাগে প্রকাশ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় সবই (তাঁহার কাছে) সমান। ১৩।৮—১০

৩৩ কণ্ঠশিরা অপেক্ষাও নিকটতর

১ আমি সত্যই মানুষকে সৃজন করিয়াছি এবং তাহার অন্তঃকরণ তাহাকে চুপি চুপি কি মন্ত্রণা দান করে তাহা আমি জানি আর আমি তাহার কণ্ঠের শিরা অপেক্ষাও অধিকতর নিকটবর্তী। ৫০।১৬

৩৪ দৃষ্টেঃ দ্রষ্টা

১ দৃষ্টি তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না। কিন্তু তিনি (সকল) দৃষ্টি অবধারণ করেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সতর্ক। ৬।১০৩

৩৫ আদি, অন্ত, বাহ্য ও অন্তরতম

১ তিনি আদি ও অন্ত এবং প্রকাশ ও অপ্রকাশ, আর তিনি সর্বজ্ঞাতা। ৫৭।৩

৩। ছাওয়া—ওম্ মেন্কুম্ মান্ আছার্‌ালকাওলা অমান্ জাহারা বেহী অমান্ হোওয়া মোছ্‌তাখ্‌ফেম্ বেল্-লায়্‌লে অছা-রেবোম্ বেন্নাহা-র।
(সূরা রঅদ, ৮—১০)

৩৩—১। অলাকাদ্ খালাক্‌নাল্ ইন্‌ছা-না অনা'লা-মো মা-তোঅছ্‌বেছো-বিহী-নাফ্‌ছোহ্‌, অনাহ্‌নো আক্‌রাবো এলায়্‌হে মিন্ হাব্‌লিল্ অরীদ।
(সূরা কাফ্‌, ১৬)

৩৪—১। লা-তোদ্‌রেকো হোল্ আব্‌ছা-রো অহুঅ ইয়োদ্‌রেকোল্ আব্‌ছা-রা অ হুঅল্ লাত্বীফোল্ খাবীর্। (সূরা আনাম, ১০৩)

৩৫—১। হুঅল্ আও্‌অলো অল্ আ-খেরো অজ্‌জাহেরো অল্ বাত্বেন্; অহুঅ বেকুল্লে শাইয়্যেন্ আলীম্। (সূরা আল্‌হাদীদ্, ৩)

৫ দয়াময়

৯ কৃপাবান

৩৬ ঈশ্বরের গুণ-গৌরব

১ নিশ্চয় তিনিই সৃষ্টি করেন। তারপরে তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করেন।

২ এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,

৩ তিনি সম্মানিক উচ্চতম স্বর্গের অধিপতি,

৪ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহার বিধায়ক। ৮৫।১৩—১৬

৩৭ ঈশ্বর তোমাদের ভার লাঘব করিতে চাহেন

১ ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে তিনি তোমাদের পূর্বগামীদের দৃষ্টান্তের দ্বারা তোমাদিগকে বুঝাইবেন ও পথ প্রদর্শন করিবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিতেছেন যে তিনি কৃপা করিয়া তোমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ঈশ্বর সর্বজ্ঞাতা, বিজ্ঞ।

২ এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে করুণার প্রদর্শন করিয়া তিনি তোমাদের দিকে ফিরেন, কিন্তু যাহারা বৃথা বাসনার অনুসরণ করে তাহারা তোমাদিগকে ভীষণভাবে বিপথগামী করিতে চাহে।

৩ ঈশ্বর তোমাদের ভার হাল্কা করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। ৪।২৬—২৮

৩৬—১। ইন্নাহূ হুঅ ইয়্যোব্‌দেয়ো অ ইয়্যোয়ীদ্। ২। অ হুঅল্ গ্বাফুরোল্ অদূদো; ৩। জোল্ আরৃশেল্ মাজীদ্; ৪। ফা'আ-লোল্ লেমা-ইয়্যোরীদ্।
(সূরা বুরূজ, ১৩—১৬)

৩৭—১। ইয়োরীদো ল্লা-হো ইয়োবাইয়্যেনা লাকুম্; অইয়াহ্‌দিয়াকুম্ ছোনানা ল্লাজীনা মেন্ কাব্‌লেকুম্ অইয়াতূবা আলায়্‌কুম্। অল্লা-হো আলী-মোন্ হাকীম। ২। অল্লা-হো ইয়োরীদো আঁই ইয়াতূবা আলায়্‌কুম্, অইয়োরীদো ল্লাজীনা ইয়াত্তাবেউনা শ্‌শাহাওয়া-তে আন্ তামীলূ মায়্‌লান

৩৮ দয়াদক্ষ

১ আর আমার প্রত্যাদেশসমূহের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে তাহারা যখন তোমার নিকট আসিবে তখন তুমি বলিও: তোমাদের প্রতি সেলাম (তোমাদের শান্তি লাভ হউক)। তোমাদের প্রভু করুণা-প্রদর্শনের ভার নিজের উপর রাখিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি অজ্ঞানতাবশত অন্যায় কাজ করিয়া পরে তজ্জন্য অনুতাপ কর এবং অতঃপর নিজ আচরণ সংশোধন কর তবে (তাহার প্রতি) তিনি ক্ষমাশীল, করুণাবান। ৬।৫৪

৩৯ ঈশ্বর দয়াময় ও কঠোর

১ কেহ অপরাধ করিলে তোমাদের প্রভু মার্জনা করিতে উদার। নিশ্চয় তিনি শাস্তিদানেও কঠোর। ১৩।৬

৪০ ঈশ্বরের ক্ষমার সীমা

১ যাহারা অজ্ঞানতাবশত অপরাধ করিয়া ফেলে (এবং) অতঃপর অবিলম্বে (অনুতপ্ত হৃদয়ে) ঈশ্বরের দিকে ফেরে কেবল সেই সব ক্ষেত্রে ক্ষমা করা ঈশ্বরের দায়িত্ব। তাহাদেরই প্রতি ঈশ্বর কোমলতা প্রদর্শন করেন। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ।

আজীমা-। ৩। ইয়োরীদো ল্লা-হো আইঁ ইয়োখাফ্‌ফেফা আন্‌কুম্, অখোলেক্বাল্ এন্‌ছা-নো দ্বায়ীফা-। (সূরা নেছা, ২৬—২৮)

৩৮—১। অ এজা-জা—আকা ল্লাজীনা ইয়ো'মেনূনা বেআ-ইয়া-তেনা-ফাকোল্ ছালা-মোন্ আলায়্‌কুম্ কাতাবা রাব্বোকুম্ আলা-নাএ্‌ছেহের্‌রহ্‌-মাতা, আন্নাহূ মান্ আমেলা মেন্‌কুম্ ছু—আম্ বেজ্বাহা-লাতেন্ ছুম্মা তা-বা মেম্ বা'দেহী অ আছ্‌লাহ্বা ফা আন্নাহূ গ্বাফুরো র্‌রাহ্বীম্।
(সূরা আনাম, ৫৪)

৩৯—১। অইন্না রাব্বাকা লাজু মাগ্‌ফেরাতেল্ লেন্‌না-ছে আলা-জোল্‌মেহিম্, অইন্না রাব্বাকা লাশাদীদোল্-একা-ব্। (সূরা রআদ, ৬)

৪০—১। ইন্নামা ত্তাওবাতো আলা ল্লা-হে লেল্লাজীনা ইয়া'মালূনাছ্ ছু—আ বেজ্বাহা-লাতেন্ সোম্মা ইয়াতুবূনা মেন্ কারীবেন্ কাউলা—একা ইয়াতুবো

২ ক্ষমা তাহাদের জন্য নহে, যাহারা মৃত্যু কাছে না আসা পর্যন্ত অন্যায় করিতে থাকে ও মৃত্যুর সময় উপনীত হইলে বলে: আমি এখন অনুতাপ করিতেছি। আর ক্ষমা তাহাদের জন্যও নহে, অবিশ্বাসী থাকিতে থাকিতে যাহাদের মৃত্যু হয়। তাহাদের জন্য আমি কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ৪।১৭—১৮

৪১ অক্ষমার বিষয়

ঈশ্বরের অংশীদার আছেন বলিয়া মানা তিনি ক্ষমা করেন না। ইহা ছাড়া অন্য (সব) ক্ষেত্রে তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অংশীদার মান্য করিয়াছে সে নিশ্চয়ই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছে। ৪।৪৮

১০ ঈশ্বরীয় দান

৪২ আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও ভৌতিক দান

১ (তিনি) পরমদাতা,
২ (তিনি) কোর্-আন্ শিক্ষা দিয়াছেন,
৩ (তিনি) মানব সৃষ্টি করিয়াছেন,
৪ (তিনি) মানুষকে বাণী দিয়াছেন,
৫ (এবং) সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মনিষ্ঠ করিয়াছেন।

ল্লা-হো আলায়্হিম্। অকা-না ল্লা-হো আলীমান্ হাকীমা-। ২। আলায়্-ছাতে ত্তাও্বাতো লেল্লাজীনা ইয়া'মালূনাছ্ ছাইয়্যেআ-ত্, হাত্তা—এজা-হাদ্বারা আহ্বাদা হুমোল্ মাও্তো কা-লা ইন্নী তোব্তোল্ আ-না অলা ল্লাজীনা ইয়ামূতূনা অহুম্ কোফ্ফা-র্। উলা—একা আ'তাদ্না-লাহুম্ আজা-বান্ আলীমা-। (সূরা নেছা, ১৭—১৮)

৪১—১। ইন্না ল্লা-হা লা-ইয়্যাগ্ফেরো আই ইয়োশ্রাকা বেহী অই-য়াগ্ফেরো মা-দূনা জা-লেকা লেমাই ইয়াশা—ও, অমাই ইয়োশ্রেক্ বেল্লা-হে ফাকাদে ফ্তারা—এছ্মান্ আজীমা-। (সূরা নেছা, ৪৮)

৪২—১। আর্রাহ্মা-নো ২। আল্লামাল্ কোর-আন। ৩। খালা-কাল্ ইনছা-না ৪। আল্লামাহুল্ বায়্যান্। ৫। আশ্শামছো অল্

৬ তারকা ও বৃক্ষসমূহ (তাঁহাকে) প্রণিপাত করিতেছে,

৭ তিনি আকাশকে ঊর্ধ্বে উঠাইয়াছেন এবং তিনি পরিমাপ-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,

৮ যাহাতে তোমরা পরিমাপে সীমা লঙ্ঘন করিতে না পার।

৯ তোমরা পরিমাপের নিয়ম যথাযথ পালন করিবে এবং পরিমাপে কম দিবে না।

১০ এবং তিনি (তাঁহার) সৃষ্ট জীবের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।

১১ তাহাতে ফল-বৃক্ষরাজি এবং আবরণ-আচ্ছাদিত বৃক্ষসমূহ রহিয়াছে

১২ (এবং) তুষমুক্ত শস্য ও সুগন্ধী গুল্মাদি রহিয়াছে।

১৩ তোমাদের প্রভুর এই সব দান সম্পদের মধ্যে কোন্‌টিকে তোমরা অস্বীকার করিবে? ৫৫।১—১৩

৪৩ যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই দিয়াছেন

১ তিনিই ঈশ্বর, যিনি আকাশ ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, যিনি অনন্তর তাহার দ্বারা তোমাদের খাদ্যের জন্য ফলসমূহ উৎপন্ন করিয়াছেন এবং যিনি নৌকাসকলকে তোমাদের সেবার জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আদেশে উহারা সমুদ্রবক্ষে চলাচল করে এবং যিনি নদীসমূহকে তোমাদের সেবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন;

কামারো বেহোছ্‌বা-নেঙ্‌; ৬। অন্ নাজ্‌মো অশ্‌শাজারো ইয়্যাছ্‌-জোদান্। ৭। অছ্‌ছামা—আ রাফাআহা-অ অদা-আল্ মীযা-ন্; ৮। আল্ লা-তাত্‌গাও্ ফিল্ মীযান্। ৯। অ আকীমুল্ অয্‌না বিল্ কেছ্‌তে অলা-তোখ্‌ছেরুল্ মীযান্। ১০। অল্ আর্‌দা অ দাআহা লিল্ আনা-মু; ১১। ফিহা-ফা-কেহাতোঙ্ অন্ নাখ্‌লো জা-তোল্ আক্‌মা-ম্; ১২। অল্ হাব্বো জুল আছ্‌ফে অর্‌রায়্‌হান্। ১৩। ফাবে আইয়্যে আ-লা—য়ে রাব্বেকুমা-তোকাজ্‌জেবান্? (সূরা রহমান, ১—১৩)

৪৩—১। আল্লা-হোল্লাজী খালাকাছ্‌ছামা-ওয়া-তে-অল্-আর্‌দা অ-আন্‌যালা মেনাছ্‌ছামা—য়ে মা—আন্ ফাআখ্‌রাজা বেহী-মেনাছ্‌ছামারা-তে

২ এবং যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবার্থ উহাদের কক্ষে দৃঢ় করিয়াছেন এবং রাত্রি ও দিনকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন,

৩ এবং তোমরা তাঁহার কাছে যাহা প্রার্থনা কর, যিনি তাহা প্রদান করেন। যদি তোমরা ঈশ্বরের দান গণনা করিতে চাও তবে তাহা গণনা করিয়া উঠিতে পারিবে না। ১৪।৩২—৩৪

৪৪ দ্বন্দ্ব-সৃষ্টি করুণাত্মক

১ বল: তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে ঈশ্বর যদি রাত্রিকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত চিরস্থায়ী করিতেন তবে ঈশ্বর ব্যতীত কে এমন উপাস্য আছেন যিনি তোমাদের জন্য আলোক প্রদান করিতে পারিতেন? অতঃপর তোমরা কি আমার কথা শুনিবে না?

২ বল: তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে যদি ঈশ্বর দিনমানকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত চিরস্থায়ী করিতেন তবে ঈশ্বর ব্যতীত এমন কে উপাস্য আছেন যিনি রাত্রি আনয়ন করিতে পারিতেন যাহাতে তোমরা সে সময়ে বিশ্রাম লাভ করিতে পার? সুতরাং তোমরা কি বুঝিবে না?

৩ তিনি আপন করুণায় তোমাদের জন্য রাত্রি ও দিন সৃষ্টি করিয়াছেন,

রেয়্কাল্লাকুম্, অছাখ্খারা লাকোমোল্-ফোল্কা লেতাজ্রেয়্যা ফেল্-বাহ্রে বেআম্রেহ, অছাখ্খারা লাকোমোল্ আন্হা-র্। ২। অছাখ্খারা লাকোমোশ্শাম্ছা অল্-কামারা দা—এবায়্ন্, অছাখ্খারা লাকোমোল্-লায়্লা অন্নাহা-র্। ৩। অআ-তা-কুম্মেন্কুল্লে মা-ছাআল্তোমূহ। অইন্ তাওদ্দ্ নে-মাতাল্লা-হে লা-তোহ্ছুহা-। ইন্নাল্-এন্ছা-না লাজালুমোন্ কাফ্ফা-র্। (সূরা এব্রাহিম, ৩২—৩৪)

৪৪—১। কোল্ আরাআয়্তুম্ইন্ জায়াল্লা-হো আলায়্কুমোল্ লায়্লা ছার্মাদান্ এলা-য়্যাওমেল্ কেয়্যা-মাতে মান্ এলা-হোন্ গায়রোল্লা-হে য়্যাতীকুম্ বেদ্বীয়া—এ? আফালা তাছ্মায়ুন্? ২। কোল্ আরায়্তুম্ ইন্ জাআলাল্লা-হো আলায়্কুমোন্নাহা-রা ছার্মাদান্ এলা-য়্যাওমেল্ কেয়া-মাতে মান্ এলা-হোন্ গায় রোল্লা-হে য়্যা-তীকুম্ বেলায়্লেন্ তাছ্কোনুনা ফীহ্? আফালা-তোব্ছেরূন্? ৩। অ মের্রাহ্মাতেহী-জাআলা লাকুমোল্ লায়্লা-

যাহাতে তোমরা বিশ্রাম লাভ করিতে পার এবং তাঁহার প্রসাদে জীবিকা অন্বেষণ করিতে পার, আর যাহাতে তোমরা সম্ভবত কৃতজ্ঞও হইতে পার।

২৮।৭১—৭৩

৪৫ মানুষের খাদ্য

১ অতঃপর মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিদান করুক,

২ কেমন করিয়া আমি বৃষ্টির দ্বারা জল বর্ষণ করিয়াছি,

৩ তাহার পর ভূমিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিদীর্ণ করিয়াছি,

৪ এবং তাহাতে আমি শস্য উৎপাদন করিয়াছি।

৫ এবং আঙুর ও সব্জি,

৬ এবং জলপাই ও খেজুরবৃক্ষসমূহ,

৭ এবং ঘন পাদপ সন্নিবিষ্ট উদ্যানসকল,

৮ এবং ফলসকল ও তৃণ,

৯ তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর জীবনধারণের জন্য।

৮০।২৪—৩২

৪৬ দুধ, আঙুর ও মধু

১ আর নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য গবাদি পশুদের মধ্যে শিক্ষালাভ করিবার বিষয় রহিয়াছে। তাহাদের উদরে খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ (গোবর) ও

অন্নাহা-রা লেতাছ্কোনূ ফী-হে অলেতাব্তাগু মেন্ ফাদ্‌লেহী-অ লাআল্লাকুম্ তাশ্‌কোরূন্। (সূরা কসস্, ৭১—৭৩)

৪৫—১। ফাল্‌ইয়্যান্‌জোরেল্ এন্‌ছা-নো এলা-ত্বআ'-মেহী—; ২। আন্না-ছাবাব্‌নাল্ মা—আ ছাব্বান্; ৩। ছুম্মা শাকাক্‌নাল্ আর্‌দ্বা শাক্কান্; ৪। ফাআম্বাৎনা-ফীহা-হাব্বাঙ; ৫। অ এনাবাঙ্ অ কাদ্‌বাঙ্। ৬। অযায়্‌তুনাঙ্ অ নাখ্‌লাঙ্ ৭। অ হাদা—এক্বা গোল্‌বাঙ, ৮। অ ফা-কেহাতাঙ অ আব্বাম্ ৯। মাতা—আ ল্লাকুম্ অলে আন্‌আ-মেকুম্।

(সূরা আবাছা, ২৪—৩২)

৪৬—১। অইন্না লাকুম্ ফেল্ আন্‌আ-মে লাএব্‌রাহ্। নে ছ্‌কীকুম্ মেম্মা-ফী বেত্বুনেহী মেম্বায় নে ফার্‌সেঙ্ অদামেল্লাবানান্ খা-লেছান্‌ছা—এগ্বালেশ্‌শা বেরীন্। ২। অমেন্ সামারা-তেন্নাখীলে অল্ আ'না-বে

রক্তের মধ্যবর্তী অবস্থায় যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা সুস্বাদু পানীয়রূপে আমি তোমাদিগকে দান করি।

২ আর খেজুর ও আঙুর ফল প্রদান করি ; তাহা হইতে তোমরা মন্ত ও উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যও পাইয়া থাক। ইহার মধ্যে যাহাদের বুঝিবার শক্তি আছে তাহাদের জন্য সংকেত রহিয়াছে ;

৩ এবং তোমাদের প্রভু এই কথা বলিয়া মধুমক্ষিকাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন : তোমরা গাছ ও খড়ের ছাওয়া ঘর মনোনীত কর :

৪ অতঃপর তোমরা প্রত্যেক ফল হইতে খাদ্য চুষিয়া লইবে এবং তাহার পর তোমাদের প্রভুর পথ অনুসরণ করিবে, যাহা (তোমাদের জন্য) সরল করা হইয়াছে। তাহাদের উদর হইতে বিবিধ বর্ণের পানায় নির্গত হয়। তাহা মানুষের পক্ষে আরোগ্যদায়ক। যাহারা চিন্তাশীল তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহার মধ্যে সংকেত রহিয়াছে। ১৬।৬৬—৬৯

৪৭ সর্বোত্তম দান

১ তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন ও যাহাকে তিনি প্রজ্ঞা দান করেন সে প্রকৃতপক্ষে প্রভূত মঙ্গলের অধিকারী হয়। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যতীত কাহারও এ কথা স্মরণ থাকে না। ২।২৬৯

তাত্তাখেজুনা মেন্‌হো ছাকারাঙ্ অরেয কান্ হ্বাসানান্। ইন্না ফী জা-লেকা লাআ ইয়াতাল্লেকাও মেই ইয়া'কেলুন। ৩। অআও্হ্বা-রাব্বোকা এলান্না-হ্বলে আনে ত্তাখেজী মেনাল্ জেবা-লে বোইয়ুতাঙ্ অমেনাশ্ শাজারে অমেম্মা-ইয়া'রেশুনা ;— ৪। সোম্মা কোলী মেন্ কুল্লেস্ সামারা-তে ফাছলোকী ছোবোলা রাব্বেকে জোলোলা। ইয়াখ্রোজো মেম্বাতুনেহা-শারা-বোম্ মোখতালেফোন্ আল্‌ওয়া নেহু ফীহে শেফা—ওল্লেন্না-ছ্। ইন্না ফী জা-লেকা লাআ-ইয়াতাল্লেকাও্ মেই ইয়াতাফাকারুন।

(সুরা নহল, ৬৬—৬৯)

৪৭—১। ইয়ো'তেল্ হ্বেকমাতা মাইঁইয়াশা—ও, অমাইঁইয়ু'তাল্ হ্বেকমাতা ফাকাদ্ উতিয়া খায়রান্ কাসীরা-। অমা-ইয়াজ্জাকারো ইল্লা—উলোল্ অল্‌বা-ব্।

(সুরা বকরা, ২৬৯)

৬ কর্তা

১১ সৃষ্টিকর্তা

৪৮ কেন পঞ্চক

১ কে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ হইতে কে বারিবর্ষণ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমি আনন্দদায়ক উদ্যান-সমূহ সৃজন করিয়াছি? উহাদের বৃক্ষসমূহ উৎপাদন করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন নিয়ন্তা আছেন কি? না, নাই। কিন্তু এমন লোক আছে যাহারা ঈশ্বরের কেহ সমকক্ষ আছেন বলিয়া মনে করে।

২ অথবা কে ধরাতলকে স্থায়ী আবাসে পরিণত করিয়াছেন ও উহার ভাঁজে ভাঁজে নদীসমূহ প্রবাহিত করিয়াছেন এবং উহাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং দুই সমুদ্রের মধ্যে (পৃথক রাখিতে) সীমারেখা সৃষ্টি করিয়াছেন? ঈশ্বর ছাড়া আর কোন বিধাতা আছেন কি? না, নাই। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই তাহা বুঝিতেছে না।

৩ যাহার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে সে যখন কাতরভাবে তাঁহাকে ডাকে তখন কে তাহাতে সাড়া দেন ও অন্যায়ের প্রতিকার করেন? এবং কে তোমাদিগকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করিয়াছেন? ঈশ্বর ব্যতীত কি অন্য

৪৮—১। অম্মান্ খালাকাছ্ ছামা-অ-তে অল্ আরাদ্বা অ আন্‌যালালাকুম্ মেনাছ্ ছামা—এ মা—আন্; ফা আম্বাৎনা-বেহী-হাদা—এক্বা জাতা বাহ্জাহ্। মা-কানা লাকুম্ আন্ তোম্‌বেতু শাজারাহা-। আ এলা-হোম্ মাআল্লাহ্? বাল্ হুম্ কাওমোঁই য়্যা'দেলুন্। ২। আম্মান্ জায়ালাল্ আরদ্বা কারারাঙ্ অ জায়ালা খেলা-লাহা—আন্‌হা-রোঙ্ অজায়ালা লাহা-রা-অ-ছিয়া অজায়ালা বায়্‌নাল্-বাহ্‌রায়্‌নে হা-জেযা আ-এলা-হোম্ মায়াল্লাহ্? বাল্ অক্‌সারোহুম্ লা-য়্যলামুন্। ৩। অম্মাইঁ ইয়োজীবোল্ মোদ্বতার্রা এজা-দাআহো অ ইয়্যাক্‌শেফোছ্ছু—আ-অ য়্যাজ্‌আলোকুম্ খোলাফা—

বিধাতা আছেন ? বলিয়া দাও : যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হও তবে উহার প্রমাণ উপস্থিত কর।

৪ অথবা কে তিমিরাচ্ছন্ন প্রান্তর ও সাগরে তোমাদিগকে পথ-প্রদর্শন করেন ? এবং কে তাঁহার অনুগ্রহ (বৃষ্টিরূপে) প্রেরণের পূর্বে সুসংবাদ বাহকরূপে বায়ুকে প্রেরণ করিয়া থাকেন ? ঈশ্বর ভিন্ন কি অন্য নিয়ন্তা আছেন ? তাহারা যাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অংশীদার বলে তাঁহাদের অপেক্ষা ঈশ্বর সমুন্নত।

৫ অথবা কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তাহার পর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করেন ? কে আকাশ ও ভূতল হইতে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিয়া থাকেন ? ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন নিয়ন্তা আছেন কি ? বলিয়া দাও : যদি তোমরা সত্য বল তবে উহার প্রমাণ আনয়ন কর। ২৭।৬০—৬৪

৪৯ দেবদূত নিয়ন্তা

১ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের স্রষ্টা ঈশ্বরকে স্তুতি, যিনি দুই, তিন ও চারি-পক্ষবিশিষ্ট স্বর্গীয় দূতগণকে সংবাদবাহকরূপে নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন তাঁহার সৃষ্টির বৃদ্ধিও করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব-কর্ম-সমর্থ। ৩৫।১

আল আরদ্ব। আ এলা-হোম্ মায়াল্লাহ্? ক্বালীলাম্ মা-তাজাক্কারূন্। ৪। আম্মাইঁ য়্যাহ্‌দীকুম্ ফা জোলোমা-তেল্ বার্রে অল্ বাহ্‌রে অ মাইঁ ইয়োর্‌ছেলোর্ রেয়্যা-হা বোশ্‌রাম্ বায়্‌না ইঁয়্যাদায়্ রাহ্‌মাতেহ্। আ এলা-হোম্ মায়াল্লাহ্? তায়ালাল্লা-হো আম্মা-ইয়োশ্‌রেকূন্। ৫। আম্মাইঁ য়্যাব্‌দাওল্ খাল্‌কা ছুম্মা ইয়োয়ীদোহূ অ মাইঁয়্যার্‌যোকোকুম্ মেনাছ্ ছামা—এ অল্ আর্‌দ্ব্। আ এলা-হোম্ মায়াল্লাহ্? কোল্ হা-তু বোর্‌হা-নাকুম্ ইন্ কোন্‌তুম্ ছা-দেক্বীন্। (সূরা নমল্, ৬০—৬৪)

৪৯—১। আল্‌হাম্‌দো লিল্লা-হে ফাত্বেরেছ্ ছামা-অ-তে অল্ আর্‌দ্বে জা-য়েলেল্ মালা—একাতে রোছোলান্ উলা—আজ্‌নেহাতেম্ মাস্‌না-অসোলা-সা অরোবা-আ। ইয়াযীদো ফিল্ খাল্‌কে মা-ইয়াশা—ও। ইন্না ল্লা-হা আলা-কুল্লে শাইয়েন্ ক্বাদীর্। (সূরা ফাত্বের, ১)

৫০ বিকাশ-কর্তা

১ নিশ্চয়ই ঈশ্বর শস্যকণিকা ও বৃক্ষ-বীজ (বীজোদ্গমের জন্য) বিদারণ করেন, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে জীবিতকে ও জীবিতদের মধ্য হইতে মৃতকে বাহির করিয়া আনেন। ঈশ্বর তিনিই। তবে কেমন করিয়া তোমরা বিপথগামী হইতেছ ?

২ তিনিই উষার আলো ফুটাইয়া তোলেন এবং তিনিই রাত্রিকে নীরবতার জন্য এবং সূর্য-চন্দ্রকে কাল-গণনার জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন। ইহা হইতেছে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞের পরিমাপ।

৩ এবং তিনিই নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করিয়াছেন, যেন তদ্বারা তোমরা প্রান্তর ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ চিনিয়া লইতে পার। জ্ঞানীজনের জন্য আমি আমার সংকেতসমূহ বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিলাম।

৪ এবং তিনিই তোমাদিগকে একজনমাত্র মানুষ হইতে সৃজন করিয়াছেন ও (তোমাদিগকে দিয়াছেন) বিশ্রাম-স্থান ও প্রত্যর্পণ-ভূমি। যাহারা বুঝিতে পারে তাহাদের জন্য আমি আমার নির্দেশসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম।

৫ তিনিই (আকাশ হইতে) নিম্নে বারি প্রেরণ করেন ও তাহার দ্বারা

৫০—১°। ইন্না ল্লা-হা ফা-লেকোল্ হাব্বে অন্নাও-। ইয়োখ্রেজোল্ হ্বাইয়্যা মেনাল্ মাইয়্যেতে অমোখ্রেজোল্ মাইয়্যেতে মেনাল্ হ্বাইয়্যে। জা-লেকোমো ল্লা-হো ফাআন্না-তো'ফাকূন্। ২। ফা-লেকোল্ এছবাহ্বে, অজাআলা ল্লা-য়্লা ছাকানাঙ্-অশ্শাম্ছা অল্কামারা হ্বোছ্বা-না-। জা-লেকা তাক্দীরোল্ আযীযেল্ আলীম্। ৩। অহুঅ ল্লাজী জাআলা লাকোমো ন্নোজু্ মা লেতাহ্তাদূ বেহা-ফী জোলোমা-তিল্ বার্রে অল্বাহ্র্। কাদ্ ফাছ্ছাল্নাল্ আ-য়া-তে লেকাওমেইঁ ইয়্যা'লামূন্। ৪। অহুঅ ল্লাজী—আন্শাআ কুম্ মেন্ নাফ্ছেঙ্ অ-হ্বেদাতেন্ ফামোছ্তাকার্রোঙ অমোছ্তাওদাও। কাদ্ ফাছ্ছাল্নাল্ আ-ইয়া-তে লেকাওমেইঁ ইয়্যাফ্কাহুন্। ৫। অহুঅ ল্লাজী আন্যালা মেনাছ্ছামা—এ মা-আন্ ফা-আখ্রাজ্না-বেহী

আমি প্রত্যেক প্রকারের অঙ্কুর নির্গত করি। অনন্তর আমি হরিৎ পত্র-ফলাদি নিষ্ক্রামিত করি, তাহা হইতে পরস্পর সম্মিলিত বীজ বাহির করি, খর্জুরবৃক্ষ হইতে কোরকযুক্ত পরস্পর সন্নিহিত শাখাসমূহ বাহির করি। আমি আঙ্গুর, জলপাই ও দাড়িম্বের উদ্যানসকল সৃজন করিয়াছি, সাদৃশ্যাত্মক ও সাদৃশ্যহীন। যখন ফল জন্মে ও উহা পরিপক্ক হয় তখন ফলের প্রতি লক্ষ্য কর। যাহারা শ্রদ্ধাশীল তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহার মধ্যে সংকেত রহিয়াছে।

৬।৯৫—৯৯

৫১ সৃষ্টির সময়সূচী

১ তুমি বল: তোমরা সত্যই কি তাঁহাকে অমান্য করিতেছ, যিনি দুই দিবসের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন? এবং তোমরা কি (অন্যকে) তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া মনে কর? তিনিই (অন্য কেহ নহে) সমগ্র জগতের প্রভু।

২ তিনি (উহাতে) সুদৃঢ় পর্বতসমূহ স্থাপন করিয়াছেন এবং উহাকে আশীর্বাদ দিয়াছেন ও চারি দিবসের মধ্যে উহার উৎপাদনসমূহের যোজনা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে সকল প্রার্থী সমান সমান পাইতে পারে;

৩ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন। তখন উহা

নাবা-তা কুল্লে শায়্এন্ ফাআখ্রাজ্না-মেন্হো খাদ্বেরান্ নোখ্রেজো মেন্হো হাব্বাম্ মোতারা-কেবান্, অমেনান্নাখ্লে মেন্ ত্বাল্এহা-কেন্অ-নোন্ দা-নেইয়াতোঙ্ অজান্নাা-তেম্ মেন্ আ'না-বেঙ অযযায়্তুনা অর্রোম্মা-না মোশ্-তাবেহাঙ্ অগ্বায়্রা মোতাশা-বেহ্। ওন্জোরূ—এলা-সামারেহী—এজা—আস্মারা অ ইয়ানএহ্। ইন্না ফী জা-লেকুম্ লাআ-য়া-তিল্ লেকাওমেই ইয়ো'মেনূন্। (সূরা আনাম্, ৯৫—৯৯)

৫১—১। কোল্ আইন্নাকুম্ লাতাক্ফোরূনা বেল্লাজী খালাকাল্ আর্দ্বা ফী ইঁয়্যাওমায়্নে অতাজ্ আ'লুনা লাহূ—আন্দা-দা। জা-লেকা রাব্বোল আ-লামীন। ২। অ জাআলা ফীহা-রাঅছেয়্যা মেন্ফাওকেহা-অ বা-রাকা ফীহা-অ কাদ্দারা ফীহা—আক্অ-তাহা-ফী—আর্বাআতে আইয়্যাম্। ছঅ—আল্ লেছ্ছা—য়েলীন্। ৩। সুম্মাছ্ তাঅ—এলাছ্-ছামা—এ অহেয়্যা

ধূমময় ছিল। তিনি আকাশ ও পৃথিবী উভয়কে বলিলেন: তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এখানে আইস। তাহারা উভয়ে বলিল: আমরা স্বেচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছি।

৪ অনন্তর তিনি দুই দিনের মধ্যে সপ্ত আকাশ সৃজন করিলেন ও প্রত্যেক আকাশকে তাঁহার আদেশদানে অনুপ্রাণিত করিলেন এবং আমি নিম্নের আকাশকে দীপাবলী দ্বারা সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত করিয়াছি। ইহা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞের পরিমাপ। ৪১।৯—১২

৫২ তেজোবহ্ন-নির্মাতা

১ তোমরা যাহা বপন কর সেই সম্বন্ধে তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

২ তোমরাই কি তাহা অঙ্কুরিত কর অথবা আমি তাহা অঙ্কুরিত করিয়া থাকি?

৩ যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে নিশ্চয় আমি উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারিতাম। তাহা হইলে তোমরা চীৎকার করিয়া বলিতে থাকিতে:

৪ হায়! আমরা ঋণভারাক্রান্ত হইয়া গেলাম!

৫ শুধু তাহা নহে। আমরা সর্বস্বান্ত হইয়া গেলাম!

৬ তোমরা যে জল পান কর তাহার সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ?

দেখানোন্ ফাকালা লাহা-অলেল্ আর্‌যে'তেয়্যা-ত্বাও্‌আন্ আও্-কার্‌হা-। কা-লাতা—আ-তায়্‌না ত্বাই্‌য়েয়ীন্। ৪। ফাকাদ্বা-হুন্না ছাব আ ছামা-ওয়া-তেন্ ফী ইয়্যাও্ মাই্‌নে অ আও্‌হা—ফী কুল্লে ছামা—য়েন আম্‌রাহা-। অ যাইয়্যান্নাছ্ ছামা—আদ্দু্‌ন্‌ইয়া-বেমাছাবীহা-; অ হেফ্‌জা। জা-লেকা তাক্‌দীরোল্ আযীযেল্ আলীম্। (সূরা হাম্‌সজ্দা, ৯—১২)

৫২—১। আফারা আয়্‌তুম্ মা-তাহ্‌রোসূন্। ২। আ-আন্তম্ তায্‌রায়ুনাহু—আম্ নাহনোয-যা-রেয়ূন্? ৩। লাওনাশা—য়ো লাজা-আল্‌না-হু হোত্বামান্ ফাজাল্‌তুম্ তাফাকাহূন্। ৪। ইন্না-লামোগ্‌রামুনা; ৫। বাল্ নাহ্‌নো মাহ্‌রূমূন্। ৬। আফারা আয়্‌তুমোল মা—আল্লাজী

৭ তোমরাই কি উহা মেঘ হইতে (বারি) অবতারণ কর অথবা আমি (উহার) অবতারণকারী ?

৮ আমি যদি ইচ্ছা করিতাম তবে নিশ্চয়ই আমি উহাকে তিক্তাস্বাদ করিতে পারিতাম। তবে তোমরা আমাকে ধন্যবাদ দিতেছ না কেন ?

৯ তোমরা যে অগ্নি (বৃক্ষশাখা দ্বারা) প্রজ্জলিত করিয়া থাক তাহার সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিয়াছ কি ?

১০ তোমরাই কি উহার জন্য বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছ, কিংবা আমি উৎপাদনকারী ?

১১ আমিই বৃক্ষকে (আমার মহিমার) স্মারক ও অরণ্যের অধিবাসী-দিগের আরাম প্রদানের জন্য নিয়োজিত করিয়াছি।

১২ অতএব তুমি (হে মহম্মদ) তোমার মহান প্রভুর স্তুতি কর।

৫৬।৬৩—৭৪

৫৩ বিশ্বাধার (পক্ষীর দৃষ্টান্ত)

১ তাহারা কি নিজেদের মাথার উপরে (শূন্য-মার্গে) পক্ষিকুলকে পক্ষ প্রসারণ ও সঙ্কোচন করিতে দেখে না ? পরমদাতা ঈশ্বর ব্যতীত আর কে তাহাদিগকে উপরে ধরিয়া রাখেন ? নিঃসন্দেহ তিনি সর্বদ্রষ্টা। ৬৭।১৯

তাশ্‌রাবূন্ ; ৭। আ আন্তম্ আন্‌যাল্‌তুমূহো মিনাল্ মোয নে আম্ নাহ্‌নোল্ মোন্‌যেলুন্ ? ৮। লাও্ নাশা—য়ো জাআল্‌না-হো ওজা-জান্ ফালাও্‌লা-তাশ্‌কোরূন ? ৯। আফারাআয়্‌তুমোন না-রাল্লাতী তূরূন্ ? ১০। আ আন্তম্ আন্‌শা'তুম্ শাজারাতাহা—আম্ নাহ্‌নোল্ মোন্‌শেয়ূন্ ? ১১। নাহ্‌নো জা আল্‌না-হা তাজ্‌কেরাতাও অ মাতাআল্ লিল্ মোক্‌বীন্। ১২। ফাছাব্বেহ্ বেছ মে রাব্বেকাল্ আজীম্।

(স্থরা ওয়াকেয়া, ৬৩—৭৪)

৫৩—১। আ অ লাম্ ইয়্যারাও্ এলাত্ত্বায়্‌রে ফাও্‌কাহুম্ ছা—ফ্‌ফাতেও্ অ ইয়্যাক্‌বেদ্‌ন ॥ মা ইউম্‌ছেকুহুন্না ইল্লার্‌রাহ্‌মান। ইন্নাহু বেকুল্লে শাইয়্যেম্ বাছীর্।

(স্থরা মোল্‌ক, ১৯)

১২ ঈশ্বরের সুন্দর রচনা

৫৪ সুব্যবস্থিত রচনা

১ মঙ্গলময় তিনি যাঁহার হস্তে সর্বাধিপত্য, এবং তিনি সর্ব-কর্ম-সমর্থ।

২ যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তিনি তোমাদিগের মধ্যে কে সর্বোত্তম সৎকর্মকারী তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন, এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত, ক্ষমাশীল।

৩ যিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি পরমদাতা ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবে না। আবার দৃষ্টিপাত কর: তুমি কি উহাতে কোন ফাঁক দেখিতেছ?

৪ অতঃপর বারবার দেখ। তোমার দৃষ্টি নিস্তেজ ও ক্লান্ত হইয়া নিজের দিকে ফিরিয়া আসিবে। ৬৭।১—৪

৫৫ প্রভু-নির্মিত সুন্দর জগত

১ আমি কি ধরাকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রস্বরূপ করি নাই?

২ আর উচ্চ পর্বতসমূহকে প্রাচীরস্বরূপ?

৩ এবং তোমাদিগকে স্ত্রী-পুরুষ যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়াছি;

৪ এবং বিশ্রামের জন্য তোমাদিগকে নিদ্রা দিয়াছি,

৫৪—১। তাবা-রাকাল্লাজী বেইয়্যাদেহিল্ মোল্‌কো, অহুঅ আলা-কুল্লে শাইয়্যেন্ কাদীরো। ২। নেল্ লাজী খালাকাল্ মাওতা অল্ হায়্যা-তা লেইয়্যাব্‌লূ অকুম্ আইয়্যোকুম্ আহ্‌ছানো আমালা-। অহুঅল্ আযাযোল্ গ্বাফ্‌রোল্। ৩। লাজী খালাকা ছাব্‌আ ছামা-অ-তেন্ ত্বেবা-কা-। মা-তারা-ফী খাল্‌কের্‌রাহ্‌মা-নে মিন্ তাফা-বোৎ। ফার্‌জেয়েল্ বাছারা হাল্ তারা-মিন্ ফোতূর্? ৪। ছুম্মার্‌জেয়েল্ বাছারা কার্‌রাতায়্‌নে ইয়্যান্-কালেব্ এলায়্‌কাল্ বাছারো খা-ছেআও্ অহুঅ হাছীর।

(সূরা মোল্‌ক্, ১—৪)

৫৫—১। আলাম্ নাজ্‌আলিল্ আর্‌দ্বা মেহা-দাঙ; ২। অল্ জেবা-লা আওতাঁ-দাঙ্; ৩। অ খালাক্‌না-কুম আয্‌অ-জাঙ; ৪। অ জাআল্‌না-

৫ আর রাত্রিকে আবরণস্বরূপ রাখিয়াছি ;

৬ এবং দিনমানকে জীবিকা-উপার্জনের সময় করিয়াছি। ৭৮।৬—১১

৫৬ উষ্ট্র-আদি সৃষ্টি চমৎকার

১ তবে কি তাহারা উষ্ট্রপালের দিকে লক্ষ্য করে না—কিরূপে উহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে ?

২ আর আকাশের দিকে—কিরূপে উহা সমুন্নত করা হইয়াছে ?

৩ এবং পর্বতমালার দিকে—কিরূপে উহাদিগকে সংস্থাপিত করা হইয়াছে ?

৪ এবং ভূতলের দিকে—কিরূপে উহা সম্প্রসারিত করা হইয়াছে ? ৮৮।১৭—২০

৫৭ গূঢ় বিষয়ে আগ্রহ রাখা উচিত নহে

১ নিশ্চয়ই আমি নিকটতম আকাশকে তারকামণ্ডলী দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি ,

২ এবং (নভোমণ্ডলকে) প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে সুরক্ষিত রাখিয়াছি।

৩ তাহারা সেই উর্ধ্বজগতের সভার দিকে কর্ণপাত করিতে পারে না। তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে তাহাদের উপর অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ (উল্কা) নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ;

নাও্মাকুম্ ছোবা-তাঙ্ ; ৫। অ জাআল্নাল্ লায়্লা লেবা-ছাঙ্ ; ৬। অ জাআল্না ন্নাহা-রা মাআ-শা-। (সূরা নবা, ৬—১১)

৫৬—১। আফালা-ইয়্যান্জোরূনা এলাল্ এবেলে কায়্ফা খোলেকাৎ ; ২। অ এলাছ্ছামা—এ কায়্ফা রোফেআৎ ; ৩। অ এলাল্ জেবা-লে কায়্ফা নোছেবাৎ ; ৪। অ এলাল্ আর্দ্বে কায়্ফা ছোত্বেহাৎ। (সূরা গাশিয়া, ১৭—২০)

৫৭—১। ইন্না যাইয়্যান্নাছ্ছামা—আদ্দুন্য়্যা-বেযীনাতেনেল্ কাও-কেবে, ২। অহেফ্জাম্-মেন্কুল্লে শয়্ত্বানেম্ মা-রেদ্, ৩। লা-ইয়্যাছ্-ছাম্মাউনা এলাল্ মালায়েল্ আ'লা-অইয়োক্জাফ না মেন্ কুল্লে জা-নেবেন্,

৪ এবং তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে।

৫ যদি অকস্মাৎ তাহাদের কেহ (ঐশ্বরিক বাক্য*) শুনিতে পাইয়া তাহা লইয়া পলায়ন করে তবে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।*

৩৭।৬—১০

১৩ ঈশ্বরীয় সংকেত

৫৮ একই জলে বিবিধ ফল

১ ভূমিতে পরস্পর সংলগ্ন কয়েকটি খণ্ড আছে। উহাতে দ্রাক্ষার উদ্যান, শস্যক্ষেত্রসমূহ ও সম ও অ-সম প্রকারের খর্জুর বৃক্ষসমূহ রহিয়াছে। সবগুলিতে একই জল সিঞ্চন করা হয়। এবং আমি ফলের মধ্যে কোন-কোনটির তুলনায় কোন-কোনটিকে শ্রেষ্ঠতা দান করি। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে জ্ঞানবান লোকের জন্য (ঈশ্বরের মহিমার) নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ১৩।৪

৪। দোহুরাঙ্ অলাহুম্ আজ্বা-বোঙ অ-ছেবোন, ৫। ইল্লা-মান্ খাত্বেফাল্ খাত্ব্ফাতা ফাআ'তবাআহু শেহা-বোন্ সাকেব্। (সূরা সাফ্ফাত, ৬—১০)

৫৮—১। অফেল্ আর্‌দে কেতাওম্ মোতাজ্বা—বেরা-তোঙ্ অজ্বান্না-তোম্ মেন্ আ'-না-বেঙ্ অযারওঙ্ অনাখীলোন্ ছেন্ওয়া-নোঙ্ অগ্যার্রো ছেন্ওয়া-নেইঁ ইয়োছ্কা-বেমা—এঙ্ওয়া-হেদেন্, অনোফাদ্‌দেলো বা'-দাহা-আলা-বা-দেন্-ফেল্ উকোল্। ইন্না ফী জা-লেকা লাআয়্যা-তেল্ লেকাওমেইঁ য়্যা'-কেলুন। (সূরা রঅদ, ৪)

---

* ইহার অর্থ এই যে স্বর্গে প্রধান দেবগণ যে সব নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় লইয়া পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন করিয়া থাকেন দৈত্যগণ যাইয়া যাহাতে তাহা শুনিতে না পারে তজ্জন্য ঈশ্বর উল্কাপাত করিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করেন, এবং আকাশমার্গকে এমনভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন যাহাতে তাহারা উহা শ্রবণ করিতে না পারে। তবে কেহ যদি হঠাৎ উহা একটু শুনিয়া ফেলে তবে উল্কা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। এই বচনের তাৎপর্য এই যে গূঢ়তত্ত্ব-বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ রাখা ঠিক নহে। (অনুবাদক)

৫৯ ঈশ্বরীয় নিদর্শন

১ এবং তাঁহার অন্যতম নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা মনুষ্যজাতি নিশ্চয়ই সকল দিকে বিস্তার লাভ করিতেছ।

২ আর তাঁহার অন্যতম নিদর্শন এই যে তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে তোমাদের জন্য সঙ্গিনীগণকে সৃষ্টি করিয়াছি; যেন তোমরা তাহাদের কাছে বিশ্রাম লাভ করিতে পার, এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও করুণা প্রদান করিয়াছি। নিঃসন্দেহ ইহার ভিতর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য সংকেত রহিয়াছে।

৩ এবং তাঁহার অন্যতম নিদর্শন হইতেছে সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য সংকেত রহিয়াছে।

৪ আর তাঁহার অন্যতম নিদর্শন হইতেছে রাত্রিতে তোমাদের নিদ্রা যাওয়া ও দিবাভাগে তাঁহার অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করা। যাহারা বুঝিতে চায় তাহাদের জন্য নিঃসন্দেহ ইহার মধ্যে সংকেত আছে।

৫ এবং তাঁহার অন্যতম নিদর্শন এই যে তিনি বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন,

৫৯—১। অ মেন্ আ-য়্যা-তেহী—আন্ খালাকাকুম্ মেন্ তেরো-বেন ছুম্মা এজা—আন্তম্ বাশারোন্ তান্‌তাশেরুন। ২। অমেন্ আ-য়্যা-তেহা—আন্ খালাকালাকুম্ মেন্ আন্‌ফোছেকুম্ আয্‌ওয়াজাল্ লেতাছ্‌কোনূ—এলায়্‌হা-অ জাআলা বায়্‌নাকুম্ মাঅদ্দাতাঙ্ অরাহ্‌মাহ্। ইন্না ফী জা-লেকা লাআ-য়্যা-তেল্ লেকাও্‌মেইঁ য়্যাতাফাক্‌কারূন। ৩। অ মেন্ আ-য়্যা-তেহী-খাল্‌কোছ্ ছামা-অ-তে অল্ আর্‌দ্বে অখ্‌তেলা-ফো আল্‌ছে-নাতেকুম্ অ আল্‌ওয়ানেকুম্। ইন্না ফী জা-লেকা লাআ-য়্যা-তেল্ লিল্ আ-লেমীন্। ৪। অমেন্ আ-য়্যা-তেহা-মানা-মোকুম্ বিল্ লায়্‌লে অন্নাহা-রে অব্‌তেগা—ওকুম্ মেন্ ফাদ্ব্‌লিহ্। ইন্না ফী জা-লেকা লা আ-য়্যা-তেল্ লেকাও্‌মেইঁ ইয়্যাছ্‌মাউন। ৫। অমেন্ আ-য়্যা-তেহী-ইয়্যোরীকুমোল্ বার্‌কা

যাহাতে ভয়ও আছে, আশাও আছে। তিনি আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন এবং তাহার দ্বারা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই ইহাতে বিজ্ঞজনের জন্য সংকেত আছে।

৬ এবং তাঁহার অন্যতম নিদর্শন এই যে পৃথিবী ও আকাশ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং পরে যখন তিনি আহ্বান করিবেন তখন নিশ্চয়ই তোমরা ভূমির মধ্য হইতে বহির্গত হইবে। ৩০।২০—২৫

৬০ ঈশ্বর ছায়াদানকারী

১ তোমরা কি আপন প্রভুর দিকে লক্ষ্য কর নাই—তিনি কেমন করিয়া ছায়া বিস্তৃত করিয়াছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন তবে তিনি উহাকে স্থির রাখিতেন। অনন্তর আমি সূর্যকে উহার পথ-প্রদর্শক করিয়াছি।

২ অতঃপর আমি ছায়াকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে টানিয়া লই।

২৫।৪৫, ৪৬

৬১ ঈশ্বর বিবিধ বর্ণস্রষ্টা—লোহিত-শ্বেত-কৃষ্ণ

১ তুমি কি (হে মহম্মদ,) ইহা লক্ষ্য কর নাই যে ঈশ্বর আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন এবং অতঃপর উহার দ্বারা আমি বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট ফল

খাওফাঙ্ অ ত্বামাআঙ্ অ ইয়োনায্যেলো মেনাছ্ ছামা—এ মা—আন্ ফাইয়োহ্য়ী বেহিল্ আর্দ্বা বা'দা মাওতেহা। ইন্না ফী-জা-লেকা লা-আ-য়্যা-তেল্ লেকাওমেইঁয়্যা'কেলূন। ৬। অ মেন্ আ-য়্যা-তেহী—আন্ তাকুমাছ ছামা—ও অল্ আর্দ্বো বেআম্‌রেহ্। ছুম্মা এজা-দাআ'কুম্ দা'অতাম্; মেনাল্ আর্দ্বে এজা—আন্তুম্ তাখ্‌রোজূন্।

(সূরা রুম, ২০—২৫)

৬০—১। আলাম্‌তারা এলা-রাব্বেকা কায়ফা মাদ্দাজ্জেল্‌লা, অলাওশা—আ লাজ্বাআলাহু ছা-কেনান, ছুম্মা জাআল্‌নাশ্‌শাম্‌ছা আলায়্‌হে দালীলান্ ২। ছুম্মা কাবাদ্ব্‌না-হু এলায়্‌না-কাব্‌দ্বাঁই-য়্যাছীরা-।

(সূরা ফোরকান, ৪৫, ৪৬)

৬১—১। আলাম্‌তারা আন্না ল্লা-হা আন্‌যালা মেনাছ ছামা—এ মা—

উৎপন্ন করিয়াছি ; এবং পর্বতশ্রেণীর স্তরসকল রহিয়াছে, তাহাদের বিবিধ বর্ণ—শ্বেত, লোহিত ও (অন্যগুলি) ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ;

২ এবং মনুষ্যগণ, প্রাণিনিচয় ও পশুসমূহেরও ঐরূপ বিবিধ বর্ণ। তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে যাহারা জ্ঞানবান তাহারা কেবলমাত্র ঈশ্বরকে ভয় করে। নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল। ৩৫।২৭, ২৮

আন্ ; ফাআখ্ রাজ্না-বেহী সামারা-তেম্ মোখ্তালেফান্ আল্অ-নোহা-। অমেনাল্ জেবা-লে জোদাদোম্ বীদোঙ্ আহ্মোম্রোম্ মোখ্তালেফোন্ আল্অ-নোহা-অগ্বারা-বীবো ছুদ্। ২। অমেনা-ন্না-ছে অদ্দাঅ—ব্বে অল্ আন্আ-মে মোখ্তালেফোন্ আল্অ-নোহূ কাজা-লেক্। ইন্নামা-ইয়াখ্শা ল্লা-হা মেন্ এবা-দিহিল্ ওলামা—ও। ইন্না ল্লা-হা-আযীযোন্ গাফূর।

(সূরা ফাতের, ২৭, ২৮)

৭ সর্বশক্তি

১৪ সর্বশক্তিমান

৬২ সর্বাধিপতি

১ তুমি জিজ্ঞাসা কর (হে মহম্মদ) : পৃথিবী এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা কাহার ? যদি তোমরা জান (তবে বল)।

২ তাহারা বলিবে : 'ঈশ্বরেরই'। (তখন) তুমি বলিও : তাহা হইলে কি তোমরা তাহা স্মরণ করিবে না ?

৩ তুমি জিজ্ঞাসা কর : সপ্ত স্বর্গের প্রভু ও মহান সিংহাসনের স্বামী কে ?

৪ তাহারা বলিবে : 'ঈশ্বরই'। (তখন) তুমি বলিও : তাহা হইলে কি তোমরা (তাঁহার প্রতি) কর্তব্যপরায়ণ হইবে না ?

৫ তুমি জিজ্ঞাসা কর : কে তিনি, যাঁহার হস্তে সর্ববিষয়ের আধিপত্য রহিয়াছে এবং যিনি রক্ষা করেন কিন্তু যাঁহার বিরুদ্ধে কেহ রক্ষা করিতে পারে না ?

৬ (তখন) তাহারা বলিবে : 'ঈশ্বরই'। (তখন) তুমি বলিও : তাহা হইলে কেমন করিয়া তোমরা মোহগ্রস্ত হইতেছ ? ২৩।৮৪—৮৯

৬২—১। কোল্ লেমানেল্-আর্‌দ্বো অমান্ ফী-হা—ইন্ কোন্তম্ তা'-লামূন। ২। ছায়্যাকূলূনা লেল্লাহ্। কোল্ আফালা-তাজাক্কারূন। ৩। কোল্ মার্‌রাবোছ্-ছামা-ওয়া-তেছ্ছাব্এ অরাব্বোল্ আর্‌শেল্ আজীম্। ৪। ছায়্যাকূলূনা লেল্লাহ্। কোল্ আফালা-তাত্তাকূন। ৫। কোল্ মাম্ বেয়্যাদেহী মালাকুতো কুল্লে শায়্এঙ্ অহোওয়া ইয়োজীরো অলা-ইয়োজা-বো আলায়্হে ইন্ কোন্তম্ তা'—লামূন। ৬। ছায়্যাকূলূনা লেল্লা-হ্। কোল্ ফাআন্না-তোছ্হারূন। (স্থরা মুমেনুন, ৮৪—৮৯)

৬৩ প্রলয়কারী

১ ঈশ্বর যেরূপ মর্যাদা পাইবার অধিকারী তাহারা তাঁহাকে সেইরূপ মর্যাদা দান করে না। পুনরুত্থানের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁহার মুষ্টির মধ্যে আসিবে ও আকাশ আবর্তিত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে থাকিবে। মহিমান্বিত তিনি ও যাঁহাদিগকে তাহারা তাঁহার অংশীদার বলিয়া মনে করে তাঁহাদের সকলের বহু উর্ধ্বে তিনি। ৩৯।৬৭

৬৪ তর্জ্জলাল্

১ জপ কর তোমার প্রভুর নাম, যিনি সর্ব্বোচ্চ ;

২ যিনি সৃষ্টি করেন এবং পরে সংগঠিত করেন ;

৩ যিনি নির্ধারণ করেন, পরে পথ-প্রদর্শন করেন ;

৪ যিনি তৃণ-শস্য উদ্গত করিয়াছেন ;

৫ তৎপরে উহাকে শুষ্ক, মলিন করিয়াছেন ; ৮৭।১—৫

৬৫ পুনরুত্থান-সমর্থ

১ মনুষ্য কি চিন্তা করে নাই যে আমি তাহাকে একটি বীজ-বিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি? তথাপি সে আমার প্রকাশ্য বিরোধকারী হইয়া উঠিল।

৬৩—১। অমা-কাদারুল্লা-হা হাক্কা কাদ্রেহী,-অল্ আর্দ্বো জামী-আন কাব্‌দ্বাতোহূ ইয়্যাওমাল্ কেয়্যা-মাতে অছ্ছামা-অ-তো মাত্বিয়্যাতোম্ বেইয়্যামীনেহ্। ছোব্‌হা-নাহূ অতা-আ'লা আম্মা ইয়োশ্‌রেকুন।

(সূরা জোমর, ৬৭)

৬৪—১। ছাব্বেহে ছ্মা রাব্বেকাল্ আ'লা; ২। ল্লাজী খালাকা ফাছাওঅ- ; ৩। অ ল্লাজী কাদ্দারা ফাহাদা- ; ৪। অ ল্লাজী—আখ্‌রাজাল মার্‌আ- ; ৫। ফাজাআলাহূ গোসা—আন্ আহ্‌অ-।

(সূরা আলা, ১—৫)

৬৫—১। আঅলাম্ ইয়্যারাল্ এন্‌ছা-নো আন্না-খালাক্‌না-হ মেন্

২ এবং সে আমার বিষয় দৃষ্টান্ত সহকারে বলিতে লাগিল ও নিজের সৃষ্টি-রহস্য ভুলিয়া গেল। সে বলিল: এই সব গলিত অস্থিসমূহকে কে পুনর্জীবিত করিবে?

৩ তুমি বল: যিনি প্রথমবার তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিবেন। তিনি সর্বপ্রকারের সৃজন করিতে জানেন;

৪ যিনি তোমাদের জন্য হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছেন। অতঃপর তোমরা তাহা হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া থাক।

৫ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি (পুনরুত্থানের সময়) উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? হাঁ, (তিনি সক্ষম) কারণ তিনি সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা।

৬ যখন তিনি কিছু ইচ্ছা করেন তখন তিনি উহার সম্বন্ধে এই একই আদেশ করেন: "হইয়া যাও" আর তাহাই হইয়া যায়।

৭ সুতরাং মহিমা তাঁহারই, যাঁহার হস্তে সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব! তাঁহার কাছে সকলকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। ৩৬।৭৭—৮৩

নোৎফাতেন্ ফাএজা হুঅ খাছীমোম্ মোবীন। ২। অদ্বারাবা লানা-মাসালাও অ নাছেয়্যা খাল্কাহ্। কা-লা মাঁই ইয়্যোহ্য়্যেল্ এজা-মা অহেয়্যা রামীম্। ৩। কোল্ ইয়্যোহ্য়ীহাল্ লাজী—আন্শাআহা—আওঅলা মর্রাহ্। অহুঅ বেকুল্লে খাল্কেন্ আলীমো, ৪। নেল্লাজী জা-আলা লাকুম্ মেনাশ্ শাজ্জারেল্ আখ্দ্বারে না'রান্ ফাএজা—আন্তুম্ মেন্হো তুকেদূন্। ৫। আঅলায়্ছালাজী খালাকাছ্ ছামা-অ—তে অল্ আর্দ্বা বেকা-দেরেন্ আলা—আঁই ইয়্যাখ্লোকা মেস্লাহুম্? বালা-, অহুঅল্ খাল্লা-কোল্ আলীম্। ৬। ইন্নামা-আম্রোহূ—এজা—আরাদা-শায়্ আন্আই ইয়্যাকুলা লাহূ কোন্ ফাইয়্যাকুন। ৭। ফাছোব্হানাল্লাজী বেইয়্যাদেহী-মালাকূতো কুল্লেশাইয়েও অ এলায়্হে তোর্জাউন।

(সূরা ইয়াস, ৭৭—৮৩)

১৫ ইচ্ছা-সমর্থ—ঈশ্বরীয় ইচ্ছা সার্বভৌম

৬৬ পুত্র-কন্যাদাতা

১ নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌম আধিপত্য ঈশ্বরেরই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কন্যা-সন্তান দান করেন ও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পুত্র-সন্তান দান করেন;

২ অথবা যুক্তভাবে পুত্র ও কন্যা দান করেন। এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান! ৪২।৪৯, ৫০

৬৭ 'তোমার হাতে কল্যাণ'—ঈশ্বর-স্তবন

১ প্রার্থনা কর (হে মহম্মদ): সার্বভৌম আধিপত্যের অধিকারী হে ঈশ্বর, তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে রাজ্যাধিকার দান কর ও যাহাকে ইচ্ছা তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার কর। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সমুন্নত কর আর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অবনত কর; তোমার হস্তে কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব-কর্ম-সমর্থ। ৩,২৬

৬৮ ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য ঈশ্বরেরই, জীবের নহে

১ তোমার প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহা তিনি ঘটাইয়া থাকেন ও যাহাকে পছন্দ তাহাকে মনোনীত করেন। এ সম্বন্ধে তাহাদের বিন্দুমাত্রও অধিকার

৬৬—১। লিল্লা-হে মোল্‌কোছ্ ছামা-অ-তে অল্ আর্‌য্। ইয়্যাখ্‌-লোকো মা ইয়্যাশা-ও। ইয়্যাহাবো লেমাঁইঁয়্যাশা—য়ো এনা-সাঙ্ অইয়্যা-হাবো লেমাঁইঁ ইয়্যাশা—য়োজ্‌ জোকুরা। ২। আও্ ইয়্যোযাও্‌-বেজ্জোহম্ জোক্‌রানাঙ্ অ এনা-সা-, অ ইয়্যাজ্‌আলো মাঁইঁইয়্যাশা—য়ো আকীমা। ইন্নাহু আলীমোন্ কাদীর। (সূরা শুরা, ৪৯, ৫০)

৬৭—১। ক্কোলে ল্লা-হোম্মা মা-লেকাল্ মোল্‌কে তো'তেল্ মোল্‌কা মান্ তাশা—ও অতান্‌যেওল্ মোল্‌কা মেম্মান্ তাশা—ও, অতোএয্‌যো মান্ তাশা—ও অতোজেল্লো মান তাশা—ও। বেইয়াদেকাল্ খায়্‌র্। ইন্নাকা আলা-কুল্লে শায়্ এন্ কাদীর্। (সূরা এমরান্, ২৬)

৬৮—১। অ রাব্বোকা য়্যাখ্ লোকো মা-য়্যাশা—য়ো অ য়্যাখ্‌তার।

নাই। ঈশ্বর মহিমান্বিত ও যাহাদিগকে তাঁহার অংশীদার বলিয়া মনে করা হয় তাহাদের অপেক্ষা সমুন্নত। ২৮।৬৮

৬৯ যমেব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ

১ বলিয়া দাও: নিশ্চয়ই বৈভব ঈশ্বরের হাতে; যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি তাহা দেন। ঈশ্বর সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ।

২ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি তাঁহার দয়ার পাত্র মনোনীত করেন। ঈশ্বর অসীম বৈভবশালী। ৩।৭৩, ৭৪

৭০ ঈশ্বর-কৃপা ভিন্ন শ্রদ্ধাবান হওয়া সাধ্য নহে

১ ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত কাহারও পক্ষে শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নহে। এবং যাহারা নির্বোধ তাহাদিগকে তিনি (অশ্রদ্ধার) অশুচিতা প্রদান করিয়া থাকেন। ১০।১০০

৭১ কৌষিতকী উপনিষদ—প্রভু-কৃপার মাহাত্ম্য

১ এবং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি তাহার হৃদয়কে ঈশ্বর-শরণতার জন্য বিকশিত করেন, এবং যাহাকে তিনি

মা-কা-না লাহুমোল্ খেয়্যারাহ্। ছোব্হা-নাল্লা-হে অ তা-আ-লা-আম্মা-ইয়্যোশ্রেকুন্। (স্থরা কাছাছ, ৬৮)

৬৯—১। কোল্ ইন্নাল্ ফাদ্লা বেইয়াদে ল্লা-হ, ইয়ো'তীহে মাইঁ ইয়াশা—ও। অল্লা-হো ওয়া-ছেওন্ আলীম। ২। ইয়াখ্তাছ্ছো বেরাহ্ম্ মাতেহী মাইঁ ইয়াশা—ও। অল্লা-হো জোল্ ফাদ্লেল্ আজীম্।

(স্থরা এম্রাণ, ৭৩, ৭৪)

৭০—১। অমা-কা-না লেনাফ্ছেন্ আন্ তো'-মেনা ইল্লা-বেএজ্নেল্লা-হে, অয়্যাজ্আলোরে্জ্ছা আলাল্লাজীনা লা-য়্যা'-কেলুন।

(স্থরা ইউনুস, ১০০)

৭১—১। কামাইঁ ইয়োরেদে ল্লা-হো আইঁ ইয়াহ্দিয়াহু ইয়াশ্রাহ্ ছাদ্রাহু লিল্ এছলা-ম্ অমাইঁ ইয়োরেদ্ আইঁ-ইয়াহ্যেল্লাহু ইয়াজ্আল্ ছাদ্রাহু দ্বইয়্যেকান্ হারাজান্ কাআন্নামা ইয়াছ্ছা'আদো ফিছ্ছামা—এ।

বিপথগামী রাখিতে ইচ্ছা করেন তিনি তাহার হৃদয়কে রুদ্ধ ও সঙ্কুচিত করেন ; তাহাতে সে যেন একদম খাড়া আরোহন করিতে থাকে। যাহারা শ্রদ্ধাবান নহে তাহাদের উপর ঈশ্বর এইরূপে কলঙ্ক নিক্ষেপ করেন। ৬।১২৫

১৬ অবর্ণনীয় মহান

৭২ ঈশ্বরীয় সিংহাসন

১ ঈশ্বর। ঈশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি শাশ্বত, স্থির। তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁহাকে আক্রমণ করে না। দ্যুলোক ও ভূলোকে যাহা কিছু আছে সব তাঁহারই। এমন কে আছে যে তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত তাঁহার নিকটে (কাহারও জন্য) সুপারিশ করে? তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে তাহা তিনি জানেন। (কিন্তু) তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তদতিরিক্ত তাঁহার জ্ঞানের কোনও বিষয়ে মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহার সিংহাসন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত এবং এই উভয়ের সংরক্ষনে তাঁহার কখনও ক্লান্তি হয় না। তিনি সমুন্নত মহীয়ান। ২।২৫৫

৭৩ ঈশ্বরের বর্ণনার পক্ষে পর্যাপ্ত কালি নাই

১ বল : আমার প্রভুর কথা লিখিবার জন্য সমুদ্র মসীতে পরিণত হইলেও

কাজা-লেকা ইয়াজ্‌ আলো ল্লা-হো রে'জ্‌ছা আলা ল্লাজীনা লা ইয়ো'মেনুন। অহা-জা-ছেরাত্বো রাব্বেকা মোছ্‌তাকীমা-। (সূরা এনাম, ১২৫)

৭২—১। আল্লা-হো লা—এলা-হা ইল্লা-হুঅ, আল্‌ হাইয়্যোল্‌কাইয়ূম ; লা-তা'খো-জোহু ছেনাতোঙ্‌ অলা-নাওম্‌। লাহু মা-ফিছ্‌ ছামা-অ-তে অমা-ফিল্‌ আর্‌দ্ব। মান্‌জা ল্লাজী ইয়াশ্‌ফাও্‌ এন্দাহু—ইল্লা-বেএজ্‌নেহ্‌। ইয়া'লামো মা-বায়্‌না আয়্‌দীহিম্‌ অমা-খাল্‌ফাহুম্‌। অলা-ইয়োহ্বীতু্‌না বেশায়্‌এম্মেন্‌ এল্‌মেহী—ইল্লা-বেমা-শা—আ ; অছেআ কোর্‌ছিইয়্যোহোছ্‌ ছামা-অ-তে অল্‌ আর্‌দ্বা, অলা-ইয়াউদোহু হেফ্‌জোহোমা-; অহুঅল্‌ আলিইয়্যোল্‌ আজীম্‌। (সূরা বকর, ২৫৫)

৭৩—১। কোল্‌ লাও্‌ কা-নাল্‌ বাহ্‌রো মেদা দাল্‌ লেকালেমা তে

ঐ লেখা সমাপ্ত হইবার পূর্বে সমুদ্র নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, যদিও আমি উহার সাহায্যার্থ তদনুরূপ (আরও সমুদ্র) আনয়ন করি। ১৮।১০৯

৭৪ অসিত গিরিসমং স্যাৎ

১ ভূমণ্ডলে যত বৃক্ষ আছে তৎসমস্তই যদি লেখনী হইয়া যায় এবং সমুদ্র তাহার মসী হয়, এবং তাহার পরে যদি (অন্য) সপ্ত সমুদ্র (মসী হইয়া) উহার সাহায্যার্থ আসে তথাপি ঈশ্বর-কথা লেখা সমাপ্ত হইবে না। নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রমশালী, জ্ঞানবান। ৩১।২৭

রাব্বী লানাফেদাল্ বাহ্‌রো কাব্‌লা আন্‌ তান্‌ফাদা কালেমা-তো রাব্বী অলাও্‌ জে'ন-বেমেস্‌লেহা মাদাদা-। (সূরা কাহফ, ১০৯)

৭৪—১। অলাও্‌ আন্না মা-ফিল্ আর্‌দ্বে মেন্‌ শাজারাতেন্‌ আক্‌লা-মোঙ্‌ অল্ বাহ্‌রো ইয়্যামোদ্দোহু মেম্ বা'দেহী-ছাব্‌য়াতো আব্‌হোরেম্ মা-নাফেদাৎ কালেমা-তেল্লাহ্‌। ইন্নাল্লা-হা আযীযোন্‌ হাকীম্।

(সূরা লোক্‌মান, ২৭)

৮ নামস্মরণ

১৭ ঈশ্বরের নামাবলী

৭৫ ঈশ্বরের জন্য সুন্দর সুন্দর নাম

১ নরকবাসী ও স্বর্গবাসী সমতুল্য নহে। যাহারা স্বর্গপ্রাপ্তির অধিকারী হয় তাহারা বিজয়ী।

২ যদি আমি এই কোর্-আন্ কোন পর্বতের উপর অবতারণ করিতাম তবে তুমি নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিতে যে ঐ পর্বত ঈশ্বরের ভয়ে অবনত ও বিদীর্ণ হইতেছে। আমি মানবগণের জন্য এইরূপ দৃষ্টান্ত রচনা করি যাহাতে তাহারা সম্ভবত (ঐ সম্বন্ধে) চিন্তা করিতে পারে।

৩ ঈশ্বর তিনিই, যিনি ব্যতীত কোন নিয়ন্তা নাই। তিনি ব্যক্ত-অব্যক্তের জ্ঞাতা, তিনি পরম দাতা ও করুণাময়।

৪ ঈশ্বর তিনিই, যিনি ব্যতীত কোন নিয়ন্তা নাই। তিনি সর্বাধিপতি, পরম পবিত্র, পরম শান্তিদাতা, সংরক্ষক, শরণ্য, মহামহিমাময়, পরাক্রান্ত ও গৌরবান্বিত। তাহারা ঈশ্বরের যে আংশীদার বলিয়া মান্য করে তদপেক্ষা ঈশ্বর মহিমান্বিত।

৭৫—১। লা ইয়্যাছ্তাবী—আস্‌হা-বোন্না-রে অ আছ্হা-বোল্ জান্নাহ্। আছ্হা-বোল্ জান্না-তে হুমোল্ ফা—য়েযুন। ২। লাও্ আন্‌যাল্‌না হা-জাল্ কোর্‌আ-না আলা-জাবালিল্ লারাআয়্‌তাহু খা-শেআম্ মোতাছাদ্দে-আম্ মিন্ খাশ্‌য়্যাতিল্লা-হ্। অতিল্‌কাল্ আম্‌সা-লো নাদ্বরেবোহা-লিন্না-ছে লাআল্লাহুম্ ইয়্যাতাফাক্‌কারূন্। ৩। হুঅল্লা-হোল্লাজী লা—এলা-হা ইল্লা-হু; আ-লেমোল্ গায়্‌বে অশ্‌শাহা-দাতে; হুঅর্‌রাহ্ মা-নোর্‌রাহীম্। ৪। হুঅল্লা-হোল্‌লাজী লা—এলা-হা ইল্লা-হু; আল্‌মালেকোল্ কুদ্দুছোছ্ ছালা-মোল্ মো'মেনোল্ মোহায়্‌মেনোল্ আযীযোল্ জাব্বা-রোল্ মোতাকাব্বের্। ছোব্‌হা-নাল্লা-হে আম্মা-ইয়্যোশ্‌রেকুন। ৫। হুঅল্লা-

৫ তিনিই ঈশ্বর, যিনি ভর্তা, কর্তা, স্বরূপদাতা, সকল সুন্দর নাম তাঁহারই : আকাশ ও ভূমণ্ডলে যাহাকিছু আছে তৎসমস্তই তাঁহার জপ করে। তিনি সর্বশক্তিমান জ্ঞানময়। ৫৯।২০—২৪

হোল্ খা-লেকোল্ বা রেউল্ মোছাও্বেরো লাহুল্ আছ্মা—ওল্ হোছ্না-। ইয়োছাব্বেহো লাহু মা-ফিছ্ ছামা-অ-তে অল্ আরৃদ্, অহুঅল্ আযীযোল্ হাকীম। (সূরা হাশর, ২০—২৪)

৯ সাক্ষাৎকার

১৮ সাক্ষাৎকার

৭৬ মুসার ঈশ্বর সাক্ষাৎকার

১ এবং আমি মুসাকে ত্রিশ রজনীর প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম ও উহাতে আরও দশরাত্রি যোগ করিয়াছিলাম। এবং সে তাহার প্রভুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে চল্লিশ রজনীর (উপবাস) পূর্ণ করিয়াছিল; এবং সে তদীয় ভ্রাতা হারূনকে বলিয়াছিল: তুমি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হও। সদাচরণ কর ও দুষ্কার্যকারিগণের পথ অনুসরণ করিও না!

২ এবং যখন মুসা নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রভু তাহার সহিত কথা বলিলেন, সে বলিল: হে আমার প্রভু, আমাকে দর্শন দান করুন; যেন আমি আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তিনি বলিলেন: তুমি আমাকে (প্রত্যক্ষভাবে) দর্শন করিতে পারিবে না, কিন্তু তুমি পর্বতের উপর দৃষ্টিপাত কর। যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে। এবং যখন তাহার প্রভু পর্বতোপরি তাঁহার তেজ প্রকাশ করিলেন তখন তিনি উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; এবং মুসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। যখন সে প্রকৃতিস্থ হইল তখন সে বলিল,

---

৭৬—১। অ অ-আদ্‌না-মূছা-সালাসীনা লায়্‌লাতাঁও অআৎমাম্‌না-হা-বেআশ্‌রেন্‌ ফাতাম্মা মীকা-তো রাব্বেহী—আর্‌বায়ীনা লায়্‌লাহ্‌, অকালা মূছা-লেআখীহে হা-রূনা খ্‌লোফ্‌নী ফী কাওমী অ আছ্‌লেহ্‌ অলা তাত্তাবে' ছাবীলাল্‌ মোফ্‌ছেদীন্‌। ২। অলাম্মা-জা—আ মূছা-লেমীকা-তেনা-অ কাল্লামাহু রাব্বোহু, কা-লা রাব্বে আরেনী—আন্‌জোর্‌ এলায়্‌ক্‌। কা-লা লান্‌ তারা-নী অলা-কেনে ন্‌জোর্‌ এলাল্‌ জাবালে ফাএনে ছ্‌তাকার্‌রা মাকা-নাহু ফাছাওফা তারা-নী, ফালাম্মা-তাজাল্লা-রাব্বোহু লিল্‌জাবালে জাআলাহু দাক্কাঁও অখার্‌রা মূছা-ছাএকান্‌, ফালাম্মা—আফা-কা কা-লা ছোব্‌হানাকা তোব্‌ তো এলায়্‌কা অ আনা-আও অলোল্‌

প্রভু, তোমার জয় হউক! আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমার শরণ লইতেছি এবং আমি তোমার প্রতি (প্রকৃত) শ্রদ্ধাশীলগণের মধ্যে প্রথম হইলাম।

৩ তিনি বলিলেন: হে মুসা! (তোমার মাধ্যমে) আমার বাণীসমূহ প্রেরণ করিয়া ও (তোমার সহিত) বাক্যালাপ করিয়া আমি মানবজাতির মধ্যে তোমাকে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছি। অতএব আমি যাহা তোমাকে প্রদান করিলাম তাহা গ্রহণ কর ও কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হও।

৪ এবং প্রত্যেক বিষয় হইতে যে যে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা ও উহাদের ব্যাখ্যা আমি তাহার জন্য ফলকসমূহের উপর লিপিবদ্ধ করিলাম, অতঃপর (বলিলাম) ইহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, এবং তোমার সম্প্রদায়ের লোককে আদেশ দান কর (এই বলিয়া): উহাতে যে উৎকৃষ্টতর পথ স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে তাহা গ্রহণ কর। ৭।১৪২—১৪৫

৭৭ মুসার সাক্ষাৎকার—অগ্নি-জ্যোতি দর্শন

১ এবং তোমার নিকটে কি মুসার বৃত্তান্ত আসিয়াছে?

২ যখন মুসা অগ্নি দর্শন করিল তখন সে আপন পরিজনবর্গকে বলিল: তোমরা অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমি দূরে অগ্নি দেখিতে পাইতেছি। হয়ত আমি তাহা হইতে তোমাদের নিকট জ্বলন্ত অঙ্গার আনিতে পারিব অথবা উহার নিকট পৌঁছিয়া রাস্তার সন্ধান পাইব।

মো'মেনীন্। ৩। কালা ইয়া-মুছা—ইন্নিছ্ত্বাফায়্তোকা আলা ন্নাছে বেরেছালা-তী অবেকালা-মী; ফাখোজ্ মা—আ-তায়্তোকা অকোম্ মেনাশ্ শা-কেরীন্। ৪। অকাতাব্ না-লাহু ফিল্ আল্ অ-হ্বে মেন্ কুল্লে শায়্ এম্ মাও্ এজাতাঙ্ অ তাফ্ছীলাল্ লেকুল্লে শায়্এন্; ফাখোজ্হা-বেকুঅউতেঙ্ অ'মোর্ কাও্ মাকা ইয়া'-খোজু বেআহ্ব্ছানেহা-; ছাওরীকুম্ দারাল্ ফাছে-কীন্। (সূরা আরাফ, ১৪২—১৪৫)

৭৭—১। অহাল্ আতা-কা হ্বাদীসো মূছা-। ২। এজ্রাআ-না-রান্ ফাকা-লা লেআহ্লেহে ম্কোস্থ—ইন্নী—আ-নাছ্তো না-রাল্লাআল্লী—আ-তীকুম্ মেন্হা-বেকাবাছেন্ আও্ আজেদো আলান্না-রে হোদা।

৩ অতঃপর যখন সে উহার নিকট পৌঁছিল তখন সে শুনিল যে তাহার নাম করিয়া ডাকিতেছে : 'হে মুসা !'

৪ নিশ্চয় আমিই তোমার প্রভু। অতএব তোমার পাদুকাদ্বয় উন্মোচন কর। নিশ্চয় তুমি (এখন) তুর নামক পবিত্র প্রান্তরে রহিয়াছ ;

৫ এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিলাম। অতএব যাহা প্রত্যাদেশ করা যাইতেছে তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।

৬ নিশ্চয়ই আমি পরমেশ্বর। আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। আমাকে ভক্তি করিবে ও আমাকে স্মরণ করিবার জন্য নিত্যনিয়মিত প্রার্থনা করিবে। ২০।৯—১৪

৭৮ মহম্মদের ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার

১ শপথ ঐ নক্ষত্রের—যখন তাহা নিম্নগামী হয়,

২ তোমাদের সহচর বিভ্রান্ত হয় নাই এবং পথভ্রষ্টও হয় নাই ;

৩ এবং সে আপন প্রবৃত্তিবশে কথা বলে না।

৪ (তাহার প্রতি যাহা প্রেরিত হয় তাহা প্রত্যাদেশ ভিন্ন কিছুই নহে)

৫ যাহা এক বিস্ময়কর শক্তির অধিকারী (জেব্রিল) তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন,

৬ তিনি মহাশক্তিমান, তিনি সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিপথে আসিলেন,

৩। ফালাম্মা—আতা-হা-নুদেয়া-ইয়া-মুছা—। ৪। ইন্নী—আনা রাব্বোকা ফাখ্‌লা' না'লায়্‌ক। ইন্নাকা বেল্ ওয়া-দেল্ মোকাদ্দাছে ত্বোওয়া। ৫। অ-আনাখ্‌তারতোকা ফাছ্‌তামে' লেমা-ইউহ্বা-। ৬। ইন্নানী—আনাল্লা-হো লা—ইলা-হা ইল্লা—আনা-কা'বোদ্‌নী, অআকেমেছ্‌ ছালা তা লেজেক্‌রী।
(সূরা তা-হা, ৯—১৪)

৭৮—১। অন্‌নাজ্‌মে এজা-হা-অ-; ২। মা-দ্বাল্লা ছা-হেবোকুম্ অমা গা-অ-; ৩। অমা ইয়োন্‌ত্বেকো আনিল্ হা-অ। ৪। ইন্ হুঅ ইল্লা-অহ্‌ইয়োঁই ইউহা-; ৫। আল্লামাহু শাদীদুল্ কোঅ-; ৬। জুমের্রা।

৭ যখন তিনি সমুচ্চ গগনপ্রান্তে ছিলেন ;

৮ তৎপরে তিনি নিকটে আসিলেন, পরে নামিয়া আসিলেন ;

৯ অনন্তর দুই ধনু পরিমান ব্যবধানে থাকিলেন অথবা তদপেক্ষাও নিকটবর্ত্তী হইলেন।

১০ এবং তিনি (ঈশ্বর) তাঁহার দাসের প্রতি যে প্রত্যাদেশ দিয়াছিলেন তাহা তিনি (জেব্রিল) পৌঁছাইলেন।

১১ তখন সে (মহম্মদ) যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহার হৃদয় সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করে নাই।

১২ তোমরা কি তাহা হইলে সে (মহম্মদ) যাহা দেখিয়াছিল তৎ-সম্পর্কে তাহার সহিত বিরোধ করিবে ?

১৩ এবং নিশ্চয় সে তাঁহাকে আর একবার দেখিয়াছে।

১৪ আন্তম সীমায় অবস্থিত বদরী বৃক্ষের সমীপে ;

১৫ উহারই সন্নিধানে স্বর্গধাম।

১৬ ঐ বদরী বৃক্ষ সতত যেরূপ আবৃত (তেজোবেষ্টিত) থাকে তখন উহা সেরূপ আবৃত ছিল

১৭ তখন তাহার দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরে নাই বা লক্ষ্যকে অতিক্রম করে নাই।

১৮ নিশ্চয়ই সে তাহার প্রভুর মহত্তর প্রত্যাদেশসমূহের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। ৫৩।১—১৮

ফাছ্‌তাঅ- ; ৭। অহুঅ বিল্ ওফোকেল্ আ'লা-। ৮। ছুম্মা দানা-ফাতাদাল্লা ; ৯। ফাকা-না কা-বা কাও্‌ছায়্‌নে আও্‌ আদ্‌না ; ১০। ফা আও্‌হা-এলা আব্‌দেহী মা—আও্‌হা ; ১১। মা-কাজাবাল্ ফো আদো মা-রা-আ। ১২। আফাতুমা-রূনাহু আলা-মা ইয়্যারা। ১৩। অলাকাদ্ রাআহু নায্‌লাতান্ ওখ রা ; ১৪। ইন্দা ছেদ্‌রাতিল্ মোন্‌তাহা-। ১৫। ইন্দাহা-জান্নাতোল্ মা-অ ; ১৬। এজ্‌ ইয়্যাগ্‌শাছ্‌ ছেদ্‌রাতা মা-ইয়্যাগ্‌শা ; ১৭। মা-জাগাল্ বাছারো অমা-ত্বাগা-। ১৮। লাকাদ্ রাআ মিন্ আয়্যা-তে রাব্বেহিল্ কোব্‌রা-। (ছুরা নজম, ১—১৮)

৭৯ ত্রিবিধ সাক্ষাৎকার

১ মানুষের প্রতি (ঈশ্বরের) এই অনুগ্রহ নাই যে ঈশ্বর প্রত্যাদেশের মাধ্যম বা যবনিকার অন্তরাল ব্যতীত কোন মানুষের সহিত কথা বলেন। অথবা তিনি স্বগীয় দূত প্রেরণ করেন ; যিনি তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ প্রত্যাদেশসমূহ পৌঁছাইয়া দেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান্, জ্ঞানবান।

২ এবং এইরূপে আমি তোমার কাছে আমার প্রত্যাদিষ্ট বাণীসমূহ পাঠাইয়াছি। গ্রন্থ কি বা শ্রদ্ধা কি তাহা তুমি (মহম্মদ) জানিতে না। কিন্তু আমি উহাকে এমন এক আলোক স্বরূপ করিয়াছি, যাহার দ্বারা আমার সেবকদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আমি পথ প্রদর্শন করি। এবং নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন করিতেছ ;

৩ তাহা ঈশ্বরের পথ, যিনি ভূলোক-দ্যুলোকে যাহা কিছু আছে তাহার মালিক। অন্তিমে সব কিছু কি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় না ? ৪২।৫১—৫৩

৮০ জ্ঞানের এক রাত্রি সহস্র মাসের জীবনের সমান

১ আমি উহাকে (কোর্-আন্‌কে) মহিমান্বিত রজনীতে অবতারণ করিয়াছি।

২ এবং তুমি কি জান মহিমান্বিত রাত্রি কি ?

৭৯—১। অমা-কা-না লেবাশারেন্ আঁই ইয়্যোকাল্লেমোহোল্লাহো ইল্লা-অহ্‌য়্যান্ আও্ মেঙ্ অরা—য়ে হেজ্জা-বেন্ আও্ ইয়্যোর্‌ছেলা রাছুলান্ ফাইউহেয়্যা বেএজ্‌নেহী মা-ইয়্যা—শাও। ইন্নাহু আলীয়্যোন্ হাকীম্। ২। অকাজা-লেকা আও্‌হায়্‌না—এলায়্‌কা রূহাম্ মেন্ আম্‌রেনা। মা-কোন্তা তাদ্‌রী মাল্‌কেতা-বো অলাল্ ঈমা-নো অলা-কেন্ জাআল্‌নাহু নূরান্ নাহ্‌দী বেহী-মান্ নাশা—য়ো মেন্ এবা-দেনা। অ ইন্নাকা লাতাহ্‌দী—এলা-ছেরা-ত্বেম্ মোছ্‌তাকীমেন্। ৩। ছেরা-ত্বেল্লা-হেল্লাজী লাহু-মা-ফিছ্‌ছামা-অ-তে অমা ফিল্ আর্‌দ্। আলা—এলাল্লা-হে তাছীরোল্ ওমূর।

(সূরা শুরা, ৫১—৫৩)

৮০—১। ইন্না—আন্‌যাল্‌না-হো ফী লায়্‌লাতিল্ কাদ্‌রে। ২। অমা—আদ্‌রা-কা মা-লায়্‌লাতোল্ কাদ্‌রে, লায়্‌লাতোল্-কাদরে ; ৩। খায়্‌রোম্

৩ সেই রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৪ সেই রাত্রিতে ঈশ্বরীয় দূত ও আত্মা স্বীয় প্রভুর আদেশে প্রত্যেক কার্যের জন্য অবতীর্ণ হয়।

৫ উহা (ঐ রাত্রি) প্রভাতের প্রকাশ পর্যন্ত শান্তিপ্রদ। ৯৭।১—৫

৮১ জ্ঞানলাভের জন্য ত্বরার প্রয়োজন নাই

১ অতএব সেই সত্য-সনাতন অধিপতি প্রকৃত রাজরাজেশ্বর। এবং তাঁহার প্রত্যাদেশসমূহ তোমার কাছে সম্পূর্ণ পৌঁছিবার পূর্বে তুমি কোর্-আন্ সম্বন্ধে ব্যস্ত হইও না; এবং তুমি বল: হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান পরিবর্ধিত করিয়া দাও। ২০।১১৪

মেন্ আল্ফে শাহ্‌র। ৪। তানায্‌যালোল্ মালা—একাতো অ র্‌রূহো ফীহা-বেএজ্‌নে রাব্বেহিম্, মেন্ কুল্লে আমরেন্ ছালা-মোন্, ৫। হেইয়্যা হাত্তা-মাত্‌লায়েল্ ফাজ্‌রে। (সূরা কদর, ১—৫)

৮১—১। ফাতাআল্লা-হোল্ মালেকোল্ হ্বাক্‌ক; অলা-তা'জ্জাল্ বেল্ কোর্‌আ-নে মেন্ কাব্‌লে আইঁ ইয়োক্‌ দ্বা—এলায়্‌কা অহ্‌ইয়োহূ, অকোর্‌রাব্বে যেদ্‌নী এলমা-। (সূরা তা-হা, ১১৪)

১০ প্রার্থনা

১৯ প্রার্থনা

৮২ শরণতা

১ …হে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, তুমি আমার ইহকাল ও পরকালের রক্ষাকর্তা ও মিত্র। তুমি আমাকে তোমার আজ্ঞাবহ থাকিতে থাকিতে (শরণাবস্থায) মৃত্যুদান করিও এবং আমাকে সন্তজনের সহিত সম্মিলিত করিও। ১২।১০১ আংশিক

৮৩ কৃতজ্ঞতা

১ …হে আমার প্রভু, তোমার সেই অনুগ্রহের জন্য আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি দান কর, যে অনুগ্রহ তুমি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি করিয়াছ; এবং আমি যেন এরূপ সৎকার্য করি, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও এবং যেন তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল সেবকগণের অন্তর্ভুক্ত কর। ২৭।১৯ আংশিক

৮৪ সঙ্কট-মোচন

১ তুমি বল: আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি—
২ যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অপকারিতা হইতে;

৮২—১। ফা-ত্বেরাছ্ছামা-ওয়াতে অল্-আরূদে, আন্তা ফেদোন্‌য়্যা-অল্ আ-খেরাহ্, তাঅফ্ফানী মোছ্লেমাঙ্ অআল্‌হেক্‌নী বেছ্ছা-লেহীন্। (সূরা ইউসুফ, ১০১ আংশিক)

৮৩—১। রাব্বে আওযে'নী—আন্ আশ্‌কোরা নে'মাতাকাল্লাতী—আন্ আম্‌তা আলায়্ইয়্যা অ আলা-ওয়া-লেদাইয়্যা অ আন্ আ'মালা ছা-লেহান্ তারদ্বা-হু অ আদ্‌খেল্‌নী বেরাহ্‌মাতেকা ফী এব'-দেকাছ্‌ছা-লেহীন। (সূরা নমল, ১৯ আংশিক)

৮৪—১। কোল্ আউজো বেরাব্বিল্ ফালাক; ২। মেন্ শার্‌রে মা-

৩ এবং রজনীর অন্ধকারের অপকারিতা হইতে—যখন তাহা প্রগাঢ় হয়,

৪ এবং অতি অনিষ্টকর ডাকিনীবিগুার অপকারিতা হইতে,

৫ এবং বিদ্বেষকারীর অপকারিতা হইতে, যখন সে বিদ্বেষ করে।

১১৩।১—৫

৮৫ বিকার-মোচন

১ তুমি বল : আমি মানবের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি ;

২ যিনি মানবের অধিপতি,

৩ যিনি মানবের উপাস্য,

৪ সেই আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদায়কের অপকারিতা হইতে,

৫ যে মানুষের অন্তরে গোপনে কুমন্ত্রণা দেয়,

৬ দৈত্যগণ ও মানবগণের মধ্যে। ১১৪।১—৬

খালাকা ; ৩। অ মেন্ শারে´গ্বা-ছেকেন্ এজা-অকাবা ; ৪। অমিন্ শারে´ন্ নাফ্ফা-সা-তে ফিল্ ওকাদে ; ৫। অমিন্ শারে´ হা-ছেদেন্ এজা-হাছাদ্। (সূরা ফলক, ১—৫)

৫৫—১। কোল্ আউজো বেরাবি ন্না-ছে ; ২। মালেকে ন্না-ছে ; ৩। এলা-হি ন্না-ছে ; ৪। মেন্ শারি´ল্ অছঅ-ছেল্ খান্না-ছে ; ৫। ল্লাজী ইয়্যোঅছ্বেছো ফী ছোদূ রিন্না-ছে ; ৬। মেনাল্ জেনাতে অ ন্নাছ।

(সূরা নাস, ১—৬)

খণ্ড ৩

ভক্তি-রহস্য

১১ ভক্তি

২০ প্রার্থনোপদেশ

৮৬ সপ্তবিধ

১ হে প্রাবরণ অবগুণ্ঠিত ! (মহম্মদ !)

২ উঠ ও লোকসকলকে সাবধান কর

৩ এবং আপন প্রভুর মহিমা প্রচার কর ;

৪ এবং নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার কর ;

৫ এবং অশুচিতা হইতে দূরে থাক ;

৬ এবং অধিক প্রতিদান পাইবার উদ্দেশ্য লইয়া উপকার করিবে না ;

৭ এবং তোমার (প্রভুর প্রসাদলাভের) জন্য ধৈর্য ধারণ কর।

৭৪।১—৭

৮৭ প্রার্থনার জন্য রাত্রির মহত্ত্ব

১ হে কম্বলাবৃত পুরুষ ! (মহম্মদ !)

২ রাত্রির অল্পাংশ বাদে সারারাত্রি (প্রার্থনায়) দণ্ডায়মান থাক।

৩ রাত্রির অর্ধভাগ বা উহা অপেক্ষা কিছু কম সময় (প্রার্থনায়) দণ্ডায়মান থাক,

৪ অথবা উহার কিছু অধিক কর এবং ধীরে ধীরে কোর্-আন্ আবৃত্তি কর।

৮৬—১। ইয়্যা আইয়্যোহাল্ মোদ্দাস্‌সেরো, ২। কুম্ ফাআন্‌জের্; ৩। অ রাব্বাকা ফাকাব্বের, ৪। অ সেয়্যা-বাকা ফাত্বাহ্‌হের্; ৫। অর্ রোজ্‌যা ফাহ্‌জোর ৬। অলা-তাম্‌নোন্ তাছ্‌তাক্‌সের ৭। অ লেরাব্বেকা ফাছ্‌বের্। (স্থরা মোদ্দস্‌সের, ১—৭)

৮৭—১। ইয়্যা-আইয়্যোহাল্ মোয্‌যাম্মেলো ২। কুমেল্ লায়্‌লা ইল্লা-কালীলান্ ৩। নেছ্‌ফাহু—আবেন কোছ্ মিন্‌হু কালীলান্; ৪। আও্‌যেদ্ আলায়্‌হে অ রাত্তেলেল্ কোর্‌আ-না তার্‌তীলা-। ৫। ইন্না-

৫ কারণ আমি তোমার উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবতারণ করিব ;

৬ উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ নিশ্চয়ই আত্মসংযমের পক্ষে সহায়ক ও উহাতে বাণীর সংশোধন হয়।

৭ নিশ্চয় দিবসে তোমার বহু বিষয়কর্ম রহিয়াছে।

৮ এবং তুমি আপন প্রভুর নাম স্মরণ কর ও সবদিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার প্রতি রত হও।

৯ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু। তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই। তাঁহাকে তোমার সংরক্ষকরূপে গ্রহণ কর।

১০ এবং তাহাদের কথায় ধৈর্য ধারণ কর ও মধুরভাবে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাও। ৭৩।১—১০

৮৮ সংযত বাণীতে প্রার্থনা কর

১ যখন কোর্-আন্ পাঠ হয়, তখন মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিও ও মৌন থাকিও ; যাহাতে তোমরা (তাঁহার) করুণা লাভ করিতে পার।

২ এবং তুমি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তোমার প্রভুকে স্বীয় অন্তরে বিনীত-ভাবে ও সভয়ে এবং সংযত বাণীতে স্মরণ করিবে এবং অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

ছানোল্কী আলায়্কা কাওলান্ সাকীলা-। ৬। ইন্না নাশেআতাল্ লায়্লে হিয়্যা-আশাদ্দো অৎআঙ্ অ আক্ব্অমো ক্বীলা-; ৭। ইন্না লাকা ফিন্নাহা-রে ছাব্হান্ ত্বাবীলা-; ৮। অজ্কোরেছ্ মা রাব্বেকা অ তাবাত্তাল্ এলায়্হে তাব্তীলা-; ৯। রাব্বোল্ মাশ্রেক্বে অল্ মাগ্রেবে লা—ইলা-হা ইল্লা-হুঅ ফাত্তাখেজ্হু অকীলা। ১০। অছ্বের আলা-মা-ইয়্যাকূলুনা অহ্জোরহুম্ হাজ্রান্ জামীলা-।

(সূরা মোজাম্মেল, ১—১০)

৮৮—১। অএজা-কোরেআল্ কোর্আ-নো ফাছ্তামেউ লাহু অআন্-ছেতু লাআল্লাকুম্ তোরহামূন্। ২। অজ্কোর রাব্বাকা ফী নাফছেকা তাদ্বর্রোআঙ্ অখীফাতাঙ্ অদূনাল্ জাহ্রে মেনাল্ কাওলে বিল্গোদূবে

৩ নিশ্চয় যাহারা তোমার প্রভুর সন্নিকটে থাকে তাহারা অহঙ্কারবশত তাঁহাকে ভক্তি করে না এরূপ নহে এবং তাহারা তাঁহার স্তুতি করে ও তাঁহাকে প্রণিপাত করে। ৭।২০৪—২০৬

৮৯ 'আল্লাহ্' বল বা 'রহমান' বল

১ (মানবসকলকে) বলিয়া দাও: তোমরা তাঁহাকে 'আল্লাহ্' বলিয়া ডাক অথবা 'রহমান' বলিয়া ডাক, সবই তাঁহার উত্তম নাম; এবং উপাসনা উচ্চৈঃস্বরে বা খুব ক্ষীণস্বরে করিও না। উহাদের মধ্যবর্তী স্বর গ্রহণ কর।
১৭।১১০

৯০ ক্ষমাপনম্

১ অতএব জানিও যে ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই। তুমি স্বীয় পাপের জন্য এবং শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ ও শ্রদ্ধাবতী নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। ঈশ্বর তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থিতির স্থান খুবই জ্ঞাত আছেন। ৪৭।১৯

৯১ প্রার্থনা, ব্যবসা ও ক্রীড়া-কৌতুক

১ হে শ্রদ্ধাবানগণ! যখন শুক্রবার দিন উপাসনার জন্য আহ্বান করা

অল্ আ ছা-লে অলা-তাকোম্ মেনাল্ গা-ফেলীন্। ৩। ইন্না ল্লাজীনা এন্দা রাব্বেকা লা-ইয়াছ্তাক্‌বেরূনা আন্ এবা-দাতেহী অ ইয়োছাব্বেহুনাহু অ লাহু ইয়াছ্জোদূন্। (সূরা আরাফ, ২০৪—২০৬)

৮৯—১। কোলেদ্‌ওল্লা-হা আবেদ্‌ওর্‌হ্‌মা-ন। আইয়্যাম্ মা-তাদ্‌উ ফালাহে ল্ আছ্মা—ওল্ হোছ্না-অলা-তাজ্‌হার্ বেছালা-তেকা অলা তোখা-ফেৎ বেহা-অব্‌তাগে বায়্‌না জা-লেকা ছাবীলা-।
(সূরা বনি এস্রায়েল, ১১০)

৯০—১। ফা'লাম্ আন্নাহু লা—ইলা-হা ইল্লাল্লা-হো-অছ্‌তাগ্‌ফের্ লেজাম্‌বেকা-অলিল্ মো'মেনীনা-অল্‌মোমেনাৎ। অল্লা-হো ইয়া'লামো মোতাকাল্লাবাকুম্ অমাস্‌অ-কুম্। (সূরা মহম্মদ, ১৯)

৯১—১। ইয়্যা—আইয়্যোহাল্লাজীনা আ-মানু—এজা-নুদেয়্যা লিছ্-ছালা-তে মেইঁ ইয়্যাওমেল্ জুমোআতে ফাছ্ আও্ এলা-জিক্‌রিল্লা-হে

হয়, তখন ঈশ্বর স্মরণের জন্য ত্বরা করিবে এবং ক্রয়-বিক্রয় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। যদি তোমরা বুঝিয়া থাক তবে ইহা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর।

২ এবং যখন প্রার্থনা সমাপ্ত হয় তখন সবদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ঈশ্বরের কৃপা-সম্পদ অন্বেষণ করিবে এবং ঈশ্বরকে অধিকতর স্মরণ করিবে, যেন তোমরা সফলতা প্রাপ্ত হও।

৩ এবং যখন তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখিতে পায় তখন তাহারা উহার দিকে ধাবিত হয় ও তোমাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তুমি বলিয়া দাও: ঈশ্বরের কাছে যাহা আছে তাহা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠতম জীবিকাদাতা। ৬২।৯—১১

৯২ প্রার্থনা অপেক্ষা স্মরণ শ্রেষ্ঠ

১ কোর্-আন্ হইতে পাঠ কর—যাহা তোমার কাছে প্রত্যাদেশস্বরূপ আসিয়াছে এবং নিত্য নিয়মিত প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহ প্রার্থনা লজ্জাস্পদ ও জঘন্য কার্য হইতে (মানুষকে) বিরত রাখে; কিন্তু নিশ্চয়ই ঈশ্বর-স্মরণ অধিকতর প্রয়োজনীয়। আর তোমরা যাহাই কর তাহা ঈশ্বর অবগত আছেন। ২।৯৪৫

অজারুল্ বায়অ। জা-লেকুম্ খায়্‌রোল্ লাকুম্ ইন্ কোন্তুম্ তা'লামুন্। ২। ফাএজা-কোদ্বেয়্যাতেছ্‌ ছালা-তো ফান্‌তাশেরূ ফিল্ আর্‌দ্বে অবতাগু্ মিন্ ফাদ্ব্‌লিল্লা-হে অজ্‌কোরুল্লা-হা কাসীরান্ লাআল্লাকুম্ তোফ্‌লেহুন্। ৩। অএজা-রাআও্ তেজারাতান্ আও্ লাহ্‌বানেন্ ফাদ্ব্দ্ব্‌—এলায়্‌হা-অতারাকুকা কা—য়েমা-। কোল্ মা-ইন্দাল্লা-হে খায়্‌রোম্ মিনাল্ লাহ্‌বে অমিনা-ৎ তেজা-রাহ্‌। অল্লা-হো খায়্‌রোর্‌রাযেকান্।

(সূরা জোমোয়া, ৯—১১)

৯২—১। উৎলো মা—উহেয়্যা এলায়্‌কা মেনাল্ কেতা-বে অ অকেমেছ্‌ ছালাহ্‌। ইন্নাছ্‌ ছালা-তা-তান্‌হা আনেল্ ফাহ শা—এ অল্ মোন্‌কার। অলা জেক্‌রোল্লা-হে আক্‌বার্। অল্লা-হে য়্যো'লামো মা-তাছ্‌ নাউন্।

(সূরা অন্‌কবুত, ৪৫)

৯৩ ঈশ্বর-স্মরণে অন্তঃসমাধান

১ ... এবং জানিয়া রাখ, ঈশ্বর-স্মরণে অন্তরের সান্ত্বনা আসিয়া থাকে।

১৩।২৮ আংশিক

২১ স্তুতিকৃত প্রার্থনা

৯৪ মেঘ-গর্জনে ঈশ্বরের জপ

১ এবং বজ্রধ্বনি তাঁহার প্রশংসাতে ও স্বর্গীয় দূতগণ সম্ভ্রমে তাঁহার স্তব করে; এবং তিনি বজ্রসকল প্রেরণ করেন ও তদ্দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আঘাত হানেন। অথচ তাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে (সন্দেহবশত) বিরোধ করিতেছে। ক্রোধে তিনি প্রচণ্ড! ১৩।১৩

৯৫ পক্ষিগণ স্তব করে

১ তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহারা আছে তাহারা এবং সম্প্রসারিত পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীকুল ঈশ্বরের উদ্দেশে তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতেছে? নিশ্চয়ই তাহারা প্রত্যেকে তাঁহার উপাসনা ও মহিমা অবগত আছে। আর তাহারা যাহা করিতেছে ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত আছেন।

২৪।৪১

৯৩—১। ... আলা-বেজেক্‌রেল্ লা-হে তাৎমায়েন্নোল্ কোলুব।

(সূরা রঅদ, ২৮ আংশিক)

৯৪—১। অইয়োছাব্‌বেহোর্‌'-দো বেহাম্‌দেহী অল্-মালা—একাতো মেন্ খীফাতেহী, অইয়োর্‌ছেলোছ্‌ছাওয়া-একা ফাইয়োছীবো বেহা-মাঁইঁ-য়্যাশা—য়ো অহুম্ ইয়োজা-দেলুনা ফেল্‌লা-হে, অহোওয়া শাদীদোল্ মেহা-ল্। (সূরা রঅদ, ১৩)

৯৫—১। আলাম্‌তারা আন্নাল্লা-হা ইয়োছাব্‌বেহো লাহু মান্ ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্-আর্‌দ্বে অৎতায়্‌রো ছা—ফ্‌ফা-ত। কুল্লোন্ কাদ্ আলেমা ছালা-তাহু অতাছ্‌বীহা-হ্। অল্লা-হো আলীমোম্ বেমা-য়্যাফ্ আলুন্। (সূরা নূর, ৪১)

৯৬ সৃষ্টির জপ অগম্য

১ সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহারা আছে সকলে তাঁহাকে স্তুতি করে এবং তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করে না এমন কোন কিছুই নাই। কিন্তু তোমরা উহাদের স্তুতি অনুধাবন করিতে পার না। নিশ্চয় তিনি বিনম্র, ক্ষমাশীল। ১৭।৪৪

৯৭ ছায়ার প্রণিপাত

১ এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে তাহারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া থাকে আর সেইরূপ প্রণিপাত করে তাহাদের ছায়া সকালে ও সন্ধ্যায়। ১৩।১৫

৯৮ সৃষ্টির প্রণিপাত

১ তবে কি তাহারা লক্ষ্য করে নাই যে ঈশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সকলের প্রতিচ্ছায়া দক্ষিণ ও বামে পতিত হইয়া বিনীতভাবে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিতেছে ?

২ আকাশ ও পৃথিবীর অন্তর্গত জীবজন্তুসমূহ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত করিতেছে আর প্রণিপাত করে স্বর্গীয় দূতগণ এবং তাহারা অহঙ্কার করে না।

৯৬—১। তোছাব্বেহো লাহোছ্ ছামা-ওয়া-তোছ্ ছাব্য়ো অল্ আর্দ্বো অমান ফীহিন্না। অইম্মেন্ শায় এন্ ইল্লা-ইয়োছাব্বেহো বেহ্বাম্ দেহী -অলাকেল্লা-তাফ্কাহূনা তাছ্বীহ্বাহুম্। ইন্নাহু কা না হ্বালীমান্ গাফরা-। (সূরা বনি এস্রায়েল, ৪৪)

৯৭—১। অলেল্লা-হে য়্যাছ্জোদো মান্ ফেছ্ছামা-ওয়া-তে অল্ আর্দে তাওআও অকার্হাও অজেলা-লোহুম্ বেল্-গোদূভে অল্ আ-ছা-ল্। (সূরা রঅদ, ১৫)

৯৮—১। অওয়ালাম্ ইয়ারাও এলা-মা-খালাক্বা ল্লা-হো মেন্ শায়্ এইঁ ইয়াতাফাইয়্যাযো জেলা-লোহূ আনেল্ ইয়ামীনে অশ্শামা—এলে ছোজ্জাদাল্লেল্লা-হে অহুম্ দা-খেরূন। ২। অলেল্লা-হে ইয়াছ্জোদো মা-ফেছ্ছামা-ওয়াতে অমা-ফেল্ আর্দ্বে মেন্ দা—ব্বাতেও্ অল্ মালা—একাতো

৩ তাহাদের মস্তকোপরি বিরাজমান স্বীয় প্রভুকে তাহারা ভয় করে ও যেরূপ আদিষ্ট হয় সেরূপ করিয়া থাকে। ১৬।৪৮—৫০

৯৯ সারা সৃষ্টি ও বহু মনুষ্যের প্রণিপাত

১ তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি এবং পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ও জীবজন্তু এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশ লোক তাঁহার উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া থাকে ?...

২২।১৮ আংশিক

২২ নিষ্ঠা

১০০ শরণতা ও নৈষ্ঠিকতা

১ আরবীয় যাযাবরগণ বলে : আমরা শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছি। তুমি (তাহাদিগকে) বল : তোমাদের অন্তরে এখনও শ্রদ্ধা আসে নাই। বরং তোমরা বল : আমরা আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি বটে কিন্তু এখনও আমাদের অন্তরে শ্রদ্ধা প্রবেশ করে নাই, এবং (তুমি বল) : যদি তোমরা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও তবে তিনি তোমাদের কৃতকর্ম-সমূহের (ফল) কিছুমাত্র হ্রাস করিবেন না। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।

অহুম্ লা-ইয়াছ্‌তাক্‌বেরূন্। ৩। ইয়াখা-ফুনা রাব্বাহুম্ মেন্ ফাও্‌কেহিম অইয়াফ্‌আলূনা মা-ইয়ো'মারূন্। (সূরা নহল, ৪৮—৫০)

৯৯—১। আলাম্ তারা আন্না ল্লা-হা য়্যাছ্‌জোদো লা'হু মান্ ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অমান্ ফেল্ আর্‌দ্বে অশ্‌শাম্‌ছো অল্ কামারো অন্নোজু্মো অল্ জেবা-লো অশ্‌শাজারো অদ্দাওয়া—ব্বো অকাসীরোম মেনা ন্না-ছ্।...

(সূরা হজ্জ, '৮ আংশিক)

১০০—১। কা-লাতেল্ আ'রাবো আ-মান্না। কোল্ লাম্ তো'মেনূ অলা-কেন্ কূলু—আছ্‌লাম্‌না-অলাম্মা-ইয়্যাদ্‌খোলেল্ ঈমা-নো ফী-কোলু-

২ শ্রদ্ধাবান কেবলমাত্র তাহারাই যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং তৎপরে ঐ সম্পর্কে কোন সংশয় করে না এবং ধন ও প্রাণ দিয়া ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিতে থাকে।

৪৯।১৪, ১৫

১০১ সাধনা, শ্রদ্ধা ও সংস্কৃতির ত্রিকোণ

১ যাহারা শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সৎকর্ম করে তাহারা যে খাদ্য খাইয়াছে তজ্জন্য তাহাদের দোষ হইবে না। অতএব (ঈশ্বরের প্রতি) তোমাদের কর্তব্য সম্পর্কে মনোযোগী হও এবং শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত থাক এবং সৎকর্ম কর এবং পুনরায় বলি তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালনে মনোযোগী হও ও শ্রদ্ধা রাখ এবং পুনরায় আর একবার (বলি:) তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালনে মনোযোগী হও এবং সৎকর্ম কর। ঈশ্বর সৎকর্মকারিগণকে ভালবাসেন।

৫।৯৩

১০২ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ

১ বল: আমার সকল আরাধনা, আমার সকল সাধনা, এবং আমার জীবনধারণ ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রভু ঈশ্বরের জন্য। ৬।১৬২

বেকুম্। অইন্ তোত্বীয়ু-ল্লাহা অরাছুলাহু লা-ইয়্যালেতকুম্ মিন্ আ'মা—লেকুম্ শাইয়্যা-। ইন্নাল্লা হা গ্বাফুরোর´হীম্। ইন্নামাল্ মো'মেনূনাল্লাল্লাজীনা আ-মানূ বিল্লা-হে-অরাছুলেহী-ছুম্মা লাম্ইয়্যার্‌তা-বু অজাহাদূ বেআম্-অ-লেহিম্ অ-আন্‌ফোসেহিম্ ফী ছাবীলিল্লাহ্। (ছুরা হোজুরাত, ১৪, ১৫)

১০১—১। লায়্‌ছা অলা ল্লাজীনা আ মানূ অ আমেলোছ্ ছা-লেহ্বা-তে জোনা-হোন্ ফীমা-ত্বাএমূ—এজা-মাত্তাকাও্ অ আ-মানূ অ আমেলোছ্ ছা-লেহ্বা-তে ছুম্মা-ত্তাকাও্ অ আ-মানূ ছুম্মা ত্তাকাও অ আহ্বছানূ। অল্লা-হো ইয়োহ্বেব্বোল্ মোহ্ব্‌ছেনীন। (ছুরা মায়দা, ৯৩

১০২—১। কোল্ ইন্না ছালা-তী আনোছোকী অমাহ্ব্‌ইয়া-য়্যা অমামা-তী লেল্লা-হে রাব্বেল্ আ-লামীন; (ছুরা এনাম, ১৬২)

১০৩ ঈশ্বরে মন রাঙাও

১ আমরা ঈশ্বরের রঙে রঞ্জিত। এবং রঞ্জন ক্রিয়ায় ঈশ্বর অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? আমরা তাঁহারই উপাসক। ২।১৩৮

১০৪ প্রিয় যার নহে প্রভু, নহে প্রিয় মম কভু

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় পিতা বা ভ্রাতাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না—যদি তাহারা শ্রদ্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধাকে প্রিয় জ্ঞান করে। তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে তাহারা দোষী হইবে!

২ তুমি বলিয়া দাও: তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্রগণ এবং তোমাদের ভ্রাতৃগণ, তোমাদের পত্নীগণ, তোমাদের স্বজনবর্গ, তোমাদের ধনসম্পত্তি, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং পণ্যদ্রব্য, যাহা বিক্রয় না হইবার আশঙ্কা তোমাদের থাকে, এবং বাসগৃহ, যাহা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর —এই সকল যদি ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ অপেক্ষা বা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করা অপেক্ষা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়, তবে ঈশ্বর যতক্ষণ না আজ্ঞা প্রেরণ করেন ততক্ষণ তোমরা প্রতীক্ষা কর। ঈশ্বর দুষ্কার্যকারী লোককে পথ প্রদর্শন করেন না। ৯।২৩,২৪

১০৩—১। ছেবগাতা ল্লা-হ; অ মান্ আহ্ছানো মেনা ল্লা-হে ছেব্ গা-তাঙ্ অ নাহ্নো লাহু আ-বেদূন্। (সূরা বকরা, ১৩৮)

১০৪—১। ইয়া—আইয়্যোহাল্লাজীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখেজু—আ-বা—আকুম্ অ এখ্ওয়া-নাকুম্ আও্লেয়া—আ এনেছ্তাহাব্বোল্ কোফ্রা আলাল্ ঈমা-ন্। অমাই ইয়াতা অল্লাহুম্ মেন্কুম্ ফাউলা—একা হোমোজ্জা-লেমূন। ২। কোল্ ইন্ কা না আ-বা—ওকুম্ অআব্না—ওকুম্ অএখ্-ওয়া-নোকুম্ অআয্ওয়া-জোকুম্ অআশীরাতোকুম্ অআম্ওয়া-লো নেক্ তারাফ্ তোমূহা-অতেজা-রাতোন তাখ্শাও্না কাছা-দাহা-অমাছা-কেনো তার্দাও্নাহা—আহাব্বা এলায়্কুম্ মেনাল্লা-হে অরাছুলেহী অজেহা-দেন্ ফী ছাবীলেহী ফাতারাব্বাছু হাত্তা-ইয়া'-তেয়াল্লা-হো বেআম্‌রেহ। অল্লা-হো লা-ইয়াহ্দেল্ কাও্মাল্ ফা ছেকীন। (সূরা তওবা, ২৩,২৪)

১০৫ নম্রতেন উন্নমস্তঃ

১…নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বিনম্র সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। ঈশ্বর জ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞ। ৪৯।১৩ আংশিক

১০৬ ঈশ্বরেচ্ছায় শরণগ্রহণ

১ কোন বিষয়ে কখনও এ কথা বলিবে না যে আমি কাল ইহা করিব।

২ পরন্তু এই (বলিবে) যে 'যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে।'…

১৮।২৩,২৪ আংশিক

১০৭ ভবনের ভিত্তি কোথায় দৃঢ় ?

১ ঈশ্বরের প্রতি স্বীয় কর্তব্য ও তাঁহার প্রসন্নতার উপর যে ব্যক্তি নিজ ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে সে-ই উত্তম, অথবা যে ব্যক্তি নিজ ভবনের ভিত্তি নরকাগ্নিতে পতনোন্মুখ দোদুল্যমান শৃঙ্গের কিনারায় স্থাপন করিয়াছে সে ? ৯।১০৯

২৩ ত্যাগ-সমর্পণ

১০৮ উত্তম বাণিজ্য

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, আমি কি তোমাদিগের জন্য এরূপ এক ব্যবসা দেখাইয়া দিব, যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে ?

১০৫—১।…ইন্না আক্‌রামাকুম্ ইন্দাল্লা-হে আত্‌কা-কুম্। ইন্নাল্লা-হা আলীমোন্ খাবীর। (সূরা হোজরাত, ১৩ আংশিক)

১০৬—১। অলা-তাক্‌লান্না লেশায়্‌ এন্ ইন্নী ফা-এলোন জা-লেকা গাদান্। ২। ইল্লা—আইঁয়্যাশা—অল্লা-হো… (সূরা কহফ, ২৩,২৪ আংশিক)

১০৭—১। আফামান্ আচ্‌ছাছা বোন্‌য়্যা-নাহূ আলা-তাক্‌ওয়া-মেনাল্লা-হে অরেদ্‌ওয়া-নেন্ খায়্‌রোন্ আম্‌মান আচ্‌ছাছা বোন্‌য়্যা-নাহূ আলা-শাফা-জোরোফেন্ হা-রেন্ ফান্‌হা-রা বেহীফী না-রে জাহান্নামা।

(সূরা তওবা, ১০৯)

১০৮—১। ইয়্যা-আইয়্যোহাল্ লাজীনা আ-মানূ হাল্ অদোল্লোকুম্

৮ ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি তোমরা শ্রদ্ধা স্থাপন কর এবং আপন ধন ও প্রাণ দিয়া ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিতে থাক। ইহাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ—যদি তোমরা বুঝিয়া থাক। ৬১।১০,১১

১০৯ শ্রেষ্ঠ পুণ্য

১ যাহারা তীর্থযাত্রীদিগকে জলপান করায় ও পবিত্র মস্জেদের সংস্কার করায় তাহাদিগকে কি তোমরা সেইসব ব্যক্তির তুল্য গণ্য কর, যাহাদের ঈশ্বর ও পুনরুত্থানের দিনের উপর শ্রদ্ধা আছে ও যাহারা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে ? ঈশ্বর দুষ্কার্যকারিগণকে পথ প্রদর্শন করেন না।

২ যাহারা শ্রদ্ধায় দৃঢ় থাকিয়া দেশত্যাগ করিয়াছে এবং যাহারা ধন ও প্রাণ দিয়া ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়াছে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাহারা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর। ইহারাই সেই সব লোক যাহারা বিজয়ী হইবে। ৯।১৯,২০

১১০ সর্বোত্তম সঞ্চয়

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, যাহারা ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছে তোমরা তাহাদের মত হইও না ; যখন তাহাদের ভ্রাতৃগণ বিদেশে ভ্রমণের

আলা-তেজা-রাতেন্ তোন্জীকুম্ মিন্ আজা-বেন্ আলীম্। ১২। তুমেনুনা বিল্লা-হে অ রাছুলেহীঅ তোজাহেদূনা ফী ছাবীলিল্লা-হে বে আম্ অ-লেকুম্ ও আন্‌ফোছেকুম্। জালেকুম্ খায়্‌রোল্লাকুম্ ইন্ কোন্তুম্ তা'লামুন্।

(সূরা সফ্‌ফ, ১০,১১)

১০৯—১। আজাআল্‌তুম্ ছেকা-ইয়াতাল্‌হা—জ্‌ জে অএমা-রাতাল্ মাছ্‌জেদেল্ হারা-মে কামান্ আ-মানা বেল্লা-হে অল্ ইয়াওমেল্ আখেরে অজা-হাদা ফা ছাবীলেল্লা-হ। লা-ইয়াছ্‌তাবুনা এন্দাল্লা-হ্‌ অল্লা-হো লা-ইয়াহ্‌দেল্ কাওমাজ্‌ জা-লেমীন॥ ২। অল্লাজীনা আ-মানূ অহা-জারূ অজা-হাদূ ফী ছাবালেল্লা-হে বেআম্‌ওয়া-লেহিম্ অআন্‌ফোছেহিম্, আ' জামো দারাজাতান্ এন্দাল্লা-হ্‌। অউলা—একা হোমোল্ ফা—এযুন।

(সূরা তওবা, ১৯,২০)

১১০—১। ইয়া—আইয়োহা ল্লাজীনা আ-মানূ লা-তাকূনূ কাল্লাজীনা কাফারূ অকা-লূ লেএখ্ ওয়া-নেহিম্ এজা-দ্বারাবূ ফেল্ আর্‌দ্বে আও কা-নূ

জন্য গিয়াছিল কিংবা সংগ্রাম করিতেছিল তখন তাহাদের সম্বন্ধে তাহারা বলিতেছিল : যদি তাহারা আমাদের নিকট থাকিত তবে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইত না অথবা নিহত হইত না। ঈশ্বর তাহাদের অন্তরের এই ভাবকে তাহাদের আক্ষেপে পরিণত করিবেন। ঈশ্বর জীবনদান করেন এবং তিনি প্রাণ হরণ করেন। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ তাহা ঈশ্বর দেখিতেছেন।

২ আর যদি তোমরা ঈশ্বরের পথে নিহত হও বা মৃত্যুমুখে পতিত হও তবে তাহাতে কি? নিশ্চয়ই ঈশ্বরের ক্ষমা ও করুণা তাহারা যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

৩ যদি তোমরা নিহত হও বা তোমাদের মৃত্যু হয় তবে তাহাতে বা কি? ঈশ্বরের সকাশে তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে। ৩।১৫৬—১৫৮

১১১ সর্বত্র আশ্রয়

১ এবং যে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করে, সে পৃথিবীতে বহু ও বিস্তৃত আশ্রয় স্থান ও প্রাচুর্য প্রাপ্ত হয় এবং যে কেহ ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের পথে গৃহত্যাগ করিয়া প্রবাসী হয় এবং প্রবাসে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার পুরস্কার দানের ব্যবস্থা ঈশ্বরের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল, করুণাময়। ৪।১০০

গোয্‌যাল্ লাও্‌কা-নু এন্দানা-মা-মা-তু অমা-কোতেলু; লেইয়াজ্‌আলা ল্লা-হো জা-লেকা হ্বাছ্‌রাতান্ ফী কোলুবেহিম্। অল্লা-হো ইয়োহ্বয়ী অইয়োমীত। অল্লা হো বেমা-তা'মালুনা বাছীর। ২। অলাএন্ কোতেলতুম্ ফী ছাবিলে ল্লা-হে আও্‌ মোত্তোম্ লামাগ্‌ফেরাতোম্ মেনা ল্লা-হে অরাহ্বমাতোন্ খায়্‌রোম্ মেম্মা-ইয়াজ্‌মাউন্। ৩। অলাএম্ মোত্তোম্ আও্‌ কোতেল্‌তুম্ লা এলা ল্লা-হে তোহ্ব্‌শারূন। (সূরা এমরান, ১৫৬—১৫৮)

১১১—১। অম াই ইয়োহা-জের্ ফী ছাবালে ল্লা-হে ইয়াজেদ্ ফেল্ আর্‌দ্বে মোরা-গামান্ কাসীরাঙ্‌ অছাআতাহ্‌। অমাই ইয়াখ্‌রোজ্‌ মেম্

১১২ সদ্গতি

১ …অতএব যাহারা পলায়ন করিয়াছে ও গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে এবং আমার পথে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এবং সংগ্রাম করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে তাহাদের কৃত কোন কু-কার্য থাকিলে তাহা আমি ক্ষমা করিব ও নিশ্চয়ই তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করাইব, যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত রহিয়াছে ; ইহা ঈশ্বরের প্রদত্ত প্রতিদান। এবং ঈশ্বরেরই কাছে শ্রেষ্ঠতম প্রতিদান পাওয়া যায়। ৩।১৯৫ আংশিক

১১৩ উভয়পক্ষে শ্রেয়স্কর

১ অতএব যাহারা পরলোকের বিনিময়ে ইহলোক বিক্রয় করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করুক। যে কেহ ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিবে সে নিহত হউক বা বিজয়ী হউক আমি তাহাকে মহান প্রতিদান প্রদান করিব। ৪।৭৪

বায়্তেহী মোহা-জেরান্ এলা ল্লা-হে অরাছুলেহী সোম্মা ইয়োদ্‌রেক্হোল্ মাও্তো ফাকাদ্ অকাআ আজ্‌রোহূ আলা-ল্লা-হ্। অকা-না ল্লা-হো গ্বাফ্রা র্‌ হীমা। (সূরা নেছা, ১০০)

১১২—১।…বা'দ্বোকুম্ মেম্ বা'দ্ব, ফাল্লাজীনা হা-জারূ অওখ্‌রেজূ মেন্ দিয়া-রেহিম্ অউজূ ফীছাবীলী অকা-তেলূ অকোতেলূ লাওকাফ্‌ফেরান্না আন্‌হুম্ ছাইয়্যেআ-তেহিম্ অলা ওদ্‌খেলান্নাহুম্ জান্না তেন্ তাজ্‌রী মেন্ তাহ্‌তেহাল্ আনহা-র, সাওয়াবাম্ মেন্ এন্দে ল্লা-হ্। অল্লা-হো এন্দাহূ হোছ্‌নোস্ সাওয়া-ব্। (সূরা এমরান, ১৯৫ আংশিক)

১১৩—১। ফাল্ ইয়োকা-তেল্ ফী ছাবীলে ল্লা-হে ল্লাজীনা ইয়াশ্‌রূনাল্ হাইয়া-তা দোন্‌ইয়া-বেল্‌আ-খেরাহ্। অমাইঁ ইয়োকা-তেল্ ফী ছাবীলে ল্লা-হে ফাইয়োক্তাল্ আও্ ইয়াগ্‌লেব্ ফাছাও্‌ফা নো'তীহে আজ্‌রান আজীমা-। (সূরা নেসা, ৭৪)

২৪ পরীক্ষা ও আশ্বাসদান

১১৪ পরীক্ষা অবশ্য হইবে

১ তাহারা কি ধারণা করিতেছে যে 'আমাদের শ্রদ্ধা আসিয়াছে' এইমাত্র বলিলেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে আপদে ফেলিয়া পরীক্ষা করা হইবে না ?

২ এবং নিশ্চয়ই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদিগকে আমি পরীক্ষা করিয়াছিলাম। এইভাবে ঈশ্বর জানিয়া লন—কাহারা অকৃত্রিম এবং কাহারা ভান করিতেছে। ২৯।২,৩

১১৫ পরীক্ষা হইবে

১ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ততক্ষণ পরীক্ষা করিতে থাকিব, যতক্ষণ না আমি জানিতে পারি—তোমাদের মধ্যে কে কে (ঈশ্বরের পথে) অবিচলিত থাকিয়া সংগ্রাম কর ও ধৈর্যশীল থাক এবং তোমাদের অবস্থা কি। ৪৭।৩১

১১৬ দারিদ্র্য ভক্তের পক্ষে বরদানস্বরূপ

১ যদি ঈশ্বর তাঁহার সেবকগণের উপজীবিকা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করেন তবে তাহারা নিশ্চয়ই পৃথিবীতে বিদ্রোহ করিবে। কিন্তু তিনি যেরূপ চাহেন সেই পরিমাণে (জীবিকা) প্রেরণ করেন। নিশ্চয়ই তাঁহার সেবকদের সম্বন্ধে তাঁহার সব জানা আছে। তিনি তাহাদের নিরীক্ষক। ৪২।২৭

১১৪—১। আহাছেবান্না-ছো আইঁ ইয়োৎরাকু—আঁইঁ য়্যাকুলু—আ-মান্না-অহুম্ লা-ইয়োফ্তানুন্ ? ২। অলাকাদ্ ফাতান্নাল্ লাজীনা মেন্ কাব্লেহিম্ ফালায়্যা'লামান্নালা-হোল্ লাজীনা ছাদাকু আলায়্যা'লামান্নাল্ কাজীবন্। (সূরা অন্কবুত, ২,৩)

১১৫—১। অলানাব্লোঅন্নাকুম্ হাত্তা-না'লামাল্ মোজা-হেদীনা মিন্কুম্ অছ্ছা-বেরীনা অনাব্লোঅ আখ্বা-রাকুম্। (সূরা মহম্মদ, ৩১)

১১৬—১। অলাও্ বাছাত্বাল্লাহোরের্যক্কা লেএবা-দেহী-লাবাগাও্ ফিল্ আর্দ্বে অলা-কেঁইঁ ইয়োনায্যেলো বেকাদারেম্ মা-ইয়্যাশা—য়। ইন্নাহু বেএবা-দেহী-খাবীরোম্ বাছীর্। (সূরা শুরা, ২৭)

১১৭ সাধনা-পথের পথপ্রদর্শক ঈশ্বর

১ যাহারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করিয়াছে আমি নিশ্চয়ই তাহাদের পথপ্রদর্শন করিব। ঈশ্বর সৎকর্মশীলদের সঙ্গে থাকেন। ২৯।৬৯

১১৮ ভক্তের সহায়তাদানে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

১ এবং সত্যসত্যই আমার সেবক, প্রেরিত পুরুষগণের সম্বন্ধে আমার এই উক্তি অতীতে বিঘোষিত হইয়াছে

২ যে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সহায়তা দেওয়া হইবে। ৩৭।১৭১, ১৭২

১১৯ সহায়কেরা সহায়তা পাইবে

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, যদি তোমরা ঈশ্বরের সহায়তা কর তবে তিনি তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন এবং তোমাদের চরণতল দৃঢ় করিবেন। ৪৭।৭

১২০ ঈশ্বর সন্নিকটে আছেন

১ যখন আমার সেবকবৃন্দ তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তখন নিশ্চয়ই আমি নিকটে থাকি। যখন প্রার্থী আবেদন করে তখন আমি সেই

১১৭—১। অল্লাজীনা জা-হাদূ ফীনা-লানাহ্দিয়্যান্নাহুম্ ছোবোলানা। অইন্নাল্লা-হা লামায়াল্ মোহ্ছেনীন্। (সূরা অন্‌কবুত, ৬৯)

১১৮—১। অলাকাদ্ ছাবাকাৎ কালেমাতোনা-লেএবা-দেনাল্ মোর্ছা-লীন্। ২। ইন্নাহুম্ লাহুমোল্ মান্‌ছুরূন্। (সূরা সাফ্ফাত, ১৭১, ১৭২)

১১৯—১। ইয়্যা—আইয়্যোহাল্লাজীনা-আ-মানূ—ইন্‌তান্‌ছোরুল্লা-হা ইয়্যান্‌ছোর্‌কুম্ অইয়্যোসাব্‌বেত্ আক্‌দা-মাকুম্। (সূরা মহম্মদ, ৭)

১২০—১। অএজা-ছাআলাকা এবা দী আন্নী ফা-ইন্নী কারীব্। ওজীবো দা'অতা—দ্দা-এ এজা-দাআ-নে কাল্ ইয়াছ্ তাজীবু অল্ ইয়ো'মেনূ বী লাআল্লাহুম্ ইয়ারশোদূন্। (সূরা বকর, ১৮৬)

আবেদন সম্বন্ধে উত্তর প্রদান করি। সুতরাং আমার আহ্বানে তাহাদের সাড়া দেওয়া ও আমার উপর শ্রদ্ধা রাখা উচিত, যাহাতে তাহারা সুপথ প্রাপ্ত হয়। ২।১৮৬

১২১ দদামি বুদ্ধিযোগম্‌

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, যদি তোমরা ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের কর্তব্য যথাযথ পালন কর তবে ঈশ্বর তোমাদিগকে বিবেকবুদ্ধি দান করিবেন, এবং কু-চিন্তা ও কু-কার্য হইতে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। ঈশ্বর অসীম বৈভবশালী! ৮।২৯

১২২ সান্ত্বনা-দাতা

১ তিনি শ্রদ্ধাবানদিগের অন্তরে সান্ত্বনা প্রেরণ করেন, যাহাতে তাহারা শ্রদ্ধাসহযোগে তাহাদের শ্রদ্ধা আরও বর্ধিত করিতে পারে।... ৪৮।৪

১২৩ মোক্ষয়িষ্যামি

১ তৎপরে আমি অনুরূপভাবে (যেমন পূর্বে করিয়াছি) আমার প্রেরিত পুরুষগণকে ও ভক্তগণকে উদ্ধার করিব। শ্রদ্ধাবানদের উদ্ধার করা আমার দায়িত্ব। ১০।১০৩

১২১—১। ইয়া—আইয়্যোহা ল্লাজীনা আ-মানূ ইন্‌ তাত্তাকো ল্লা-হা ইয়াজ্‌আল্‌ লাকুম্‌ ফোর্‌কা-নাঙ্‌ অইয়োকাফ্‌ফের্‌ আন্‌কুম্‌ ছাইয়্যে আতেকুম্‌ অইয়াগ্‌ফের্‌ লাকুম্‌ অল্লাহো জোল্‌ ফাদ্‌লেল্‌ আজীম্‌।

(সূরা আন্‌ফাল, ২৯)

১২২—১। হু-অল্লাজী—আন্‌যালাছ্‌ ছাকীনাতা ফী কোলুবেল্‌ মো'মেনীনা লেইয়্যায্‌দাদূ—ঈমানাম্‌ মাআ ঈমা-নেহিম্‌।... (সূরা ফৎহ, ৪)

১২৩—১। ছোম্মা নোনাজ্জী রোছোলানা-অল্‌লাজীনা আ-মানূ কাজা-লেকা, হাক্‌কান্‌ আলায় না-নোন্‌জেল্‌-মো'-মেনীন। (সূরা ইউনুস, ১০৩)

২৫ ধৈর্য

১২৪ ব্যস্ত হইও না, নিদর্শন দেখাইব

১ ব্যস্ততার উপাদানে (যেন) মানুষকে তৈয়ারি করা হইয়াছে। (তাড়াতাড়ি করা মানুষের প্রকৃতি) অদূর ভবিষ্যতে তোমাদিগকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাইব। অতএব আমাকে তাড়াতাড়ি করিতে বলিও না।

২১।৩৭

১২৫ ধৈর্য ধারণ কর

১ স্বর্গীয় দূতগণ ও আত্মা একদিনে (সোপান) আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিবে, যে দিনের পরিমান পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

২ অতএব ধৈর্য ধারণ কর, প্রশান্তচিত্তে ধৈর্য ধারণ কর। ৭০।৪, ৫

১২৬ ক্রমে-ক্রমে বিকাশ

১ আমি শপথ করিতেছি সন্ধ্যার লালিমার,

২ রাত্রির ও রাত্রি যাহা আবৃত করিয়া রাখে তাহার

৩ এবং চন্দ্রের, যখন তাহা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়

৪ যে, নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহন করিতে থাকিবে।

৮৪।১৬—১৯

১২৪—১। খোলেকাল্ এন্ছা-নো মেন্ আজ্বাল। ছাওরীকুম্ আ-য়্যাতী ফালা-তাছ্‌তা' জেলুন। (সূরা আম্বিয়া, ৩৭)

১২৫—১। তা'রোজোল্ মালা—য়েকাতো অর্রূহো এলায়্‌হে ফী ইয়্যাও্ মেন কা-না মেক্‌দা-রোহু খাম্‌ছীনা আল্‌ফা সানাহ। ২। ফাছ্‌বের ছাব্‌রান্ জামীলা-। (সূরা মেরাজ, ৪, ৫)

১২৬—১। ফালা ওক্‌ছেমো বেশ্‌শাফাকে; ২। অল্লায়্‌লে অমা অছাকা; ৩। অল্ কামারে এজাত্তাছাকা; ৪। লাতার্‌কাবোন্না ত্বাবাকান্ আন্ ত্বাবাক্। (সূরা এন্‌শেকাক, ১৬—১৯)

১২ সৎসঙ্গ

২৬ সৎসঙ্গ

১২৭ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ

১ যাহারা ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের আদেশ পালন করিয়া চলে তাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাহারা লাভ করিয়াছে তাহাদের সঙ্গলাভ করে। তাহারা হইতেছে প্রেরিত পুরুষগণ, সাধু-সন্তগণ, শহীদগণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ। নিশ্চয় তাহারা উত্তম সঙ্গী।

২ ইহাই ঈশ্বরের নিকট হইতে লব্ধ কৃপা-বৈভব। ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞানা।

৪।৬৯,৭০

১২৮ সৎসঙ্গে রত থাক

১ যাহারা ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিয়া সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার উপাসনা করে তুমি নিজেকে তাহাদের সহিত সংবদ্ধ রাখ; ও পার্থিব চাকচিক্যের দিকে চাহিয়া তাহাদের দিক হইতে তোমার চক্ষুদ্বয়কে ফিরাইও না।···

১৮।২৮

১২৭—১। অমাঁই ইয়োত্বেএ ল্লা-হা অর্ রাছুলা-ফাউলা—একা মাআ ল্লাজীনা আন্‌আমা ল্লা-হো আলায়্‌হিম্ মেনা ন্নাবিয়্যীনা অছ্‌ছিদ্দীকীনা অশ্‌শোহাদা—এ অছ্‌ছা-লেহ্বীন। অহ্বাছোনা উলা—একা রাফীকা-। ২। জা-লেকাল্ ফাদ্বলো মেনা ল্লা-হ। অকাফা-বেল্লা-হে আলীমা-।

(সূরা নেছা, ৬৯,৭০)

১২৮—১। অছ্‌বের নাফ্‌ছাকা মাআ ল্লাজীনা য়্যাদ্‌উনা রাব্বাহুম্ বেল্ গ্দাদা অতে অল্ আশিয়্যে ইয়োরীদূনা অজ্‌হ হু অলা-তা' দো আয়্‌না কা আন্‌হুম ;···

(সূরা কাহফ, ২৮)

১২৯ গুরুর পথপ্রদর্শন পদ্ধতি

১ অনন্তর সে (মুসা) আমার সেবকগণের মধ্যে এমন এক সেবককে পাইল, যাহাকে আমি নিজ হইতে অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছিলাম এবং জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম।

২ মুসা তাহাকে বলিল : তোমাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে সেই জ্ঞান তুমি আমাকে সঠিকভাবে শিক্ষা দিবে—এই উদ্দেশ্যে আমি কি তোমাকে অনুসরণ করিতে পারি ?

৩ সেবক বলিল : তুমি কদাপি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না।

৪ তুমি কিরূপে এই বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করিবে যাহা তোমার জ্ঞানের সীমার মধ্যে নাই ?

৫ মুসা বলিল : যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন তবে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ধৈর্যশীল দেখিতে পাইবে এবং আমি কোন বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব না।

৬ সেবক বলিল : সত্যই যদি তুমি আমার অনুসরণ কর, তবে যে-পর্যন্ত আমি কোন বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখ না করি সে-পর্যন্ত তুমি আমাকে সেই বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করিবে না। ১৮।৬৫—৭০

১২৯—১। ফাঅজ্বাদা-আব্দাম্ মেন্ এবা-দেনা—আ-তায়্না-হো রাহ্‌মাতাম্ মেন্ এন্দেনা-অআল্লাম্না-হো মিল্লাদোন্না-এল্মা। ২। কা-লা লাহ্ মুছা-হাল্ আত্তাবেওকা আলা—আন্ তোআল্লেমানে মেম্মা-ওল্লেম্‌তা রোশ্দা-। ৩। কা লা ইন্নাকা লান্ তাছ্তাতীআ মাএয়্যা ছাব্রা-। ৪। অকায় ফা দাছ্বেরো আলা-মা-লাম্ তোহেৎ বেহী খোব্রা-। ৫। কা-লা ছাতাজেদোনী—ইন্ শা আল্লা-হো ছা-বেরাও অলা—আ'ছীলাকা আম্‌রা-। ৬। কা-লা ফাএনোত্তাবা'তানী ফালা-তাছ্ আল্নী আন্ শায়্এন্ হাত্তা—ওহ্‌দেসা লাকা মেন্‌হো জেক্‌রা-। (সুরা কাহফ, ৬৫—৭০)

১৩০ স্বাধ্যায়ের জন্য কিছু শ্রদ্ধাবান পিছনে থাকুক

১ শ্রদ্ধাবান সেবকদের সকলেরই যুদ্ধে চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। প্রত্যেক সমুদায় হইতে এক ভাগ লোক যুদ্ধার্থ যাইবে; যাহাতে অবশিষ্ট লোক (গৃহে থাকিয়া) ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং যখন যোদ্ধারা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবে তখন তাহাদিগকে সাবধান করিতে পারে, যাহাতে তাহারা সমাজধর্ম সম্বন্ধে সচেতন থাকে। ৯:১২২

১৩১ সৎলোকের সমাজ গঠন কর

১ হে শ্রদ্ধাবানগণ, তোমরা নিষ্ঠা সহকারে ঈশ্বরের প্রতি আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন কর; আর ঈশ্বরের নিকট পরিপূর্ণরূপে তোমাদের আত্ম-সমর্পন করা হইলে তবেই যেন তোমাদের মৃত্যু হয়।

২ এবং তোমরা একযোগে ঈশ্বরের রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না। আর তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর: তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলে এবং কেমন করিয়া তিনি তোমাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার কৃপায় তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হইয়া যাইলে এবং কেমন করিয়া তোমরা অগাধ অগ্নি-গহ্বরের কিনারায় ছিলে ও কেমন করিয়া তিনি উহা হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঈশ্বর এইভাবে তাঁহার নিদর্শন-সমূহ তোমাদের জন্য ব্যক্ত করেন, যাহাতে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।

১৩০—১। অমা-কা-নাল্ মো'-মেনুনা লেয়্যান্ফেরু কা-ফ্ফাহ্। ফালাও্ লা-নাফারা মেন্ কুল্লে ফের্কাতেম্ মেন্হুম্ ত্বা—এফাতোল্ লেয়্যাতাফাক্ কাহু ফেদ্দীনে অলে ইয়্যোন্জেরু কাও্ মাহুম্ এজা-রাজাউ—এলায়্হিম্ লাআল্লাহুম্ য়্যাহ্জারুন্। (সুরা তওবা, ১২২)

১৩১—১। ইয়া—আইয়্যোহা ল্লাজীনা আ-মানো ত্তাকো ল্লা-হা হাক্কা তোকা-তেহী অলা তামুতোন্না ইল্লা-অআন্তুম্ মোছ্লেমুন। ২। অ'তাছেমু বে-হ্বাব্লে ল্লা-হে জামীআঙ অলা-তাফার্রাকু; অজ্কোরু নে'মাতা ল্লা-হে আলায়্কুম এজ্ কোন্তুম্ আ'দা—আন্ ফাআল্লাফা বায়্না কোলুবেকুম ফা আছ্বাহ্তুম্ বেনে'মাতেহী—এখ্ওয়া-না; অ কোন্তুম্ আলা-শাফা-

৩ তোমাদের মধ্য হইতে এরূপ এক জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে—যাহারা লোকদিগকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করিতে থাকিবে ও সৎকার্যের জন্য আদেশ করিবে ও অসৎকার্য সম্বন্ধে নিষেধ করিবে। এইরূপ লোকেরাই সফলতা লাভ করে। ৩।১০২—১০৪

১৩২ পশুপক্ষী-সমাজ মনুষ্যবৎ

১ পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল জীব নাই বা দুই-পক্ষ বিশিষ্ট উড্ডয়নশীল পক্ষী নাই, যাহাদের তোমাদের ন্যায় সমাজ নাই।··· ৬।৩৮

হোফ্‌রাতেম্ মেনা ন্না-রে ফাআন্‌কাজাকুম্ মেন্‌হা-। কাজা-লেকা ইয়োবাইয়োনো ল্লা-হো লাকুম্ আ-ইয়া-তেহী লাআল্লাকুম্ তাহ্‌তাদূন। ৩। অল্‌তাকোম্ মেনকুম্ ওম্মাতোইঁ ইয়াদ্‌উনা এলাল্ খায়রে আইয়া'মোরূনা বেল্‌মা'রূফে অইয়ান্‌হাওনা আনেল্ মোন্‌কার। অউলা—একা হুমোল্ মোফ্‌লেহূন। (সূরা এমরান, ১০২—১০৪)

১৩২—১। অমা-মেন্ দা—ব্বাতেন্ ফিল্ আর্‌দ্বে অলা-ত্বা—এরেইঁ ইয়াত্বীরো বেজানা-হায়্‌হে ইল্লা—ওমামোন্ আম্‌সা-লোকুম্···।

(সূরা এনাম, ৩৮)

১৩ অনাসক্তি

২৭ সংসার অনিত্য

১৩৩ বিধ্বস্ত উদ্যান

১ পার্থিব জীবনের উপমা হইতেছে জল। আমি উহা আকাশ হইতে বর্ষণ করি। তৎপরে উহা হইতে তরুলতা উদ্গত হয়—যাহা মানুষ ও গবাদি পশু ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় যখন ধরণী অলঙ্কারে সুশোভিত ও সুসজ্জিত রূপ ধারণ করে এবং উহার অধিবাসিগণ মনে করে যে এখন তাহারাই উহার অধিকারী, তখন রাত্রে বা দিনে আমার আদেশ উপনীত হয় এবং আমি উহাকে কর্তিত শস্যের ন্যায় করিয়া ফেলি, যেন পূর্বদিন উহার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এইভাবে আমি চিন্তাশীল লোকদের জন্য আমার নির্দেশসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। ১০।২৪

১৩৪ ফসলের উপর তুষারপাত

১ লোক ঐহিক জীবনে যাহা ব্যয় করে তাহার উপমা হইতেছে, যাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের শস্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হিমময়

১৩৩—১। ইন্নামা-মাছালোল্ হায়্যা-তেদ্দোন্য়্যা-কামা—এন্ আন্-যাল্না-হো মেনাছ্ছামা-এ ফা-খ্তালাতা বেহী নাবা-তোল্ আর্দে মেম্মা-য়্যা’কোলোন্না-ছো অল্-আন্ আ-মো,হাৎতা—এজা—আখাজাতেল্ আর্দো যোখ্রো ফাহা-অয্যায়্য্যানাৎ অজান্না আহ্লোহা—আন্নাহুম্ কা-দেরূনা আলায়্ হা—,আতা-হা—আম্রোনা লায়্লান্ আও্ নাহা-রান্ ফাজা-আল্নাহা-হাছীদান্ কাআঁল্লাম্ তাগ্না বেল্-আম্ছে কাজা-লেকা নোফাছ্ছেলোল্ আ-য়্যা-তে লেকাও্মেই য়্যাতাফাক্কারূন্। (সূরা ইউনুস, ২৪)

১৩৪—১। মাসালো মা-ইয়োন্ফেকূন ফী হা-জেহেল্ হুাইয়া তে দ্দোনইয়া-কামাসালে রীহেন্ ফীহা-ছের্রোন্ আছা-বাৎ হুার্সা—কাও্মেন্

তীব্র শীতল ঝঞ্ঝাবায়ু। উহা সেই শস্যক্ষেত্রে নিপতিত হয় ও উহার ধ্বংস সাধন করে। বস্তুত ঈশ্বর তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন না বরং তাহারাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করে। ৩।১১৭

১৩৫ ইহলোক ক্ষণভঙ্গুর

১ তুমি তাহাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বিবৃত কর: উহা সেই বারি সদৃশ, যাহা আমি আকাশ হইতে বর্ষণ করি, অনন্তর তদ্দ্বারা পৃথিবীর উদ্ভিদ বর্ধিত হয়। পরিশেষে ঐ উদ্ভিদ শুষ্ক পল্লবচূর্ণে পরিণত হয় ও বায়ু উহাকে উড়াইয়া নেয়। ঈশ্বর সর্ব-কর্ম-সমর্থ।

২ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য; কিন্তু অবিনশ্বর পুণ্যকর্ম তোমাদের প্রভুর কাছে প্রতিদানের পক্ষে শ্রেষ্ঠতর এবং আশা আকাঙ্ক্ষার দিক হইতেও উৎকৃষ্টতর। ১৮।৪৫,৪৬

১৩৬ সংসারের শোভা পরীক্ষার জন্য

১ পৃথিবীর উপর যাহাকিছু আছে তদ্দ্বারা আমি পৃথিবীকে সু-শোভিত করিয়াছি। নিশ্চয়ই আমি তাহার দ্বারা লোকদিগকে এই পরীক্ষা করিয়া থাকি—তাহাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ করে। ১৮।৭

জালামু—আন্‌ফোছাহুম্‌ ফাআহ্‌লাকাৎহো। অমা-জালামাহোমো ল্লা-হো অলা-কেন্ আন্‌ফোছাহুম্‌ ইয়াজ্‌লেমুন। (সূরা এমরান, ১১৭)
১৩৫—১। অদ্‌রেব্‌ লাহুম্‌ মাসালাল্‌ হ্বায়্যা-তে দ্দোন্‌য়্যা-কামা—এন্‌ আন্‌য়াল্‌না-হো মেনাছ্‌ছামা—এ ফাখ্‌তালাত্বা বেহী নাবা-তোল্‌ আরদে ফাআছবাহ্বা-হাশীমান্ তাজ্‌রূহো রে'য়্যা-হ্ব্‌। অকা-না ল্লা-হো আলা-কুল্লে শায়্‌এম মোক্‌তাদেরা। ২। আল্‌মা-লো অল্‌ বানুনা যীনাতোল্‌ হ্বায়্যা-তে দ্দোন্‌য়্যা-, অল্‌বা-কেয়া-তোছ্‌ ছা-লেহ্বা-তো খায়্‌রোন্‌ এন্দা রাব্বেকা সাওয়া-বাঙ্‌ অখায়্‌রোন্‌ আমালা-। (সূরা কাহফ, ৪৫,৪৬)

১৩৬—১। ইন্না-জাআল্‌না-মা-অলাল্‌ আর্‌দে যীনাতাল্লাহা-লেনাব্‌লোঅ হুম্‌ আইয়োহুম্‌ আহ্‌ছানো আমালা-। (সূরা কাহফ, ৭)

১৩৭ অমরতার পাট্টা কাহাকেও দেওয়া হয় না

১ এবং (হে মহম্মদ,) আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকে অমর করি নাই। সুতরাং তোমার মৃত্যু হইলে তাহারা কি অমর হইবে?

২ প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। আমি তোমাদিগকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকি। এবং আমার কাছেই তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। ২১।৩৪,৩৫

১৩৮ তুমি কি সুরক্ষিত?

১ এখানে যাহা আছে সেই সকলের মধ্যে কি তোমাদিগকে নিরাপদে পরিত্যাগ করা হইবে?

২ উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহে,

৩ এবং কর্ষিত শস্যক্ষেত্রে ও গুরুভার কোষযুক্ত খর্জুরবৃক্ষে,

৪ যদিও তোমরা সুকৌশলে পাহাড় খোদিত করিয়া গৃহ নির্মাণ কর?

২৬।১৪৬—১৪৯

১৩৯ ঐহিক সংসার এক কৌতুক স্থল

১ এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিশ্চয়ই পারত্রিক আলয়ই প্রকৃত জীবন। (হায়!) যদি তাহারা ইহা বুঝিত!

২৯।৬৪

১৩৭—১। অমা-জাআল্না-লেবাশারেম্ মেন্ কাব্লেকাল খোল্দা আফাএম্ মেত্তা ফাহোমোল্ খা-লেদূন। ২। কুল্লো নাফ্ছেন্ জা—একাতোল্ মাওত্। অনাবলুকুম্ বেশ্শারে অল্ খায়্রে যেৎনাহ্। অএলায়্না তোরজ্জাউন। (সূরা আম্বিয়া, ৩৪,৩৫)

১৩৮—১। অা তোৎরাকূনা ফী মা-হা-হুনা—আ-মেনীনা, ২। ফী জান্নাতেঙ্ অ ওইয়্যোনেঙ্— ৩। অ যোরূয়েঙ অনাখ্লেন্ তাল্য়োহা-হাদ্বীম। ৪। অ তান্হেতুনা মেনাল্ জেবা লেবোয়্যুহান্ ফা-রেহীন্।

(সূরা শোয়ারা, ১৪৬—১৪৯)

১৩৯—১। অমা-হা-জেহিল্ হায়্যা-তোদ্ দুন্য়্যা—ইল্লা লাহ্বোঙ

১৪০ বাসনার বিষয়

১ রমণী ও সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীভূত রজত-কাঞ্চন ভাণ্ডার এবং চিহ্নিত (সুশিক্ষিত) অশ্ব ও গবাদি ও শস্যক্ষেত্রের প্রতি মানুষের আসক্তিকে (তাহার আকর্ষণের জন্য) সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হইয়াছে। উহারা পার্থিব জীবনের উপভোগ মাত্র। (পক্ষান্তরে) ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ৩।১৪

২৮ বৈরাগ্য

১৪১ ভোগ-বিলাসের লালসা করিবে না

১ আমি কতিপয় দম্পতীকে যে সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াছি তাহার দিকে তুমি কখনও দৃষ্টি প্রসারিত করিও না। তাহা পার্থিব জীবনের শোভা। আমি উহার দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি। তোমার প্রভুর (প্রদত্ত) উপজীবিকা শ্রেষ্ঠতর ও চিরস্থায়ী। ২০।১৩১

১৪২ স্ত্রী-পুত্রগণের মধ্যে শত্রু থাকা সম্ভব

১ ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই, এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা শ্রদ্ধাবানদিগের কর্তব্য।

অ লায়েব্। অ ইন্নাদ্দারাল্ আ-খেরাতা লা-হেয়্যাল্ হায়্যাঅনো॥ লাও্ কা-নূ য়্যা'লামূন্। (সূরা আন্কবুত, ৬৪)

১৪০—১। যুইয়্যেনা লেন্না-ছে হোব্বোশ্ শাহাওয়া-তে মেনা ন্নেছা—এ অল্বানীনা অল্ কানা-ত্বীরেল্ মোকান্তারাতে মেনা জ্জাহাবে অল্ফেদ্দাতে অল্খায়্লেল্ মোছাওঅমাতে অল্ আন্আ-মে অল্ হ্বার্স। জা-লেকা মাতা-ওল্ হ্বাইয়া-তে দ্দোন্ইয়া-; অল্লা-হো এন্দাহু হোছ্নোল্ মাআ-ব্।
(সূরা এমরান, ১৪)

১৪১—১। অলা-তামোদ্দান্না আয়্নায়্কা এলা-মা-মাত্তা'না-বেহী—আয্ওয়া-জাম্ মেন্হুম্ যাহ্রাতাল্ হ্বায়্যা-তে-দ্দোন্য়্যা, লেনাফ্তেনাহুম্ ফীহ্। অরেয্কো রাব্বেকা খায়্রোঙ্ অআব্কা-। (সূরা তা-হা, ১৩১)

২ হে শ্রদ্ধাবানগণ, সম্ভবত তোমাদের পত্নী ও সন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু রহিয়াছে। অতএব তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও। যদি তোমরা তাহাদের দোষ বিস্মৃত হও, তাহাদের ত্রুটি উপেক্ষা কর ও তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বর ক্ষমাবান ও করুণাময়।

৬৪।১৩,১৪

১৪৩ নিঃস্বার্থ হও

১ তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি এক প্রলোভন মাত্র, পরন্তু ঈশ্বরেরই কাছে আছে সর্বোত্তম পুরস্কার।

২ অতএব যতদূর সম্ভব ঈশ্বরের প্রতি আপন কর্তব্য পালন কর, এবং শ্রবণ কর ও অনুগত হও এবং (ঈশ্বরের পথে) ব্যয় কর। উহা তোমার আত্মার পক্ষে কল্যাণকর। এবং যে কেহ আপন জীবনকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়াছে সে সফলতা লাভ করিবে। ৬৪।১৫,১৬

১৪৪ শয়তান সম্বন্ধে সাবধান

১ হে লোকসকল, নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে প্রতারিত না করে এবং ঈশ্বরের বিষয়ে কপটী প্রতারক যেন তোমাদিগকে প্রতারিত না করে।

১৪২—১। আল্লা-হো লা—এলা-হা ইল্লা-হুঅ। অ আলাল্লা-হে ফাল্‌ ইয়্যাতাঅক্‌কালেল্‌ মু'মেনুন্‌। ২। ইয়্যা—আইয়্যোহাল্‌ ল্লাজীনা আমানূ—ইন্না মিন্‌ আয্‌ অ-জেকুম্‌ অ আও্‌লা-দেকুম্‌ আদুঅল্‌ লাকুম্‌ ফাহ্‌জারুহুম্‌। অইন্‌ তা'ফু অ তাছ্‌ফাহু অ তাগ্‌ফেরু ফাইন্নাল্লা-হা গ্বাফুরোর্‌ রাহীম্‌।

(সূরা তাগাবোন, ১৩,১৪)

১৪৩—১। ইন্নামা—আম্‌অ-লোকুম্‌ অ আও্‌লা-দোকুম্‌ ফেৎনাহ্‌। অল্লা-হো ইন্দাহু আজ্‌রোন্‌ আজীম্‌। ২। ফাত্তাকুল্লাহা মাছ্‌ তাতা'তুম্‌ অছ্‌মায়ু অ আতীয়ু অ আন্‌ফেকু খায়্‌রাল্‌ লেআন্‌ফোছেকুম্‌। অমাঁই ইউ্‌কা শোহ্‌হা নাফ্‌ছেহী-ফাউলা—য়েকা হুমোল্‌ মোফ্‌লেহুন্‌।

(সূরা তাগাবোন, ১৫,১৬)

১৪৪—১। ইয়া—আইয়্যোন্না-ছো ইন্না অ'দাল্লা-হে হাক্‌কোন্‌ফালা-

২ নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাহাকে শত্রুরূপে গ্রহণ করিও। সে আপন অনুবর্তীদিগকে নরকবাসী হইবার জন্য আহ্বান করে।

৩৫।৫,৬

১৪৫ ইহলোকের লাভে পরলোকে লোকসান

১ যে ব্যক্তি পরলোকের ফসল কামনা করে আমি তাহার জন্য সেই ফসল বৃদ্ধি করিয়া দেই। আর যে ব্যক্তি ইহলোকের ফসল চাহে আমি ইহলোক হইতে তাহাকে কিছু দিয়া থাকি, কিন্তু পরলোকে তাহার জন্য কোন ভাগ থাকে না। ৪২।২০

তাগোর্‌রান্নাকুকোল্ হ্বাইয়াতোদ্দুন্‌য়া, অলা-ইয়াগোর্‌রান্নাকুম্ বিল্লা-হিল্ গারুর্। ২। ইন্নাশ্‌শায়্‌ত্বা-না লাকুম্ আদুব্বোন্ ফত্তাখেজুহো আদূব্বা-। ইন্নামা-ইয়াদয়ূ হেজ্‌বাহূ লেইয়াকুনূ মেন্ আছ্‌হ্বা-বেছ্‌ছায়ীর্।

(সূরা ফাতের্, ৫,৬)

১৪৫—১। মান্ কা-না ইয়্যোরীদো হার্‌সাল্ আ-খেরাতে নাযেদ্ লাহূ ফী হার্‌সেহী,-অমান্ কা-না ইয়্যোরীদো হার্‌সাদ্দুন্‌য়্যা নুতেহী-মেন্‌হা অমা-লাহূ ফিল্ আ-খেরাতে মেন্ নাছীব্। (সূরা শুরা, ২০)

খণ্ড ৪

ভক্ত-অভক্ত

১৪ ভক্ত লক্ষণ

২৯ দশ লক্ষণী

১৪৬ দশ লক্ষণ

১ নিশ্চয় শরণাগত পুরুষগণ ও শরণাগতা নারীগণ, শ্রদ্ধাবান পুরুষগণ ও শ্রদ্ধাবতী নারীগণ, অনুগত পুরুষগণ ও অনুগতা নারীগণ, সত্যভাষী পুরুষগণ ও সত্যভাষিণী নারীগণ, ধৈর্যশীল পুরুষগণ ও ধৈর্যশীলা নারীগণ, বিনম্র পুরুষগণ ও বিনম্রা নারীগণ, ঈশ্বরার্থ দানের দাতৃগণ ও ঈশ্বরার্থ দানের দাত্রীগণ, উপবাসব্রতধারী পুরুষগণ ও উপবাসব্রতধারিণী নারীগণ, ইন্দ্রিয়-সংযমকারী পুরুষগণ ও ইন্দ্রিয়-সংযমকারিণী নারীগণ, এবং ঈশ্বর স্মরণশীল পুরুষগণ ও ঈশ্বর স্মরণশীলা নারীগণ—ইহাদের জন্য ঈশ্বর ক্ষমা ও মহা পুরস্কার সঞ্চিত রাখিয়াছেন। ৩৩।৩৫

৩০ প্রার্থনাবান

১৪৭ যামিনী জাগেন যোগী

১ নিঃসন্দেহ, ঈশ্বর-কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বর্গোদ্যান ও প্রস্রবণসমূহে বাস করিবে।

১৪৬—১। ইন্নাল্ মোছ্‌লেমীনা অল্ মোছ্‌লেমা-তে অল্ মু'মেনীনা অল্ মু'মেনা-তে অল্ কা-নেতীনা অল্ কা-নেতা-তে অছ্‌ছা-দেকীনা অছ্‌ছা-দেকা-তে অছ্‌ছা-বেরীনা অছ্‌ছা-বেরাতে অল্‌খা-শেয়ীনা অল্‌খা-শেআ-তে অল্‌মোতাছাদ্দেকীনা অল্ মোতাছাদ্দেকা-তে অছ্‌ছা—এমীনা অছ্‌ছা—এমাতে অল্‌হাফেজীনা ফোরূজাহুম্ অল্‌হা-ফেজা-তে অজ্‌জা-কেরীনাল্লা-হা কাছীরাওঁ অজ্‌জা-কেরা-তে আআদ্দা ল্লা-হো লাহুম্ মাগ্‌ফেরাতাওঁ অ আজ্‌রান্ আজীমা-। (সূরা আহ্‌যাব, ৩৫)

১৪৭—১। ইন্নাল্ মোত্তাকীনা ফীজান্না-তেওঁ অওইয়োনেন্, ২। আ-খেজীনা মা-আতা-হুম্ রাব্বোহুম্। ইন্নাহুম্ কানূ কাব্‌লা জা-লেকা মোহ্-

২ তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে যাহা দিবেন তাহাই তাহারা গ্রহণ করিবে। কারণ ইতিপূর্বে তাহারা সদাচারী ছিল।

৩ তাহারা রাত্রিতে অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইত ;

৪ এবং অতি প্রত্যুষেই তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত।

৫ এবং তাহাদের সম্পত্তিতে ভিক্ষুক ও সর্বহারাদিগের যথোচিত অংশ ছিল। ৫১।১৫—১৯

১৪৮ তাহাদের পার্শ্বদেশ শয্যা স্পর্শ করিত না

১ আমার প্রত্যাদিষ্ট বাণীসমূহের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা আছে তাহাদিগকে উহার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইলে তাহারা প্রণত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে ও আপন প্রভুর স্তুতি করিতে করিতে তাঁহাকে স্মরণ করিতে থাকে এবং গর্ব করে না।

২ তাহারা রাত্রিতে শয্যা হইতে পৃথক থাকিয়া ভীতি ও আশার সহিত প্রভুকে ডাকিয়া থাকে এবং আমি তাহাদিগকে যে উপজীবিকা দান করিয়াছি তাহা হইতে তাহারা আমার পথে ব্যয় করে।

৩ এবং কেহ জানে না—তাহাদের কৃত পুণ্যকর্মের প্রতিদানস্বরূপ তাহাদের আনন্দবিধানকারী কোন্-কোন্ বস্তু লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে।

৩২।১৫—১৭

ছেনীন্। ৩। কা-নু কালীলাম্ মেনাল্ লায়্লে মা-ইয়্যাহ্-জায়ন্। ৪। অবিল্ আছ্হারেহুম্ ইয়্যাছ্তাগ্ফেরুন্। ৫। অফী—আম অ-লেহিম্ হাক্কোল্ লিছ ছা—য়েলে অল্ মাহ্রূন্। (সূরা জারীয়াত, ১৫—১৯)

১৪৮—১। ইন্নামা-ইউ মেনো-বে আ-ইয়্যা-তেনাল্-লাজীনা এজা-জোক্কেরূ বেহা-খার্রূ ছোজ্জাদাঙ্ অ ছাব্বাহু বেহাম্দে রাব্বেহিম্ অহুম্ লা-ইয়্যাছ্তাক্বেরূন্। ২। তাতাজা-ফা জোনুবোহুম্ আনেল্ মাদ্বা-জেয়ে ইয়্যাদ্উনা রাব্বাহুম্ খাওফাঙ্ অ তামাআঙ্, অ মেম্মা-রাযাক্না-হুম্ ইয়ুনফেকূন্। ৩। ফালা-তা'লামো নাফ্ছোম্ মা-ওখ্ফেয়্যা লাহুম্ মেন্ কোর্রাতে আ'ইয়োনেন্, জাযা—আম্ বেমা-কা-নু ইয়্যা'মালুন।

(সূরা সেজ্দা, ১৫—১৭)

১৪৯ প্রণিপাত-নিদর্শন

১ …তুমি তাহাদিগকে ঈশ্বরের কৃপা ও প্রসাদ লাভের আশায় প্রণাম করিতে ও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণিপাত করিতে দেখিবে। উহার নিদর্শনস্বরূপ তাহাদের মুখমণ্ডলে চিহ্ন থাকে। তাহাদের উপমা তাওরাতে আছে, এবং তাহাদের উপমা বাইবেলেও এই আছে: যেমন ক্ষেত্রে উপ্ত শস্যের অঙ্কুর উদ্গত হয়, পরে উহা সুদৃঢ় হয়, তৎপরে উহা বর্ধিত হয়, অতঃপর স্বীয় কাণ্ডের উপর ঐ শস্য জন্মিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া কৃষককে আনন্দদান করিতে থাকে।… ৪৮।২৯

১৫০ কম্পিত হৃদয়

১ একমাত্র তাহারা শ্রদ্ধাবান যাহাদের হৃদয় ঈশ্বরের নাম লওয়া হইলে ভয় অনুভব করে, এবং তাহাদের নিকট ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট বাণীসমূহ আবৃত্তি করা হইলে তাহারা তাহাদের শ্রদ্ধা বর্ধিত করে, এবং যাহারা ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখে। ৮।২

১৫১ বিনম্র

১ …শুভ সংবাদ দাও সেই সব বিনম্রকে

২ যাহাদের হৃদয় ঈশ্বরের কথা বিবৃত করিলে ভীত হয়, যাহাই সংঘটিত

১৪৯-১।…তারা-হুম্ রোকৃকাআন্ ছো-জ্জাদাই, ইয়্যাব্তাগূনা ফাদ্লাম্ মিন্নাল্লা-হে অ রেদ্ব্-অ-নান্, ছীমাহুম্ ফীওজুহেহিম্ মিন্ আসারেছ্-ছোজুদ্। জা-লেকা মাসালোহুম্ ফিত্তাও্রাতে, অমাসালোহুম্ ফিল্ ইন্জীল্। কাযারয়েন্ আখ্রাজ্জা শাত্ব্-আহু ফাআযারাহু ফাছ্তাগ্লাজা ফাছ্তাঅ-আলা-ছুকেহী ইয়ো'জেবোয্যোর্রাআ লেইয়্যাগীজা…।

(সূরা ফত্হ, ২৯)

১৫০—১। ইন্নামাল্ মো'মেনূনাল্লাজীনা এজা-জোকেরাল্লা-হো অজেলাৎ কোলুবোহুম্ অএজা-তোলেয়াৎ আলায়্হিম্ আ-ইয়া তোহু যা-দাৎহুম্ ঈমানাও্ অআলা-রাব্বেহিম্ ইয়াতাঅকালুন্। (সূরা আন্ফাল, ২)

১৫১—১। …অবাশ্শেরেল্ মোখ্বেতীন। ২। আল্লাজীনা এজা

হউক না কেন, যাহারা ধৈর্যধারণ করিয়া থাকে, যাহারা নিত্য-নিয়মিত প্রার্থনা করে ও আমি যাহা দিয়াছি তাহা হইতে যাহারা আমার পথে ব্যয় করে। ২২।৩৪, ৩৫

১৫২ দয়াময়ের দাস

১ মহিমান্বিত তিনি, যিনি নভোমণ্ডলের নক্ষত্ররাজির প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এক প্রচণ্ড দীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন,

২ যিনি পর্যায়ক্রমে আগমনকারী রজনী ও দিবস স্বজন করিয়াছেন তাহাদের জন্য যাহারা ঈশ্বর-স্মরণ করিতে ও তাঁহার সকাশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহে।

৩ পরমদাতার অনুগত ভক্ত তাহারা, যাহারা নম্রভাবে " পৃথিবীতে চলা-ফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে সম্বোধন করে তখন বলে—'শান্তি',

৪ এবং যাহারা আপন প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিয়া ও (উপাসনার জন্য) দণ্ডায়মান থাকিয়া রাত্রিযাপন করে। ২৫।৬১—৬৪

জোকেরাল্লা-হো অজেলাৎ কোলুবোহুম্ অছ্ছা-বেরীনা আলা—মা—আছা-বাহুম্ অলমো কীমেছ্ ছালা-তে, অমেম্মা-রাযাক্না-হুম্ ইযোন্‌ফেকূন।
(সূরা হাজ্জ, ৩৪, ৩৫)

১৫২—১। তাবা-রাকাল্লাজী জাআলা ফিছ্ছামা—এ বোরুজাঙ্ অজাআলা ফী-হা ছেরা-জাঙ্ অকামারাম্ মোনীরা-। ২। অহোঅল্লাজি জাআলাল্লায়্লা অন্নাহা-রা খেল্‌ফাতাল্ লেমান্ আরা-দা আই-য়্যাজ্-জাকারা আও্ আরা-দা শোকূরা। ৩। অএবা-দোর্‌রহ্মা-নেল্লাজীনা য়্যাম্‌শূনা আলাল্-আরদ্বে হাও্নাঙ্ অএজা-খা-তাবাহুমোল্-জা-হেলূনা কা-লূ ছালা-মা-। ৪। অল্লাজীনা য়্যাবীতুনা লেরাব্বেহিম্ ছোজ্জাদাঙ্ অকেয়্যা-মা-। (সূরা ফোর্কান, ৬১—৬৪)

৩১ নিষ্ঠাবান

১৫৩ মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ

১ মানবসমাজের মধ্যে এমন মানুষ আছে যে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভের জন্য নিজেকে বিকাইয়া দেয়, এবং বস্তুত প্রভু তাঁহার ভক্তদের প্রতি অতীব স্নেহশীল। ২।২০৭

১৫৪ অন্যোন্য মিত্র

১ যাহারা শ্রদ্ধাশীল, আপন জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছে ও নিজের ধন ও প্রাণ দিয়া ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারা সকলে পরস্পরের মিত্র। ৮।৭২

১৫৫ ঈশ্বরের মিত্র

১ স্মরণ রাখিও, যাহারা ঈশ্বরের মিত্র তাহাদের ভয়ও নাই, শোকও নাই।

২ তাহারাই শ্রদ্ধাবান ও সংযমী ;

৩ পার্থিব জীবন ও পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তাহাদের জন্য শুভ সংবাদ রহিয়াছে। ঈশ্বরের কথার পরিবর্তন হয় না। ইহাই মহান বিজয়। ১০।৬২—৬৪

১৫৩—১। অমেনা ন্না-ছে মাইঁ॰ইয়াশ্‌রী নাফ্‌ছাহো ব্‌তেগা—আ মার্‌দা-তিল্লা-হ্‌। অল্লা-হো রাউফোম্ বিল্ এবা-দ্। (সূরা বকরা, ২০৭)

১৫৪—১। ইন্নাল্লাজীনা আ-মানূ অহা-জারূ অ-জা-হাদূ বেআম্ওয়া-লেহিম্ অআন্‌ফোছেহিম্ ফী ছাবীলেল্লা-হে অল্লাজীনা আ-অও্ অ-নাছারূ—উলা—একা বা'দ্বোহুম্ আওলেয়া—ও বা'দ্ব। (সূরা আনফাল, ৭২)

১৫৫—১। আলা—ইন্না আও লেয়্যা—আল্লা-হে লা-খাও্ ফোন্ আলায়্‌হিম্ অলা-হুম্ য়্যাহ্‌জানুন। ২। আললাজীনা আ-মানূ অকা-নূ য়্যাত্তাকুন। ৩। লাহোমোল্ বোশ্‌রা-ফেল্-হায়্যা-তেদ্দোন্‌য়্যা-অফেল্-আ-খেরাহ্, লা-তাব্‌দীলা লে-কালেমা তেল্লা-হে, জা-লেকা হোওয়াল্ ফাও্ যোল্ আজীম্। (সূরা ইউনুস, ৬২—৬৪)

১৫৬ ঈশ্বরের ভক্তমণ্ডলী

১ ঈশ্বর ও অন্তিম দিনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন কোন লোক তুমি পাইবে না যে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে, যদিও সেইসব বিরুদ্ধাচরণকারিগণ তাহাদের নিজেদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বা আত্মীয়স্বজন হয়। তাহাদেরই অন্তরে ঈশ্বর শ্রদ্ধা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও নিজের নিকট হইতে (প্রেরিত) আত্মার দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন এবং তিনি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানের মধ্যে আনয়ন করিবেন, যাহার নিম্ন দিয়া স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে এবং তন্মধ্যে তাহারা অবস্থান করিবে। ঈশ্বর তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও তাহারাও ঈশ্বরের প্রতি সন্তুষ্ট। তাহারাই ঈশ্বরের ভক্তমণ্ডলী। ঈশ্বরের ভক্তমণ্ডলীই কি সিদ্ধ মনোরথ নহে? ৫৮।২২

৩২ ধৈর্যবান

১৫৭ সহনশীল

১ হে শ্রদ্ধাবানগণ, তোমরা ধৈর্য ও প্রার্থনা সহকারে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই ঈশ্বর ধৈর্যশীলগণের সঙ্গী।

১৫৬—১। লা—তাজেদো কাও্মাঁই ইউ্মেনুনা বিল্লা-হে অল্ ইয়্যাও্মেল্ আ-খেরে ইয়োাদ্দুনা মান্ হা—দ্দাল্লা-হা-অ রাছুলাহু অলাও্ কানু—আ-বা—আহুম্ আও্ আব্না—আহুম্ আও্ এখ্অ-নাহুম্ আও্ আশীরা-তাহুম্। উলা—য়েকা কাতাবা ফী কোলুবেহেমোল্ ঈমা-না অ আইয়্যাদাহুম্ বেরূহিম্ মিন্হু। অ ইয়োাদ্খেলোহুম্ জান্না-তেন্ তাজ্রী মিন্ তাহ্তেহাল্ আন্হা-রো খা-লেদীনা ফীহা। রাদ্বিয়াল্লা-হো আন্হুম্ অরাদু আন্হু। উলা—য়েকা হেয্বোল্লা-হ্। আলা—ইন্না হেয্বাল্লা-হে হুমোল্ মোফ্লেহুন। (সুরা মজাদলা, ২২)

১৫৭—১। ইয়্যা—আয়্যইয়োহা ল্লাজীনা আ-মানো স্তায়ীনু বেছ্ছাব্রে অছ্ছালা-হ্। ইন্না ল্লা-হা মাআছ্ ছা-বেরীন্। ২। অলা-তাকুলু লেমাঁই

২ যাহারা ঈশ্বরের পথে নিহত হয় তাহাদিগকে 'মৃত' বলিও না। বরং তাহারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তাহা অনুধাবন করিতেছ না।

৩ এবং আমি কিছু ভয় ও ক্ষুধার দ্বারা এবং ধন, প্রাণ ও শস্যের হানির দ্বারা তোমাদিগকে অবশ্য পরীক্ষা করিব। কিন্তু সেই সকল ধৈর্যশীলকে এই সুসংবাদ প্রদান কর,

৪ যাহারা তাহাদের উপর বিপদ-পাত্ হইলে বলে: নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরেরই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।

৫ এইরূপ লোকদিগের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও কৃপা বর্ষিত হয়, এবং তাহারা সুপথে পরিচালিত হয়। ২।১৫৩—১৫৭

৩৩ অহিংসক

১৫৮ ক্ষমাশীল

১ তোমরা আপন প্রভুর নিকট হইতে ক্ষমা ও স্বর্গলাভের জন্য একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর। স্বর্গের প্রসারতা একযোগে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মত। পাপকে যাহারা প্রতিহত করে উহা তাহাদের জন্য তৈয়ারি করা হইয়াছে।

ইয়োক্‌তালো ফী ছাবিলি-ল্লা-হে আম্‌ও-ত্। বাল্ আহ্‌ইয়া—ওঙ্ অলা-কিল্লা-তাশ্‌ওরূন্। ৩। অলানাব্‌লোঅন্নাকুম্ বেশায়্ এম্ মেনাল্ খাওফে অল্ জু-এ অ নাক্‌ছেম্ মেনাল্‌· আম্‌ও-লে অল্ আন্‌ফোছে অস্-সামা'রা-ত্, অ বাশ্‌শেরেছ্, ছা-বেরীনা। ৪। ল্লাজীনা এজা—আছা-বাৎহুম্ মোছীবাতোন্ কা-লু—ইন্না-লিল্লা-হে অ ইন্না—এলায়্‌হে রা-জেউন্। ৫। উলা—একা আলায়্‌হিম্ ছালাও-াতোম্ মের্ রাব্বেহীম্ অরাহ্‌মাহ্, ও উলা—একা হুমোল্‌মোহ্‌তাদূন। (সূরা বকরা, ১৫৩—১৫৭)

১৫৮—১। অছা-রেউ-এলা-মাগ্‌ফেরাতেম্ মের্ রাব্বেকুম্ অজান্না-তেন্ আর্‌দোহাছ্ ছামা-ওয়া-তো অল্‌আর্‌দো, ওএদ্দাৎ লেল্ মোত্তাকীন;

২ তাহারা প্রাচুর্য বা অভাব যে কোন অবস্থায় (ঈশ্বরের পথে) ব্যয় করে ও ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হয়। ঈশ্বর সৎকার্যকারী-দিগকে স্নেহ করেন।

৩ যাহারা কোন পাপকার্য করিয়া ফেলিয়া বা নিজেদের উপরে অত্যাচার করিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করে ও নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে—ঈশ্বর ব্যতীত কেহ পাপ ক্ষমা করিতে পারে কি—এবং কেহ জ্ঞাতসারে আর কখনও ঐরূপ দুষ্কার্যে প্রবৃত্ত হয় না,

৪ তাহাদের পুরস্কার হইবে ঈশ্বরের নিকট হইতে ক্ষমা এবং স্বর্গোদ্যান, যাহার নীচে স্রোতস্বিনীসকল প্রবাহিত। সেখানে তাহারা চিরদিন বাস করিবে। সৎকর্মকারীদের জন্য কি সুন্দর প্রতিদান! ৩।১৩৩—১৩৬

১৫৯ দাতা

১ যাহারা তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য দরিদ্র, পিতৃহীন ও বন্দীদিগকে খাদ্যদ্রব্য ভোজন করায়,

২ (এবং বলে :) আমরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে ভোজন করাইতেছি। আমরা তোমাদিগের নিকট হইতে কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করি না বা তোমাদের কৃতজ্ঞতারও আকাঙ্খা করি না,

২। অল্লাজীনা ইয়োন্‌ফেক্‌না ফেছ্‌ছার্‌া—অদ্দার্‌া—এঅল্‌কা—জেমীনাল্ গ্যয়জা অল্‌আ-ফীনা আনে ন্না-ছ। অল্লা-হো ইয়োহেব্বোল্ মোহ্‌ছেনীন। ৩। অল্লাজীনা এজা-ফাআলু ফা-হেশাতান্ আও্ জালামু—আন্‌ফোছাহুম্ জাকারো ল্লা-হা ফাছ্ তাগ্‌ফারু লেজোনুবেহিম্; অমাইঁ ইয়াগ্‌ফেরো জ্জোনুবা ইল্লা ল্লা-হো; অলাম্ ইয়োছেরুরু আলা-মা-ফা-আলু অহুম্ ইয়া'লামুন। ৪। উলা-একা জাযা-ওহুম্ মাগ্‌ফেরাতোম্ মের্‌াব্বেহিম্ অজান্না তোন্ তাজ্‌রী মেন্ তাহ্‌তেহ্‌াল্ আন্‌হা-রো খা-লেদীনা ফীহা-। অনে'মা আজ্‌রোল্ আ-মেলীন। (সুরা এমরান, ১৩৩—১৩৬)

১৫৯—১। অ ইয়ুত্‌য়েমুনা ত্তা আ-মা আলা-হোব্বেহী মিছ্‌কীনাঙ্ অ ইয়্যাতীমাঙ অ আছীরা-। ২। ইন্নামা-নোত্‌য়েমোকুম্ লেঅজ্‌হি-ল্লা-হে

৩ (আর এইজন্য ভোজন করাইতেছি যে) নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভুর সকাশে ভ্রুকুটিপূর্ণ মুখভঙ্গির দিনকে ভয় করি।

৪ অতএব ঈশ্বর তাহাদিগকে সেইদিনের সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে স্ফূর্তি ও আনন্দ দান করাইবেন। ৭৬।৮—১১

১৬০ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্

১ এবং যাহারা গুরুতর পাপজনক কর্ম ও ঘৃণার্হ কর্ম হইতে বিরত থাকে ও ক্রোধ হইলেও মার্জনা করে,

২ এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর আজ্ঞানুবর্তী থাকে ও নিত্য নিয়মিত উপাসনা করে ও পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া চলে, এবং যাহারা আমি যাহা তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে (আমার পথে) ব্যয় করে। ৪২।৩৭,৩৮

১৬১ যুক্তকারী

১ ঈশ্বর আদেশ করিয়াছেন যে আপন প্রভুর সহিত যোগ স্থাপন কর ও তাঁহাকে ভয় কর ; তদনুসারে তাহারা যোগ স্থাপন করে ও অন্তিম দিবসের বিচারের কঠোরতাকে ভয় করে।

লা-নোরীদো মিন্‌কুম্ জাযা-আও অলা-শোকূরা-। ৩। ইন্না-নাখা-ফো মির্ রাব্বেনা-ইয়্যাও মান্ আবুছান কাম্‌তারীরা-। ৪। ফাঅকা-হুমুল্লা-হো শার্‌রা জা-লেকাল্ ইয়্যাওমে অ লাক্‌কা-হুম্ নাদ্‌রাতাও অ ছোরূরা-।

(সূরা দহর, ৮—১১)

১৬০—১। অল্লাজীনা ইয়্যাজ্‌তানেবুনা কাবা—য়েরাল্ এস্‌মে অল্ ফাওয়া-হেশা অএজা-মা- গাদ্বেবু হুম্ ইয়্যাগ্‌ফেরূন। ২। অল্লাজীনাছ্‌ তাজাবু লেরাব্বেহিম্ অ আকামুছ্‌ছালা-তা, অ আম্‌রোহুম্ শুরা-বায়্‌নাহুম্ অমেম্মা রাযাক্‌না-হুম্ ইয়্যোনফেকূন্। (সূরা শুরা, ৩৭, ৩৮)

১৬১—১। অল্লাজীনা য়্যাছেলুনা মা—আমারাল্লা-হো বেহী—আঁই-ইউছালা অয়্যাখ্‌শাওনা রাব্বাহুম্ অয়্যাখা-ফু না ছু—আল্ হেছা-ব্। ২।

২ যাহারা তাহাদের প্রভুর প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য অধ্যবসায় সহকারে প্রযত্ন করে ও নিত্য-নিয়মিত প্রার্থনা করে এবং আমি যাহা তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে প্রকাশ্যে বা গোপনে আমার পথে ব্যয় করে এবং কল্যাণের দ্বারা অকল্যাণকে দূরীভূত করে, তাহাদেরই জন্য পারলৌকিক আবাস রহিয়াছে। ১৩।২১,২২

৩৪ ভক্তগণের প্রতি আশীর্বাদ

১৬২ ভক্তের উপর শয়তানের অধিকার চলে না

১ (রে শয়তান,) যে ব্যক্তি আমার ভক্ত তাহার উপর তোর কোন অধিকার চলিবে না। তোর অধিকার সেইসব পথভ্রষ্টদের উপর চলিবে, যাহারা তোর পথে চলে। ১৫।৪২

১৬৩ ভক্তদের জন্য স্বর্গীয় দূতগণের প্রার্থনা

১ যাহারা (স্বর্গীয় দূতগণ) ঈশ্বরের সিংহাসন বহন করে ও তাঁহার আসনের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান করে, তাহারা তাহাদিগের প্রভুর স্তুতি করে এবং তাঁহার প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং শ্রদ্ধাবানগণের জন্য প্রার্থনা করিয়া বলে: 'হে আমাদের প্রভু, তুমি করুণা ও জ্ঞানে সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিয়া লইয়াছ। অতএব যাহারা অনুতপ্ত হইয়াছে ও তোমার পথের অনুসরণ করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং তাহাদিগকে নরকদণ্ড হইতে রক্ষা কর।

অল্লাজীনা ছাবারোব্তেগ্‌।—আঅজ্‌হে রাব্বেহিম্ অআকামোছ্ ছালা-তা অ আন্‌ফাক্ মেম্মা-রাযাক্‌না-হুম্ ছের্রঁভি অআলা- নেয়্যাতাঙ্ অয়্যাদ্‌-রাউনা বেল্ হাছানাতেছ্ ছায়্যেআতা উলা—একা লাহুম্ ওক্ বাদ্দা-র্। (সূরা রঅদ, ২১,২২)

১৬২—১। ইন্না এবা দী লায়্ছা লাকা আলায়্হিঁম্ ছোল্‌ত্বা-নোন্ ইল্লা-মানেত্তাবাআকা মেন ল্ গা-বীন্। (সূরা হাজর্, ৪২)

১৬৩—১। আল্লাজীনা ইয়াহ্‌মেলুনাল্ আর্শা অমান্ হাওলাহু ইয়ো-ছাব্বেহুনা বেহাম্‌দে রাব্বেহিম্ অ-ইউ্‌মেনুনা বেহী-অ ইয়্যাছ্‌ তাগ্‌ফেরুনা

২ 'হে আমাদের প্রভু, তুমি তাহাদের সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার করিয়াছ তদনুসারে তাহাদিগের সহিত তাহাদের পিতা, পত্নী ও সন্তানগণের মধ্যে যাহারা পুণ্যকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করাও। নিশ্চয়ই একমাত্র তুমি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ।

৩ এবং তুমি দুষ্কার্য হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর, এবং যে ব্যক্তিকে সেইদিন দুষ্কার্য হইতে বাঁচাইয়াছ তাহার প্রতি তুমি সত্যই অতীব কৃপা করিয়াছ। উহা পরম বিজয়!' ৪০।৭—৯

লেল্লাজীনা আ-মানূ ; রাব্বানা-অছে'তা কুল্লা শাইয়ের্ রাহ্‌মাতাঙ অ এল্‌মান্ ফাগ্‌ফের্ লেল্লাজীনা তা-বু অত্তাবায়ু ছাবীলাকা অকেহিম্ আজা-বাল্ জাহীম্। ২। রাব্বানা-অআদ্‌খেল্‌হুম্ জান্না-তে আদ্‌নে নেল্লাতী অআওাহুম্ অমান্ ছালাহা মেন্ আবা—য়েহিম্ অ আয্ অ-জেহিম্ অ জোর্‌রী'ইয়্যাতেহিম্। ইন্নাকা-আন্তাল্ আযীযোল্ হাকীমো- ৩। অকেহিমোছ্ ছাই্‌য়্যে-আ-ৎ। অমান্ তাকেছ্ ছাইয়্যেআ-তে ইয়্যাও্‌মায়েজেন্ ফাকাদ্ রাহেম্‌তাহ্। অজা-লেকা হুঅল্ ফাও্‌যোল্ আজীম্। (সূরা মুমেন্, ৭—৯)

১৫ অভক্ত

৩৫ নাস্তিকাঃ

১৬৪ পাষাণ অপেক্ষাও কঠোর

১ অনন্তর ইহার পরও (অর্থাৎ ঈশ্বরের নিদর্শনসকল দেখিবার পরও) তোমাদের হৃদয় পাথরের ন্যায় অথবা পাথর অপেক্ষা অধিক কঠিন হইয়া রহিল। বস্তুত পাথরসমূহের মধ্যেও এমন পাথর আছে, যাহা হইতে প্রস্রবণ নির্গত হয় এবং উহাদের মধ্যেও কোন-কোনটি বিদীর্ণ হয় ও তৎপরে তাহাদের মধ্য হইতেও জল নির্গত হয়, আর উহাদের মধ্যে এমনও কোন কোনটি আছে যাহা ঈশ্বরের ভয়ে খসিয়া পড়ে। তোমরা যাহা কর, সে সম্বন্ধে ঈশ্বর অজ্ঞাত নহেন। ২।৭৪

১৬৫ অবিশ্বাসের পরিসীমা

১ এবং যদিও আমি তাহাদের জন্য আকাশের একটি দ্বার উন্মুক্ত করি ও তাহা দিয়া তাহারা আরোহণ করিতে থাকে,

২ তথাপি তাহারা বলিবে: আমরা ভুল দেখিতেছি। আর যদি তাহা না হয় তবে আমাদের যাদু করা হইয়াছে। ১৫।১৪,১৫

১৬৪—১। সুম্মা কাছাৎ কোলুবোকুম্ মেম্ বা'দে জা-লেকা ফাহেয়্যা কাল্ হেজ্বা-রাতে আও্ আশাদ্দো কাচ্ওয়াহ্। অইন্না মেনাল্ হেজ্বা-রাতে লামা-ইয়্যাতাফাজ্জারো মেন্হোল্ আন্হা-র। অইন্না মেন্হা-লামা-ইয়্যাশ্শাক্কাকো ফাইয়্যাখ্রোজো মেন্হোল্ মা—ও। অইন্না মেন্হা আমা-ইয়্যাহ্বেত্বো মেন্ খাশ্ ইয়্যাতিল্লা-হ্। অমাল্লা-হো বেগা-ফেলেন্ আম্মা-তা'মালুন্। (সূরা বকরা, ৭৪)

১৬৫—১। অলাও্ ফাতাহ্না-আলায়্হিম্ বা-বাম্ মেনাছ্ছামা—এ ফাজাল্ল্ ফীহে ইয়া'রোজুন্; ২। লা কালু—ইন্নামা ছোক্কেরাৎ আব্ছা-রোনা-বাল্ নাহ্নো কাওমোম্ মাছহুরূন্। (সূরা হাজর্, ১৪,১৫)

১৬৬ অস্থির

১ (কোর্-আন্ সম্বন্ধে) সে চিন্তা করিল ও একটা কিছু অনুমান করিল!

২ তাহার ধ্বংস হউক।—কেমন করিয়া সে অনুমান করিল!

৩ পুনরায় তাহার ধ্বংস হউক।—কেমন করিয়া সে অনুমান করিল!!

৪ তৎপরে সে তাকাইল;

৫ অনন্তর সে ভ্রুকুটি করিল ও অসন্তোষ প্রকাশ করিল;

৬ তাহার পর সে গর্ব প্রকাশ করিল,

৭ এবং বলিল: ইহা পুরাকালের যাদু ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৭৪।১৮—২৪

১৬৭ আশ্চর্য কিছু দেখাও

১ এবং তাহারা বলে: আমরা তোমাকে কখনই বিশ্বাস করিব না—যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে প্রস্রবণ প্রবাহিত কর

২ অথবা তোমার জন্য খর্জুর ও দ্রাক্ষার একটি উদ্যান রচিত হয় ও তন্মধ্যে স্রোতস্বিনী নদীসমূহ প্রবাহিত হয়,

৩ অথবা তুমি যেরূপ বলিয়া থাক, সেইমত আকাশকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাদের উপর নিপতিত করাও কিংবা তোমার কথার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঈশ্বর ও স্বর্গীয় দূতগণকে আমাদের সম্মুখে আনয়ন কর,

---

১৬৬—১। ইন্নাহূ ফাকারা অ ক্বাদ্দারা। ২। ফাকোতেলা কায়্ফা ক্বাদ্দারা, ৩। সুম্মা কোতেলা কায়্ফা ক্বাদ্দারা, ৪। সুম্মা নাজারা, ৫। সুম্মা আবাছা অ বাছারা ৬। সুম্মা আদ্বারা অছ্তাক্বারা, ৭। ফাকা-লা ইন্ হা-জা—ইল্লা-ছেহ্রোঁই ইউ্সারো।

(সূরা মোদ্দস্সের, ১৮—২৪)

১৬৭—১। অক্বা-লূ লান্ নো'মেনা লাকা হাত্তা-তাফ্জোরা লানা-মেনাল্ আর্‌দ্বে ইয়াম্বুআন্-;— ২। আও্তাকূনা লাকা জান্নাতোম্ মেন্ নাখীলেঙ্ অএনাবেন্ ফাতোফাজ্জেরাল্ আন্হা-রা খেলা-লাহা-তাফ্জীরান্-; ৩। অও্ তোছ্কেতাছ্ছামা—আ কামা-যআম্তাআলায়্ না-কেছাফান্

৪ অথবা তোমার জন্য স্বর্ণময় গৃহ হয় কিংবা তুমি আকাশে আরোহণ কর ; এবং আমরা কখনই তোমার আরোহণে বিশ্বাস করিব না—যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য এমন একটি গ্রন্থ অবতারণ করাও, যাহা আমরা পড়িতে পারি। (তাহাতে) তুমি বল : আমার প্রভু মহিমান্বিত। আমি মরণশীল বার্তাবহ ব্যতীত কিছুই নহি। ১৭।৯০—৯৩

১৬৮ বিতণ্ডাবাদী নাস্তিক ও তথাকথিত আস্তিক

১ আর এমন মানুষও আছে, যে কোন জ্ঞান, পথ-নির্দেশ বা আলোক-দানকারী গ্রন্থ ব্যতিরেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিতর্ক করে ;

২ সে লোকদিগকে ঈশ্বরের পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য গর্বভরে ফিরিয়া দাঁড়ায়। ইহজগতে তাহার জন্য লাঞ্ছনা রহিয়াছে এবং পুনরুত্থানের দিন আমি তাহাকে জলন্ত নরকের স্বাদ আস্বাদন করাইব।

৩ মানবমণ্ডলীর মধ্যে এমনও মানুষ আছে, যে সঙ্কীর্ণ প্রান্তে থাকিয়া (অর্থাৎ অদৃঢ়চিত্তে) ঈশ্বরকে অর্চনা করে ; তাহাতে যদি তাহার মঙ্গল হয় তবে সে স্থির থাকে। আর যদি তাহাকে বিপদের মধ্যে পড়িয়া পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়, তবে সে একেবারেই পিছাইয়া যায়। সে ইহলোক ও পরলোক দুইই হারায়। ইহা সুস্পষ্ট ক্ষতি। ২২।৮,৯,১১

আও্ তা'-তেয়্যা বেল্লা-হে অল্‌মালা—একাতে ক্বাবীলান্- ;— ৪। আও ইয়াকুনা লাকা বায়্‌তোম্ মেন্ যোখ্‌রোফেন্ আও তার্‌কা-ফেছ্‌ছামা—এ। অলান্ নো'মেনা লেরোক্বীয়্যেকা হাত্তা-তোনায্‌যেলা আলায়্‌না-কেতা-বান্ নাক্‌রাওহ্। কোল্ ছোব্‌হ্বা-না রাব্বিহাল্ কোন্তো ইল্লা-বাশারার্ রাছুলা-।

(স্থরা বনিএস্রায়েল, ৯০—৯৩)

১৬৮—১। অমেনা ন্না-ছে মাই ইয়োজা-দেলো ফেল্লা-হে বেগায়্‌রে এল্‌মেঙ্ অলা-হোদাঙ্ অলা-কেতা-বেম্ মোনীর। ২। সা-নেয়্যা এত্‌ফেহী লেইয়োদ্বেল্লা আন্ ছাবালে ল্লা-হ। লাহু ফেদ্দোন্‌য়্যা-খেয্‌য়্যোঙ্ অনোজী-কোহু য়্যাও্‌মাল্ কেয়্যা-মাতে আজা-বাল্ হারীক্। ৩। অমেনান্না ছে মাই য়্যা'বোদো ল্লা-হা আলা-হ্র্ফে, ফাইন্ আছা-বাহু খায়্‌রোনেত্‌মা আন্না বেহ, অইন্ আছা-বাৎহো ফেৎনাতোনে ন্‌কালাবা আলা-অজ্‌হেহী,

১৬৯ অবিশ্বাসীর উপমা

১ তাহারা সেই ব্যক্তির অনুরূপ, যে অগ্নি প্রজ্বলিত করে এবং যখন তাহার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত হয়, তখন ঈশ্বর তাহার জ্যোতি প্রত্যাহার করিয়া লন এবং তাহাকে অন্ধকারে পরিত্যাগ করেন। তখন সে আর দেখিতে পায় না,

২ তাহারা বধির, মূক, অন্ধ; এবং তাহারা (সুপথে) প্রত্যাবৃত্ত হইবে না।

৩ অথবা (তাহাদের দৃষ্টান্ত) আকাশ হইতে বজ্রপাত সহ বারিবর্ষণের ন্যায়—যাহাতে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎ আছে। তাহারা বজ্রধ্বনি হইলে মৃত্যুভয়ে তাহাদের কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করে এবং ঈশ্বর শ্রদ্ধাহীনগণকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখেন (অর্থাৎ তাহাদের পলাইবার উপায় থাকে না)।

৪ অচিরে বিদ্যুৎ তাহাদের দৃষ্টি হরণ করিবে; যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন তাহারা উহার আলোকে চলিতে থাকে এবং যখন তাহারা অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় তখন তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে এবং ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি নিশ্চয়ই তাহাদের শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি হরণ করিতে পারেন। নিশ্চয়ই ঈশ্বর সর্বকর্মে সমর্থ। (২।১৭—২০)

খাছেরা দ্দোন্য়্যা-অল্ আ-খেরাহ্। জা-লেকা হুয়াল্ খোছ্রা-নোল্ মোবীন্। (সূরা হাজ্, ৮,৯,১১)

১৬৯—১। মাসালোহুম্ কামাসালিল্ লাজেছ্ তাও্কাদা না-রা, কালাম্মা—আদ্বা—আৎ মা-হাও্লাহু জাহাবা ল্লা-হো বেনু-রেহিম্ অ তারাকাহুম্ ফী জোলেমা-তিল্ লা-ইয়োব্ছেরূন। ২। ছোম্মোম্ বোক্মোন্ ওম্ইয়োন্ ফাহুম্ লা ইয়্যারজেউন্। ৩। আও্ কাছইয়েবেম্ মেনাছ্ছামা—এ ফী-হে জোলোমা-তোঙ্ অরা'দোঙ্ অ-বারক, ইয়্যাজ্আলুনা আছা-বেআহুম্ ফী—আজা-নেহিম্ মেনাছ্ছঅ-একে হাজারাল্-মাওত। অল্লা-হো মোহীতোম্ বিল্কা-ফেরান্। ৪। ইয়্যাকা-দোল্ বারকো ইয়্যাখ্ ত্বাফো আব্ছা-রাহুম্। কোল্লামা—আদ্বা—আলাহুম্ মাশাও্ ফী-হে, অ এজা—আজ্লামা আলায়্হিম্ কা-মু। অলাও্শা—আ-ল্লা-হো লাজাহাবা বেছাম্-

৩৬ ভ্রান্তচিত্ত

১৭০ সম্পত্তিশালীরা মানে না

১ এবং আমি কোন শহর এলাকায় এমন কোন সতর্ককারীকে প্রেরণ করি নাই, যেখানে উহার ধনশালী অধিবাসীগণ তাহাকে বলে নাই: তোমাদের সঙ্গে যাহা দিয়া তোমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে, আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি না;

২ এবং তাহারা বলে: আমরা ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিতে শ্রেষ্ঠ ও আমাদের কোন শাস্তি হইবে না। ৩৪।৩৪,৩৫

১৭১ "শ্রদ্ধা রাখা মূর্খের কাজ"

১ এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়: সাধারণ লোক ঈশ্বরকে যেরূপ শ্রদ্ধা করে তোমরাও সেইরূপভাবে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা কর, তখন তাহারা বলে: "আমরা কি মূর্খেরা যেরূপ শ্রদ্ধা করে সেইরূপ করিব?" তাহারা নিজেরাই মূর্খ নহে কি? কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না। ২।১৩

১৭২ কর্মবাদী ও কালবাদী

১ তুমি কি সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছ, যে ব্যক্তি স্বীয় বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে? এবং ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্বক তাহাকে পথভ্রান্ত

এহিম্ অ আব্ছা-রে হিম্। ইন্না ল্লা-হা আলা-কুল্লে শায়এন্ ক্বাদীর্।

(স্থূরা বকর, ১৭—২০)

১৭০—১। অমা—আর্ছাল্না-ফী কার্ইয়াতেম্ মেন্ নাজীরেন্ ইল্লা-ক্বা-লা মাৎরাফুহা—ইন্না-বেমা—ওর্ছেল্তুম্ বেহী-কা-ফেরূন্। ২। অক্বা-লু নাহ্ন্নো আক্সারো আম্ অ-লাঙ্ অ আও্লা-দাঙ্ অমা-নাহ্ন্নো বেমো-অাজ্জাবীন্। (স্থূরা সবা, ৩৪,৩৫)

১৭১—১। অএজা-ক্বীলা লাহুম্ আ-মেন্ কামা—আ-মানান্না-ছো ক্বা-লু—আনো'মেনো কামা—আ-মানাছ্ ছোফাহা—ও। আলা—ইন্নাহুম্ হুমোছ্ ছোফাহা—ও অলা-কেল্ লা ইয়্যা'লামুন্। (স্থূরা বকর, ১৩)

১৭২—১। আফারাআয়্তা মানেত্তাখাজা এলা-হাহু হাঅ-হু অ আদ্বাল্লা-

করিয়াছেন এবং তাহার কর্ণ ও অন্তর মোহরাঙ্কিত করিয়াছেন ও তাহার চক্ষুর উপর আবরণ দিয়াছেন? ঈশ্বরের পরে আর কে (যখন তাহাকে তিনি বাতিল করিয়াছেন) তাহাকে পথপ্রদর্শন করিতে পারে? সুতরাং তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না কি?

২ এবং তাহারা বলে : পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছু নাই। আমরা মরি ও আমরা জীবন ধারণ করি এবং কাল ছাড়া আমাদিগকে অন্য কেহ বিনষ্ট করে না। তাহাদের এই বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান নাই। তাহারা অনুমান করে মাত্র। ৪৫।২৩,২৪

১৭৩ ঈশ্বর যখন দেন না তখন আমরা কেন দিব?

১ আর যখন তাহাদিগকে বলা হয় : ঈশ্বর তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দান করিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা (ঈশ্বরের পথে) দান কর, তখন সেই শ্রদ্ধাহীনেরা শ্রদ্ধাবানগণকে বলে : ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে যাহাদিগকে খাওয়াইতে পারিতেন, তাহাদিগকে কি আমরা খাওয়াইব? তোমরা ত স্পষ্টই ভ্রান্ত হইয়া আছ! ৩৬।৪৭

১৭৪ ভক্তের জ্বালাতনকারী

১ যাহারা শ্রদ্ধাবান পরুষ ও শ্রদ্ধাবতী নারীদিগকে যন্ত্রণা দেয় ও

হুল্লা-হো আলা-এল্‌মেঙ্ অ খাতামা আলা ছাম্‌য়েহী অকাল্‌বেহী-অ জাআলা আলা-বাছারেহী-গেশা-অহ্? ফাম্‌াই ইয়্যাহ্‌দীহে মেম্ বা'দেল্লা-হ্? আফালা-তাজাক্‌কারূন্? ২। অকা-লু মা-হেয়্যা ইল্লা-হায়্যা-তোনাদ্ দুন্‌য়্যা-নামূতো অ নাহ্‌য়্যা-অমা-ইয়োহ্‌লেকোনা—ইল্লাদ্ দাহ্‌র; অমালাহুম্ বেজা-লেকা মেন্ এল্‌মে; ইন্ হুম্ ইল্লা-ইয়্যাজোন্নূন্।

(সূরা জাসিয়া, ২৩,২৪)

১৭৩—১। অএজা-কীলা লাহুম্ আন্‌ফেকু মেম্মা-রাজাকাকুমোল্লা-হো, কালাল্লাজীনা কাফারূ লিল্লাজীনা আ-মানূ—আনোৎয়েমো মাল্‌লাও য়্যাশা-ওল্লা-হো আৎআমাহূ—, ইন্ আন্তুম্ ইল্লা-ফী দ্বালা-লেম্ মোবীন্।

(সূরা ইয়াস, ৪৭)

১৭৪—১। ইন্না ল্লাজীনা ফাতানোল্ মো'মেনীনা অল্ মো'মেনাতে সুম্মা

তৎপরে অনুতাপ করে না, নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য আছে নরকের শাস্তি। আরও তাহাদের জন্য আছে দহন-যন্ত্রণা। ৮৫।১০

১৭৫ মূর্খদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার অনুচিত নহে—এরূপ যাহারা মনে করে

১ গ্রন্থানুগামীদের মধ্যে এমন লোক আছে, যাহারা তাহাদের নিকট তুমি রাশি-রাশি ধন গচ্ছিত রাখিয়া দিলেও তোমাকে (চাহিবামাত্র) তাহা ফেরৎ দিবে। পক্ষান্তরে উহাদের মধ্যে কেহ-কেহ এমন আছে, যাহারা একটিমাত্রও দিনার (আরবী মুদ্রা বিশেষ) তাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তাহাদের মাথার কাছে দণ্ডায়মান না থাকিলে (অর্থাৎ ঐভাবে আরবের রীতি অনুসারে তাগিদ না দিলে) উহা কিছুতেই ফেরৎ দিবে না। কারণ তাহারা বলে: মূর্খদিগের সম্বন্ধে (যাহারা গ্রন্থানুগামী নহে) আমাদের কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। তাহারা জানিয়া-শুনিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ অসত্য কথা বলে। ৩।৭৫

৩৭ মোঘকর্ম্মাণঃ

১৭৬ সর্বং হুতং ভস্মনি

১ যাহারা নিজেদের প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাহীন, তাহাদের উপমা এই: তাহাদের কৃত কার্যসকল ভস্মরাশির ন্যায়। ঝড়-ঝঞ্ঝার দিনে উহা ঝড়ে

লাম্ ইয়্যাতুবু ফালাহুম্ আজা-বো জাহান্নামা অ লাহুম্ আজা-বোল্ হারীক্। (সূরা বুরূজ, ১০)

১৭৫—১। অমেন্ আহ্‌লেল্ কেতা-বে মান্ ইন্ তা'মান্‌হো বেকেন্‌ত্বা-রেইঁ ইয়োআদ্দেহী—এলায়্‌ক; অমেন্‌হুম্ মান্ ইন্ তা' মান্‌হো বেদীনা-রে ল্লা-ইয়োআদ্দেহী—ইলায়্‌কা ইল্লা-মা-দোম্‌তা আলায়্‌হে কা—এমান্। জা-লেকা বেআন্নাহুম্ কা-লু লায়্‌ছা আলায়্‌না-ফেল্ ওম্মিয়্যীনা ছাবীল; অইয়াক্‌লুনা আলা ল্লা-হেল্ কাজেবা অহুম্ ইয়া'লামুন। (সূরা এমরান, ৭৫)

১৭৬—১। মাছালোল্লাজীনা কাফারু বেরাব্বেহিম্ আ'-মা-লোহুম্

উড়িয়া যায়। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহার কিছুই তাহাদের আয়ত্তে আসিবে না। উহা চরম ব্যর্থতা। ১৪ ১৮

১৭৭ খোদিত গুহা-গৃহ ব্যর্থ গেল

১ এবং নিশ্চয়ই হেজরের অধিবাসীগণ প্রেরিত পুরুষকে অস্বীকার করিয়াছিল;

২ এবং আমি তাহাদিগকে আমার প্রত্যাদেশসমূহ প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা উহার প্রতি বিমুখ হইয়াছিল।

৩ এবং তাহারা পাহাড়ের উপর পাথর খোদিত করিয়া নিজেদের জন্ত গৃহ নির্মাণ করিত; তাহাতে তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া (বাস করিত)।

৪ কিন্তু প্রভাতকালে প্রচণ্ড নিনাদ তাহাদিগকে অভিভূত করিল;

৫ এবং যাহা তাহারা তাহাদের অর্জিত সম্পদ বলিয়া গণ্য করিত তাহা তাহাদের কোন কাজে আসিল না। ১৫।৮০—৮৪

১৭৮ কে মোঘকর্মাণঃ

১ তুমি বল: নিজেদের কৃতকর্মের ফলে কাহারা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা কি তোমাদিগকে জানাইব?

কারামা-দেনেশ্ তাদ্দাৎ বেহের্রীহো ফী য়্যাও্মেন্ আ-ছেফ। লা-য়্যাক্-দেরুনা মেম্মা-কাছাবু আলা-শায়্এ। জা-লেকা হোওয়াদ্দলা-লোল্ বায়ীদ। (সূরা এব্রাহিম, ১৮)

১৭৭—১। অলাকাদ্ কাজ্জাবা আছ্হ্বা-বোল্ হেজ্রেল মোর্ছালীনা; ২। অআ—তায়্না-হুম্ আ-ইয়া-তেনা-ফাকা-নূ আন্হা-মো'রেদ্বীনা; ৩। অকানূ ইয়ান্হেতুনা মেনাল্ জেবা-লে বোইয়াতান্ আ-মেনীন্। ৪। ফা-আখাজাৎহোমোছ্ছায় হ্বাতো মেছ্বেহ্বীনা, ৫। ফামা—আগ্না-আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াক্ছেবুন। (সূরা হাজর্, ৮০—৮৪)

১৭৮—১। কোল্ হাল্ নোনাব্বেয়োকুম্ বেল্ আখ্ছারীনা আ'মা-লা-।

২. ইহারাই ইহজীবনে যাহাদের প্রচেষ্টা বিপথে যায় এবং তথাপি যাহারা ধারণা করে যে তাহারা সৎকার্য করিতেছে।

৩ ইহারাই স্বীয় প্রভুর নিদর্শনাবলী এবং তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা দেখাইতেছে। অতএব তাহাদের কৃতকর্মসমূহ বিফলে গিয়াছে, এবং পুনরুত্থানের দিন আমি ঐসব কর্মের কোন গুরুত্ব দান করিব না।

১৮।১০৩—১০৫

১৭৯ যথা খরো চন্দনভারবাহী

১ ধর্মগ্রন্থ তওরাতের ভার যাহাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা তাহার সদ্ব্যবহার করে নাই, তাহাদের উপমা হইতেছে গ্রন্থভার-বহণকারী গর্দভ···। ৬২.৫

৩৮ নরকভাজঃ

১৮০ উচ্চস্থান হইতে পতন

১ ···যে ঈশ্বরের অংশীদার আছে বলিয়া মনে করে, (তাহার উপমা এই:) সে যেন আকাশ হইতে পতিত হইয়াছে। পক্ষী তাহাকে ছোঁ মারিয়া উঠাইয়া লইবে অথবা ঝঞ্ঝা তাহাকে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিবে। ২২।৩১

২। আল্লাজীনা দ্বল্লা ছা'ইয়োহুম্ ফেল্ হ্বায়্যা-তে দ্দোন্য়্যা-অহুম্ য়্যাহ্ব্ছাবুনা আন্নাহুম্ ইয়্যাহ্ব্ছেনুনা ছোন্‌আ-। ৩। উলা—একাল্লাজানা কাফারু বেআ-য়্যা-তে রাব্বেহিম্ অলেকা—এহী ফাহ্বাবেত্বাৎ আ'মা-লোহুম ফালা-নোকীমো লাহুম্ য়্যাও্ মাল্ কেয়্যা-মাতে অয্না।

(সূরা কহফ, ১০৩—১০৫)

১৭৯—১। মাসালোল্ লাজীনা হুম্মেলুৎ তাও্রা- তা সুম্মা লাম্ ইয়্যাহ্মেলুহা-কামাসালেল্ হেমা-রে ইয়্যাহ্মেলো আছ্ফা-রা- ···।

(সূরা জোমোয়া, ৫)

১৮০—১।···অমাইঁ ইয়োশ্রেক্ বেল্লা-হে ফাকাআন্নামা-খার্রা মেনাছ্ছামা—এ ফাতাখ্ তাফোহো ত্তায়্রো আও্তাহ্বী বেহে র্রীহো ফী মাকা-নেন্ ছাহ্বীক। (সূরা হাজ্ব, ৩১)

১৮১ শয়তান দুষ্ট সঙ্গী

১ যে ব্যক্তি পরমদাতা ঈশ্বরের স্মরণে বিমুখ থাকে আমি তাহার জন্য এক শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই। অতঃপর সে তাহার সহচররূপে থাকে।

২ এবং নিশ্চয় শয়তান তাহাকে ঈশ্বরের পথ হইতে বিচ্যুত করে, অথচ সে মনে করে যে, সে সৎপথে পরিচালিত হইতেছে;

৩ অবশেষে যখন সে আমার নিকটে আসিবে তখন সে বলিবে (তাহার সাথী শয়তানকে): হায়! যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের ব্যবধানের অনুরূপ দূরত্ব থাকিত (তবে ভাল হইত)।—তুমি অসৎ সঙ্গী। ৪৩।৩৬—৩৮

১৮২ শয়তানের বাহন কে?

১ যে ব্যক্তির উপর শয়তান অবতীর্ণ হয় তাহার কথা কি আমি তোমাদিগকে জানাইব?

২ শয়তান প্রত্যেক মিথ্যাচারী পাপীর উপর অবতারণ করে।

৩—৪ তাহারা (শয়তানের উক্তি) আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী ও কবি *। বিপথগামী লোকেরাই তাহাদের অনুসরণ করে।

১৮১—১। অম'াইঁ ইয়্যা'শো আন্ জেক্‌রের্'াহ্‌ মা-নে নোকায়্যেদ্ লাহু শায়্ত্বানান্ ফাহুঅ লাহু কারীন্। ২। অইন্নাহুম্ সাইয়্যাছোদ্দ্‌নাহুম্ আনেছ্ ছাবীলে অ ইয়্যাহ্‌ছাবুনা আন্নাহুম্ মোহ্‌তাদূন্। ৩। হাত্তা— এজা—জা—আনা-কা-লা ইয়্যালায়্তা বায়্নী অ বায়্নাকা বো'দাল্ মাশ্‌রেকায়্নে ফাবে'ছাল্ কারীন্। (সূরা জোখ্‌রোফ, ৩৬—৩৮)

১৮২—১। হাল্ ওনাব্বেয়োকুম্ আলা-মান্ তানায্‌যালোশ্ শায়্যা— তীন্? ২। তানায্‌যালো আলা-কোল্লে আফ্‌ফাকেন্ আছী-মেইঁ; ৩। ইয়্যোল্‌কুনাছ্ ছাম্‌আ-অ আক্‌ছারোহুম্ কা-জেবুন্। ৪। অশ্‌শো-

---

* আরবে ঐ সময়ে কবিতা ও গাথার বহুল প্রচলন ছিল এবং অনেক কবি নিজেদের রচিত বীররস বা আদিরসপূর্ণ কবিতাবলী পাঠ করিয়া লোকদিগকে শুনাইবার জন্য কবিতার আসর জমাইতেন। ঐ সময়ে কোন-কোন কবি হজরত মহম্মদের (সাঃ) মিথ্যা নিন্দাসূচক কবিতাবলী রচনা করিয়া ঐভাবে লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া বেড়াইত। এখানে ঐ শ্রেণীর কবিদের উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য কবিদের নহে। (অনুবাদক)

৫ তুমি কি দেখ নাই যে তাহারা প্রান্তরে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়,

৬ এবং তাহারা যাহা করে না, তাহা বলে ? ২৬।২২১—২২৬

১৮৩ আমাদের কৃতি

১ (স্বর্গবাসীগণ নরকবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে): কি কারণে তোমাদিগকে নরকে আনয়ন করিল ?

২ তাহারা বলিবে: আমরা প্রার্থনা করিতাম না,

৩ এবং দরিদ্রদিগকে আহার্য দান করিতাম না ;

৪ এবং তার্কিকদের সঙ্গে ব্যর্থ তর্ক করিতাম ;

৫ এবং আমরা অন্তিম বিচারের দিনকে অস্বীকার করিতাম—

৬ যে পর্যন্ত না মৃত্যু আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। ৭৪।৪২—৪৭

১৮৪ নাস্তিকগণকে ধিক্কার

১ সেইদিন অসত্য-আরোপকারীদের মহা দুর্গতি!

২ আমি কি পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করি নাই ?

৩ এবং পরবর্তীদিগকেও কি উহাদের অনুসরণ করাই নাই ?

আরা—য়ো য়্যাত্তাবেয়োহুমোল্ গ্বা-বূন্। ৫। আলাম্ তারা আন্নাহুম্ ফী কোলে ওয়া-দেই য়্যাহীমূন্। ৬। অ আন্নাহুম্ য়্যাকূলুনা মা-লা-য়্যাফ্‌আলুনা। (সূরা শোয়ারা, ২২১—২২৬)

১৮৩—১। মা-ছালাকাকুম্ ফী ছাকার্। ২। কা-লু লাম্ নাকো মিনাল্ মোছাল্লীনা। ৩। অ লাম্ নাকো নোত্‌য়েমোল্ মিস্‌কীনা। ৪। অ কুন্না-নাখুদ্ব্ মাআ লখা-য়েদ্বীন্। ৫। অ কুন্না-নুকাজ্জেবো বে ইয়্যাওমেদ্দীন্। ৬। হাত্তা—আতা-নাল্ ইয়্যাকীন্। (সূরা মোদ্দস্‌সের, ৪২—৪৭)

১৮৪—১। অয়্‌লুই ইয়্যাও্ মাএজিল্ লিল্ মোকাজ্জেবীন্। ২। আ লাম্ নোহ্‌লেকিল্ আব্বালীন্। ৩। সুম্মা নুত্‌বেয়োহুমুল্ আ-খেরীন্।

৪ পাপীদের সম্বন্ধে আমি এইরূপই করিয়া থাকি।

৫ সেইদিন অসত্য আরোপকারীদের মহা দুর্গতি! ৭৭।১৫—২১

১৮৫ হায়! আমি যদি মৃত্তিকা হইতাম

১ নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তিদান সম্পর্কে সাবধান করিতেছি। সেইদিন মানুষ তাহার হাত পূর্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে, এবং শ্রদ্ধাহীন যাহারা, তাহারা চীৎকার করিয়া বলিবে: হায়, যদি আমরা মৃত্তিকা হইয়া যাইতাম (তবে ভাল হইত)! ৭৮।৪০

৪। কাজা-লেকা নাফ্‌আলো বিল মোজ্‌রেমীন। ৫। অয়্‌লুইঁ ইয়্যাও্‌মা এজিল্ লিল্ মোকাজ্জেবীন। (সূরা মোরসালাত, ১৫—২১)

১৮৫—১। ইন্না আন্‌জার্‌না-কুম্ আজা-বান্ ক্বারীবাইঁ ইয়্যাও্‌মা ইয়্যান্‌জোরোল্ মার্‌ও মা-কাদ্দামাৎ ইয়্যাদা-হো অ ইয়্যাক্‌লোল্ কা-ফেরো ইয়্যা-লায় তানী কোন্তো তোরা-বা-। (সূরা নবা, ৪০)

খণ্ড ৫

ধর্ম

১৬ ধর্ম-বিচার

৩৯ ধর্ম-নিষ্ঠা

১৮৬ ধর্মের সার

১ তোমরা তোমাদের মুখ পূর্বদিকে কর অথবা পশ্চিমদিকে কর—তাহার মধ্যে ধার্মিকতা নাই। বরং ধার্মিকতা এই যে মানুষ শ্রদ্ধা রাখিবে—ঈশ্বরের উপর, অন্তিম বিচারের দিনের উপর, স্বর্গীয় দূতগণের উপর, ঈশ্বরীয় গ্রন্থের উপর, ও প্রেরিত পুরুষগণের উপর; এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিবশত ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজনদিগকে, বঞ্চিতদিগকে, প্রবাসীদিগকে, যাচকদিগকে এবং কৃতদাসের দাসত্বমোচনের জন্য দান করিবে; আর নিত্য-নিয়মিত প্রার্থনা করিবে ও দরিদ্রগণকে তাহাদের প্রাপ্য অংশ (জাকাত) দিবে, আর কোন অঙ্গীকার করিলে তাহা পালন করিবে এবং দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ ও সঙ্কটের সময়ে ধৈর্য ধারণ করিবে। তাহারাই সত্যপরায়ণ এবং তাহারাই ধর্মভীরু। ২।১৭৭

১৮৭ ধর্ম মর্যাদা

১ অতএব (হে মহম্মদ,) তুমি যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছ তাহাতে তুমি ও যাহারা অনুতপ্ত হইয়া ঈশ্বরের অভিমুখে ফিরিয়া তোমার সঙ্গী হইয়াছে

১৮৬—১। লায়ছাল্ বের্র্‌া অন্ তোঅল্ল বোজুহাকুম্ কেবালাল্ মাশ্‌রেকে অল্ মাগ্‌রেবে অলা-কেন্নাল্ বের্র্‌া মান্ আ-মানা বিল্লা-হে অল্‌ইয়্যাও্‌ মেল্ আ-খেরে অল্ মালা—একাতে অল্‌কেতা-বে অন্নাবিইয়্যীন, অ আ-তাল্ মা লা আলা-হোব্বেহী জাবেল্ কোর্‌বা-অল্‌ইয়্যাতা-মা—অল্-মাছা-কীনা অব্‌না ছ্‌ছাবীলে অছ্‌ছা—এলীনা অ ফির্রে্‌কা-ব; অ আকামা-ছ্‌ছলা-তা অ আ-তায যাকা-হ্‌ অল্ মূফুনা বেআহ্‌দেহিম্ এজা-আ-হাদূ, অছ্‌ছাবেরীনা ফিল্ বা'ছা—এ অদ্‌দর্র্‌া—এ অ হীনাল্ বা'ছ। উলা-একা ল্লাজীনা ছদাকু। অ উলা—একা হুমোল মোত্তাকুন। (সুরা বকরা, ১৭৭)

১৮৭—১। ফাছ্‌তাকেম্ কামা—ওমের্‌তা অমান্ তা-বা মাআকা

তাহারা স্থির থাক। তোমরা সীমার অতিরিক্ত করিও না। তোমরা যাহা করিতেছ, নিশ্চয়ই তিনি তাহার দ্রষ্টা।

২ আর যাহারা অন্যায় করিয়াছে তোমরা তাহাদের অনুরাগী হইও না। অন্যথায় নরকাগ্নি তোমাদিগকেও গ্রাস করিবে আর তখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তোমাদের কেহ রক্ষাকারী বন্ধু থাকিবে না এবং সাহায্যও মিলিবে না।

৩ দিবসে দুই সন্ধ্যায় ও কিছু রাত্রি হইলে নিয়মিত প্রার্থনা করিবে। নিশ্চয় সৎকার্যাবলী দুষ্কার্যাবলীকে নষ্ট করে; যাহারা উপদেশ পালনে মনোযোগী তাহাদিগের জন্য ইহা স্মারক।

৪ তোমরা ধৈর্যাবলম্বন কর। কারণ নিশ্চয়ই ঈশ্বর মঙ্গলকারীদিগের পুরস্কার নষ্ট করেন না। ১১।১১২—১১৫

১৮৮ ঈশ্বর প্রদত্ত মানব-স্বভাব অনুসরণ করাই ধর্ম

১ ঈশ্বর নিজ প্রকৃতির আধারে মানবের মূল স্বভাব ন্যায়পরায়ণ করিয়া গঠন করিয়াছেন। মানবের সেই মূল স্বভাব তুমি ধর্মরূপে ধারণ কর ও একাগ্র হইয়া তাহাতে মন স্থির রাখ। ঈশ্বরের সৃষ্টি-নিয়মে কোন ব্যতিক্রম হয় না। ইহা প্রকৃত ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা বুঝে না। ৩০।৩০

অলা-তাত্‌গ্বাও। ইন্নাহু বেমা-তা’-মালুনা বাছীর। ২। অলা-তার্‌কানূ—এলা ল্লাজীনা জালামূ ফাতামাছ্‌ছাকোমো ন্না-রো, অমা-লাকুম্ মেন্ দূনে ল্লা-হে মেন্ আও্‌লেয়া—আ সোম্মা লা-তোন্‌ছারূন। ৩। অআকেমেছ্ ছালা-তা তারাফায়ে ন্নাহা-রে অযোলাফাম্ মেনা ল্লায়্‌ল। ইন্নাল্ হ্বাছানা-তে ইয়োজ্‌ হেব্‌নাছ্ ছাইয়্যেআ-ত। জা-লেকা জেক্‌রা-লেজ্জা-কেরীন। ৪। অছ্‌বের ফাইন্না ল্লা-হা লা-ইয়োদ্বীয়ো আজ্‌রাল্ মোহ্ব্‌-ছেনীন। (সূরা হুদ, ১১২—১১৫)

১৮৮—১। ফাআকেম্ অজ্‌হাকা লেদ্দীনে হানীফা-। ফেত্‌রাতাল্লা হেল্লাতী ফাতারান্নাছা আলায়্‌হা। লা-তাব্ দীলা লেখাল্‌কেল্লা-হ। জা লেকাদ্দীনোল্ কাইয়্যেমো, অলা-কেন্না আক্‌ছারান্না-ছে লা-য়্যা’লামূনা।

(সূরা রুম, ৩০)

১৮৯ ইসলামের নিষ্ঠা

১ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহাকিছু আছে তাহা ঈশ্বরের,এবং তোমাদের অন্তরের বিষয় তোমরা প্রকাশ কর বা তাহা গোপন কর ঈশ্বর তোমাদের নিকট হইতে তাহার হিসাব গ্রহণ করিবেন। অনন্তর তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করিবেন ; এবং ঈশ্বর সকল কর্মসম্পাদনে সমর্থ।

২ প্রেরিত পুরুষ তদীয় প্রভুর নিকট হইতে তাহার উদ্দেশে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, এবং শ্রদ্ধাবানগণ সকলেই ঈশ্বর, স্বর্গীয় দূতগণ, তাঁহার গ্রন্থসমূহ ও সকল প্রেরিত পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। তাহারা প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে পার্থক্য করে না। তাহারা বলে : আমরা শ্রবণ করিলাম ও স্বীকার করিলাম। হে প্রভু, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং আমাদিগকে তোমার অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

৩ ঈশ্বর কাহাকেও তাহার দায়িত্বের বাহিরে কোন কিছুর জন্য তাহাকে ক্লেশ প্রদান করেন না। কারণ সে যাহাকিছু পুণ্য উপার্জন করিয়াছে তাহার সুফল তাহারই প্রাপ্য আর (তাহার কৃত কুকার্যের জন্য) যাহা (যতখানি শাস্তি) পাইবার যোগ্যতা সে অর্জন করিয়াছে ততখানিই শাস্তি সে পাইবে। (তাহারা বলে :) হে আমাদের প্রভু, যদি আমাদের ভ্রম বা

১৮৯—১। লিল্লা-হে মা-ফেছ্ছামা-ওয়া-তে অমা-ফিল্ আর্‌য্। অইন্ তোব্দূ মা-ফী—আন্‌ফোছেকুম্ আও্ তোখ্ফুহো ইয়োহাছেব্‌কুম্ বেহে ল্লাহ্। ফাইয়াগ্‌ফেরো লেমাইঁ ইয়াশা—ও অইয়োআজ্জেবো মাইঁ ইয়াশা—ও, অল্লা-হো আলা কুল্লে শায়্এন্ কাদার্। ২। আ-মানা-র্‌রাছুলো বেমা—ওন্‌যেলা এলায়্হে মের্‌রাব্বেহী অল্‌মো'মেনুন্। কুল্লোন্ আ-মানা বিল্লা-হে অমালা—একাতেহী অকোতোবেহী অরোছোলেহী ; লা-নোফার্‌রেকো বায়্না আহাদেম্ মের্‌রোছোলেহ্ ; অকা-লু ছামে'না-অআত্বা'না-, গোফ্রা-নাকা রাব্বানা-অএলায়্কাল্ মাছীর্। ৩। লা-ইয়োকাল্লেফো-ল্লা-হো নাফ্ছান্ ইল্লা-ওছ্ আহা-। লাহা-মা-কাছাবাৎ অআলায়্হা-মাক্‌তা-

ত্রুটি হয় তবে তুমি আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিও না। হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেরূপ গুরুভার স্থাপন করিয়াছিলে আমাদের উপর তদ্রূপ গুরুভার অর্পন করিও না। হে আমাদের প্রভু, যাহা আমাদের শক্তির অতীত তাহা আমাদের দ্বারা বহন করাইও না, এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন কর। তুমি আমাদের প্রভু। অতএব ধর্মদ্রোহী লোকদের উপর আমাদের বিজয় প্রদান কর। ২।২৮৪—২৮৬

১৯০ ঈশ্বর-শরণতা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম নাই

১ তাহারা কি ঈশ্বর-নিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? দ্যুলোক ও ভূলোকে যাহাকিছু আছে তাহা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঈশ্বরেরই নিকট আত্মসমর্পণ করে, এবং তাঁহারই নিকট সকলকে প্রত্যাবর্তন করানো হইবে। ৩।৮৩

১৯১ দৃঢ় ভিত্তি

১ সৎকার্য করিবার সময় যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্কল্প উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, সে নিশ্চয়ই এক দৃঢ় হস্তাবলম্বন ধারণ করিয়াছে। সকল কর্মের পরিণামের মালিক হইতেছেন ঈশ্বর। ৩১।২২

ছাবাৎ। রাব্বানা-লা-তোআ-খেজ্না-ইন্ নাছীনা—আও্ আখ্ত্বা'না-রাব্বানা-অলা-তাহ্মেল্ আলায়্না—এছ্রান্ কামা-হামাল্তাহু আলা ল্লা-জীনা মেন্ কাব্লেনা-; রাব্বানা-অলা-তোহাম্মেল্না-মা-লা-ত্বা-কাতা-লানা-বেহ্; অ'ফো-আন্না-; অগ্ফের্ লানা-, অর্হাম্না—আন্তা-মাও্ লা-না-ফান্ছোর্না- আলাল্ কাও্মেল্ কা-ফেরীন্। (সূরা বকরা, ২৮৪—২৮৬)

১৯০—১ আফাগায়্রা দীনে ল্লা-হে ইয়াব্গূনা অলাহু—আছ্লামা মান্ ফেছ্ছামা-ওয়া-তে অল্ আর্দ্বে ত্বাও্ আঁও অকারহাও্ অএলায়্হে ইয়োর্জাউন্। (সূরা এমরান, ৮৩)

১৯১—১। অমাঁই ইয়োছ্লেম্ অজ্হাহু—এলাল্লা-হে অহুওয়া মোহ্-ছেনোন্ ফাকাদেছ্ তাম্ছাকা বিল্ ওর্অতেল্ বোছ্-কা-। অ এলাল্লা-হে আ-কেবাতোল্ ওমূর্। (সূরা লোক্মান, ২২)

১৯২—১। লা—একরা-হা ফেদ্দীনে, কাদ্তাবাইয়্যানা র্রোশ্দো

৪০ ধর্ম-সহিষ্ণুতা

১৯২ ধর্মের ব্যাপারে বল-প্রয়োগের কোন স্থান নাই

১ ধর্মের ব্যাপারে বল-প্রয়োগের কোন স্থান নাই। এখন ভ্রান্ত পথ হইতে সুপথ পৃথক ও স্পষ্ট হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি শয়তানকে অবিশ্বাস করিয়াছে ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই সুদৃঢ় অবলম্বন ধারণ করিয়াছে, যাহা ছিন্ন হইবার নহে। ঈশ্বর সর্ব-শ্রোতা, সর্ব-জ্ঞাতা। ২।২৫৬

১৯৩ সকল প্রেরিত পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা

১ যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণকে মানে না এবং প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে পার্থক্য করিতে ইচ্ছা করে এবং বলে: আমরা কতিপয়কে মানি ও কতিপয়কে মানি না, এবং যাহারা মধ্যবর্তী পথ পছন্দ করে,

২ তাহারাই প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধাহীন এবং আমি শ্রদ্ধাহীনদের জন্য লজ্জাকর শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

৩ কিন্তু যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিদান প্রদান করিবেন। ঈশ্বর ক্ষমাশীল, করুণাময়। ৪।১৫০—১৫২

মেনাল্ গাইয়্যে; ফামাইঁ ইয়াক্ফোর্ বেত্ব্তা-গুতে অ ইয়ো'মেম্ বিল্লা-হে ফাকাদিছ্ তাম্ছাকা বিল্ ওর্অতেল্ বোস্কা, লান্ফেছা-মা লাহা-। অল্লা-হো ছামীওন্ আলীম্। (সূরা বকরা, ২৫৬)

১৯৩—১। ইন্না ল্লাজীনা ইয়াক্ফোরূনা বেল্লা-হে অরোছোলেহী অ ইয়োরীদূনা আইঁ ইয়োফারে্রকু বায়্না ল্লা-হে অরোছোলেহী অ ইয়াকূলূনা নো'মেনো বেবা'দ্বেঙ্ অ নাকফোরো বেবা'দ্বেঙ্—অইয়োরীদূনা আইঁ ইয়াত্তা-খেজু বায়্না জা-লেকা ছাবীলা। ২। উলা—একা হুমোল্ কা-ফেরূনা হাক্কা-, অআ'তাদ্না-লেল্ কা-ফেরীনা আজা-বাম্ মোহীনা-; ৩। অল্লাজীনা আ-মানু বেল্লা-হে অরোছোলেহী অলাম্ ইয়োফারে্রকু বায়্না আহ্বাদেম্ মেন্হুম্ উলা—একা ছাওফা ইয়ো'তীহিম্ ওজুরা হুম। অ কা-নাল্লা-হো গাফুরা র'হীমা-। (সূরা নেছা, ১৫০—১৫২)

১৯৪ ভক্তগণের একই সমাজ

১ নিশ্চয় তোমাদের সকলের ধর্ম এক এবং আমি তোমাদের প্রভু। অতএব তোমরা মৎপরায়ণ হইয়া যাও।

২ কিন্তু তাহারা (মানব জাতি) নিজেদের ধর্মকে ভগ্ন করিয়া নিজদিগকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের মতবাদে পরিতুষ্ট রহিয়াছে। ২৩।৫২,৫৩

১৯৫ সাদাসিধা ভক্তদিগকে বিতাড়িত করিবে না

১ এবং তাহাদিগকে বিতাড়িত করিও না—যাহারা প্রভাতে ও সন্ধ্যা-কালে তাহাদের প্রভুর প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য আরাধনা করে। তোমাকে কোন বিষয়ে কোন কৈফিয়ৎ তাহাদের জন্য দিতে হয় না এবং তাহাদিগকেও তোমার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে অত্যাচারীগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ৬।৫২

১৯৬ তাহাদের দেবতাকে গালি দিও না

১ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য যেসব দেবতাকে তাহারা ভজনা করে তাহাদিগকে

১৯৪—১। অইন্না হা-জেহী—ওম্মাতোকুম্ ওম্মাতাঙ্ ওয়া-হেদাতাঙ। ২। অআনা-রাব্বোকুম্ ফাত্তাকুন। ফাতাকাত্তাউ—আম্‌রাহুম্ বায়্‌নাহুম্ যোবোরা। কুল্লো হেয্‌বেম্ বেমা-লাদায়্‌হিম্ ফারেহূন। (সূরা মুমেনুন, ৫২,৫৩)

১৯৫—১। অলা-তাত্ব্‌রোদে ল্লাজীনা ইয়াদ্‌উনা রাব্বাহুম্ বিল্‌গাদা-অতে অল্ আশীয়্যে ইয়োরীদূনা অজ্‌হাহু। মা-আলায়্‌কা মেন্ হেছা-বেহিম্ মেন্ শায়্‌এঙ্ অমা-মেন্ হেছা—বেকা আলায়্‌হিম্ মেন্ শায়্ এন্ ফাতাত্ব্‌রোদাহুম্ ফাতাকূনা মেনাজ্ জা-লেমীন্। (সূরা আনাম, ৫২)

১৯৬—১। অলা তাছোব্বোল্লাজীনা ইয়াদ্‌উনা মেন্ দূনি ল্লা-হে ফাইয়াছোব্বো ল্লা-হা আদ্‌অম্ বেগায়্‌রে এল্‌ম্।··· (সূরা আনাম, ১০৮)

নিন্দা করিও না। কারণ তাহার ফলে তাহারা অজ্ঞানতাবশত ঈশ্বরকে অন্যায়ভাবে গালি দিতে পারে।··· ৬।১০৮

১৯৭ সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর

১ ···তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য আমি এক পৃথক পথ ও পৃথক পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে একই মণ্ডলীভুক্ত করিতেন—কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহার দ্বারা তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। এইজন্য সৎকাজে তোমরা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। ঈশ্বরেরই কাছে তোমাদের সকলকে পৌঁছিতে হইবে এবং তখন তিনি তোমাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা বুঝাইয়া দিবেন। ৫।৪৮

১৯৮ আদালাপে সমন্বয় দেখাও

১ গ্রন্থানুগামীদের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহারা ভিন্ন অন্যদের সহিত সৌজন্যপূর্ণ রীতি ব্যতীত অন্যভাবে বিতর্ক করিবে না; তাহাদিগকে বলিবে: আমাদের উদ্দেশে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমাদের উদ্দেশে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উভয়েরই প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। আমাদের প্রভু ও তোমাদের প্রভু এক এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি। ২৯।৪৬

১৯৭—১। ··· লেকুল্লেন্ জাআল্না-মেন্কুম্ শের্আতাঙ্ অ মেন্‌হা-জা। অলাও্ শা—আল্লা-হো লাজাআলাকুম্ ওম্মাতাঙ্ অ-হেদাতাঙ্ অলা-কেল্ লেইয়াব্ লোঅকুম্ ফী মা—আ-তা-কুম্ ফাছ্তাবেকোল্ খায়্রাত্। এলা ল্লা-হে মার্জেয়োকুম্ জামীআন্ ফাইয়োনাব্বেয়োকুম্ বেমা-কোন্তোম্ ফীহে তাখ্তালেফুন। (সূরা মায়দা, ৪৮)

১৯৮—১। অলা-তোজাদেলু—আহ্লাল্ কেতা-বে ইল্লা-বেল্লাতী হেয়্যা আহ্ছানো, ইল্লাল্ লাজীনা জালামু মেন্‌হুম্ আকুলু—আ-মান্না বেল্লাজী—ওন্‌যেলা এলায়্না-অ ওন্‌যেলা এলায়্কুম্ অ এলা-হোনা-অএলা-হোকুম্ অ-হেদোঙ্ অ নাহ্নো লাহু মোছ্লেমুন।

(সূরা আন্‌কাবুৎ, ৪৬)

১৯৯ তোমাদের ও আমার প্রভু এক

১ নিঃসন্দেহ ঈশ্বরই আমার ও তোমাদের প্রভু। অতএব তাঁহাকে ভক্তি কর। ইহা সরল পথ। ৪৩।৬৪

২০০ সবদিকের মূল্য সমান

১ পূর্ব ও পশ্চিম সবই ঈশ্বরের। সুতরাং তুমি যে দিকে ফিরিবে সেই দিকেই ঈশ্বরের মুখ। নিশ্চয়ই ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। ২।১১৫

২০১ স্বর্গ কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নহে

১ এবং তাহারা বলে: ইহুদী ও খৃষ্টান ভিন্ন অন্য কেহ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহা তাহাদেরই অভিপ্রায়। তুমি বল: তোমাদের কথা সত্য হইলে তাহার প্রমাণ উপস্থিত কর।

২ যাহারাই স্বীয় সঙ্কল্প ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছে ও সৎকার্য করে তাহাদের জন্য পুরস্কার তাহাদের প্রভুর কাছে থাকে। তাহাদের কোন আশঙ্কা নাই এবং তাহারা সন্তপ্ত হইবে না। ২।১১১,১১২

৪১ ধর্ম-বিধি

২০২ বিধিত্রয়

১ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ধর্মকে বিশুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার অর্চনা করা, নিত্য-নিয়মিত

১৯৯—১। ইন্নাল্লা-হা—হুঅ রাব্বী অরাব্বোকুম্ ফা'বোদুহ্। হা-জা ছেরা-ত্বোম্ মোছ্তাকীম্। (সূরা জোখ্রোফ, ৬৪)

২০০—১। অলিল্লা-হেল্ মাশ্রেকো অল্ মাগ্রেব, ফাআয়্নামা তোঅল্লু ফাসাম্মা অজ্হো ল্লা-হ্। ইন্না ল্লাহা অ-ছেওন্ আলীম্। (সূরা বকরা, ১১৫)

২০১—১। অকা-লু লাইঁ ইয়্যাদ্খোলাল্ জান্নাতা ইল্লা-মান্ কা-না হুদান্ আও্ নাছা-রা-। তিল্কা আমা-নিইয়্যোহুম্। কোল্ হা-তু বোর্‌হা-নাকুম্ ইন্ কোন্তুম্ ছ-দেকীন। ২। বালামান আছ্লামা অজ্হাহু লিল্লা-হে অহুঅ মোহ্ছেনোন্ ফালা-হু—আজ্‌রোহু এন্দা রাব্বেহী, অলা খাওফোন্ আলায়্হিম্ অলা হুম্ ইয়্যাহ্যানুন্। (সূরা বকরা, ১১১,১১২)

প্রার্থনা করা ও দরিদ্রগণকে তাহাদের প্রাপ্যাংশ প্রদান করা ব্যতীত আর কোন আদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। ৯৮।৫

২০৩ উপাসনা (পঞ্চ উপাসনা)

১ অতএব তাহারা যাহা বলে তাহা সহ্য করিয়া যাও। সূর্যোদয় ও সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে তোমার প্রভুর স্তুতি ও অর্চনা কর এবং রাত্রির কয়েক ঘণ্টা ও দিবসের দুই সন্ধ্যা তাঁহার স্তব কর যাহাতে (প্রভুর কাছে) তোমার স্বীকৃতি লাভ হইতে পারে। ২০।১৩০

২০৪ প্রভু-স্মরণপূর্বক আহার গ্রহণ

১ যদি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশসমূহের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা থাকে তবে যে খাদ্যের জন্য ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা হইয়াছে মাত্র সেই খাদ্য ভোজন করিবে।

২ যে খাদ্যের জন্য ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা হয় নাই তাহা গ্রহণ করিবে না, কারণ ঐরূপ করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা ভঙ্গ করা হইবে।··· ৬।১১৮,১২১

২০২—১। অমা—ওমেরূ—ইল্লা লে-ইয়্যা'বোদো ল্লা-হা মোখ্‌লেছীনা লাহো দ্দীনা; হোনাফাআ—অ ইয়্যোকীমোছ্‌ছালা-তা অ ইয়্যো'তোয্‌ যাকা-তা অ জা-লেকা দীনোল্ কাইয়্যেমাহ্‌। (সূরা বাইয়েনাহ, ৫)

২০৩—১। ফাছ্‌বের্ আলা-মা-য়্যাক্‌লুনা অছাব্বেহ্ব্‌ বেহ্বাম্‌দে রাব্বেকা কাব্‌লা তোলুএশ্‌ শাম্‌ছে অকাব্‌লা গোরূবেহা-; অমেন্ আ-না—এল্লায়্‌লে ফাছাব্বেহ্ব্‌ অ আত্‌রা-ফান্নাহা-রে লাআল্লাকা তার্‌দ্বা-।

(সূরা তা-হা, ১৩০)

২০৪—১। ফাকোলু মেম্মা-জোকেরা ছ্‌মো ল্লাহে আলায়্‌হে ইন্ কোন্তম্ বেআ-ইয়া-তেহী মো'মেনীন্। ২। অলা—তা'কোলু মেম্মা-লাম্ ইয়োজ্‌কারে ছ্‌মো ল্লা-হে আলায়্‌হে অ ইন্নাহূ লাফেছ্‌ক্‌।···

(সূরা আনাম, ১১৮,১২১)

২০৫ উপবাস

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, তোমাদের পূর্ববর্তী যাহারা ছিল তাহাদের জন্য যেমন উপবাসের নিয়ম করা হইয়াছিল তদ্রূপ তোমাদের জন্যও উপবাসের নিয়ম করা হইয়াছে, যাহাতে তোমরা সংযমী হও।

২ উহা নির্ধারিত কয়েকটি দিবস। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা প্রবাসে থাকে তবে তাহার জন্য পরে অন্য কয়েক দিনে তাহা পূরণ করা যাইবে; এবং যাহারা তাহাতে অক্ষম তাহারা তৎপরিবর্তে একজন দরিদ্রকে ভোজ্য দান করিবে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে তাহার কল্যাণ হয় এবং যদি তোমরা বুঝিয়া থাক তবে উপবাস পালন করাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর (মনে করিবে)। ২।১৮৩,১৮৪

২০৬ তীর্থযাত্রা (পুণ্যযাত্রা)

১ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা ও ক্ষেত্র দর্শন কর। যদি যাওয়ার পক্ষে বাধা উপস্থিত হয় তবে যাহা সহজে সংগ্রহ করিতে পারিবে এমন কিছু উৎসর্গের জন্য পাঠাইয়া দাও।···

২ ···যে ব্যক্তি পুণ্যযাত্রায় ব্রতী হয় সে সেই সময়ে যৌন সম্পর্ক, দুর্ভাষণ ও কলহ করিবে না।··· ২।১৯৬,১৯৭

২০৫—১। ইয়া—আয়্ইয়োহা ল্লাজীনা আ-মানূ কোতেবা আলায়্-কুমোছ্ ছেয়া-মো কামা-কোতেবা আলা ল্লাজীনা মেন্ কাব্লেকুম্ লা আল্লা-কুম্ তাত্তাকূন। ২। আয়্ইয়া-মাম্ মা'দূদা-ত্। ফামান্ কা-না মেন্কুম্ মারীদ্বান্ আও্ আলা ছাফারেন ফা এদ্দাতোম্ মেন্ আয়্ ইয়্যা-মেন্ওখার্। অ আলা ল্লাজীনা ইয়োত্বীকূনাহু ফিদ্ইয়াতোন্ ত্বআ-মো মেছ্কীন্। ফামান্ তাত্বও্ অআ খায়্রান্, ফাহুঅ খায়্রোল্লাহ্। অ আন্ তাছুম্ খায়্রো ল্লাকুম্ ইন্ কোন্তুম্ তা'লামূন্। (সূরা বকরা, ১৮৩,১৮৪)

২০৬—১। অ আতেম্মোল্ হ্বাজ্জা অল্ ওম্রাতা লিল্লা-হ্; ফাইন্ ওহ্ব্ছের্তুম্ ফামাছ্ তায়্ছারা মেনাল্ হাদ্ইয়্যে,··· ২। ···ফামান্ ফারাদ্বা ফাহেন্নাল্ হ্বাজ্জা ফালা-রাফাসা অলা-ফোছুকা অলা-জেদা-লা ফিল্হাজ্জ।··· (সূরা বকরা, ১৯৬,১৯৭)

খণ্ড ৬

নীতি

১৭ সত্য

৪২ সত্যাসত্য-বিবেক

২০৭ জ্ঞান-অজ্ঞান ভেদ

১ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নহে

২ এবং আলোক ও অন্ধকারও (সমান নহে)

৩ এবং ছায়া ও রৌদ্রও (সমান নহে)

৪ এবং সমান নহে জীবিত ও মৃতও।... ৩৫।১৯—২২

২০৮ জল ও ফেনপুঞ্জ

১ তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন। অতঃপর উপত্যকায় ঐ জলের পরিমাণ অনুসারে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হয়। ঐ জলপ্রবাহ উহার পরে ফেনপুঞ্জ ধারণ করে। যেমন অলঙ্কার ও তৈজসপত্র নির্মাণের জন্য (ধাতু) অগ্নি সংযোগে দ্রবীভূত করিলে খাদ বহির্গত হয় সেইরূপ ঐ ফেনপুঞ্জ (অসার)। ঈশ্বর ঐরূপে সত্য ও মিথ্যার উপমা রচনা করেন। ফেনপুঞ্জ তৎপরে তীর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় (খাদ যেমন পরিত্যক্ত

২০৭—১। অমা-ইয়াছ্ তাবীল্ আ'মা-অল্‌বাছীরো, ২। অলাজ্জো-লোমা-তো অলান্নুরো, ৩। অলাজ্জেলো অলাল্‌হ্বারুর। অমা—ইয়াছ তাবীল্ আহ্ব্‌ইয়া—ও আলাল্ আমৃঅ-ৎ। (সুরা ফাতের, ১৯—২২)

২০৮—১। আনযালা মেনাছ্‌ছামা—মা—এ আন্ ফাছা-লাৎ আও্-দেয়্যাতোম্ বেক্বাদারেহা-ফাহ্‌তামালাছ্‌ছায়্‌লো যাবাদার্‌া-বিয়্যা-। অমেম্মা ইউকেদূনা আলায়্‌হে ফেন্না-রেব্‌তেগা—আ হেল্‌য়্যাতেন্ আও্ মাতা-এন্ যাবাদোম্ মেছ্‌লোহ্। কাজা-লেকা য়্যাদ্‌রেবোল্‌লা-হোল্ হাক্‌কা অল্-বা-তেল্। ফাআম্মায্ যাবাদো ফায়্যাজ্‌হাবো জোফা—আন্, অআম্মা মা-য়্যান্‌ফায়োন্না-ছা ফায়্যাম্‌কোছো ফেল্-আর্‌দ। কাজা-লেকা য়্যাদ্‌রেবোল্‌লা-হোল্ আম্‌ছা-ল্। (সুরা রআদ, ১৭)

হয়)। এবং যে বস্তু (অর্থাৎ জল) মানুষের উপকারে আসিবে তাহা মাটিতে থাকিয়া যায়। ঈশ্বর এইরূপে উপমা রচনা করিয়া থাকেন। ১৩।১৭

২০৯ সত্যাসত্যের মিশ্রণ করিও না

১ মিথ্যার সহিত সত্যকে মিশ্রিত করিয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিও না এবং জানিয়া-শুনিয়া সত্যকে গোপন করিও না। ২।৪২

২১০ সত্য বাসনা অনুসারে চলে না

১ এবং যদি সত্য জনগণের প্রবৃত্তি অনুসারে (তাহারা যেরূপ মনে করে সেইরূপে) চলিত তবে আকাশ ও ভূমণ্ডল এবং উহাদের মধ্যে যাহাকিছু আছে সবই বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত।··· ২৩,৭১

২১১ অসত্যের মস্তক ভাঙ্গা

১ বরং আমি সত্যকে অসত্যের উপর নিক্ষেপ করি; উহা অসত্যের মস্তক ভঙ্গ করে, এবং নিশ্চয়ই অসত্য তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়।··· ২১।১৮

২০৯—১। অলা-তাল্‌বেছোল্ হাক্‌কা বিল্ বা-ত্বেলে অ-তাক্‌তোমোল্ হাক্‌কা অ আন্তম্ তা-লামূন্। (সূরা বকরা, ৪২)

২১০—১। অলাত্তেবা আল্-হাক্‌কো আহ্‌ওয়া-আহুম্ লাফাছাদাতেছ্‌ ছামা-ওয়া-তো অল্-আরদ্বো অমান্ ফীহেন্‌ন।··· (সূরা মূমেনুন, ৭১)

২১১—১। বাল্ নাক্‌ জেফো বেল্ হাক্‌কে আলাল্ বাত্বেলে ফায়্যাদ্-মাগোহূ ফাএজা-হুয়া যা-হেক।··· (সূরা আম্বিয়া, ১৮)

১৮ বাকশুদ্ধি

৪৩ সত্যসন্ধ

২১২ যেরূপ বলা সেইরূপ করা

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, তোমরা যাহা কর না তাহা কেন বল ?

২ আর তোমরা যাহা বল তাহা কর না—ইহা ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত ঘৃণার্হ। ৬১।২,৩

২১৩ পরোপদেশে পাণ্ডিত্যম্

১ তোমরা কি লোকদিগকে সৎকার্য করিতে আদেশ দাও, এবং নিজেরা (সেইরূপ আচরণ করার বিষয়ে) বিস্মৃত হও ? অথচ তোমরা ধর্মগ্রন্থ পাঠ কর। তোমাদের কি কোন বোধশক্তি নাই ? ২।৪৪

২১৪ সত্যভঙ্গকারী

১ যখন তোমরা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অঙ্গীকার কর তখন তাহা পালন করিও। আর শপথ দৃঢ় করিবার পর উহা ভঙ্গ করিবে না। এবং নিশ্চয় তোমরা ঈশ্বরকে তোমাদের প্রতিভূ করিয়াছ। তোমরা যাহা করিতেছ তাহা ঈশ্বর নিশ্চয় অবগত আছেন।

২১২—১। ইয়্যা—আইয়্যোহাল্লাজীনা আ-মানূ লেমা-তাকূলুনা মা-লা-তাফ্‌আলুন্। ২। কাবোরা মাক্‌তান্ ইন্দাল্লা-হে আন্ তাকূলু মা-লা-তাফ্‌আলুন্। (স্বরা সফ্‌ফ, ২,৩)

২১৩—১। আ তা'মোরূনা ন্না-ছা বিল্‌বেরে অ তান্‌ছাওনা আন্‌ফোছা-কুম্ অ আন্তুম্ তাৎলুনাল্ কেতা-ব্। আফালা-তা'কেলুন্।

(স্বরা বকরা, ৪৪)

২১৪—১। অ আওফু বেআহ্‌দেল্লা-হে এজা-আ-হাত্তুম্ অলা-তান্‌কোস্বেল্ আয়্‌মা না বা'দা তাওকীদেহা-অকাদ্ জাআল্‌তোমোল্লা-হা আলায়্-

২ আর তোমরা সেই স্ত্রীলোকের ন্যায় হইও না, যে পরিশ্রম করিয়া মজবুত সূতা কাটিবার পর তাহার পাক খুলিয়া ফেলিয়া উহাকে তুলার আঁশে পরিণত করে।··· ১৬।৯১.৯২

২১৫ সত্যনিষ্ঠা

১ যে ব্যক্তি সত্য লইয়া আগমন করিয়াছে ও যে ব্যক্তি তাহাতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছে তাহারা উভয়ে কর্তব্যপরায়ণ।

২ তাহারা যাহাকিছু চাহিবে তাহা তাহারা প্রভুর কৃপা-বৈভব হইতে পাইবে। ইহা সৎকর্মকারীদের (সৎকর্মের) প্রতিদান। ৩৯।৩৩,৩৪

৪৪ মঙ্গলবাণী

২১৬ ভাল ও মন্দ বাক্যের উপমা

১ তুমি কি দেখ না যে ঈশ্বর কিরূপে উত্তম বাক্যের এক উপমা রচনা করিয়াছেন? উহা উত্তম বৃক্ষসদৃশ; উহার মূল দৃঢ় এবং উহার শাখাসমূহ আকাশে প্রসারিত।

২ উহা আপন প্রভুর আদেশে সকল ঋতুতে ফল দান করে। ঈশ্বর মানুষের জন্য উপমা তৈয়ারি করেন, যাহাতে সে চিন্তা করিতে পারে।

কুম্ কাফীল্লা-। ইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামো মা-তাফ্ আলুন। ২। অলা-তাকুনূ কাল্লাতী নাকাদ্বাৎ গ্বায্‌লাহা-মেম্ বা'দে কুউঅতেন্ আন্‌কা-ছা।···

[1](সূরা নহল, ৯১,৯২)

২১৫—১। অল্লাজী জা—আ বেছ্‌ছেদ্‌কে অছাদ্দাকা বেহী—উলা—য়েকা হুমোল্ মোত্তাকূন। ২। লাহুম্ মা- ইয়্যাশা—য়ুনা ইন্দা রাব্বেহিম্। জা-লেকা জাযা-ওল্ মোহ্‌ছেনীন। (সূরা যোমার, ৩৩,৩৪)

২১৬—১। আলাম্‌তারা কায়্‌ফা দারাবাল্লা-হো মাছালান্ কালে-মাতান্ তায়্‌য়েবাতান্ কাশাজারাতেন্ তায়্‌য়েবাতেন্ অছ্‌লোহা-ছা-বেতোঙ্ অফার্‌য়োহা-ফেছ্‌ছামা—এ; ২। তো'তী—ওকোলাহা-কোল্লা হীনেম্ বেএজ্‌নে রাব্বেহা-। অয়্যাদ্‌রেবোল্লা-হোল্ আম্‌ছা-লা লেন্না-ছে

৩ এবং মন্দ বাক্য খারাপ বৃক্ষের ন্যায়; উহা মৃত্তিকার উপর হইতে উন্মুলিত হয় (অর্থাৎ উহার মূল গভীরতায় থাকে না), উহার কোন স্থায়িত্ব নাই। ১৪।২৪—২৬

২১৭ শিবং বদ

১ আমার সেবকগণকে বলিয়া দাও—তাহারা যেন এরূপ বাক্য বলে যাহা উৎকৃষ্টতর। নিশ্চয়ই শয়তান তাহাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহ, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। ১৭।৫৩

২১৮ উত্তম বাণী

১ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করে, সৎকর্ম করে এবং বলে : যাহারা ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছে নিশ্চয়ই আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কাহার বাণী উৎকৃষ্ট হইতে পারে ? ৪১।৩৩

২১৯ সরাসরি কথা বল

১ হে শ্রদ্ধাবানগণ, তোমরা ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক থাকিবে এবং সরাসরি আসল বিষয়বস্তু ধরিয়া কথা বলিবে। ৩৩।৭০

লাআল্লাহুম্ য়্যাতাজাকারূন। ৩। আমাছালো কালেমাতেন্ খাবীছাতেন্ কাশাজারাতেন্ খাবীছাতেনেজ্ তোছ্ছাৎ মেন্ কাও্কেল্-আর্দে মা-লাহা-মেন্ কারা-র্। (সূরা এব্রাহিম্, ২৪—২৬)

২১৭—১। অকোল্ লেএবা-দা ইয়াকুলো ল্লাতী হিয়া আহ্ছান। ইন্নাশ্ শায়্ত্বা-না ইয়ান্যাগো বায়্নাহুম্। ইন্নাশ্ শায়্ত্বা-না কা না লেল্ এন্ছা-নে আদুঅম্ মোবীনা-। (সূরা বনি এস্রায়েল, ৫৩)

২১৮—১। অমান্ আহ্ছানো কাও্লাম্ মিম্মান্ দাআ-এলাল্লা-হে অ আমেলা ছা-লেহাঙ্ অ কা-লা ইন্নানী মিনাল্ মোছ্লেমীন। (সূরা হামীম্ছেজ্দা, ৩৩)

২১৯—১। ইয়া—আইয়্যোহাল্লাজীনা আ-মানু ত্তাকুল্লা-হা অকুলু কাও্লান্ ছাদীদাই। (সূরা আহ্যাব, ৭০)

৪৫ অনিন্দা

২২০ মুখ দিয়া কু-কথা বাহির না হয়

১ যে ব্যক্তির প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ কু-কথা প্রকাশ্যে বলে ইহা ঈশ্বর পছন্দ করেন না। ঈশ্বর শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২ যদি তুমি প্রকাশ্যে সৎকার্য কর বা সৎকার্য করিয়া তাহা গোপন রাখ, অথবা অন্যায় ক্ষমা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় ঈশ্বর চির ক্ষমাশীল, সর্বশক্তিমান। ৪।১৪৮,১৪৯

২২১ নিন্দা করিবে না

১ হে ক্ষমাশীল লোকসকল, এক সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করে—উহারা তাহাদের অপেক্ষা হয়ত ভাল হইতে পারে, এবং কোন স্ত্রীলোক অন্য কোন স্ত্রীলোককে উপহাস বিদ্রূপ করিবে না—সে হয়ত তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে অপমান করিও না এবং পরস্পরকে অবজ্ঞাসূচক উপনাম দিয়া অপদস্থ করিও না। শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করিবার পর কাহারও অশ্লীল নাম দেওয়া অন্যায়। এবং যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হইয়া (ঈশ্বরের দিকে) ফিরিবে না সে অন্যায়কারী।

২ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, অধিক সন্দিগ্ধমনা হইও না। কারণ নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণ সন্দেহও অপরাধ। পরস্পর পরস্পরের গুপ্তচর হইও না এবং

২২০—১। লা—ইয়োহেব্বো ল্লা-হোল্ জাহ্‌রা বেছ্‌ছু—এ মেনাল্ কাও্‌লে ইল্লা—মান্‌জোলেম্ অকা-না ল্লা-হো ছামীআন্ আলীমা-। ২। ইন্‌তোব্‌দূ খায়্‌রান্ আও্ তোখ্‌ফুহো আও্‌তা'ফু আন্ ছু—এন্ ফাইন্না ল্লা-হা কা-না আফুওয়ন্ কাদীরা-। (সূরা নেছা, ১৪৮,১৪৯)

২২১—১। ইয়্যা—আইঁয়্যোহাল্লাজীনা আ-মানু লা—ইয়্যাছ্‌খার কাও্‌মোম্ মিন্ কাও্‌মেন্ আছা—আঁইয়্যাকূনু খায়্‌রাম মিন্‌হুম্ অলা-নেছা—য়োম্-মিন্ নেছা—য়েন্ আছা—আঁই ইয়্যাকুন্না খায়্‌রাম্ মিন্‌হুন্ন অলা-তাল্‌মেযু—আন্‌ফোছাকুম্ অলা তানা-বাযু বিল্ আল্‌কা'ব। বে'ছাল্ এছ্‌মোল্ ফোছুকো বা'দাল্ ঈমান, অমাল্‌লাম্ ইয়্যাতুব্ ফাউলা—য়েকাহুমোজ্ জা-লেমূন্। ২। ইয়্যা—আইয়্যোহাল্ লাজীনা আ-মানুজ্‌তানেবু কাসীরাম্

অসাক্ষাতে পরস্পরের নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মৃত ভ্রাতার মাংস খাইতে চাহিবে? তোমরা তাহা ঘৃণা কর (সুতরাং অন্যটিও ঘৃণা কর) এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর। নিশ্চয়ই ঈশ্বর ক্ষমাশীল, করুণাময়। ৪৯।১১,১২

২২২ বিবাদ এড়াইয়া চলিবে

১ এবং যদি তুমি দেখ যে তাহারা আমার প্রত্যাদেশসমূহ সম্পর্কে অবাঞ্ছিত আলোচনা করিতেছে তাহা হইলে যতক্ষণ না তাহারা অন্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় ততক্ষণ তুমি তাহাদের সঙ্গ হইতে বিরত থাকিবে; এবং যদি শয়তান তোমাকে একথা বিস্মৃত করাইয়া দেয় তবে তাহা স্মরণ হওয়ার পর সেই দুষ্কার্যকারীদের সমাবেশ ত্যাগ করিবে। ৬।৬৮

২২৩ ব্যর্থ কথাবার্তা এড়াইয়া যাইবে

১ যখন তাহারা কাহারও নিকট হইতে অসার কথা শ্রবণ করে তখন তাহারা সেই কথায় যোগদান করিতে বিমুখ হয় ও বলে: আমাদের কাজ আছে আর তোমাদেরও কাজ আছে, তোমাদিগকে সেলাম! (তোমাদের শান্তি হউক)। আমরা অজ্ঞানদিগের (সঙ্গ) চাহি না। ২৮।৫৫

মিনাজ্ জান্নে, ইন্না বা'দ্বাজ্ জান্নে এস্মোঙ্ অলা-তাজাছ্ ছাছু অলা-ইয়্যাগ্‌ত্ তাব্ বা'দ্বোকুম্ বা'দ্বা-। আইয়্যোহেব্বো আহাদোকুম্ আঁই ইয়্যা-কোলা লাহ্মা আখী-হে মায়্তান্ ফাকারেহ্ তুমুহ্। অত্তাকুল্লা-হ্ ইন্নাল্লা-হা তাও অ-বোর্রাহীম্। (স্থরা হোজোরাত, ১১,১২)

২২২—১। অ এজা-রাআয়্তা ল্লাজীনা ইয়াখুদ্বুনা ফী—আ-ইয়া-তেনা -ফাআ'রেদ্ব্ আন্হুম্ হাত্তা-ইয়াখুদ্বু ফী হাদীসেন্ গায়্রেহ্। অ এম্মা-ইয়োন্ছেয়ান্নাকাশ্ শায়্ত্বা-নো ফালা-তাক্ওদ্ বা'দাজ্ জেক্‌রা-মাআল্ কাওমেজ্ জ্বা-লেমীন্। (স্থরা আনাম, ৬৮)

২২৩—১। অ এজা—ছামেউল্ লাগ্‌ও অ'আ'রাদ্বু আন্হো অকা-লু লানা —আ'মালোনা-অলাকুম্ আ'মা-লোকুম্; ছালা-মোন্ আলায়্কুম্, লা-নাব্তাগিল্ জা-হেলীন্। (স্থরা কাছাছ, ৫৫)

২২৪ ধর্ম-নিন্দা শুনা উচিত নহে

১ নিশ্চয় তোমাদের উদ্দেশ্যে অবতারিত গ্রন্থে এই প্রত্যাদেশ দেওয়া হইয়াছে যে যদি তোমরা শুনিতে পাও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশসমূহ অগ্রাহ্য করা হইতেছে কিংবা ঐ সম্পর্কে উপহাস করা হইতেছে তবে যতক্ষণ না তাহারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে বসিবে না। সে ক্ষেত্রে (যদি তোমরা সেখানে থাকিয়া যাও তবে) তোমরাও তাহাদের ন্যায় (পাপী) গণ্য হইবে। ৪।১৪০

২২৫ নিন্দুকের গতি

১ প্রত্যেক অপবাদকারী নিন্দুককে ধিক্কার।

২ যে ব্যক্তি ধনরাশি সঞ্চিত করিয়াছে ও তাহা সাজাইয়া রাখিয়াছে

৩ সে মনে করে যে তাহার ধনরাশি তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

৪ কখনও নহে, বরং নিশ্চয়ই সে এক সর্বভুকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৫ হায়! কে তোমাদিগকে বলিয়া দিবে—কি সেই সর্বভুক ?

৬ (তাহা হইতেছে) ঈশ্বরের প্রজ্বলিত বহ্নি।

৭ যাহা লম্ফ দিয়া অন্তঃকরণের উপর উত্থিত হয়।

৮ নিশ্চয় ঐ অগ্নি উহার উপর আবদ্ধ হইয়া থাকে—

৯ দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভরূপে। ১০৪।১—৯

২২৪—১। অক্বাদ্ নায্যালা আলায়্কুম্ ফেল্ কেতা-বে আন্ এজা-ছামে'তুম্ আ-ইয়া-তেল্লা-হে ইয়োক্ফারো বেহা-অইয়োছ্তাহ্যায়ো বেহা-ফালা-তাক্ওদ্ মাআহুম্ হাত্তা-ইয়াখুদ্ ফী হাদীসেন্ গায়্রেহী, ইন্নাকুম্ এজাম্ মেস্লোহুম্। ইন্না ল্লা-হা জা-মেওল্ মোনা-ফেকীনা অল্ কা-ফেরীনা ফী জাহান্নামা জামীআ-। (সূরা নেছা, ১৪০)

২২৫—১। অয়্লু-ল্লেকুল্লে হোমাযাতি ল্লোমাযাতে ; ২। নিল্লাজী জামাআ মা-লাঙ্ অ আদ্দাদাহু ; ৩। ইয়াহ্ছাবো অন্না মা-লাহু—আখ্লাদাহ্। ৪। কাল্লা-লাইয়োম্বাজান্না ফিল্ হোত্বামাতে। ৫। অমা—আদ্রা-কা মাল্ হোত্বামাহ্। ৬। না-রো ল্লা-হিল্ মূকাদাতো ; ৭। ল্লাতী তাত্ত্বালেয়ো আলাল্ আফ্য়েদাহ্। ৮। ইন্নাহা-আলায়্হিম্ মো'ছদাতুন ; ৯। ফী আমাদিম্ মোমাদ্দাদাহ্। (সূরা হোমযত, ১—৯)

১৯ অহিংসা

৪৬ ন্যায়-বুদ্ধি

২২৬ একজন মানুষকে বাঁচানো অর্থাৎ জগতকে বাঁচানো

১ আমি এস্রায়েলবংশীয়দের জন্য এই আদেশ দিয়াছিলাম যে কেহ যদি নরহত্যার প্রতিশোধ বা পৃথিবীতে দুর্নীতি স্বষ্টির অপরাধের কারণ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে সে যেন সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করিল (এরূপ মনে করা হইবে) এবং যদি কেহ কোন লোকের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন সমগ্র মনুষ্য জাতির জীবন রক্ষা করিল (এরূপ মনে করা হইবে।) ৫।৩২

২২৭ কলহ বিস্তার করিও না

১ (হে মানবমণ্ডলী,) তোমরা আপন প্রভুকে নম্রতা সহকারে ও গোপনে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না।

২ পৃথিবী সুচারুভাবে সুবিন্যস্ত হওয়ার পর উহাতে বিশৃঙ্খলা স্বষ্টি করিও না এবং তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাক। নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কৃপা কল্যাণকারীগণের নিকটেই থাকে। ৭।৫৫,৫৬

২২৬—১। মেন্ আজ্‌লে জা-লেক, কাতাব্‌ না-আলা-বাণী—এছরা—ঈলা আন্নাহু মান্ কাতালা নাফ্‌ছাম্ বেগায়্‌রে নাফ্ছিন্ আও ফাছা-দিন্ ফিল্ আর্‌দ্বে ফাকাআন্নামা-কাতালা ন্না-ছা জামীআ-। অমান্ আহ্ব্‌ ইয়া-হা- ফাকাআন্নামা—আহ্‌ব্‌ইয়া ন্না-ছা জামীআ-। (সূরা মায়দা, ৩২)

২২৭—১। ওদ্‌উ রাব্বাকুম্ তাদ্বার্‌রোআও্‌ অখোফ্‌ইয়াহ্‌। ইন্নাহু লা-ইয়োহ্বেব্বোল্ মো'তাদীন্। ২। অলা-তোফ্‌ছেদ্‌ ফিল্ আর্‌দ্বে বা'দা এছ্‌লা-হেহা- অদ্‌উহো খাও্‌ফাও্‌ অত্বামাআ-। ইন্না রাহ্‌মাতাল্লা-হে কারীবোম্ মেনাল্ মোহ্‌ছেনীন। (সূরা আরাফ, ৫৫,৫৬)

২২৮ বিদ্বেষকারীর প্রতিও অন্যায় করিও না

১ হে শ্রদ্ধাবানগণ, তোমরা ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠায় ঈশ্বরের অটল সাক্ষী স্বরূপ হইও। তোমাদের প্রতি কোন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ থাকিলেও তোমরা যেন সেই কারণে তাহাদের প্রতি ন্যায় আচরণ না করিতে প্রলুব্ধ হইও না। ন্যায়াচরণ করিবে। উহা ধর্মপরায়ণতার অধিকতর নিকটবর্তী! ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর। নিশ্চয়ই তোমরা যাহা কর তৎসমস্তই ঈশ্বর অবগত আছেন। ৫।৮

২২৯ মৈত্রী স্থাপনের জন্য প্রস্তুত থাক

১ যদি তাহাদের মনোভাব শান্তি স্থাপনের অনুকূলে হয় তবে তুমিও উহার অনুকূল হইবে; এবং ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখিবে। নিঃসন্দেহ তিনিই শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২ এবং যদি তাহারা তোমাকে প্রতারণা করিতে চায় তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বর তোমার পক্ষে যথেষ্ট। আপন আনুকূল্য দ্বারা ও শ্রদ্ধাবানদের দ্বারা তিনি তোমাকে সমর্থন করেন।

৩ এবং (শ্রদ্ধাবানদের সম্পর্কে) তিনি তাহাদের পরস্পরের হৃদয়ের ঐক্য বিধান করিয়াছেন। ধরাতলে যাহাকিছু আছে তৎসমস্তই যদি তুমি ব্যয় করিতে তথাপি তুমি তাহাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করিতে পারিতে না! কিন্তু ঈশ্বরই তাহাদের হৃদয়ের সেই সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। নিঃসন্দেহ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, পরম বিজ্ঞতাসম্পন্ন। ৮।৬১—৬৩

২২৮—১। ইয়া—আইয়্যো হাল্লা-জীনা আমানূ কূ-নূ কাও্‌ওয়া-মীনা লেল্লাহে শোহাদা—আ বেল্ কেহ্‌তে, অলা-ইয়াজ্‌রেমান্নাকুম্ শানাআ-নো কাও্‌মেন্ আলা—আল্লা-তা'দেলু। এ'দেলু, হুয়া আক্‌রাবো লেত্তাক্‌ওয়া-অত্তাকো-ল্লাহ্। ইন্নাল্লাহা খাবীরোম্ বেমা-তা'মালুন। (সূরা মায়দা, ৮)

২২৯—১। অইন্ জানাহু লেছ্‌ছাল্‌মে ফাজ্‌নাহ্ লাহা-অতাঅক্কাল্ আলাল্লা-হ্। ইন্নাহু হুঅছ্ ছামীওল্ আলীম। ২। অইঈঁ-ইয়োরীদূ—আইঁ ইয়াখ্‌দাউকা ফাইন্না হাছ্ বাকাল্লা-হ্, হো-অল্লাজী—আইয়্যাদাকা বেনাছরেহী অবেল্‌মো'মেনীন। ৩। অআল্লাফা বায়না কোলুবেহিম্।

৪৭ ন্যায়-বিচার অপেক্ষা ক্ষমা শ্রেষ্ঠ

২৩০ সহিষ্ণু হওয়া শ্রেয়

১ যদি তোমরা শাস্তিদান কর তবে তোমরা যে পরিমাণে উৎপীড়িত হইয়াছ তদনুরূপই শাস্তি প্রদান করিও, কিন্তু যদি তোমরা তাহা সহ্য কর তবে উহা কল্যাণকর হইবে।

২ তুমি সহিষ্ণুতা সহকারে ধৈর্য ধারণ কর। তোমার ধৈর্যধারণ ঈশ্বরের দ্বারাই (সম্ভব) হয়। তাহাদের জন্য ক্ষুব্ধ হইও না। তাহারা যে চক্রান্ত করিতেছে তজ্জন্য ব্যথিত হইও না।

৩ যাহারা ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হয় ও যাহারা সৎকর্ম করে ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে থাকেন। ১৬।১২৬—১২৮

২৩১ ক্ষমা করা শ্রেয়

১ যখন তাহাদের উপর ভীষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় তখন তাহারা উহার গতিরোধ করে।

২ অন্যায়ের প্রতিফল উহার অনুরূপ অন্যায় কিন্তু যে ক্ষমা করে ও সংশোধন করে তাহার পুরস্কার ঈশ্বরের কাছে। নিশ্চয় তিনি পাপাচারা-দিগকে পছন্দ করেন না। ৪২।৩৯,৪০

লাও্ আন্ফাক্ তা মা-ফেল্ আর্যে জামীআম্ মা—আল্লাফ্ তা বায়্না কোলুবেহিম্ অলা-কেন্নাল্লা-হা আল্লাফা বায়্নাহুম্; ইন্নাহু আযীযোন্ হাকীম্। (সূরা আন্ফাল্ ৬১—৬৩)

২৩০—১; অইন্ আ-কাব্ তুম্ ফাআ-কেবু বেমেস্লে মা-উকেবতুম্ বেহ্। অলাএন্ ছাবার্তুম্ লাহুয়া খায়্রোল্লেছ্ ছা-বেরীন। ২। অছ্ বের অমা-ছাব্রোকা ইল্লা-বেল্লা-হে অলা-তাহ্যান্ আলায়্হিম্ অলা-তাকো ফী দ্বয়্কেম্ মেম্মা-ইয়াম্কোরূন। ৩। ইন্নাল্লা-হা মাআল্লাজীনা ত্তাকাও্ অল্লাজীনা হুম্ মোহ্ব্ছেনুন। (সূরা নহল, ১২৬—১২৮)

২৩১—১। অল্লাজীনা এজা—আছা-বাহুমোল্ বাগ্য়্যো হুম্ ইয়্যান্-তাছেরূন্। ২। অ জাযা—য়্যো-ছাই য়্যাতেন্ ছাইয়্যাতোম্ মেস্লোহা,

৪৮ অহিংসায় নিষ্ঠা

২৩২ ক্ষমা ও ঈশ্বরাশ্রয়

১ ক্ষমায় নিষ্ঠা রাখ, এবং করুণা প্রকাশের জন্য নির্দেশ দাও ও অজ্ঞ লোকদিগের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাক।

২ এবং যদি শয়তানের মিথ্যাপবাদে তুমি আঘাত পাও, তবে ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। নিশ্চয় তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৩ যাহারা সংযম সাধন করিয়াছে শয়তানের মোহিনী সৌন্দর্যে তাহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য আসিলে তাহারা কেবল ঈশ্বরের (পথনির্দেশ) স্মরণ করে এবং অকস্মাৎ তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়। ৭।১৯৯—২০১

২৩৩ কল্যাণের দ্বারা অকল্যাণের প্রতিকার

১ কল্যাণের দ্বারা অকল্যাণকে দূর কর; তাহারা যে অভিযোগ করিতেছে তাহা আমি বিশেষভাবে অবগত আছি।

২ এবং বল: হে আমার প্রভু, কু-কার্যকারীদের কুমন্ত্রণা হইতে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

৩ আর হে প্রভু, আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, পাছে তাহারা (কু-কার্যকারীরা) আমার কাছে উপস্থিত থাকে। ২৩।৯৬—৯৮

ফামান্ আফা অ আছ্লাহা ফাআজ্রোহু আলাল্লা-হ্। ইন্নাহু লা-ইয়ো-হেব্বোজ্ জা-লেমীন্। (সূরা শুরা, ৩৯,৪০)

২৩২—১। খোজেল্ আফ্ অ অ'মোর্ বিল্ওর্ফে অ আ'রেদ্ব্ আনেল্ জা হেলীন্। ২। অএম্মা-ইয়ান্যাগ্বান্নাকা মেনাশ্শায়্ত্বা-নে নায্গোন্ ফাছ্তাএজ্ বিল্লা-হ্। ইন্নাহু ছামীওন্ আলীম। ৩। ইন্না ল্লাজীনা ত্তাকাও এজা-মাছ্ছাহুম্ ত্বা—এফোম্ মেনাশ্শায়্ত্বা-নে তাজাক্কারু ফা এজা-হুম্ মোব্ছেরূন্। (সূরা আরাফ, ১৯৯—২০১)

২৩৩—১। এদ্ফা'-বেল্লাতী হেয়্যা আহ্ছানোছ্ছায়্য়্যে আহ্। নাহ্নো আ'-লামো। বেমা-য়্যাছেফুন্। ২। অকোর্রাব্বে আউ-জোবেকা মেন্ হামাযা-তেশ্ শায়্যা-তীন। ৩। অআউজোবেকা রাব্বে আঁই য়্যাহ্যোরূন। (সূরা মূমেনুন, ৯৬—৯৮)

২৩৪ আমরা ক্ষমাপ্রার্থী তাই আমরা যেন ক্ষমা করি

১ ... তাহারা যেন ক্ষমা করে ও আনুকূল্য দেখায়। তোমরা কি আগ্রহ কর না যে ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্ষমা করুন? ঈশ্বর ক্ষমাশীল, করুণাময়। ২৪।২২

২৩৫ শত্রু মিত্র হইবে

১ সৎকার্য ও অসৎকার্য সমান নহে। সৎকার্যের দ্বারা দুষ্কার্যকে বিদূরিত কর। তাহা হইলে নিশ্চয়ই যাহার সহিত তোমার শত্রুতা ছিল সে এমন হইবে যেন সে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

২ কিন্তু যে ব্যক্তি ধৈর্যশীল সে ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষেত্রে এরূপ হয় না; এবং যে ব্যক্তি মহা সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষেত্রে এরূপ হয় না। ৪১।৩৪,৩৫

২৩৬ কিরূপে ভক্তি লাভ হয়?

১ নিঃসন্দেহ যাহারা শ্রদ্ধাবান ও সৎকার্য করে তাহাদের অন্তরে পরম-দাতা পরমেশ্বর প্রেম সৃষ্টি করিবেন। ১৯।৯৬

২৩৪—১। ...অল্-য়্যা'-ফু অল্-য়্যাছ্ফাহু, আলা-তোহেব্বুনা আই-ইয়্যাগ্‌ফেরাল্লাহো লাকুম্, অল্লা-হো গ্বাফুরোর্'হীম। (সূরা নূর, ২২)

২৩৫—১। অলা-তাছ্তাবীল্ হাছানাতো অলাছ্ছাইয়্যেআহ্। এদ্‌ফা' বেল্লাতী হিয়্যা আহ্ছানো ফাএজাল্লাজী বায়্নাকা অ বায়্নাহু আদা-অতোন্ কাআন্নাহু আলীইয়্যোন্ হামীম্। ২। অমা-ইয়োলাক্ কা-হা—ইল্লাল্লাজীনা ছাবারু অমা-ইয়োলাক্ কা-হা—ইল্লা-জুহাজ্জেন্ আজীম্। (সূরা হা-মীম্ছেজ্দা, ৩৪,৩৫)

২৩৬—১। ইন্নাল্লাজীনা আ-মানু অআমেলোছ্'ছা-লেহ্বা-তে ছায়্যাজ্-আলো লাহোমো র্'হ্ম্-মা-নো বোদ্দা-। (সূরা মরয়ম, ৯৬)

৪৯ সহযোগবৃত্তি

২৩৭ প্রতিবেশী ধর্ম

১ ধর্ম মানে না এমন মানুষকে লক্ষ্য করিয়াছ কি ?

২ সে ঐ ব্যক্তি, যে মাতৃ-পিতৃহীনকে তাড়াইয়া দেয়,

৩ যে দরিদ্রকে আহার্যদানে আগ্রহ দেখায় না।

৪ হায়! সেই সকল উপাসনাকারীকে ধিক্কার!

৫ যাহারা উপাসনায় অমনোযোগী ;

৬ যাহাদিগকে উপাসনা করিতে দেখিবে,

৭ অথচ যাহারা প্রতিবেশীগণকে সামান্য একটু দয়া প্রদর্শন করিতে অস্বীকার করে। ১০৭।১—৭

২৩৮ সংযম ও দয়ার জন্য পরস্পরকে বোধ দেওয়া

১ আমি কি তাহাকে দুইটি চক্ষু দান করি নাই ?

২ আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ ?

৩ আমি কি তাহাকে পার্বতীয় পথের সংযোগ স্থল দেখাইয়া দেই নাই (অর্থাৎ সৎ ও অসৎ দুই পথের সংযোগ স্থল) ?

৪ কিন্তু সে আরোহণ করিতে চেষ্টা করে নাই—(অর্থাৎ সৎপথ গিরি-সঙ্কট আরোহনের পথ)

৫ হায়, কিসে তুমি বুঝিবে যে সেই আরোহণ কি!—

২৩৭—১। আরাআয়্তাল্লাজী ইয়্যোকাজ্জেবো বেদ্দীন্। ২। ফাজা-লেকা-ল্লাজী-ইয়্যাদো'ওল্ ইয়্যাতীমা ; ৩। অলা-ইয়্যাহোদ্দো আলা-ত্বআ-মেল্মিছ্কীন্। ৪। ফাঅয়্লুল্ লিল্ মোছাল্লীনা ; ৫। ল্লাজীনা হুম্ আন্ ছালা-তেহিম্ ছা-হুনা ; ৬। ল্লাজীনা হুম্ ইয়্যোরা—উনা ; ৭। অ ইয়্যামনাউনাল্ মা-উন্। (সূরা মাউন, ১—৭)

২৩৮—১। আলাম্ নাজ্আল্লাহু আয়্নায়্নে, ২। অ লেছা-নাঙ্ অ শাফাতায়্নে ; ৩। অ হাদায়্না-হোন্ নাজ্ দায়েন্। ৪। ফালাক্ তাহামাল্ আকাবাহ্। ৫। অমা—আদ্রা-কামাল্ আকাবাহ্ ;

৬ তাহা হইতেছে ক্রীতদাসকে মুক্তিদান করা

৭ দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান করা,

৮ নিরাশ্রয় আত্মীয়কে

৯ কিংবা দুরবস্থায় পতিত দীন-হীনকে অন্নদান করা,

১০ এবং শ্রদ্ধাবানদিগের সহিত সম্মিলিত হওয়া এবং অধ্যবসায়ের জন্য পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া। ৯০।৮—১৭

২৩৯ সত্য এবং ধৈর্যের জন্য পরস্পরকে বোধ দেওয়া

১ কালের শপথ;

২-৩ যাহারা শ্রদ্ধাবান ও সৎকার্য করিয়া থাকে এবং পরস্পরকে সত্যের জন্য উপদেশ দেয় ও পরস্পরকে ধর্মের জন্যও উপদেশ দেয় তাহারা ব্যতীত অন্য সকল মনুষ্য নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আছে। ১০৩।১—৩

২৪০ পারস্পরিক সহায়তা

১ ···ন্যায়পরায়নতা ও সৎকার্যে পরস্পরকে সহায়তা করিবে। পাপ-কর্মে ও অত্যাচারে পরস্পরকে সাহায্য করিও না।··· ৫।২

৬। ফাক্কো রাকাবাতেন্; ৭। আও্ এত্ব্আ-মোন্ ফী ইয়্যাওমেন জী মাছ্গাবাতেইঁ; ৮। ইয়্যাতীমান্ জা-মাক্রাবাতেন্; ৯। আও্ মেছ্কীনান্ জা-মাৎরাবাহ্। ১০। সুম্মাকা-না মেনা ল্লাজীনা আ-মানূ অতাঅ-ছাও্ বিছ্ছাব্রে অতাঅ-ছাও বিল্ মার্হামাহ্।

(সূরা বলাদ, ৮—১৭)

২৩৯—১। অল্ আছ্রে। ২। ইন্নাল্ ইন্ছা-না লাফীখোছ্রেন্; ৩। ইল্লা ল্লাজীনা আ-মানূ অ আমেলুছ্ ছা-লেহা-তে অ তাঅ-ছাও্ বিল্ হাক্কে; অ তাঅছাও্ বিছ্ছাব্রে। (সূরা অছর, ১—৩)

২৪০—১।···অতাআ অনূ আলাল্বেরে অত্তাক্ওয়া, অলা-তাআ অনূ আলাল্ এস্মে অল্ ওদ্ওয়া-ন, অত্তাকুল্লা-হ্।··· (সূরা মায়দা, ২)

২৪১ লক্ষ্য পৃথক হইলেও সৎকার্যে পরস্পরের সহযোগী হও

১ এবং প্রত্যেকের একটি লক্ষ্য আছে, যাহার অভিমুখে সে মুখ ফিরায়। অতএব মঙ্গলকার্যে (ভেদ ভুলিয়া) তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, ঈশ্বর তোমাদের সকলকে সম্মিলিত করিবেন। নিশ্চয়ই ঈশ্বর সকল কর্ম-সম্পাদনে সমর্থ। ২।১৪৮

৫০ অসহযোগ

২৪২ দুর্জনকে মানিবে না

১ ঈশ্বরকে যাহারা অস্বীকার করে তুমি তাহাদের অনুগত হইও না।

২ তাহারা ইচ্ছা করে যে, যদি তুমি নরম হও, তাহা হইলে তাহারা নরম হইবে।

৩ আর তুমি মানিও না—দুর্বলচিত্ত অত্যধিক শপথকারীকে,

৪ অপবাদপ্রদানকারীকে, কুৎসাপ্রচারককে,

৫ কল্যাণের প্রতিরোধকারীকে, নির্দেশ লঙ্ঘনকারীকে, অমঙ্গলকারীকে,

৬ অধিকন্তু লোভীকে অথবা বলপূর্বক প্রবেশকারীকে,

৭ যেহেতু সে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির অধিকারী। ৬৮।৮—১৪

২৪১—১। অলেকুল্লেঙ্, বেজ্‌হাতোন্ হুঅ মো অল্লীহা-ফাস্তাবেকোল্ খায়্‌রা-ত্। আয়্‌না মা-তাকূনূ ইয়্যা'তে বেকোমোল্লা-হো জামী-আ-। ইন্না ল্লা-হা আলা-কুল্লে শায়্‌এন্ কাদীর। (সূরা বকরা, ১৪৮)

২৪২—১। ফালা-তোত্বেয়েল্ মোকাজ্‌জেবীন। ২। অদ্দু লাও্ তোদ্‌হেনো-ফাইয়োদ্‌হেহূন্। ৩। অলা-তোত্বে' কুল্লা হাল্লা ফেম্ ম হীনেন্। ৪। হাম্মাযেম্ মাশ্‌শা—য়েম্ বেনামীমেম্, ৫। মান্না-য়েল্ লিল্ খায়্‌রে মো'তাদেন্ আছীমেন্, ৬। ওতোল্‌লেম্ বা'দা জা-লেকা য'নীমেন্ ৭। আন্ কা না জা-মা লেঙ্ অ বানীন্। (সূরা কালাম, ৮—১৪

৫১ অনিবার্য প্রতিকার

২৪৩ বাধা না দিলে ধর্মস্থানসমূহ ভূমিসাৎ হইত

১ তাহাদিগকে যুদ্ধ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাহারা নির্যাতিত হইয়াছে ; এবং ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বিজয় দান করিতে সমর্থ।

২ তাহারা তাহাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে কেবলমাত্র এই কারণে যে তাহারা বলিয়াছিল : ঈশ্বরই আমাদের প্রভু। যদি ঈশ্বর কিছু লোকের দ্বারা অন্য কিছু লোককে প্রতিহত না করিতেন তবে যেসব স্থানে ঈশ্বরের নাম-স্মরণ হইয়া থাকে সেই মঠ, গির্জা, ইহুদী ভজনালয় ও মসজেদ-সমূহ সবই বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সাহায্য করে ঈশ্বর তাহাকে নিশ্চয়ই সহায়তা দান করেন। নিঃসন্দেহ ঈশ্বর পরাক্রান্ত, সর্ব-শক্তিমান। ২২।৩৯,৪০

২৪৪ ধর্মরক্ষার্থ সীমিত প্রতিরোধ

১ যাহারা ঈশ্বরের পথে গৃহত্যাগ করিয়াছে এবং অতঃপর নিহত হইয়াছে কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ঈশ্বর নিশ্চয়ই উত্তম উপ-জীবিকার ব্যবস্থা করিবেন। নিঃসন্দেহ ঈশ্বর উপজীবিকাদানকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

২৪৩—১। ওজেনা লেল্লাজীনা ইয়োকা-তালুন বে আন্নাহুম্ জোলেমু। অইন্না ল্লা-হা আলা-নাছ্‌রেহিম্ লাক্ দীরো। ২। নেল্লাজীন ওখ্‌রেজু মেন্ দেয়্যা-রেহিম্ বেগায়্‌রে হ্বাক্ কেন্ ইল্লা—আইঁ য়্যাকুলু রাব্বোনা ল্লা-হ। অলাও্ লা-দাফ্‌য়ো ল্লা-হেন্না-ছা বা'দাহুম্ বেবা'দ্বেল্ লাহোদ্দেমাৎ ছাওয়া-মেয়ো অবেয়্যাওঙ অছালাওয়া-তোঙ্ অমাছা-জেদো ইয়োজ্‌কারো ফীহা ছ্‌মোল্লা-হে কাসীরা। অলায়্যান্‌ছোরান্না ল্লা-হো মাইঁ য়্যান্‌ছোরোহ্। ইন্না ল্লা-হা লাকাবীইয়্যোন্ আযীয। (সূরা হাজ্জ, ৩৯,৪০)

২৪৪—১। অল্লাজীনা হা-জারু ফী ছাবীলে ল্লা-হে সোম্মা কোতেলু—আও মা-তু ল্যায়্যারযোকান্নাহোমো ল্লা-হো রেয-কান্ হ্বাছানা। অইন্না ল্লা-হা

২ তাহারা যে প্রবেশ-পথ পছন্দ করিবে নিশ্চয়ই সেই প্রবেশ-পথ দিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবেন। নিশ্চয়ই ঈশ্বর জ্ঞাতা, ধৈর্যশীল।

৩ ইহা ত হইল। এবং যে ব্যক্তি তাহাকে যেরূপ কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল তদনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে এবং তৎপরে পুনরায় উৎপীড়িত হইয়াছে তাহাকে ঈশ্বর সাহায্য করিবেন। নিশ্চয়ই ঈশ্বর কোমল, ক্ষমাশীল।

২২।৫৮—৬০

লাহুয়া খায়্রো র্‌রা-যেক্বীন। ২। লাইয়োদ্‌খেলা ন্নাহুম্ মোদ্‌খালাই-য়্যার্‌দ্বাও্নাহ্। অইন্না ল্লা-হা লাআলীমোন্ হ্বালীম। ৩। জা-লেক, অমান্ আ-ক্বাবা বেমেস্‌লে মা-উক্বেবা বেহী সোম্মা বোগ্বেয়্যা আলায়্হে লায়্যান্‌ছোরান্নাহো ল্লা-হ্। ইন্না ল্লা-হা লাআফুব্বোন্ গ্বাফুর।

(সূরা হাজ্ব, ৫৮—৬০)

২০ আস্বাদ

৫২ রসনা-জয়

২৪৫ একঘেয়ে খাদ্যে বিতৃষ্ণা

১ যখন তোমরা বলিয়াছিলে : হে মুসা, আমরা একই প্রকারের খাদ্য খাইতে খাইতে আর তৃপ্তি লাভ করিতেছি না, তুমি তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর যেন জমিতে শাক-সবজী, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পিঁয়াজ জন্মে। তিনি যেন ঐ সকল দ্রব্য আমাদের জন্মভূমিতে আমাদের জন্য উৎপন্ন করান। সে (মুসা) বলিয়াছিল : যাহা উৎকৃষ্ট তাহার বিনিময়ে কি তোমরা যাহা নিকৃষ্ট তাহা গ্রহণ করিতে চাহিতেছ ? (তাহা হইলে) কোন নগরে যাও। সেখানে তোমরা যাহা চাহিতেছ তাহা পাইবে। এবং তাহাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য নিপতিত হইল।··· ২।৬১

২৪৫—১। অ এজ্ কোলতুম্ ইয়্যা-মুছা-লান নাছ্‌বেরা আলা-ত্বআ-মেও্ অ-হেদেন্ ফাদ্‌ও লানা-রাব্বাকা ইয়্যোখ্‌রেজ্ব লানা মিম্মা-তোম্বেতোল্ আর্‌দ্বো মেম্ বাক্‌লেহা-অ কেস্‌সা—এহা-অ ফুমেহা-অ আদাছেহা-অ বাছালেহা-। কা-লা আতাছ্‌তাব্‌দেলুনাল্ লাজী হুঅ আদ্‌না-বিল্লাজী হুঅ খায়ের ? এহ্‌বেত্বু মেছ্‌রান্ ফাইন্না লাকুম্ মা-ছাআল্‌তুম্। অ দ্বোরেবাৎ আলায়্-হেমোজ্ জেল্লাতো অল্ মাছ্‌কানাতো, অ বা—উ বেগাদ্বাবেম্ মেনাল্লা-হ্।···

(সূরা বকরা, ৬১)

২১ ব্রহ্মচর্য

৫৩ পবিত্রতা

২৪৬ বলে—আমি পবিত্র

১ তুমি কি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর নাই যাহারা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া জাহির করিয়া আত্মপ্রশংসা করে ? ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পবিত্র করেন এবং খর্জুর-বীজের উপর একটি কেশ যেটুকু অত্যাচার করিতে পারে ততটুকু পরিমাণও অত্যাচার তাহাকে ভোগ করিতে হইবে না। (অর্থাৎ সে কণামাত্রও অত্যাচারিত হইবে না।) ৪।৪৯

২৪৭ পবিত্রতা ঈশ্বরের কৃপা

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করিও না। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শয়তান তাহাকে লজ্জাকর ও অনুচিত কাজ করিতে প্ররোচনা দান করে। আর যদি তোমাদের উপর ঈশ্বরের প্রসাদ ও করুণা না হইত তবে তোমাদের মধ্যে একজনও পবিত্র হইতে পারিতে না। কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ঈশ্বর শ্রোতা, জ্ঞাতা। ২৪।২১

২৪৬—১। আলাম্ তারা এলা ল্লাজীনা ইয়োযাক্কুনা আন্‌ফোছাহুম্। বালে ল্লাহো ইয়োযাক্কী মাইঁ ইয়াশা—ও অলা-ইয়োজ্‌লামুনা ফাতীলা-।

(সুরা নেছা, ৪৯)

২৪৭—১। ইয়্যা—আয়্‌ইয়্যোহাল্লাজীনা আ-মানু লা-তাত্তাকেউ খোতোওয়া-তেশ্‌ শায়্‌তা-ন। অমাইঁ-য়্যাত্তাবে'-খোতোওয়া-তেশ্‌ শায়্‌তা-নে ফাইন্নাহু য়্যা'-মোরো রেল্-ফাহ্‌শা—এ অল্-মোন্‌কার। অলাও্‌লা-ফাদ্‌লোল্‌লা-হে আলায়্‌কুম্ অর্‌হ্‌মাতোহু মা-যাকা-মেনকুম্ মেন্ আহাদেন্ আবাদাঙ্, অলা-কেন্নাল্লা-হা ইয়্যোযাক্কী মাই-য়্যাশা—ও। আল্লা-হো ছামীওন্ আলীম্। (সুরা নুর, ২১)

২৪৮ সূক্ষ্ম দোষ একমাত্র ঈশ্বরের কৃপায় দূর হয়

১ যাহারা অনিচ্ছাকৃত দোষ ব্যতীত মহাপাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ হইতে দূরে থাকে, (তাহাদের পক্ষে) নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু অতিশয় করুণাময়। যখন তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে তখন হইতে তিনি তোমাদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন। সুতরাং তোমরা নিজদিগকে নিষ্কলঙ্ক বলিও না। যে সংযমী তাহার সম্বন্ধে তিনি সর্বাপেক্ষা ভালভাবে অবগত আছেন। ৫৩।৩২

২৪৯ অন্তর্বাহ্য পাপ হইতে বিরত থাক

১ পাপের বাহ্যিক দিক পরিহার কর এবং পাপের আভ্যন্তরিক দিকও পরিহার কর। নিশ্চয় যাহারা পাপ অর্জন করে তাহারা যাহা অর্জন করিবে তাহার প্রতিফল তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে। ৬।১২০

২৫০ পবিত্রতা ও ঈশ্বর-স্মরণ

১ নিশ্চয় সেই ব্যক্তি সফলকাম হয় যে পবিত্রতা লাভ করে,

২ এবং (যে) তাহার প্রভুর নাম স্মরণ করে ও অনন্তর উপাসনা করে।

৮৭।১৪,১৫

২৪৮—১। আল্লাজীনা ইয়্যাজ্‌তানেবুনা কাবায়েরাল্ এস্‌মে অল্ ফাওয়া—হেশা ইল্লাল্ লামাম্। ইন্না রাব্বাকা অ-ছেয়োল্ মাগ্‌ফেরা। হুঅ আ'লামো বেকুম্ এজ্‌ আন্‌শাআকুম্ মিনাল্ আর্‌দ্বে অএজ্‌ আন্তম্ আজেন্নাতোন্ ফী বোতূনে উম্মা-হা-তেকুম্; ফালা-তোযাক্কু—আন্‌ফোছাকুম্। হুঅ আ'লামো বেমানেত্তাকা-। (সূরা নজম, ৩২)

২৪৯—১। অজারু জা-হেরাল্ এস্‌মে অবা-ত্বেনাহ্‌। ইন্না ল্লাজীনা ইয়াক্‌ছেবুনাল্ এস্‌মা ছাইয়োজ্‌যাও্‌না বেমা-কা-নু ইয়োক্‌তারেফুন্। (সূরা আনাম, ১২০)

২৫০—১। ক্বাদ্ আফ্‌লাহা মান্ তাযাক্কা; ২। অ জাকারাছ্‌ মা রাব্বেহী ফাছাল্লা-। (সূরা আলা, ১৪,১৫)

২৫১ শুভাশুভ বিবেক জাগ্রত রাখ

১ শপথ আত্মার ও তাঁহার, যিনি আত্মাকে পূর্ণতা প্রদান করিয়াছেন ;

২ এবং উহার শুভাশুভ বিবেকের অন্তঃপ্রেরণা দান করিয়াছেন ;

৩ সত্যই সেই ব্যক্তি কৃতকার্য হয় যে উহার বিকাশ সাধন করিয়া উহাকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে ;

৪ আর সেই ব্যক্তি অকৃতকার্য হয়, যে উহাকে বিকশিত হইতে দেয় না।

৯১।৭—১০

২৫২ শীলতা-রক্ষা

১ হে আদম-বংশধরগণ, আমি তোমাদের জন্য বস্ত্র অবতারণ করিয়াছি ; তাহার দ্বারা তোমাদের লজ্জা নিবারণ হইতেছে ও উহা তোমাদের সু-শোভন পরিচ্ছদও হইয়াছে, কিন্তু সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোত্তম। ইহা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাহাতে লোক উহা স্মরণ করে।

২ হে আদম-বংশধরগণ, শয়তান যেরূপ তোমাদের পিতা-মাতাকে স্বর্গোদ্যান হইতে বিতাড়িত করাইয়াছিল ও যাহাতে সে তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারে সেজন্য তাহাদের নিষ্পাপতার পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়াছিল, সেইরূপ যেন সে তোমাদিগকে প্রতারিত না করে। শয়তান ও তাহার দল-বল তোমাদিগকে এমন স্থান হইতে দর্শন করিতেছে যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে না পাও। নিশ্চয় আমি শয়তানকে সেইসব লোকের রক্ষাকারী মিত্র করিয়াছি, যাহারা শ্রদ্ধাবান নহে।

২৫১—১। অ নাফ্‌ছেঙ্‌ অমা-ছাও্‌ অ-হা- ; ২। ফাআল্‌হামাহা ফোজ্‌রাহা অ তাক্‌ অ-হা ; ৩। কাদ্‌ আফ্‌লাহা মান্‌ যাকা-হা ; ৪। অ কাদ্‌ খা-বা মান্‌ দাছ্‌ছা-হা-। (সূরা শাম্‌স, ৭—১০)

২৫২—১। ইয়া-বাণী—আ-দামা কাদ্‌ আন্‌যাল্‌না আলায়্‌কুম্‌ লেবা-ছাইঁ ইয়োওয়া-রী ছাও্‌আ-তেকুম্‌ অরাশা। অলেবা-ছো ত্তাক্‌ওয়া-জা-লেকা খায়্‌র্‌। জা-লেকা মেন্‌ আ-ইয়া-তিল্লা-হে লাআল্লাহুম্‌ ইয়াজ্জাক্কারূন। ২। ইয়া-বাণী—আ-দামা লা-ইয়াফ্‌তেনান্নাকো মোশ্‌ শায়ত্বা-নো কামা—আখ্‌রাজা আবাঅয়্‌কুম্‌ মেনাল্‌ জান্নাতে ইয়ান্‌যেয়ো আন্‌হোমা-লেবা-ছাহোমা-

৩ এবং যখন তাহারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন তাহারা বলে: আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি এবং ঈশ্বর আমাদের ঐরূপ আদেশ দিয়াছেন। তুমি বল: নিশ্চয় ঈশ্বর অশ্লীল কাজ করিবার জন্য আদেশ দেন না। ঈশ্বর সম্পর্কে যাহা তোমরা জান না, তাহা তোমরা কেন বলিতেছ? ৭।২৬—২৮

২৫৩ অনধিকৃত সন্ন্যাস

১ পরে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমি ক্রমশ আমার অন্য প্রেরিত পুরুষগণকে পাঠাইয়াছিলাম ও তাহার পরে আমি মরিয়মের পুত্র ঈশাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম ও তাহাকে ইঞ্জিল (অর্থাৎ নিউ টেষ্টামেণ্ট্) দান করিয়াছিলাম। এবং যাহারা তাহার অনুগামী হইয়াছিল আমি তাহাদের অন্তরে কোমলতা ও করুণার ভাব উদ্রিক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা সংসার-বৈরাগ্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিল। তাহাদের জন্য আমি উহার নির্দেশ দান করি নাই। তাহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা সম্পাদনের আশায় এইরূপ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহা যথাযথরূপে পালন করিতে পারে নাই—সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রদ্ধাবান্ ছিল তাহাদিগকে আমি পুরস্কার প্রদান করিয়াছি। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে পাপাচারী ছিল। ৫৭।২৭

লেইয়োরেয়াহোমা-ছাও্ আ-তেহেমা-। ইন্নাহু ইয়ারা-কুম্ হুয়া অকাবীলোহু মেন্ হ্বায়্সো লা-তারাওনাহুম্। ইন্না-জ্বাআল্নাশ্ শাইয়া-ত্বীনা আও্লেয়া—আ লিল্লাজীনা লা-ইয়ো'মেনূন্। ৩। অএজা-ফাআলু ফা-হ্বেশাতান্ কা লু অজাদ্না-আলায়্ হা—আ-বা—আনা-অল্লা-হো আমারানা-বেহা-। কোল্ ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়া'মোরো বিল্ ফাহ্বশ্ শা—এ। অতাকূলূনা আলাল্লা-হে মা-লা-তা'লামুন। (সূরা আরাফ, ২৬—২৮)

২৫৩—১। সুম্মা কাফ্ফায়্না আলা—আ-সা রেহিম্ বোরোছোলেনা-অ কাফ্ফায়্না-বেঈছাব্নে মারয়্যামা অআতায়্নাহুল্ ইন্জীল্; অজা আল্না ফী কোলুবেল্লাজীনাত্তাবায়ুহো রা'ফাতাঙ্ অ রাহ্মাহ্। অ রাহ্বানীয়্যাতা-নেব্তাদায়ুহা-মা-কাতাব্ না-হা-আলাই্হিম্ ইল্লাব্তেগা—

২৫৪ ব্রহ্মচারী জন্ (এহিয়া)

১ অতঃপর জাকারিয়া আপন প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল ; সে বলিয়াছিল : হে আমার প্রভু, আপনার নিকট হইতে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা-শ্রবণকারী।

২ এবং যখন জাকারিয়া উপাসনা-গৃহে দণ্ডায়মান অবস্থায় উপাসনারত ছিল তখন স্বর্গীয় দূতগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল : ঈশ্বর তোমাকে এই শুভ সংবাদ দিতেছেন যে তোমার জন্ (এহিয়া) নামক পুত্র হইবে। সে ঈশ্বরের একটি বাক্যের সত্যতা প্রমাণকারী, উদাত্ত ব্রহ্মচারী ও সাধুগণের সুসংবাদবাহক হইবে। ৩।৩৮,৩৯

২৫৫ প্রভুর জ্ঞান রাখিয়া কাম-নিয়মন

১ কিন্তু যখন ঘোর বিপদ উপস্থিত হইবে,

২ সেইদিন মানুষ তাহার সমস্ত কৃতকর্মের কথা স্মরণ করিবে ;

৩ সেইদিন দর্শকের কাছে নরক দৃষ্টিগোচর হইবে।

৪ অতঃপর যে অবাধ্য হইয়াছিল

অা রেছ্‌ অ-নিল্লাহ্‌ ফামা-রাআও্‌হা-হাক্‌কা রেআয়্যাতেহা- ; ফা-আতায়্‌ নাল্লাজীনা আ-মানূ মিন্‌হুম্ আজ্‌রোহুম্ ; অকাসীরোম্ মিন্‌হুম্ ফা-ছেকূন। (সূরা আল্‌হাদীদ্‌, ২৭)

২৫৪—১। হোনা-লেকা দাআ যাকারীয়্যা-রাব্বাহ্‌, কা-লা রাব্বে হাব্‌লী মেল্ লাদোন্‌কা জোর্‌রীয়্যাতান্ ত্বাইয়েবাতান্, ইন্নাকা ছামীও দোআ—এ। ২। ফানা-দাৎহোল্ মালা—একাতো—অহুয়া কা—এমোঈ ইয়োছাল্লী ফেল্ মেহ্‌ব্‌রা-বে, আন্না ল্লা-হা ইয়োবাশ্‌শেরোকা বেয়াহ্‌ইয়া-মোছাদ্দোকাম্ বেকালেমাতেম্ মেনা ল্লা-হে অছাইয়েদাও অহ্‌ছূরাও অনাবীয়্যাম্ মেনাছ্‌ ছা-লেহ্বীন। (সূরা এমরান, ৩৮,৩৯)

২৫৫—১। ফাএজা-জা—আতেৎ ত্বা—ম্মাত্তোল্ কোব্‌রা-। ২। ইয়াও্‌মা ইয়্যাতাজাক্কারোল্ এন্‌ছা-নো মা-ছামা- ; ৩। অ বোর্রেযাতিল্ জাহীমো লেমাঁইঁ ইয়্যারা-। ৪। ফাআম্মা-মান্ ত্বগা- ; ৫। অ আ-সারাল্

৫ ও পার্থিব জীবন মনোনীত করিয়াছিল

৬ নিশ্চয় নরক তাহার আবাস-স্থান হইবে ;

৭ কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে ভয় পাইত ও কাম-বাসনা হইতে নিজেকে সংযত রাখিয়াছিল

৮ স্বর্গোদ্যান নিশ্চয়ই তাহার বাসস্থান হইবে। ৭৯।৩৪—৪১

হায়্যা-তা দ্দোন্‌ইয়্যা- ; ৬। ফাইন্নাল্ জাহীমা হেইয়্যাল্ মা'অ-। ৭। অ আম্মা-মান্ খা-ফা মাকা-মা রাব্বেহী অ নাহান্ নাফ্ছা আনেল্ হাওয়া- ; ৮। ফাইন্নাল্ জান্নাতা হেইয়্যাল্ মা'অ-। (সূরা নাজেয়াত, ৩৪—৪১)

২২ শুদ্ধ জীবিকা

৫৪ অস্তেয়

২৫৬ সুদ-গ্রহণ নিষেধ

১ যাহারা সুদ গ্রহণ করিতেছে, তাহারা শয়তানের স্পর্শে অধঃপতিত ব্যক্তি (বিচারের দিন) যেভাবে উঠিয়া দাঁড়াইবে সেইভাবে ব্যতীত অন্য ভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না; কারণ তাহারা বলে: ক্রয়-বিক্রয় সুদেরই অনুরূপ। ঈশ্বর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করিয়াছেন; কিন্তু সুদকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অতএব যাহার কাছে ঈশ্বরের নিকট হইতে উপদেশ পৌঁছিয়াছে ও যে তদনন্তর সুদ গ্রহণে বিরত হইয়াছে তাহার পূর্বার্জিত লাভ থাকিয়া যাইবে এবং এখন হইতে তাহার ব্যাপার ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। এবং যাহারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করিবে তাহারা নরকাগ্নির সত্যিকারের অধিকারী হইবে। তাহারা সেখানে বাস করিবে।

২ ঈশ্বর সুদকে বিফল করিয়াছেন ও দানকে সুফলপ্রসূ করিয়াছেন। তিনি কৃতঘ্ন, দুরাচারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। ২।২৭৫,২৭৬

২৫৭ অর্থ সুদে দিও না, দানে দিও

১ অন্য লোকের সম্পত্তির উপরে বর্ধিত হইবার জন্য যাহা তোমরা

২৫৬—১। আল্লাজীনা ইয়া'কোলুনা রে'বা-লা-ইয়াকুমুনা ইল্লা-কামা-ইয়াকুমো ল্লাজী ইয়াতাখাব্বাত্বো হুশ্ শায়ত্বানো মেনাল্ মাছ্ছ। জা-লেকা বেআন্নাহুম্ কা-লু—ইন্নামাল্ বায়্‌ও মেস্‌লো রে'বা-॥ অআহাল্লা ল্লা-হোল্ বায়্‌আ অ হাররামা রে'বা-। ফামান্ জা—আহু মাওএজাতোম্ মেররাব্বেহী ফান্‌তাহা-ফালাহু মা-ছালাফ্। অ আম্‌রোহু—এলা ল্লাহ। অমান্ আ-দা ফাউলা—একা আছ্‌হা-বো-ন্না-র্, হুম্ ফীহা-খা-লেদুন্। ২। ইয়াম্ হাকো ল্লা-হোরে'বা-অইয়োর্‌বেছ্ ছাদাকা-ত। অল্লা হো লা—ইয়োহেব্বো কোল্লা কাফ্ ফা-রিন্ আসীম্। (সুরা বকরা, ২৭৫,২৭৬)

২৫৭—১। অমা—আ-তায়্তুম্ মেরে'বাল্ লেয়্যার'বুঅ ফী—আম্

সুদে খাটিতে দাও ঈশ্বরের কাছে তাহার কোন বৃদ্ধি হইবে না ; কিন্তু যাহা তুমি ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য দানস্বরূপ দিবে তাহা বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ৩০।৩৯

২৫৮ সঠিক মাপ ও সঠিক ওজন

১ এবং আমি মদয়ন সম্প্রদায়ের কাছে তাহাদের ভ্রাতা শোয়বকে পাঠাইয়াছিলাম ; সে বলিয়াছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়ের লোকসকল, ঈশ্বর ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। এবং তোমরা পরিমাণ ও পরিমাপে কম দিও না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে সম্পদশালী দেখিতেছি এবং যে অন্তিম দিন সকলকে পরিবেষ্টন করিবে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য সেইদিনের বিপদকে ভয় করিতেছি।

২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে পূরা পরিমাণ ও পূরা পরিমাপ দিবে ও লোকদিগের জিনিসপত্র সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রতি অন্যায় করিবে না এবং ভ্রষ্টাচার সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে অহিতাচরণ করিও না।

৩ যদি তোমরা শ্রদ্ধাবান হও, তবে ঈশ্বর তোমাদের জন্য যাহা উদ্বৃত্ত রাখেন তাহাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। ১১।৮৪—৮৬

অ-লেন্না-ছে ফালা-য়্যার্বু এন্দাল্লা-হ, আমা—আ-তায়্তুম্ মেন্ যাকা-তেন্ তোরীদুনা অজ্হাল্লা-হে ফাউলা—একা হোমোল্ মদ্‌য়েফুন্। (সূরা রুম, ৩৯)

২৫৮—১। অএলা-মাদ্‌ইয়্না আখা- হুম্‌শোআয়্‌ বা—। কা-লা ইয়া-কাওমে'বোদোল্লা-হা মা লাকুম্ মেন্ এলা-হেন্ গায়রোহ্। অলা-তান্‌-কোছোল্ মেকৃইয়াল। অল্মীযা-না ইন্নী—আরা-কুম্ বেখায়্‌রেড্‌ আইন্নী—আখা-ফো আলায়্‌কুম্ আজা-বা ইয়াওমেম্ মোহীত্ব। ২। অইয়া-কাওমে আওফোল্ মেকৃইয়া-লা অল্মীযা-নাবেল্ কেছ্‌তে অলা-তাব্‌ খাছোন্না-ছা আশ্‌ইয়া—আহুম্ অলা-তা' সাও্‌ ফেল্ আর্‌দ্বে মোছেদীন। ৩। বাকী-য়্যাতো ল্লাহে খায়্‌রো ল্লাকুম্ ইন্ কোন্তুম্ মো'মেনীন। অমা—আনা আলায়্‌কুম্ বেহাফীজ। (সূরা হুদ, ৮৪—৮৬)

২৫৯ মিথ্যার দ্বারা অর্জিত ধন শয়তানের

১ যাহারা ঠকাইয়া লয় (অর্থাৎ পরিমাণ ও পরিমাপে কম দেয়) পরিতাপ তাহাদের জন্ম।

২ তাহারা যখন অন্য লোকের নিকট হইতে লয় তখন পূর্ণ পরিমাণ দাবি করে ;

৩ কিন্তু যখন অন্য লোককে দেয় তখন পরিমাণ ও পরিমাপ কম করিয়া দেয়। ৮৩।১—৩

২৬০ মা গৃধঃ

১ ঈশ্বর যে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে একের উপরে অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তাহাকে লোভ করিও না।··· ৪।৩২

৫৫ অসংগ্রহ

২৬১ কার্পণ্যে ক্ষতি

১ নিশ্চয় তোমাদিগকেই ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে আহ্বান করা হইতেছে ; তথাপি তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ (ধন-সম্পদ) জমাইয়া রাখিতেছ। যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে সে নিজেরই আত্মা হইতে লইয়া সঞ্চয় করিতেছে। এবং ঈশ্বর ধনশালী ও তোমরা দীন। এবং যদি

২৫৯—১। অয়্লুল্লিল্ মোতাফ্ফেফীনা ; ২। ল্লাজীনা এজা কৃতা-লু আলা-ন্না-ছে ইয়্যাছ্ তাওফূন্। ৩। অ এজা-কা-লু হুম্ আও্ অযানূহুম্ ইয়ুখ্ছেরূন্। (সূরা তাত্ফিফ, ১—৩)

২৬০—১। অলা-তাতামান্নাও মা-ফাদ্দালা ল্লা-হো বেহী বা'দ্বাকুম্ আলা-বা'দ্ব্।··· (সূরা নেছা, ৩২)

২৬১—১। হা—আন্তুম্হা-উলা—য়ে তোদ্আও্না-লেতোন্ফেকু ফী ছাবীলেল্লা-হ্, ফামিন্কুম মাঁই ইয়্যাব্খাল, অমাঁই ইয়্যাব্খাল্ ফাইন্নামা-ইয়্যাব্খালো আন্ নাফ্ছেহ্ ; অল্লা-হোল্ গানীয়্যো অ আন্তুমোল্ ফোকারা

তোমরা বিমুখ হও তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায়কে মনোনীত করিবেন, এবং তাহারা তোমাদের মত হইবে না। ৪৭।৩৮

২৬২ সঞ্চয়কারা কার্পণ্য শিক্ষা দেয়

১ তোমরা ঈশ্বরের সেবা কর এবং তাঁহার কোন অংশীদার আছে বলিয়া মানিও না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন অসহায়, অভাবগ্রস্ত, স্বজন-প্রতিবেশী, সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, সহযোগী ও পথিক এবং তোমাদের দক্ষিণহস্ত যাহাদের অধিকারী সেই ক্রীতদাস—তাহাদের সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই ঈশ্বর গর্বিত ও আত্মাভিমানীদিগকে ভাল-বাসেন না।

২ যে সকল ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং অন্যকে লোভ শিক্ষা দেয়, এবং ঈশ্বর আপন সম্পদ হইতে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা লুকায়িত রাখে সেইরূপ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিগণের জন্য আমি লজ্জাজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখি। ৪।৩৬,৩৭

২৬৩ কৃপণদিগের দুর্গতি

১ এবং ঈশ্বর যাহাদিগকে স্বীয় কৃপা-বৈভব হইতে যাহা দান করিয়াছেন

—য়ো, অইন্ তাতাঅল্লাও. ইয়্যাছ্তাব্দেল কাওমান্ গায়্রাকুম্ সুম্মা লা-ইয়্যাকুনূ—আম্সা-লাকুম। (সূরা মহম্মদ, ৩৮)

২৬২—১। অ'বোদো ল্লা-হা অলা-তোশ্রেকূ বেহী শায়্আঙ্ অবেল্ওয়া লেদায়্নে এহ্ব্ছা-নাঙ্ অবেজেল্ কোর্বা-অল্ ইয়াতামা-অল্মাছা-কীনে অল্ জা-রে জেল্ কোর্বা-অল্জারেল্ জোনোবে অছ্ছা-হেবে বেল্ জাম্বে অব্নেছ্ছাবীলে অমা- মালাকাৎ আয়্মা-নোকুম্। ইন্না ল্লা-হা লা-ইয়ো-হেব্বো মান্ কা-না মোখ্তা-লান্ খাফুরা- ; ২। নেল্লাজীনা ইয়াব্খালুনা অইয়া-মোরূনা ন্না-ছা বেল্বোখ্লে অইয়াক্তোমুনা মা—আ-তা-হোমো ল্লা-হো মেন্ ফাদ্লেহ। অআ'তাদ্না-লেল্ কা-ফেরীনা আজা-বাম্ মোহীনা-। (সূরা নেছা, ৩৬,৩৭)

২৬৩—১। অলা-ইয়াহ্ছাবা-ন্না ল্লাজীনা ইয়াব খালুনা বেমা—আ-তা-

তাহা যাহারা সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহারা যেন এই ধারণা না করে যে উহা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। না, তাহা হইবে না; বরং উহা তাহাদের পক্ষে অকল্যাণকর। তাহারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছে তাহা পুনরুত্থান-দিবসে তাহাদের গলবন্ধনী হইবে। ঈশ্বর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্বত্বাধিকারী, তোমরা যাকিছু কর তৎসমস্তই তিনি অবগত থাকেন। ৩।১৮০

২৬৪ স্বর্ণ-সঞ্চয়কারী

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, বিদ্বান (ইহুদীশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা) ও মঠবাসী-দের মধ্যে অনেকে লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকে, এবং যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগোপনে সঞ্চিত করিয়া রাখে ও উহা ঈশ্বরের পথে ব্যয় করে না তাহাদিগকে এই দুঃসংবাদ দাও যে তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

২ সেইদিন উহা (তাহাদের সঞ্চিত ধন) নরকাগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইবে, এবং তাহাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠ তদ্দারা চিহ্নিত করা হইবে (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে): ইহা তাহাই, যাহা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করিয়াছিলে। যাহা তোমরা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর। ৯।৩৪,৩৫

হুমো ল্লা-হো মেন্ ফাদ্বলেহী হুয়া খায়্রা ল্লাহুম্। বাল্ হুয়া শার্রো ল্লাহুম্। ছাইয়োত্বাওওয়াকুনা মা-বাখেলু বেহী ইয়াওমাল্ কেয়া-মাহ্। আলেল্লা-হে মীরা-ছোছ্ ছামা—ওয়া-তে অল্আরদ্ব। অল্লা-হো বেমা-তা'মালুনা খাবীর। (সূরা এমরান, ১৮০)

২৬৪—১। ইঁয়া—আইয়্যোহাল্লাজীনা আ-মানূ—ইন্না কাসীরাম্ মেনাল্ আহ্বা-রে অর্রোহ্বা-নে লাইয়া কোলুনা আম্ওয়া-লান্না-ছে বেল্ বা-ত্বেলে অইয়াছোদ্দুনা আন্ছাবীলেল্লা-হ। অল্লাজীনা ইয়াকনেযুনা জ্জাহাবা অল্ ফেদ্দাতা অলা-ইয়োন্‌ফেকুনাহা- ফী ছাবীলেল্লা-হে, ফাবাশ্শের্‌হুম্ বে-আজা-বেন্ আলীমেই। ২। ইয়াওমা ইয়োহ্মা-আলায়হা-ফী না-রে

২৬৫ ভূমিতে আসক্তি

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমাদিগকে যখন ঈশ্বরের পথে বহির্গত হইতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইতে থাক? তবে কি তোমরা পারলৌকিক জীবন অপেক্ষা পার্থিব জীবনে অধিকতর সুখ অনুভব কর? কিন্তু পারলৌকিক জীবনের সুখ অকিঞ্চিতকর ভিন্ন কিছুই নহে। ৯।৩৮

২৬৬ কারুণের করুণ কাহিনী

১ নিশ্চয় কারুণ মূসার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সে তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল এবং আমি তাহাকে এত ধনরাশি দিয়াছিলাম যে তাহার ধনভাণ্ডার একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও বহন করা দুঃসাধ্য ছিল। যখন তাহার নিজের সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে বলিল: উল্লসিত হইও না, নিশ্চয় ঈশ্বর হর্ষোন্মত্তদিগকে ভালবাসেন না;

২ কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন তদ্দ্বারা তুমি পারলৌকিক জীবনের অনুসন্ধান কর ও ইহলোকেও তোমার অংশ বিস্মৃত হইও না এবং ঈশ্বর তোমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন তুমিও সেরূপ দয়াশীল হও

জাহান্নামা ফতোক্ওয়া-বেহা- জেবা-হোহুম্ অ-জোনূবোহুম্ অ-জোহুরোহুম্। হা-জা-মা-কানায্তুম্ লেআন্ফোছেকুম্ ফাজুক্ মা-কোন্তম্ তাক্নেযুন।

(সুরা তওবা, ৩৪,৩৫)

২৬৫—১। ইয়া—আইয়োহাল্লাজীনা আ-মানূ মা-লাকুম্ এজা-কীলা লাকোমোন্ফেরু ফী ছাবীলেল্লা-হেস্ সা-কাল্তুম্ এলাল্ আর্দ্ব। আরাদ্বীতুম্ বেল্ হ্বাইয়া-তেদ্দোন্ইয়া-মেনাল্ আ-খেরাহ্; ফামা-মাতা-ওল্ হ্বাইয়া-তে দ্দোন্ইয়া-ফেল্ আ-খেরাতে ইল্লা-কালীল্। (সুরা তওবা, ৩৮)

২৬৬—১। ইন্না কা-রূনা কা-না মেন্ কাওমে মুছা-ফাবাগা আলায়্হিম্, অ আতায়্না-হো মেনাল্ কোনূযে মা—ইন্না মাফা-তেহাহূ লাতানূ—য়ো বেল্ ওছ্বাতে উলিল্ ক অ-তে এয্ কা-লা লাহূ কাওমোহূ লা-তাফ্রাহ্ ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়োহেব্বোল্ ফারেহীন্। ২। অব্তাগে ফীমা—আ-তাকাল্লা-হোদ্ দা-রাল্ আ-খেরাতা অলা-তান্ছা নাছীবাকা মেনাদ্ দুন্য়া

এবং পৃথিবীতে ভ্রষ্টাচার বিস্তার করিও না ; নিশ্চয় ঈশ্বর ভ্রষ্টাচারীদিগকে পছন্দ করেন না।

৩ তখন সে বলিল : আমার বিদ্যার জন্যই আমাকে ইহা প্রদত্ত হইয়াছে। সে কি ইহা অবগত নহে যে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার পূর্বে এমন বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন—যাহারা তাহার অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী ও যাহাদের অনুগামীবৃন্দও অধিকতর ছিল ? অপরাধীদিগকে তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে না।

৪ অতঃপর সে আড়ম্বর সহকারে তাহার সম্প্রদায়ের সমক্ষে বহির্গত হইল। যাহারা পার্থিব জীবন আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা বলিল : কারুণকে যেরূপ দান করা হইয়াছে আমাদিগকে যদি সেরূপ দান করা হইত ! নিশ্চয় সে অতীব ভাগ্যবান।

৫ কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিল তাহারা বলিল : ধিক্ তোমাকে ! যাহারা শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য করে তাহাদিগকে ঈশ্বর কর্তৃক যে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে তাহা শ্রেষ্ঠতর এবং যাহারা অবিচলিত তাহারাই উহা লাভ করিবে।

৬ অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার বাসভবনকে ভূমিতে প্রোথিত

অ আহ্ছেন কামা—আহ্ছানাল্লা-হো এলায়্কা অলা-তাব্গেল্ফাছা-দা ফিল্ আরূদ্। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়োহেব্বোল্ মোফ্ছেদীন। ৩। কা-লা ইন্নামা—উতীতোহু আলা-এল্মেন্ এন্দী। আঅলাম্ য়্যা'লাম্ আন্নাল্লা-হা কাদ্ আহ্লাকা মেন্ কাব্লেহী-মেনাল্ কোরূনে মান্ হোঅ আশাদ্দো মেন্হু ক্ অতাও অ আক্সারো। অলা-ইয়্যাছ্ আলো-আন্ জোনূবেহিমোল্ মোজ্রেমুন্। ৪। ফাখারাজা আলা-কাওমেহী-ফী যীনাতিহ্। কা-লাল্ লাজীনা ইয়োরীদূনাল্ হায়্যা-তাদ্ দুন্য়্যা- ইয়্যা-লায়্তা লানা মেস্লা মা—উতেয়্যা কা-রূনো ইন্নাহু লাজু হাজ্জেন্ আজীম্। ৫। অ কা-লাল্ লাজীমা উতুল্ এল্মা অয়্লাকুম্ সাওয়া-বোল্লা-হে খায়্রোল্ লেমান্ আ-মানা অ আমেলা ছা-লেহান্ ; অলা-ইয়োলাক্ কা-হা—ইল্লাছ্ ছাবেরূন্। ৬। ফাখাছাফ্না-বেহী-অ বেদা-রেহীল্

করিলাম। তখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার কোন দল ছিল না, অথবা যাহারা নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারে সে তাহাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৭ এবং যাহাদের পূর্বদিন পর্যন্ত তাহার প্রতিষ্ঠার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি ছিল তাহারাই প্রভাতে উঠিয়া বলিতে লাগিল: কি আশ্চর্য! ঈশ্বর তাঁহার সেবকদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপজীবিকা বর্ধিত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপজীবিকা সঙ্কুচিত করেন। যদি ঈশ্বর আমাদের প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদিগকেও তিনি প্রোথিত করাইতেন। হায়! শ্রদ্ধাহীনদের কখনও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। ২৮।৭৬—৮২

২৬৭ এখন তাহার কোন মিত্র রহিল না

১ নিশ্চয়ই সে মহান ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিত না;

২ এবং বঞ্চিতকে খাওয়াইবার জন্য কাহাকেও উৎসাহ দান করিত না,

৩ এইজন্য আজ এখানে তাহার কোন বন্ধু নাই। ৬৯।৩৩—৩৫

২৬৮ বলা হয়: ঈশ্বর সম্মানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন

১ যখন তিনি মানুষকে সম্মান দান করিয়া পরীক্ষা করেন ও তাহার প্রতি সদয় থাকেন তখন সে বলে: আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করেন।

আর্‌মা-ফামা-কানো লাহু মেন্ ফেয়াতেঁই য়্যান্‌ছোরূনাহু মেন্ দুনেল্লা-হে, অমা-কা-না মেনাল্ মোন্‌তাছেরীন্। ৭। অ আছ্‌বাহাল্ লাজীনা তামান্নাও্ মাকা-নাহু বেল্ আম্‌ছে য়্যাকলুনা অয়্‌কাআন্নাল্লা-হা য়্যাব্‌ছোতোরে‌র্ব্‌কা লেমাঁই য়্যাশা—য়ো মেন্ এবাদেহী-অ য়্যাক্‌দের; লাও্‌লা—আম্ মান্নাল্লা-হো আলায়্‌না লাখাছাফা বেনা-। অয়্‌কাআন্নাহু লা-ইয়্যোফ্‌লেহুল্ কা-ফেরূন্! (সূরা কসস্, ৭৬—৮২)

২৬৭—১। ইন্নাহু কা-না লা-ইউমেনো বিল্লা হেল্ আযীমে, ২। অলা, ইয়্যাহোদ্দো আলা-ত্বাআ-মেল্ মিছ্‌কীন। ৩। ফালায়্‌ছা লাহুল্ ইয়্যাও্ মা হা-হোনা-হামীমোঙ্। (সূরা হাকা, ৩৩—৩৫)

২৬৮—১। ফাআম্মাল্ এন্‌ছা-নো এজা-মাব্‌তালা-হো রাব্বোহু ফাআক্‌রামাহু অ না'আমাহু; ফাইয়্যাকোলোরাব্বী—আক্‌রামান্। ২।

২ কিন্তু যখনই তিনি তাহার উপজীবিকা সঙ্কুচিত করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করেন, তখন সে বলে : আমার প্রভু আমাকে ঘৃণা করেন।

৩ কখনই নহে, বরং তোমরাই অনাথদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছ না ;

৪ এবং দরিদ্রদিগকে খাদ্য দান করিতে উৎসাহ দিতেছ না,

৫ এবং তোমরা অতি লোভে উত্তরাধিকারিত্ব ভোগ করিতেছ ;

৬ এবং আসক্তিবশত ধনসম্পত্তির মায়া করিতেছ। ৮৯।১৫—২০

২৬৯ লোভমূলক প্রতিযোগিতা

১ পার্থিব ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করার নেশা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে,

২ যে পর্যন্ত না তোমরা কবরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছ ;

৩ শুধু তাহা নহে, অনতিবিলম্বেই তোমরা উহা জানিতে পারিবে।

৪ অতি শীঘ্রই তোমরা উহা জ্ঞাত হইবে।

৫ না, যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের দ্বারা অবগত হইতে !

৬ কিন্তু নিশ্চয়ই তোমরা নরকাগ্নি দর্শন করিবে।

৭ হাঁ, তোমরা উহা বিশ্বাসের দৃষ্টিতেও প্রত্যক্ষ করিবে।

৮ অনন্তর নিশ্চিত সেদিন তোমাদিগকে সুখ-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। ১০২।১—৮

অ আম্মা—এজা-মাব্‌তালা-হো ফাকাদারা আলায়হে রেয্‌কাহু ; ফাইয়্যা-ক্‌লো রাব্বী—আহা-নান্। ৩। কাল্লা-বাল্ লা-তোক্‌রেমূনাল্ ইয়্যাতীমা ; ৪। অলা-তাহা-দ্দ্‌না আলা-ত্বাআ'-মেল্ মিছ্‌কীনে, ৫। অ তা-কোলূনাত্তোরা-সা আক্‌লা ল্লাম্মাঙ্। ৬। অ তোহেব্বনাল্ মা-লা হোব্বান জাম্মা-।
(সূরা ফজর, ১৫—২০)

২৬৯—১। আল্‌হা-কোমো ত্তাকা-সোরো ; ২। হাত্তা-যোর্-তোমোল্ মাকা-বের। ৩। কাল্লা-ছাওফা তা'লামূনা ৪। সুম্মা কাল্লা-ছাওফা তা'লামূন। ৫। কাল্লা-লাও তা'লামূনা এল্‌মাল ইয়্যাকীন। ৬। লাতারা-বোন্নাল্ জাহীমা ; ৭। সুম্মা লাতারাবোন্নাহা-আয়্‌নাল্ ইয়্যাকীন্ ; ৮। সুম্মা লাতোছ আলোন্না ইয়্যাও্‌মাএজেন্ আনে ন্নায়ীম্। (সূরা তকাসোর, ১-৮)

৫৬ দান

২৭০ দান প্রকরণ

১ যাহারা ঈশ্বরের পথে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে তাহাদের অবস্থার উপমা হইতেছে একটি শস্য বীজ। একটি শস্যকনা হইতে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক শীষে একশত করিয়া শস্য থাকে। ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা তাহার জন্য বহুগুণ বর্ধিত করিয়া দেন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

২ যাহারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাহাদের ধনসম্পদ ব্যয় করিয়া দানগ্রহীতাকে ভর্ৎসনা করে না কিংবা কষ্ট দেয় না, তাহাদের পুরস্কার ঈশ্বরের নিকট গচ্ছিত থাকে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা সন্তপ্তও হইবে না।

৩ যে দানের পরে (দানগ্রহীতাকে) ক্লেশ প্রদান করা হয় সেইরূপ দান অপেক্ষা বরং নম্র কথা বলা ও ক্ষমা শ্রেয়। ঈশ্বর পরম পুরুষ; ক্ষমাশীল।

৪ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, ভর্ৎসনা করিয়া ও ক্লেশ দিয়া তোমাদের দানকে সেই সব ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করিও না, যাহারা কেবলমাত্র লোক দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন ব্যয় করে এবং ঈশ্বর ও অন্তিম দিবসের উপর

২৭০—১। মাসালো ল্লাজীনা ইয়োন্‌ফেক্‌না আম্‌অ-লাহুম্‌ ফী ছাবীলি ল্লা-হে কামাসালে হ্বাব্বাতেন্‌ আম্বাতাৎ ছাব্‌আ ছানা-বেলা ফীকুল্লে ছোম্বোলাতে ম্মেআতো হ্বাব্বাহ্‌। অল্লা-হো ইয়োদ্বা-এফো লেমাঈঁ ইয়াশা—ও। অল্লা-হো অ-ছেওন্‌ আলীম্‌। ২। আল্লাজীনা ইয়োন্‌ফেক্‌না আম্‌অ-লাহুম্‌ ফীছাবীলি ল্লা-হে স্তুম্মা লা-ইয়োৎবেউনা মা—আনফাক্‌ মান্নাঙ্‌ অআলা—আজাল্‌ লাহুম্‌ আজ্‌রো হুম্‌ এন্‌দা রাব্বেহিম্‌, অলা-খাও্‌ ফোন্‌ আলায়্‌হিম্‌ আলা-হুম্‌ ইয়াহ্ব্‌যানুন্‌। ৩। কাও্‌লাম্‌ মা'রূফোঙ্‌ অমাগ্‌ফেরাতোন্‌ খায়রো ম্মেন্‌ ছাদাকাতেইঁ ইয়াত্‌বা ওহা-আজা-। অল্লা-হো গ্বানিয়্যোন্‌ হ্বালীম্‌। ৪। ইয়া—আইয়্যোহা ল্লাজানা আ-মানু লা-তোব্‌ ত্বেলু ছাদাকা-তেকুম্‌ বিল্‌-মান্নে অল্‌আজা কাল্লাজী ইয়োন্‌ফেকো

শ্রদ্ধা রাখে না। তাহাদের উপমা হইতেছে সেই পাহাড় যাহার উপরে মৃত্তিকার স্তর রহিয়াছে; পরে যাহার উপর বৃষ্টিধারা পতিত হইয়া উহা মসৃণ ও অনাবৃত হইয়া যায়। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহার মধ্যে কোন কিছু তাহাদের আয়ত্তে নাই। ঈশ্বর শ্রদ্ধাহীন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

৫ এবং যাহারা ঈশ্বরের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য ও আত্মাকে শক্তিশালী করিবার জন্য ধনসম্পদ ব্যয় করে তাহাদের উপমা হইতেছে উচ্চে অবস্থিত উদ্যান, যে উদ্যানে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হয় ও উহাতে দ্বিগুণ ফল-সম্ভার উৎপন্ন হয়। কিন্তু যদি উহাতে প্রবল বৃষ্টিপাত না হয় তবে অল্প বর্ষণই যথেষ্ট। তোমরা যাহাই কর ঈশ্বর তৎসমস্তই দর্শন করেন।

৬ তোমাদের মধ্যে কেহ কি এমন এক খর্জুর ও আঙ্গুরের উদ্যান পাইতে চাহিবে যাহার নিম্নে নদীসমূহ প্রবাহিত রহিয়াছে আর সেই উদ্যানে তাহার জন্য সকল প্রকারের ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু অনন্তর যখন তাহার বার্ধক্য উপস্থিত হইবে এবং তাহার সন্তান-সন্ততি দুর্বল থাকিবে, সেই সময়ে এক অগ্নিময় ঘুর্ণিবাত্যার দ্বারা তাহার উদ্যান আক্রান্ত হইবে এবং উদ্যানের যাহাকিছু সবই অগ্নির দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে? এইরূপে ঈশ্বর তাঁহার

মা-লাহু রেআ—আন্না-ছে অলা-ইয়ো'মেনো বিল্লা-হে অল্ ইয়াও্মেল্ আ-খের্। ফামাসালোহু কামাসালে ছাফ্অ-নেন্ আলায়্হেতোরা-বোন্ ফাআছা-বাহু অ-বেলোন্ ফাতারাকাহু ছাল্দা-। লা-ইয়াক্দেরূনা আলা-শায়্ এম্মিম্মা-কাছাবু। আল্লা-হো ইয়াহ্দেল্ কাও্মাল্ কা-ফেরীন্। ৫। অমাসালো ল্লাজীনা ইয়োন্ফেক্না আম্ওয়া-লাহোমো ব্তেগা— আ মারূধা তি ল্লা-হে অতাস্বীতাম্ মেন্ আন্ফোছেহিম্ কামাসালে জান্নাতেম্ বেরাব্ অতেন্ আছা-বাহা-ওয়া-বেলোন্ ফায়া-তাৎ ওকোলাহা দ্বে'ফায়ন; ফাইল্ লাম্ ইয়োছেব্হা-ওয়া-বেলোন্ ফাত্বাল্লোন। অল্লা-হো বেমা-তা' মালুনা বাছীর ৬। আইয়াঅদ্দো আহাদোকুম্ আন্ তাকুনা লাহু জান্নাতোম্ মেন্ নাখীলেঙ্ অআ'না-বেন্ তাজ্‌রী মেন্তাহ্‌তেহাল্ আন্হা-রু, লাহু ফীহা-মেন্ কুল্লেস্ সামারা-তে অআছাবাহোল্ কেবারো অলাহু জোর্রিয়্যাতোন্

প্রত্যাদেশসমূহ তোমাদের নিকট সরল করিয়া ব্যক্ত করেন, যাহাতে তোমরা সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পার। ২।২৬১—২৬৬

২৭১ দান যেন উত্তম জিনিসের হয়

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, তোমরা যাহা উপার্জন করিয়াছ তন্মধ্যে যাহা বিশুদ্ধ এবং আমি যাহা তোমাদের জন্য ভূমি হইতে উৎপন্ন করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করিও, এবং (ইচ্ছাপূর্বক) দানে এরূপ মন্দ বস্তু দিতে চাহিও না, যাহা তোমরা চক্ষু মুদ্রিত না করিয়া (ঘৃণা না করিয়া) গ্রহণ করিবে না, এবং জানিয়া রাখ যে ঈশ্বর পরমপুরুষ, পরম উপাস্য। ২।২৬৭

২৭২ গুপ্তদান

১ যদি তোমরা তোমাদের দানের কথা প্রকাশ কর তবে তাহা ভাল, কিন্তু যদি তাহা গোপন কর ও দরিদ্রকে দান দাও, তবে তাহা তোমাদের পক্ষে আরও ভাল এবং উহার দ্বারা তোমাদের কিছু দুষ্কার্যের প্রায়শ্চিত্তও হইবে। তোমরা যাহা কর তাহা ঈশ্বর অবগত আছেন। ২।২৭১

দোআফা—ও, ফায়াছা-বাহা—এ'ছারোন্ ফীহেনা-রোন্ ফাহ্‌ত‍্তারাকাৎ। কাজা-লেকা ইয়োবাইয়েনো ল্লা-হো লাকুমোল্ আ-ইয়া-তে লাআল্লাকুম্ তাতাফাক্কারূন। (সূরা বকরা, ২৬১—২৬৬)

২৭১—১। ইয়া—আইয়োহা ল্লাজীনা আ-মানূ—আন্‌ফেকূ মেন্ ত্বাইয়েবা-তে মা-কাছাব্‌তুম্ অমিম্মা—আখ্‌রাজ্‌ না-লাকুম্ মেনাল্ আরূদে, অলা-তাইয়াম্মামোল্ খাবীসা মেন্‌হো তোন্‌ফেকূ না অ লাছ্‌তুম্ বেয়া-খেজীহে ইল্লা—আন্ তোগ্‌মেদ্ব ফীহ্‌। অ'লামূ—আন্না ল্লা-হা গানিয়্যোন্ হামিদ্। (সূরা বকরা, ২৬৭)

২৭২—১। ইন্ তোব্‌দোছ্‌ ছাদাকা-তে ফানেএম্মা-হিয়া, অইন তোখ্‌ফুহা-অতো'তুহাল্ ফোকারা—আ ফাহুয়া খায়্‌রো ল্লাকুম্। অইয়ো-কাফ্‌ফেরো আনকুম্ মেন্ ছাইয়েআ-তেকুম্। অল্লা-হো বেমা-তা'মালূনা খাবীর্। (সূরা বকরা, ২৭১)

২৭৩ অযাচিত দান

১ সেইসব দীন-দরিদ্রের জন্য (দান করা উচিত) যাহারা ঈশ্বরের পথে এমনভাবে আবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহারা (ব্যবসাদির জন্য) দেশে ঘোরাঘুরি করিতে পারে না। তাহারা সংযত হইয়া থাকে বলিয়া চিন্তাহীন লোকেরা তাহাদিগকে ধনশালী বলিয়া মনে করে। তাহাদের চেহারা দেখিয়া তুমি চিনিতে পারিবে। তাহারা নাছোড়বান্দা হইয়া লোকের কাছে যাচ্ঞা করে না। এবং তোমরা যে উত্তম দ্রব্য দান কর নিশ্চয়ই ঈশ্বর তাহা জানেন।

২ যাহারা তাহাদের ধন-সম্পত্তি দিনে ও রাত্রে, গোপনে ও প্রকাশ্যে (ঈশ্বরের পথে) ব্যয় করে তাহাদের পুরস্কার ঈশ্বরের কাছে রহিয়াছে, এবং তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা সন্তাপিত হইবে না। ২।২৭৩,২৭৪

২৭৪ ঈশ্বরের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু

১ যাহা তোমাদের প্রিয় তাহা যতক্ষণ না তোমরা (ঈশ্বরের পথে) ব্যয় কর ততক্ষণ তোমরা ভক্তিলাভ করিতে পারিবে না। এবং তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর তাহা ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন। ৩।১২

২৭৩—১। লিল্‌ফোকারা—এল্লাজীনা ওহ্‌ছেরুফীছাবীলে ল্লা-হে লা-ইয়াছ্‌তাত্বীউনা দ্বারবান্ ফিল্ আরদ্বে. ইয়াহ্‌ছাবোহোমোল্ জা-হেলো আগ্‌নেয়া-আ মেনা ত্তাআফ্‌ফোফ, তা'রেফোহুম্ বেছীমা-হুম্, লা-ইয়াছ্‌আলুনা ন্না-ছা এল্‌হ্বা-ফা-। অমা-তোন্‌ফেকু মেন্ খায়্‌রেন্ ফাইন্না ল্লা-হা বেহী আলীম্। ২। আল্লাজীনা ইয়োন্‌ফেকুনা আম্‌ওয়া-লাহুম্ বিল্লায়্‌লে অন্নাহা-রে ছের্‌রাঁও অআলা-নিয়াতান্ ফালাহুম্ আজ্‌রোহুম্ এন্দা রাব্বেহিম্, অলা-খাও্‌ফোন্ আলায়্‌হিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানুন্।

(সূরা বকরা, ২৭৩,২৭৪)

২৭৪—১। কোল্ লিল্লাজীনা কাফারু ছাতোগ্‌লাবুনা অতোহ্‌শারুনা এলা-জাহান্নাম। অবে'ছাল্ মেহা-দ্। (সূরা এমরান, ১২)

২৭৫ প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, তোমাদের ধন-সম্পত্তি কিংবা তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদিগকে যেন ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইতে বিক্ষিপ্ত না করে। যাহারা ঐভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২ তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্বেই আমি যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে (তাঁহার পথে) ব্যয় কর ; নচেৎ সে (বিচারের দিন) বলিবে : হে আমার প্রভু, যদি আমাকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দান করিতেন তবে আমি দান করিয়া লইতাম এবং সৎকর্ম-কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

৩ কিন্তু ঈশ্বর কাহাকেও তাহার কাল উপস্থিত হইলে অবকাশ দান করেন না। তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জ্ঞাত আছেন। ৬৩।৯—১১

২৭৫—১। ইয়্যা—আইয়্যোহাল্ লাজীনা আ-মানূ লা-তোল্‌হেকুম্ আম্অ-লোকুম্ অলা—আও্‌লা-দোকুম্ আন্ জিক্‌রিল্লা-হ ; অমাঁইঁ ইয়্যাফ্‌আল্ জা-লেকা ফাউলা—য়েকা হুমোল্ খা-ছেরূন্ ২। অ আন্‌ফেকু মিম্মা রাযাক্‌না-কুম্ মিন্ কাব্‌লে আঁই ইয়্যা-তেয়্যা আহাদাকুমোল্ মাও্‌তো ফাইয়্যাকুলা রাব্বে লাও্‌লা আখ্‌খার্‌তানী—এলা—আজালেন্ কারীব, ফা আছ্‌ছাদ্দাকা অ আকুম্ মিনাছ্ ছা-লেহীন্। ৩। অলাঁই ইয়্যোআখ্‌খে-রাল্লা-হো নাফ্‌ছান্ এজা-জা—আ আজালোহা-। অল্লা-হো খাবীরোম্ বেমা-তা'মালুন্। (সূরা মোনাফেকোন, ৯—১১)

২৩ নীতি-বোধ

৫৭ শিব-শক্তি

২৭৬ শুভাশুভ বিবেক

১ তুমি বলঃ অশুভ ও শুভ সমান নহে; যদিও অশুভের বিপুলতা তোমাকে চমৎকৃত করে। অতএব হে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকসকল, তোমরা ঈশ্বরীয় কর্মে রত থাক, যাহাতে তোমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পার। ৫।১০০

৫৮ নীতি-নির্দেশ

২৭৭ নীতি-সূত্র

১ নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগকে ন্যায়পরায়ণ হইতে ও করুণা প্রদর্শন করিতে এবং আত্মীয়স্বজনদিগকে দান করিতে আদেশ করিয়াছেন, এবং অশ্লীলতা, জঘন্যতা ও দুরাচারিতা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তোমাদিগকে তৎপ্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য তিনি সনির্বন্ধভাবে উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

১৬।৯০

২৭৮ নীতি-উপদেশ

১ প্রভু আদেশ করিয়াছেন যে তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও উপাসনা করিবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদয় আচরণ করিবে। যদি তাহাদের

২৭৬—১। কোল্ লা-ইয়াছ্তাবিল্ খাবীসো অত্ ত্বইয়্যেবো অলাও্ আ'জাবাকা কাস্‌রাতোল্ খাবীসে, ফাওাকো ল্লা-হা ইয়া—উলিল্ আল্‌বা-বে লাআল্লাকুম্ তোফ্লেহুন্। (সুরা মায়দা, ১০০)

২৭৭—১। ইন্নাল্লা-হা ইয়া'মোরো বেল্ আদ্‌লে অল্ এহ্‌ছা-নে অঈতা—এ জেল কোর্‌বা-অইয়ান্‌হা-আনেল্ ফাহ্‌শা—এ অল্ মোন্‌কারে অল্ বাগ্‌ইয়ে; ইয়াএজোকুম্ লাআল্লাকুম্ তাজাকারূন। (সুরা নহল, ৯০)

২৭৮—১। অকাদা-রাব্বেকা আল্‌লা-তা'বোদূ—ইল্লা—ইয়্যা-হো-অবেল্

একজন বা উভয়ে তোমরা থাকিতে থাকিতে বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাহাদিগকে তিরস্কার করিও না, কিংবা তাহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাহাদিগকে সম্মানসূচক কথা বলিও।

২ তাহাদের উভয়ের জন্য সকরুণ বিনয় সহকারে বাহু অবনত কর ও বল : হে প্রভু, তাহারা যেরূপ আমাদিগকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছে, তদ্রূপ আপনি তাহাদের প্রতি করুণা করুন।

৩ তোমাদের অন্তরে কি আছে তাহা তোমাদের প্রভু উত্তমরূপে অবগত আছেন। যদি তোমরা ন্যায়পরায়ণ হও তবে নিশ্চয়ই তিনি ভক্তিতে যাহারা তাঁহার দিকে ফিরিয়াছে তাহাদের প্রতি চিরক্ষমাশীল।

৪ আত্মীয়-স্বজন, দীন-দরিদ্র ও পথিকগণকে তাহাদের প্রাপ্য প্রদান কর এবং (তোমাদের ধন) অপব্যয় করিও না।

৫ নিশ্চয়, অপব্যয়কারিগণ চিরদিন শয়তানের ভ্রাতা এবং শয়তান চিরদিন তাহার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

৬ যদি তোমার প্রভুর নিকট হইতে প্রত্যাশিত কৃপা (উপজীবিকা) পাইবার প্রতীক্ষায় তোমাকে তাহাদিগকে বিমুখ করিতে হয় (অর্থাৎ তখন দান করিবার সামর্থ্য না থাকে) তবে তাহাদিগকে মধুর বাক্য বলিও।

ওয়া-লেদায়্নে এহ্ছা-না। এম্মা ইয়াব্লোগান্না এন্দাকাল্ কেবারা অহোদো হোমা—আও্ কেলা-হোমা-ফালা-তাকোল্ লাহোমা—ওফ্ফেও্ অলা-তান্হার হোমা-অকোল্-লাহোমা-কাও্লান্ কারীমা-। ২। অখ্ফেদ্-লাহোমা-জানা-হাজ্ জোল্লে মেনার্ রাহ্মাতে অকোর্ রাব্বের হাম্ হোমা-কামা-রাব্বাইয়্যা-নী ছাগীরা-। ৩। রাব্বোকুম্ আ'লামো বেমা-ফী নোফুছেকুম্। ইন্ত কুনু ছা-লেহীনা ফাইন্নাহু কা-না লেল্ আও্ওয়া-বীনা গাফুরা-। ৪। অআ-তে জাল্কোর্বা-হাক্ কা হু অল্ মেছ্কীনা অব্নাছ্ ছাবীলে অলা-তোবাজ্জের তাব্জীরা-। ৫। ইন্নাল্ মোবাজ্জেরীনা কা-নূ—এখ্ওয়া-নাশ্ শায়্যা-তীন। অকা-নাশ শায়তা-নো লেরাব্বেহী কাফুরা-। ৬। অএম্মা-তো'রেদান্না আন্হোমোব্তেগা—আ রাহ্মাতেম্ মের্রাব্বেকা তার্জু হা-ফাকোল্ লাহুম্ কাও্লাম্ মায়্ছুরা-। ৭। অলা-

৭ তুমি তোমার হস্ত গলদেশে বদ্ধ রাখিও না (অর্থাৎ কৃপণ হইও না) কিংবা উহা সম্পূর্ণভাবেও উন্মুক্ত করিও না (অর্থাৎ অপব্যয়ী হইও না)। অন্যথায় তুমি নিন্দিত ও রিক্তহস্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে।

৮ নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপজীবিকা বর্ধিত করেন ও যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপজীবিকা সঙ্কুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁহার সেবকগণের সম্বন্ধে সবই জ্ঞাত থাকেন। তিনি সর্বদৃক্।

৯ দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিও না। আমি তোমাদের ও তাহাদের (তোমাদের সন্তানদিগের) জন্য উপজীবিকা দান করিব। নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

১০ ব্যাভিচারের কাছাকাছিও আসিও না। ইহা জঘন্য কার্য ও কুপথ।

১১ ঈশ্বর যাহাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাহাকে হত্যা করিও না। যে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তাহার উত্তরাধিকারীকে আমি (আততায়ীকে হত্যা করিবার) অধিকার প্রদান করিয়াছি, কিন্তু তাহারা যেন হত্যা বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় তাহাকে সহায়তা করা হইবে।

১২ এবং যে পর্যন্ত পিতৃহীন অনাথ শক্তিশালী না হয় (অর্থাৎ যৌবনে উপনীত না হয়) সে পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তাহাদের ধন-সম্পত্তির কাছে

তাজ্আল ইয়াদাকা মাগ্লুলাতান্ এলা-ওনাকেকা অলা-তাব্ছোত্হা-কোল্লাল্ বাছ তে ফাতাক্ওদা মালুমাম্ মাহ্ছুরা-। ৮। ইন্না রাব্বাকা ইয়াব্ছোত্তোর্ রেয্কা লেমাইঁ ইয়াশা—য়ো অয়্যাক্দের। ইন্নাহু কা-না বেএবা-দেহী-খাবীরাম্ বাছীরা- ৯। অলা তাক্তোলু—আও্লা-দাকুম্ খাশ্য়্যাতা এম্লা- ক্। নাহ্নো নার্যোকোহুম্ আইয়্যা-কুম্। ইন্না কাৎলাহুম্ কা-না খেৎআন্ কাবীরা-। ১০। অলা-তাক্রাবোয্ যেনা—ইন্নাহু কা-না ফা-হেশাহ্। অছা—আ ছাবীলা-। ১১। অলা-তাক্-তোলোন্ নাফ্ছা ল্লাতী হার্রামা ল্লা-হো ইল্লা-বেল্-হাক্ক। অমান্ কোতেলা মাজ্লুমান্ ফাকাদ্ জাআল্না-লেঅলীয়্যেহী ছোল্তা-নান্ ফালা-ইয়্যোছ্রেফ্ ফেল্ কাৎল। ইন্নাহু কা-না মান্ছুরা-। ১২। অলা-তাক্রাবু মা-লাল্ ইয়াতীমে ইল্লা-বেল্লাতী হিয়া আহ্ছানো হাত্তা-ইয়াব লোগা

আসিও না ; এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্বন্ধে তোমা-দিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

১৩ যখন তোমরা পরিমাণ ও পরিমাপ করিবে তখন পূর্ণ পরিমাণ দিবে ও যখন কিছু ওজন করিয়া দিবে তখন ঠিক ওজন দিবে। উহা শ্রেয় এবং উহা পরিণামে শ্রেয়তর।

১৪ (হে মনুষ্য) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সেই বিষয় অনুসরণ করিও না। নিশ্চয়, তোমার শ্রবণ, দর্শন ও হৃদয় ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

১৫ পৃথিবীতে সগর্বে চলিও না। তুমি পৃথিবী বিদীর্ণ করিতে পারিবে না।

১৬ এই সমস্ত অন্যায় বিষয় তোমার প্রভুর কাছে খুবই ঘৃণার্হ।

১৭ ইহা সেইসব বিবেকের বাণীর অন্তর্গত যাহা তোমার প্রভু তোমাকে প্রজ্ঞান স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। ১৭।২৩—৩৯

২৭৯ লোক্মানের পুত্রকে জ্ঞান-দান

১ এবং সত্যসত্যই আমি লোকমানকে সুবিচারের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলাম। তাহাকে বলিয়াছিলাম : ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

আশোদ্দোহু, অআওফু বেল্ আহ্দ ; ইন্নাল্ আহ্দা কা-না মাছ্উলা-। ১৩। অআওফোল্ কায়্লা এজা-কেল্তুম্ অযেনু বেল্কেছ্ তা-ছেল্ মোছ্তাকীম। জা-লেকা খায়্রোঙ্ অআহ্‌ছানো তা'বীলা-। ১৪। অলা-তাক্ফো মা-লায়্ছা লাকা বেহী-এলম্। ইন্নাছ্ ছাম্আ অল্ বাছারা অল্ ফোআ দা কুল্লো উলা—একা কা-না আন্হো মাছ্উলা-। ১৫। অলা-তাম্শে ফেল্ আর্‌যে মারাহ্বান ; ইন্নাকা লান্ তাখ্রেকাল্ আর্দা অলান্ তাবলোগাল্ জেবা-লা তুলা-। ১৬। কুল্লো জা-লেকা কা-না ছাইয়্যেওহু এন্দা রাব্বেকা মাক্রূহা-। ১৭। জী-লেকা মেম্মা—আওহা—এলায়্কা রাব্বোকা মেনাল্ হেক্মাহ্।... (সূরা বনি এস্রায়েল, ২৩—৩৯)

২৭৯—১। অলাকাদ্ আ-তায়্না-লোকমা-নাল্ হেক্মাতা আনেশ কুর্ লিল্লাহ্। অমাঁই ইয়্যাশ্কোর্ ফাইন্নামা-ইয়্যোশ্কোরো লেনাফ্ছেহী,

আর যে ব্যক্তিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের আত্মার (কল্যাণের) জন্য তাহা করিয়া থাকে। আর যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে অস্বীকার করে—(ঈশ্বর তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুখাপেক্ষী নহেন)। নিশ্চয় ঈশ্বর পরমপুরুষ, স্তবনীয়।

২ এবং (স্মরণ কর) যখন লোক্মান তাহার পুত্রের সহিত কথা বলিয়াছিল তখন সে পুত্রকে এই বলিয়া সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিল: হে আমার প্রিয় পুত্র, ঈশ্বরের কোন অংশীদার আছে বলিয়া বিশ্বাস করিও না। নিশ্চয় ঈশ্বরে অংশীদারীত্ব আরোপ করা মহাপাপ।

৩ আর আমি মানুষকে পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াছি: তাহার মাতা দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সহ্য করিয়া তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং সে দুই বৎসর পরে স্তন্যপান ত্যাগ করিয়াছে। (তাহাকে আরও উপদেশ দিয়াছিলাম:) আমাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমিই সকলের গন্তব্যস্থল।

৪ আর যদি তাহারা (পিতা-মাতা) তোমার দ্বারা আমার কোন অংশীদার মান্য করাইতে প্রচেষ্টা করে, যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তবে তাহাদের কথা মান্য করিও না। সাংসারিক বিষয়ে তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিও, কিন্তু তাহাদের পথ অনুসরণ কর যাহারা অনুতপ্ত হইয়া আমার দিকে ফিরিয়াছে। অতঃপর আমার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে, এবং আমি বলিব: তোমরা কে (কি ভাল মন্দ) কার্য করিতে?

অমান্ কাফার ফাইন্নাল্লা-হা গ্বানীউন্ হামীদ্। ২। অ এজ্ ক্বা-লা লোক্মা-নো লেব্নেহী-অহুওয়া ইয়্যায়েজোহু ইয়্যা-বোনাইয়্যা লা-তোশ্রেক্ বিল্লাহ্। ইন্নাশ্শের্কা লাজোল্‌মোন্ আজীম্। ৩। অ অছ্ছায়্নাল্ এন্ছা-না বেঅলেদায়্হ্, হামালাৎহু উম্মোহু অহ্নান্ আলা-অহ্নেও অ ফেছা-লোহু ফী আ-মায়্নে আনেশ্কোর্লী-অলে অ-লেদায়ক্। এলাইয়্যাল্ মাছীর্। ৪। অইন্ জা-হাদাকা আলা—আন্ তোশ্রেকা বী-মা-লায়্ছা লাকা বেহী-এল্মোন্ ফালা-তোত্বে'হুমা-অ ছা-হেব্ হুমা ফিদ্দুন্য়্যা-মা'রূফাও, অত্তাবে' ছাবীলা মান্ আনা-বা এলাইয়্যা, সুম্মা এলাইয়্যা মার্জেয়োকুম্ ফাওনা-

৫ হে আমার প্রিয় পুত্র, নিশ্চয়, যদি ইহা (এই কার্য) সর্ষপ বীজের পরিমাণও হয়, এবং যদিও ইহা পাহাড়ে কিংবা পৃথিবীতে থাকে তথাপি ঈশ্বর (অন্তিম দিবসে) উহা আনিয়া উপস্থিত করিবেন। নিশ্চয় ঈশ্বর সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।

৬ হে আমার প্রিয় পুত্র, তুমি নিত্য-নিয়মিত প্রার্থনা করিতে থাক। এবং করুণা প্রদর্শণ করিতে আদেশ প্রদান কর ও অসৎকার্য করিতে নিষেধ কর এবং তোমার যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাতে ধৈর্যধারণ করিয়া থাক। নিশ্চয় ইহা ধৈর্যের কার্য !

৭ এবং তুমি জনগণের প্রতি অবহেলায় মুখ বিকৃত করিও না। এবং পৃথিবীতে দম্ভভরে বেড়াইও না। নিশ্চয় ঈশ্বর কোন গর্বিত দম্ভকারীকে পছন্দ করেন না।

৮ চাল-চলনে বিনয়ী হও ও স্বর মৃদু কর। নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা কর্কশ স্বর হইতেছে গর্দভের স্বর। ৩১।১২—১৯

২৮০ সদ্গৃহস্থ

১ আমি মানুষকে পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করিয়াছে

ফেয়োকুম্ বেমা-কোন্তুম্ তা'মালূন্। ৫। ইয়্যা-বোনাই্য়্যা ইন্নাহা—ইন্ তাকো মেছ্কালা-হাব্বাতেম্ মেন্ খার্দালেন্ ফাতাকোন্ ফী ছাখ্রাতেন্ আও্ ফিছ্-ছামা-অ-তে আও্ ফিল্ আর্‌দ্বে য়্যা'তে বেহা-ল্লা-হ্। ইন্নাল্লা-হা লাত্বীফোন্ খাবীর্। ৬। ইয়্যা-বোনাই্য়্যা আকেমেছ্-ছালা-তা অমো'র্ বিল্ মা'রূফে অন্‌হা আনেল্ মোন্‌কারে অছ্‌বের্ আলা-মা—আছা—বাক্। ইন্না জা-লেকা মেন্ আয্‌মেল্ ওমুর্। ৭। অলা-তোছা'য়ের্ খাদ্দাকা লিন্না-ছে অলা-তাম্‌শে ফিল্ আর্‌দ্বে মারাহা-। ইন্নাল্লা-হা-লা-ইয়্যোহেব্বো কুল্লা মোখ্‌তা-লেন্ ফাখুর্। ৮। অক্‌ছেদ্ ফী মাশ্‌য়েকা অগ্‌দ্বোদ্ব্ মেন্ ছাও্‌তেক্। ইন্না আন্‌কারাল্ আছ্‌ওয়া-তে লাছাও্‌তোল্ হামীর্।

(সূরা লোকমান, ১২—১৯)

২৮০—১। অ অছ্ছায়্‌নাল্ ইন্ছা-না বেঅ-লেদায়্‌হে এহ্ছা-না-।

এবং কষ্ট সহকারেই তাহাকে প্রসব করিয়াছে, এবং তাহার গর্ভধারণ ও স্তন্যদানে ত্রিশ মাস লাগিয়াছে, এমন কি যখন সে যৌবনে পদার্পণ করে ও চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয় তখনও সে বলিতে থাকে: হে প্রভু, আপনি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে এবং আপনার সন্তোষ বিধানের জন্য সৎকর্ম করিতে আমাকে শক্তি প্রদান করুন। আমার সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও আমার প্রতি সদয় হউন। নিশ্চয় আমি অনুতপ্ত হইয়া আপনার দিকে ফিরিয়াছি ও নিশ্চয় আমি আপনার শরণাগতগণের অন্তর্ভুক্ত।

২ ইহারা সেই লোকসকল, যাহাদের কৃত কার্যের মধ্যে যাহা উত্তম তাহা আমি গ্রহণ করি ও তাহাদের দুষ্কার্যসমূহ ক্ষমা করি। (তাহারা স্বর্গোদ্যানের অধিকারী। তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা সত্য প্রতিশ্রুতি।) ৪৬।১৫,১৬

হামালাৎহু উম্মুহু কোর্‌হাওঁ অ অদ্বায়াৎহু কোর্‌গা-। অহাম্‌লোহু অফেছা-লোহু সালা-সুনা শাহ্‌রা-। হাত্তা—এজা-বালাগা আশোদ্দাহু আবালাগা আর্‌বায়ীনা সানাতান্‌, কা-লা-রাব্বে আও্‌যে'নী—আন্ আশ্‌কোরা নে'মাতাকাল্লাতী—আন্‌আম্‌তা আলায়্‌ইয়্যা অ আলা-অ-লেদায়্‌ ইয়্যা অ-আন্ আ'মালা ছা-লেহান্ তার্‌দাহু অ-আছ্‌লেহ্‌ লী ফী জুর্‌রিয়্যাতী। ইন্নী তোব্‌তো এলাইকা অইন্নী-মিনাল্ মোছ্‌লেমীন। ২। উলা—য়েকাল্লাজীনা নাতাকাব্বালো আন্‌হুম্ আহ্‌ছানা-মা-আমেলু অ নাতাজা-অযো আন্ সাইয়্যেআ-তেহিম্ ফী—আছ্‌হা-বিল্ জান্নাহ্‌। অ'দাছ্‌ ছেদ্‌কেল্লাজী কা-নূ ইউ্‌আদূন্। (সূরা আহ্‌কাফ, ১৫,১৬)

২৪ শিষ্টাচার

৫৯ সদাচার

২৮১ মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ

১ তাহারা তোমাকে মাদক দ্রব্য ও জুয়াখেলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুমি বল : এতদুভয়ের দ্বারা গুরুতর পাপ হয়। উহাতে লোকের কিছু লাভ হয় বটে, কিন্তু উহাতে লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর।... ২।২১৯

২৮২ প্রত্যভিবাদন অধিক সৌজন্যপূর্ণ

১ যখন কেহ তোমাকে শ্রদ্ধাসহকারে অভিবাদন করিবে তখন তুমি তাহাকে উহা অপেক্ষা অধিকতর নম্রভাবে প্রত্যভিবাদন করিবে। নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যেক বিষয়ের হিসাবগ্রহণকারী। ৪।৮৬

২৮৩ কাহারও গৃহে প্রবেশ করিবার সময়

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, নিজের আগমন বার্তা জ্ঞাপন না করিয়া ও গৃহস্বামীদের শান্তি কামনা না করিয়া (অর্থাৎ সালাম বা নমস্কার না করিয়া) নিজের গৃহ ভিন্ন অন্যের গৃহে প্রবেশ করিবে না। যদি তোমরা ইহার প্রতি মনোনিবেশ কর তবে উহা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে।

২৮১—১। ইয়াছ্‌ আলুনাকা আনিল্‌ খামরে অল্‌ মায়ছের। কোল্‌ ফীহেমা—এস্‌মোন্‌ কাবীরোঙ্‌ মানা-ফেও লিন্না ছে' অ এস্‌মোহোমা—আক্‌বাবো মেন্‌ নাফ্‌এহেমা।... (সূরা বকরা, ২১৯)

২৮২—১। অএজা-হোইয়্যীতুম্‌ বেতাহিইয়্যাতেন্‌ ফাহাইয়্যু বেআহ্‌ছানা মেন্‌হা—আও্‌ রোদ্দুহা-। ইন্না ল্লা-হা কা-না আলা-কুল্লে শায়্‌এন্‌ হাছীবা-। (সূরা নেছা, ৮৬)

২৮৩—১। ইয়্যা—আয়্যোহাল্লাজীনা আ-মানূ লা-তাদ্‌খোলু বোয়ুা-তান্‌ গায়রা বোয়্যতেকুম্‌ হাৎতা-তাছ্‌তা'-নেছু অতোছাললেম আলা—আহ্‌লেহা জা-লেকুম্‌ খায়্‌রোল্‌ লাকুম্‌ লা আল্লাকুম্‌ তাজাক্‌কারূন।

২ এবং তথায় যদি কাহাকেও দেখিতে না পাও তথাপি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত প্রবেশ করিবে না। আর যদি তোমাকে বলিয়া দেওয়া হয় যে ফিরিয়া যাও, তবে ফিরিয়া আসিবে; কারণ ইহা অধিকতর পবিত্র। তোমরা যাহা কর ঈশ্বর তাহা অবগত আছেন। ২৪।২৭,২৮

২৮৪ সভা-সমিতিতে আচরণ

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, যখন তোমাদিগকে বলা হইবে যে (অন্যের জন্য) স্থান করিয়া দাও তখন স্থান করিয়া দিবে। ঈশ্বর তোমাদের জন্য (পরে) স্থান করিয়া দিবেন। এবং যখন তোমাদিগকে উঠিয়া যাইবার জন্য বলা হইবে তখন উঠিয়া যাইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা শ্রদ্ধাশীল ও জ্ঞানবান, ঈশ্বর তাহাদিগকে উচ্চপদে উন্নীত করিবেন। তোমরা যাহাকিছু কর তাহা ঈশ্বর অবগত আছেন। ৫৮।১১

২৮৫ সুপারিশ করাতে দায়িত্ব

১ যে ব্যক্তি সৎকার্যের জন্য হস্তক্ষেপ করিবে (এবং সুপারিশ করিবে) সে উহার সুফল পাইবে ও যে ব্যক্তি অসৎকার্যের জন্য হস্তক্ষেপ করিবে (অর্থাৎ সুপারিশ করিবে) সে উহার প্রতিফল ভোগ করিবে। ঈশ্বর সকল বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখেন। ৪।৮৫

২। ফাইঁল্‌লাম্ তাজেদূ ফী-হা—আহাদান্ ফা-লা-তাদ্‌খোলুহা-হাৎতা-ইয়্যো'-জানা লাকুম্, অইন্ কীলা লাকোমোর্‌জেউ ফার্‌জেউ হোওয়া আয্‌কা-লাকুম্। অল্লা-হো বেমা-তা'-মালুনা আলীম। (সুরা নূর,২৭,২৮)

২৮৪—১। ইয়্যা—আইয়্যোহাল্ লাজীনা আ-মানূ—এজা কীলা লাকুম্ তাফাছ্‌ছাহু ফিল্ মাজা-লেছে ফাফ্‌ছাহু ইয়্যাফ্‌ছাহিল্লা-হো লাকুম্; অ এজা-কীলান্ শোযু ফান্‌শোযু ইয়্যারফায়েল্লা-হোল্লাজীনা আ-মানু মিন্‌কুম্ অল্লাজীনা উতুল্ এল্‌মা দারাজা-ৎ। অল্লা-হো বেমা-তা'মালুনা খাবীর্।

(সুরা মোজাদলা, ১১)

২৮৫—১। মাইঁ ইয়াশ্‌ফা' শাফা-আতান্ হাছানাতাইঁ ইয়াকোল্ লাহু নাছীবোম্ মেন্‌হা-, অমাইঁ ইয়াশ্‌ফা' শাফা আতান্ ছাইয়্যেআতাইঁ ইয়াকোল্ লাহু কেফ্‌লোম্ মেন্‌হা-। অকা-না ল্লা-হো আলা-কুল্লে শায়্‌এম্ মোকীতা-। (সুরা নেছা, ৮৫)

২৮৬ গুপ্ত মন্ত্রণা

১ হে শ্রদ্ধাবান লোকসকল, যখন তোমরা গুপ্ত মন্ত্রণা করিবে তখন কোন অপরাধ ও অন্যায় আচরণের জন্য অথবা প্রেরিত পুরুষের অবাধ্যতার জন্য চক্রান্ত করিবে না ; কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মনিষ্ঠার জন্যই মন্ত্রণা করিবে ও ঈশ্বরের প্রতি আপন কর্তব্য পালন করিবে। তাঁহারই নিকটে তোমাদের সম্মিলিত করা হইবে।

২ তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যাহাকিছু আছে তৎসমস্তই ঈশ্বর অবগত আছেন? তিন ব্যক্তির এমন কোন গুপ্ত মন্ত্রণা-সভা হয় না, যেখানে তিনি তাহাদের চতুর্থ স্বরূপ সেখানে উপস্থিত না থাকেন অথবা ঐরূপ কোন পাঁচ ব্যক্তির সভাও হয় না, যেখানে তিনি ঐ সভার ষষ্ঠ হইয়া না থাকেন, অথবা উহা অপেক্ষা অল্প বা অধিক সংখ্যকের সভা যে কোন স্থানে হউক না কেন সেখানে তিনি তাহাদের সহিত না থাকেন। এবং অনন্তর পুনরুত্থানের দিন তিনি তাহাদের সমস্ত কৃতকার্যের কথা তাহাদিগকে জানাইবেন। নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। ৫৮।৯,৭

২৮৬—১। ইয়্যা—আইয়্যোহাল্লাজীনা আ-মানূ—এজা-তানা-জায়্তুম্ ফালা-তাতানা-জাও্ বিল্ এস্মে অল্ ওদ্ অ-নে অমা'-ছেয়্যাতের্ রাছুলে অতানা জাও্ বিল্ বেরে অত্তাক অ-। অত্তাকু লা-হাল্লাজী—এলায়্ হে তোহ্শারূন্। ২। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইয়্যালামো মা-ফিছ্ছামা-অ-তে অমা-ফিল্ আরূদ্। মা-ইয়্যাকুনো মিন্ নাজ্অ-সালা-সাতেন্ ইল্লা-হুঅ রাবেয়োহুম্ অলা-খাম্ছাতেন্ ইল্লা-হুঅ ছা-দছোহুম্ অলা-আদ্না মিন্ জা-লেকা অলা—আক্সারা ইল্লা-হুঅ মাআহুম্ আয়্না মা-কা-নু ; সুম্মা ইয়্যোনাব্বেয়োহুম্ বেমা-আমেলু ইয়্যাও্মাল্ কেয়্যা-মাহ্। ইন্নাল্লা-হা বেকুল্লে শাইয়্যেন্ আলীম্। (সূরা মোজাদলা, ৯,৭)

খণ্ড ৭

মানব

২৫ মানবতা

৬০ মানবের বৈশিষ্ট্য

২৮৭ বিশিষ্ট বাণী

১ এবং যখন তোমার প্রভু স্বর্গীয় দূতগণকে বলিয়াছিলেন : নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি স্বজন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ; তখন তাহারা বলিল : আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে সেখানে ক্ষতিসাধন করিবে ও রক্তপাত করিবে? যত্তপি আমরা আপনার প্রশংসা কীর্তন ও আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতে থাকিব? তিনি বলিলেন : নিশ্চয় আমি তাহা অবগত আছি যাহা তোমরা জ্ঞাত নহ।

২ তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর তৎসমস্ত স্বর্গীয় দূতগণকে দেখাইলেন ও বলিলেন : যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে এই সকলের নাম আমাকে বল।

৩ তাহারা বলিল : আপনি মহামহিমান্বিত। আপনি যাহা আমাদিগকে শিখাইয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কিছুর জ্ঞান নাই। নিশ্চয় আপনি ও একমাত্র আপনি জ্ঞাতা, বিজ্ঞাতা।

৪ তিনি বলিলেন : হে আদম, তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দাও এবং যখন আদম নামসমূহ বলিল তখন ঈশ্বর বলিলেন : আমি কি

২৮৭—১। অএজ্ কা-লা রাব্বোকা লিল্ মালা—একাতে ইন্নী জা-এলোন্ ফিল্-আর্‌ষে খালীফাহ্। কা-লু আ-তাজ্ আলো ফীহা-মাঁই ইয়োফ্‌ছেদো ফীহা-অ ইয়্যাছ্ ফেকোদ্দেমা-আ, অনাহ্‌নো নোছাব্বেহো বেহাম্‌দেকা অ নোকাদ্দেছো লাক্। কা-লা ইন্নী—আ'লামো মা-লা-তা'লামুন্। ২। অ আল্লামা আ-দামাল্ আছ্‌মা—আ কোল্লাহা-স্থম্মা আরাম্বা হুম্ আলাল্ মালা—একাতে ফাকা লা আম্বেউনী বে আছ্‌মা—এহা—উল।—এ ইন্‌কোন্তুম্‌ছা-দেকীন্। ৩। কালু ছোব্‌হা-নাকা লা-এল্‌মা লানা—ইল্লা মা-আল্লাম্‌তানা- ৮ ইন্নাকা আন্তাল্ আলীমোল্ হাকীম্। ৪। কা-লা ইয়া

তোমাদিগকে বলি নাই যে আমি আকাশ ও পৃথিবীর গুপ্ত তত্ত্ব অবগত আছি ? তোমরা যাহা ব্যক্ত কর ও গোপন রাখ তৎসমস্ত আমি জ্ঞাত আছি।

৫ এবং যখন আমি স্বর্গীয় দূতগণকে বলিলাম: আদমের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর, তখন ইব্লিস ব্যতীত অন্য সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। ইব্লিস গর্বভরে তাহা মানিল না এবং ঐরূপে সে একজন শ্রদ্ধাহীন হইল। ২।৩০—৩৪

২৮৮ মানব—উভয় হাতের সৃষ্টি

১ তিনি (ঈশ্বর) বলিলেন: রে ইব্লিস, যাহাকে আমি আমার নিজের উভয় হস্তের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহার সম্মুখে প্রণত হইতে তোর কিসে বাধিতেছে ?··· ৩৮।৭৫

২৮৯ তিনটি ঈশ্বরীয় দান—গ্রন্থ, তুলাদণ্ড ও লৌহ

১ নিশ্চয়ই আমি আমার বার্তাবহ পুরুষগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাবলীসহ প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদের সহিত গ্রন্থ ও তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করিয়াছি, যেন মানুষ সঠিক পরিমাপ প্রদান করে (অর্থাৎ ন্যায়বিচারে দৃঢ় থাকে), এবং লৌহও অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে প্রচণ্ড (অস্ত্র) শক্তি রহিয়াছে, উপরন্তু যাহা মানুষের অনেক প্রয়োজনীয় কাজে লাগে।··· (৫৭।২৫)

—আ-দামো আম্বে'হুম্ বেআছ্মা—এহিম্, ফাল্লাম্মা-আম্বাআ হুম্ বেআছ্মা—এহিম্, কা-লা আলাম্ আকোল্লাকুম্ ইন্নী—আ' লামো গায়্বাছ্ ছামা-ওয়া-তে অল্ আর্‌দ্বে অ আ'লামো মা-তোব্‌দুনা অমা-কোন্তুম্ তাক্‌তোমুন্। ৫। অ এজ্ কোল্‌না লিল্ মালা—একাতে ছ্‌জোদু লেআদামা ফাছাজাদু—ইল্লা—ইব্‌লীছ্। আবা-অছ্‌তাক্‌বারা, অ কা-না মেনাল্ কা-ফেরীন্।

(সুরা বকরা, ৩০—৩৪)

২৮৮—১। কা-লা-ইয়া—ইব্‌লীছো মা মানাআকা আন্ তাছ্‌জোদা লেমা-খালাক্‌তো বেইয়্যাদায়্যা ?···· (সুরা ছ-আ-দ, ৭৫)

২৮৯—১। লাকাদ্ আর্‌ছাল্‌না-রেছো—লানা-বিল্ বাইয়্যেনা-তে অ আন্‌যাল্‌না—মাআহুমোল্ কেতা-বা অল্-মীযানা লেইয়্যাকু মান্না-ছো

২৯০ আমানত (ন্যায় বা বিষয় বিশেষের রক্ষার ভার)

১ নিশ্চয় আমি স্বর্গ ও মর্ত্য এবং পর্বতসমূহের নিকটে আমানত * (অর্থাৎ ন্যায় বা বিষয় বিশেষের রক্ষার ভার) উপস্থিত করি। তখন তাহারা তাহা বহন করিতে অসম্মত হয় ও উহাতে ভয় পায় এবং মনুষ্য উহার ভার গ্রহণ করে। নিশ্চয়ই মানুষ অত্যাচারী ও অজ্ঞানী প্রতিপন্ন হইয়াছে। ৩৩।৭২

২৯১ দুই চরম

১ বস্তুত আমি মনুষ্যকে সর্বোচ্চ করিয়া গঠন করিয়াছিলাম।

২ অনন্তর তাহাকে নীচ অপেক্ষাও অধিক নীচে পরিণত করিয়াছি।

৯৫।৪,৫

২৯২ তিন শ্রেণী—হীন, মধ্যম, উত্তম

১...কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচারী, কেহ-কেহ মধ্যম ভাবাপন্ন, এবং কেহ-কেহ ঈশ্বরের আদেশে সৎকার্যে অন্যান্যের তুলনায় অগ্রবর্তী। ৩৫।৩২

বিল্ কেছ্ত্ব। অ আন্ যাল্নাল্ হাদীদা ফীহে বা’ ছোন্ শাদীদোঙ্ অমানা -ফেয়ো লিন্না-ছে...। (স্থরা আল্হাদীদ্, ২৫)

২৯০—১। ইন্না—আরাম্বনাল্ আমা-নাতা আলাচ্ ছামা-অ-তে অল্ আর্দ্বে অল্ জেবা-লে ফাআবায়্না আইঁ ইয়াহ্মে্ মেল্নাহা-অ আশ্ ফাক্না মেন্হা-অহ্বামালাহাল্ এন্ছা-ন্। ইন্নাহু কা-না জালুমান্ জাহুলাল্!

(স্থরা আহ্যাব, ৭২)

২৯১—১। লাকাদ্ খালাক্নাল্ এন্ছা-না ফী—আহ্ছানে তাকবীম্। ২। স্থম্মা রাদাদ্না-হো আছ্ফালা ছা-ফেলীন্; (স্থরা তীন, ৪,৫)

২৯২—১।...অমেন্হুম্ মোক্তাছেদ্; অমেন্হুম্ ছা-বেকোম্ বিল্ খায়্রা-তে বেএজ্নি ল্লা-হ্। জা-লেকা হুয়াল্ ফাদ্বলোল্ কাবীর্।

(স্থরা ফাতের, ৩২)

* আমানত—গচ্ছিত বস্তু। এখানে আমানত অর্থে ঈশ্বর সেবা অর্থাৎ প্রার্থনা, উপবাস, দান, ধর্মযুদ্ধ, তীর্থদর্শন। প্রথমত ঈশ্বর এই ‘আমানত’ স্বর্গ, মর্ত্য ও পর্বতকে দিতে চাহেন। তিনি বলেন যে ঐ সকল পালন করিলে পুরস্কৃত হইবে, কিন্তু অবহেলা করিলে দণ্ডিত হইতে হইবে। তাহারা পুরস্কারের প্রত্যাশী হয় নাই, কিংবা শাস্তি গ্রহণে সম্মত ছিল না। অবশেষে মানুষ উহা গ্রহণ করে।

২৯৩ মনুষ্য জন্মের হেতু

১ আমি দানব ও মনুষ্যকে এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে তাহারা আমাকে ভক্তি করিবে।

২ আমি তাহাদের নিকট হইতে কোন জীবিকা চাহি না অথবা আমাকে ভোজন করাইবার জন্য তাহাদিগকে বলি না।

৩ নিশ্চয় ঈশ্বরই সকলকে জীবিকা দান করেন। তিনি অজেয় শক্তির অধিকারী। ৫১।৫৬—৫৮

৬১ মানবের দুর্বলতা

২৯৪ অস্থির

১ যদি নিকটবর্তী স্থানে অভিযান হইত ও যাত্রাপথ যদি সুগম হইত তাহা হইলে তাহারা তোমার অনুগমন করিত, কিন্তু দূরত্ব তাহাদিগের পক্ষে অত্যধিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল।··· ৯।৪২

২৯৫ অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে না

১ তাহারা কি দেশে দেশে ভ্রমণ করে নাই ও তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের কিরূপ পরিণাম হইযাছে তাহা তাহারা দেখে নাই? (বর্তমানে) যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাহাদের অপেক্ষা সেইসব লোক অধিক শক্তিশালী ছিল। তাহারা ভূমি কর্ষণ করিত ও ইহারা যত আবাদ

২৯৩—১। অমা-খালাক্তোল জিন্না অল্ ইন্ছা ইল্লা লেইয়্যাবোদুন। ২। মা—ওরীদো মিন্হুম্ মিরে্‌য্কেঙ্ অমা—ওরীদো আঁই ইয়্যোৎয়েমুন্। ৩। ইন্না-ল্লা-হা হুঅর্‌রাজ্জাকো জুল্ কু অতেল্ মাতীন্।

(সূরা জারীয়াত, ৫৬—৫৮)

২৯৪—১। লাও কা-না আরাদ্বান কাবীবাঙ; অ ছাফারান্ কা-ছেদাল্ লাত্তাবাউকা অলা-কেন বায়োদাৎ আলায়হেমোশ্ শোক্কাহ্।···

(সূরা তওবা, ৪২)

২৯৫—১। আ অলাম্ য়্যাছীরূ ফিল্ আর্দ্বে ফাইয়্যান্জোরূ কায়্ফা কা-না আ-কেবাতোল্ লাজীনা মেন্ কাব্লেহিম্? কা-নূ—আশাদ্দা মেন্হুম্

করিয়াছে তদপেক্ষা তাহারা অধিক আবাদ করিয়াছিল। ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষগণ সুস্পষ্ট প্রমাণসহ (ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের) তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর তাহাদের উপর অত্যাচার করেন নাই, তাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। ৩০।৯

২৯৬ দোলায়মান

১ যদি আমি মনুষ্যকে আমার কিছু কৃপার আস্বাদন করাই ও পরে তাহা প্রত্যাহার করিয়া লই তবে নিশ্চয় সে নিরাশ ও কৃতঘ্ন হইয়া পড়ে।

২ এবং যদি তাহার কিছু বিপত্তি ভোগের পর তাহাকে আমার করুণার স্বাদ লওয়াই তবে সে বলে: আমা হইতে অমঙ্গলসকল দূর হইয়াছে। (তখন) নিশ্চয় সে হর্ষোন্মত্ত ও গর্বিত হয়। ১১।৯,১০

২৯৭ লোভী

১ এবং তৎপরে তাহাকে বিপুল ধন-সম্পত্তি দিয়াছি;

২ এবং তাহার সঙ্গে থাকিবার জন্য পুত্রগণ দিয়াছি;

৩ এবং তাহার জীবনকে স্বচ্ছন্দ করিয়াছি,

৪ তথাপি সে আকাঙ্ক্ষা করে যে আমি তাহাকে আরও অধিক প্রদান করি। ৭৪।১২—১৫

ক, অতাও, অ আসারুল্ আরদ্বা অ আমারুহা—আক্সারা মিম্মা-আমারুহা অ জা—আৎহুম্ রোছোলোহুম্ বিল্ বাইয়েনা-ৎ। ফামা-কা-নাল্লা-হো লেয়্যাজ, লেমাহুম্ অলা-কেন্ কা-নু—আন্ফোছাহুম্ য়্যাজ্‌লেমূন। (সূরা রুম, ৯)

২৯৬—১। অলাএন্ আজাক্‌নাল্ এন্ ছা-না মেন্না—রাহ্‌মাতান্ ছোম্মা নাযা'-না-হা-মেন্‌হু,; ইন্নাহু লায়্যাউছোন্ কাফুর। ২। অলাএন্ আজাক্ না-হো না'-মা—আ বা'-দা দর্‌রা—আ মাছ্‌ছাৎহো লায়্যাকূ লান্না জাহাবাছ্ ছায়্যেআ-তো আন্নি। ইন্নাহু লাফারেহোন্ ফাখুর।

(সূরা হুদ, ৯,১০)

২৯৭—১। অ জাআল্‌তো লাহু মালাম্ মাম্‌দুদাও, ২। অ বানীনা শোহুদাও, ৩। অ মাহ্‌হাদ্‌তো লাহু তাম্‌হীদা-। ৪। ছুম্মা ইয়্যাত্বমোয়ো অ্যান্ আযীদা। (সূরা মোদ্দস্‌সের, ১২—১৫)

২৯৮ বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী

১ সত্যই মনুষ্যকে ধৈর্যহীন করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।

২ যখন তাহার অমঙ্গল উপস্থিত হয় তখন সে উৎকণ্ঠিত হয়,

৩ এবং যখন মঙ্গল আসে তখন (দিতে) কার্পণ্য করে। ৭০।১৯—২১

২৯৯ সংবেদনহীন

১ তাহারা কি দেখিতেছে না যে প্রতি বৎসর একবার বা দুইবার তাহাদের পরীক্ষা করা হয়? তথাপি তাহারা অনুতপ্ত হইয়া ফিরে না অথবা উপদেশও গ্রহণ করে না। ৯।১২৬

৩০০ অমঙ্গলের জন্য ব্যস্ততা

১ …তোমরা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের জন্য কেন ব্যস্ত হইতেছ? তোমরা ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না কেন যাহাতে তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পার? * ২৭।৪৬

২৯৮—১। ইন্নাল্ ইন্ছা-না খোলেকা ছালুআন্, ২। এজা-মাছ্ ছাহুশ্ শারের্ া জাযুআঙ্ ৩। অ এজা-মাছ্ছাহুল্ খায়্রো মানুআন্।
(সূরা মেরাজ, ১৯—২১)

২৯৯—১। আ ওয়ালা-য়্যারাও্না আন্নাহুম্ ইয়্যোফ্তানুনা ফী কুল্লে আ-মেম্ মার্র্াতান্ আও্ মার্র্াতায়্নে সুম্মা লা-য়্যাতুবূনা অলা-হুম্ য়্যাজ্জাক্কারূন্। (সূরা তওবা, ১২৬)

৩০০—১।…লেমা তাছ্তা'জেলুনা বেছ্ছাইয়্যাতে কাব্লাল্ হাছানাহ্, লাও্লা তাছ্তাগ্ফেরূনাল্লা-হা লাআল্লাকুম্ তোর্হামুন্। (সূরা নমল, ৪৬)

* পাপ কাজ করিলে ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এরূপ ভয় দেখান হইত বলিয়া শ্রদ্ধাহীনদের মধ্যে কেহ কেহ বলিত: আমাদের পাপের জন্য শীঘ্র শীঘ্র শাস্তি আসুক, তবে আমরা বিশ্বাস করিব।—এখানে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে যে সৎকার্য করিয়া সুফল ভোগ করার পরিবর্তে শাস্তি ভোগের জন্য কেন ব্যস্ত হইতেছ? (অনুবাদক)

৬২ পাপাভিমুখতা

৩০১ জীব দোষপ্রবৃত্ত

১ আমি (ইউসুফ) নিজেকে দোষমুক্ত বলিয়া মনে করি না। যেস্থলে আমার প্রভু কৃপা করেন তাহা ছাড়া নিশ্চয় মানুষের মনের প্রবণতা খারাপের দিকে থাকে। নিশ্চয় আমার প্রভু ক্ষমাশীল, কৃপাবান। ১২।৫৩

৩০২ যদি ঈশ্বর দণ্ড দিতেন

১ যদি ঈশ্বর লোককে তাহার কৃতকার্যের জন্য ভর্ৎসনা করিতেন তবে তিনি পৃথিবীতে একটি মানুষকেও ছাড়িতেন না।··· ৩৫।৪৫

৩০৩ ভাল ঈশ্বরের, মন্দ আমাদের

১ (হে মনুষ্য) তোমার কাছে যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তাহা ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়া থাকে, এবং তোমার যাহাকিছু দুঃখকষ্ট হয় তাহা তোমার নিকট হইতেই আসে।··· ৪।৭৯

৬৩ কৃতঘ্নতা

৩০৪ হে মানুষ, তুমি অকৃতজ্ঞ কেন হইলে ?

১ হে মানব ! কিসে তুমি পরমদাতা প্রভুর প্রতি উদাসীন হইয়াছ ?

২ কে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে সুসংগঠিত করিয়াছেন ও অনন্তর তোমাকে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন ?

৩০১—১। অমা—ওবাররেয়ো নাফ্ছী, ইঁন্নান্নাফ্ছা লাআম্মা-রাতোম্ বেছ্ছু—এ ইল্লা-মা-রাহেমা রাব্বী। ইন্না রাব্বী গাফুরোর্রহীম। (সুরা ইউসুফ, ৫৩)

৩০২—১। অলাও্ ইয়োআ-খেজো ল্লা-হো ন্না-ছা বেমা-কাছাবু মা তারাকা আলা-জাহ্রেহা-মেন্ দা—ব্বাতেও্।··· (সুরা ফাতের, ৪৫)

৩০৩—১। মা—আছা-বাকা মেন্ হাছানাতেন্ ফামেনা ল্লা-হে, অমা—আছা-বাকা মেন্ ছাইয়্যেআতেন্ ফামেন্ নাফ্ছেক।··· (সুরা নেছা, ৭৯)

৩০৪—১। ইয়া—আয়্ইয়্যোহাল্ এন্ছা-নো মা-গার্রাকা বেরাব্বেকাল্

৩ তিনি যে আকারে ইচ্ছা করিয়াছেন সেই আকারে তোমাকে সংযোজিত করিয়াছেন। ৮২।৬—৮

৩০৫ কৃতঘ্ন মানুষ

১ নিশ্চয়, মানুষ তাহার প্রভুর প্রতি কৃতঘ্ন ;

২ নিঃসন্দেহ সে ইহার সাক্ষীও বটে,

৩ এবং নিশ্চয় ধনলোভে সে হিংসা করে।

৪ সে কি জানে না যে যেদিন কবর মধ্যস্থ সব কিছুই উঠান হইবে,

৫ এবং অন্তর সমূহের সমস্ত গুপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করা হইবে,

৬ সেইদিন তাহাদের প্রভু তাহাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকিবেন ?

১০০।৬—১১

৩০৬ দুঃখে স্মরণ ও সুখে বিস্মরণ

১ আর যখন মানুষের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় তখন সে শয়ন, পার্শ্ব পরিবর্তন, বসন ও দণ্ডায়মান অবস্থায় আমাকে ডাকে, কিন্তু যখন সেই দুর্ভাগ্য হইতে তাহাকে আমি মুক্ত করিয়া দেই তখন সে এমনভাবে চলিয়া যায় যেন দুর্দশায় পতিত হইয়া সে আমাকে ডাকে নাই। অসংযতগণের কৃতকার্যসমূহ নিজেদের কাছে যাহাতে সুন্দর লাগে সেইরূপ করা হইয়াছে। ১০ ১২

কারীমে ; ২। ল্লাজী খালাকাকা ফছাও্ অ-কা ফাআদালাকা ; ৩। ফী— আইয়ে ছুরাতেম্ মা-শা—আ রাক্কাবাক্। (সূরা এন্‌ফেতার ৬—৮)

৩০৫—১। ইন্নাল্ এন্‌ছা-না লেরাব্বেহী লাকান্থদ্ ; ২। অ ইন্নাহূ আলা-জা-লেকা লাশাহীদ্। ৩। অ ইন্নাহূ লেহোব্বিল্ খায়্‌রে লাশাদীদ্ ৪। আ ফালা-ইয়্যা'লামো এজা-বো'সেরা মা-ফিল্ কোবুরে ; ৫। অ হোছ্‌ছেলা মা-ফিছ্ ছোদূরে ; ৬। ইন্না রাব্বাহুম্ বেহিম্ ইয়্যাও্ মাএজেল্ লাখাবীর্। (সূরা আদিয়াত, ৬—১১)

৩০৬—১। অএজা-মাছ্‌ছাল্ এন্‌ছা-নাদ্‌দোর্‌রো দাআ-না-লেজাম্বেহী— আও্ কা-এদান্ আও্‌কা-এমাম্, ফালাম্মা-কাশাফ না-আন্‌হো দোর্‌রাহু মার্‌রা কাআঁললাম্ য়্যাদ্‌ওনা—এলা-দোর্‌রেম্ মাছ্‌ছাহু, কাজা-লেকা যোয়্‌ইয়্যেনা লেল্-মোছ্‌রেফীনা মা-কানু য়্যা'মালুন। (সূরা ইউনুস, ১২)

৩০৭ সমুদ্র ও সমুদ্রতটের উপমা

১ তিনিই ঈশ্বর, যিনি তোমাদিগকে স্থলপথ ও সমুদ্রপথে পরিভ্রমণ করাইয়া থাকেন। তোমরা নৌকায় আরোহন কর, ও নৌকা লোকদিগকে লইয়া অনুকূল বায়ুযোগে চলিতে থাকে ও তোমরা তাহাতে পুলকিত হও। এমন সময়ে ঝঞ্ঝাবাত্যা আসিয়া উপস্থিত হয় ও চারিদিক হইতে তরঙ্গ উঠিয়া আরোহীদের কাছে আসিতে থাকে এবং তাহারা আশঙ্কা করে যে তাহারা উহাতে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে। তখন তাহারা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা বিশুদ্ধ করত (অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরকে মান্য করিয়া) তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে: যদি আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করেন তবে আমরা নিশ্চয়ই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

২ (কিন্তু) যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন তখন নিশ্চয়ই তাহারা (স্থলে আসিয়া) পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে। হে লোক-সকল, তোমাদের বিদ্রোহাচরণ কেবলমাত্র তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যাইবে। তোমরা পার্থিব জীবনের সুখ উপভোগ করিতেছ। অতঃপর তোমাদিগকে আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন তোমরা কি কার্য করিতে তাহা আমি তোমাদের কাছে ঘোষণা করিব। ১০;২২,২৩

৩০৭—১। হোঅল্লাজী ইয়োছায়্যেয়েরোকুম্ ফেল্বারে অল্-বাহ্‌রে হাৎতা এজা-কোন্তুম্ ফেল্-ফোল্‌কে, অ-জারায়্‌না বেহিম্ বেরীহিম্ বে-রীহেন্ তায়্যেবাতেঙ্ অ-ফারেহু বেহা-জা—আৎহা-রীহোন্ আ-ছেফোঙ্ অজা—আ হোমোল্ মাওজো মেন্ কুল্লে মাকা-নোঙ্ অজানু—আন্নাহুম্ ওহীতাবেহীম্, দাআভোল্লা-হা মোখ্‌লেছীনা লাহোদ্দীন, লাএন্ আন্‌জায়্‌-তানা-মেন্ হা-জেহী লানাকুনান্না মেনাশ্‌শা-কেরীন। ২। ফালাম্মা—আন্‌জা-হুম্ এজা-হুম্ য়্যাব্‌গূনা ফেল্-আরদে বেগায়্‌রেল্ হাক্‌কে, ইয়া—আয়্‌ইয়োহান্‌না-ছো ইন্নামা-বাগ্‌ইয়োকুম্ আলা-আন্‌ফোছেকুম্ মাতা-আল্ হায়্যা-তোদ্দোন্‌য়্যা-, ছোম্মা এলায়্‌ না-মার্জেয়োকুম্ ফানোনাব্বেয়োকুম্ বেমা-কোন্তুম্ তা'-মালুন। (সূরা ইউনুস, ২২,২৩)

৩০৮ অস্মাকং অন্নং মহিমা

১ মানুষ সুখ-সুবিধা লাভের জন্য প্রার্থনা করিতে ক্লান্তি বোধ করে না। আর যদি তাহার দুঃখ-কষ্ট আসে তবে সে হতাশ, নিরাশ হইয়া যায়।

২ যাহার উপর দুঃখ-কষ্ট আপতিত হইয়াছিল তাহার কিছু ভোগের পর যদি আমি তাহাকে আমার কৃপার আস্বাদন করাই তবে সে অবশ্য বলিবে: ইহা আমার প্রাপ্য, এবং আমি মনে করি না যে বিচারের দিন আসিবে…।

৩ যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহ করি, তখন সে বিমুখ হয় ও দূরে সরিয়া পড়ে, কিন্তু বিপদগ্রস্ত হইলে বিপুল প্রার্থনা করিতে থাকে। ৪১।৪৯—৫১

৬৪ আস্তিক ও নাস্তিক

৩০৯ কল্যাণে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী

১ শপথ রজনীর, যখন উহা (জগৎ) সমাচ্ছন্ন করে,

২ এবং দিনের, যখন উহা (জগৎ) আলোকিত করে,

৩ এবং তাঁহার, যিনি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন।

৪ নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

৫ যে (ঈশ্বরের পথে) দান করে ও ধর্মাচরণ করে,

৩০৮—১। লা-ইয়্যাছ্‌ আমোল্‌ এন্‌ছা-নো-মেন্‌ দোআ—য়েল্‌ খীয়্‌রে, অইম্‌ মাছ্‌ছাহুশ্‌ শার্‌রো ফাইয়্যায়ুছোন্‌ কানূৎ। ২। অলাইন্‌ আজাক্‌না-হু রাহ্‌ মাতাম্‌ মেন্না-মেম্‌ বা'দে দ্বা-র্‌রা—আ মাছ্‌ছাৎহু লাইয়্যাকূলান্না হা-জা-লী-অমা—আজোন্নোছ্‌ ছা-আতা কা—য়েমাতাঙ্‌…। ৩। অএজা—আন্‌আম্‌না-আলাল্‌ এন্‌ছা-নে আ'রাদ্বা অনাআ-বেজা-নেবেহ্‌; অএজা-মাছ্‌ছাহুশ্‌শার্‌রো ফাজুদোআ—য়েন্‌ আরীদ্ব্‌।

(সূরা হা-মীম্‌ছেজ্‌দা, ৪৯—৫১)

৩০৯—১। অ ল্লায়্‌লে এজা-ইয়্যাগ্‌শা-; ২। অন্নাহা-রেএজাতাজাল্লা-; ৩। অমা-খালাকা জ্জাকারা অল্‌ ওন্‌সা—; ৪। ইন্না ছা'য়্যাকুম্‌ লাশাত্তা-। ৫। ফাআম্মা-মান্‌ আ'ত্বা-অ ত্তাকা-; ৬। অ ছাদ্দাকা বিল্‌ হোছ্‌না-;

৬ এবং সদ্‌বিষয়ে যাহার আস্থা আছে,

৭ নিশ্চয়ই আমি তাহার সুখের পথ সুগম করিব।

৮ কিন্তু যে (ধনসম্পত্তি) সঞ্চয় করিয়া রাখে ও নিজেকে স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করে

৯ এবং সদ্‌বিষয়ে যাহার আস্থা নাই,

১০ নিশ্চয়ই আমি তাহার বিপত্তির পথকে সুগম করিব।

১১ যখন সে বিনষ্ট হইবে তখন তাহার ধনরাশি তাহাকে রক্ষা করিবে না।

১২ নিশ্চয় পথ প্রদর্শন করিবার ভার আমার।

১৩ নিশ্চয়ই পরলোক ও ইহলোক আমার আয়ত্তে;

১৪ অতএব আমি জলন্ত নরকাগ্নি সম্পর্কে তোমাদিগকে সতর্ক করিয়াছি,

১৫ যাহা কেবলমাত্র চরম সেই হতভাগ্যকে অবশ্য তাহা ভোগ করিতে হইবে

১৬ যে (ঈশ্বরকে) অস্বীকার করে ও (তাঁহার প্রতি) বিমুখ হয়।

১৭ ঐ নরকাগ্নি হইতে বহুদূরে রক্ষা করা হইবে সেই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে

১৮ যে তাহার ধনসম্পত্তি আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে দান করে।

১৯ এবং কেহই (সৎকর্মের) পুরস্কার পাওয়ার কৃপা লাভ করে না

২০ যদি না পরম প্রভুর প্রসন্নতা-সম্পাদন তাহার অভীষ্ট হয়।

২১ নিশ্চয় সে পরিতুষ্ট হইবে। ৯২।১—২১

৭। ফাছানোয়্যাছ্ছেরাহু লিল্ ওছ্রা-। ৮। অ আম্মা-মায়খেলা অছ্তাগ্না-; ৯। অ কাজ্জাবা বিল্ হোছ্না-; ১০। ফাছানোয়্যাছ্ছেরোহু লিল্ ওছ্রা-। ১১। অমা-ইয়োগ্নী আন্হো মালোহু—এজা-তারাদ্দা-। ১২। ইন্না আলায়্না-লাল্হোদা-। ১৩। অ ইন্না লানা-লাল্আ—খেরাতা অল্ উলা-। ১৪। ফা আন্জার্‌তোকোম্না-রান্ তালাজ্জা-। ১৫। লা-ইয়্যাছ্লা-হা—ইল্লাল্ আশ্কা; ১৬। ল্লাজী কাজ্জাবা অ তাঅল্লা-। ১৭। অ ছাইয়্যোজান্নাবোহাল্ আৎকা; ১৮। ল্লাজী ইয়্যো'তী মা-লাহু ইয়্যাতাযাক্কা-। ১৯। অমা লেআহাদেন্ ইন্দাহু মেন্ নে'মাতেন্ তোজ্যা—; ২০। ইল্লাব্তেগা—আ অজ্হে রাব্বেহিল্ আ'লা-। ২১। অ লাছাওফা ইয়্যার্‌যা-। (সূরা লায়্ল, ১—২১)

খণ্ড ৮

প্রেরিত পুরুষ

২৬ পূর্বপ্রেরিত পুরুষগণ

৬৫ প্রেরিত পুরুষ—সর্বজনহিতায়

৩১০ প্রেরিত পুরুষ মাতৃভাষায় কথা বলে

১ আর আমি যখনই কোন প্রেরিত পুরুষকে পাঠাইয়াছি তখন আপন সম্প্রদায়ের ভাষায় কথা বলে এমন পুরুষকে পাঠাইয়াছি যাহাতে সে তাহার সম্প্রদায়ের লোককে ভালভাবে বুঝাইতে পারে।··· ১৪:৪

৩১১ প্রত্যেক সমাজের জন্য প্রেরিত পুরুষ

১ প্রত্যেক সমাজের একজন প্রেরিত পুরুষ আছে। যখন তাহাদের প্রেরিত পুরুষ উপস্থিত হয় তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগের প্রতি কোন অন্যায় করা হয় না। ১০।৪৭

৬৬ প্রেরিত পুরুষ মনুষ্য

৩১২ পূর্বের প্রেরিত পুরুষগণ মনুষ্যই ছিল

১ তোমার পূর্বে আমি আমার বার্তাবহরূপে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কাহাকেও পাঠাই নাই। তাহাদিগকে আমার প্রত্যাদেশ দিয়াছিলাম। যদি তুমি ইহা অবগত না থাক তবে গ্রন্থধারিগণকে জিজ্ঞাসা কর :

৩১০—১। অমা—আর্‌ছাল্‌না-মের্‌ছুলেন্‌ ইল্‌লা-বেলেছা-নে কাওমেহী লেইয়্যোবায়্‌ইয়্যেনা লাহুম্‌।··· (সূরা এব্রাহিম, ৪)

৩১১—১। অলেকুল্লে ওম্মাতের্‌ছুল, ফাএজা-জা—আ রাছুলোহুম্‌ কোদেয়্যা বায়্‌নাহুম্‌ বেল্‌-কেছ্‌তে অহুম্‌ লা-ইয়্যোজ্‌লামুন্‌।

(সূরা ইউনুস, ৪৭)

৩১২—১। অমা—আর্‌ছাল্‌না-কাব্‌লাকা ইল্লা-রেজা-লান্‌ নূহী—এলায়্‌হিম্‌ ফাছ্‌আলু—আহ্‌লাজ্‌ জেক্‌রে ইন্‌ কোন্তুম্‌ লা-তা'লামুন।

২ আর আমি তাহাদের এমন দেহ দেই নাই যে তাহারা খাদ্য গ্রহণ করিবে না। কিম্বা তাহারা অমরও ছিল না। ২১।৭,৮

৩১৩ সন্তান-সন্ততিগণের সঙ্গে বাস করিত

১ এবং নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বে (লোকদিগের কাছে) আমার বার্তাবহ পুরুষগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়াছিলাম। ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত তাহাদের কাহারও পক্ষে কোন ঈশ্বরীয় নিদর্শন আনিবার সাধ্য ছিল না; প্রত্যেক বিষয়ের জন্য বিধিবদ্ধ সময় রহিয়াছে। ১৩।৩৮

৩১৪ সকল প্রেরিত পুরুষের শয়তান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা

১ আমি কখনও আমার এমন কোন বার্তাবহ (রসুল) বা বার্তাপ্রচারক (নবি) প্রেরণ করি নাই, যে আমার বার্তা আবৃত্তি করিলে শয়তান তাহার বিরোধিতা করিয়া অন্য কিছু প্রস্তাব করে নাই। কিন্তু শয়তান যাহা প্রস্তাব করিত ঈশ্বর তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া দিতেন। অতঃপর ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যাদেশসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ঈশ্বর জ্ঞাতা, বিজ্ঞাতা। ২২।৫২

২। অমা-জাআল্না-হুম্ জাছাদাল্ লা-য়্যা'কোলুনাত্ত্বা আ-মা অমা-কা-নূ খালেদীন। (সূরা আম্বিয়া, ৭,৮)

৩১৩—১। অলাকাদ্ আর্ছাল্না-রোছোলাম্ মেন্ কাব্‌লেকা অজা-আল্না-লাহুম্ আয্‌ওয়া-জাঙ্‌ অজোর্রীয়্যাহ্‌। অমা-কা-না লেরাছুলেন্ আই-য়্যা'-তেয়্যা বেআ-য়্যাতেন্ ইল্লা-বেএজ্‌নেল্লা-হ। লেকুল্লে আজা-লেন্ কেতা-ব্‌। (সূরা রঅদ, ৩৮)

৩১৪—১। অমা—আর্ছাল্না-মেন্ কাব্‌লেকা মের্‌ রাছুলেঙ্‌ অলা-নাবীয়্যেন্ ইল্লা-এজা-তামান্না—আল্কাশ্‌শায়্‌ত্বা-নো ফী—ওম্‌নীয়্যাতেহ্‌, ফায়্যান্‌ছাখো ল্লা-হো মা-ইয়োল্‌কেশ্‌শায়্‌ত্বা-নো সোম্মা ইয়োহ্‌কেমো ল্লা-হো আ-য়্যা-তেহ্‌। অল্লা-হো আলীমোন্ হাকীম। (সূরা হজ্জ, ৫২)

৩১৫ প্রেরিত পুরুষ মানুষ কেন

১ মানবগণের কাছে যখন কোন ধর্মোপদেশ আসিয়াছে তখন তাহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে তাহাদের আর কিছু বাধা দেয় নাই কেবলমাত্র ইহা ছাড়া যে তাহারা বলিত : ঈশ্বর আমাদের জন্য মরণশীল মানুষকে তাঁহার বার্তাবহ করিয়া পাঠাইলেন (কেন) ?

২ তুমি বলিয়া দাও : যদি স্বর্গীয় দূতগণ পৃথিবীতে নিরাপদে বিচরণ করিত তবে আমি তাহাদিগকে আমার বার্তাবহ করিয়া আকাশ হইতে অবতারিত করিতাম। ১৭।৯৪,৯৫

৩১৬ প্রেরিত পুরুষগণ মনুষ্য কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা প্রাপ্ত

১ তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ বলিয়াছিল : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি ? তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, যাহাতে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিতে পারেন ও তোমাদিগকে এক নিরূপিত সময়ের জন্য শাস্তি ভোগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন। (তাহাতে) তাহারা বলিয়াছিল : তোমরা আমাদের ন্যায় মানুষ ভিন্ন আর কিছুই নহ। অথচ যাঁহাকে আমাদের পিতৃপুরুষগণ উপাসনা করিত তাঁহা হইতে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিতেছ। অতএব কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত কর।

৩১৫—১। অমা-মানাআ ন্না-ছা আইঁ ইঁয়ো'নেমু—এজ্ জ্বা—আ হোমোল্ হোদা—ইল্লা—আন্ কা-লূ—আবাসা ল্লা-হো বাশারার্ রাছুলা-। ২। কোল্ লাও্ কা-না ফিল্ আরুদে মালা—একাতোইঁ ইয়াম্শূনা মোত্ব্ মা এন্নীনা লানায্ যাল্না-আলায় হিম্ মেনাছ্ ছামা—এ মালাকার্ রাছুলা-।

(সুরা বনি এস্রায়েল, ৯৪,৯৫)

৩১৬—১। কা-লাৎ রোছোলোহম্ আফেল্লা-হে শাক্কোন্ ফা-তেরেছ্ ছামা-ওয়া-তে অল্-আরূদ। য়্যাদ্উকুম্ লেয়্যাগ্ ফেরা লাকুম্ মেন্ জোনুবেকুম্ অইয়্যোআখ্ খেরাকুম্ এলা—আজালেম্ মোছাম্মা। কা-লু—ইন্ আন্তম্ ইল্লা-বাশারোম্ মেছ্ লোনা-। তোরীদুনা-আন্ তাছোদ্দুনা-আম্মা-কা-না য়্যা'-বোদো আ-বা—ওনা-ফা'তুনা-বেছোল্তা-নেন্ মোবীন।

২ (তাহাতে) তাহাদিগের প্রেরিত পুরুষগণ তাহাদিগকে বলিয়াছিল : আমরা তোমাদের ন্যায় মানুষ বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার সেবকদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কৃপা করেন। ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত তোমাদের সমক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। শ্রদ্ধাবানগণ ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখুক।

৩ ঈশ্বর যখন আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তখন আমরা কেমন করিয়া ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখিব না? তোমরা আমাদিগকে যে যন্ত্রণা দিবে তাহা আমরা অবশ্য সহ্য করিব। যাহারা আস্থাবান তাহারা ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখুক। ১৪।১০—১২

৬৭ গুণ বৈশিষ্ট্য

৩১৭ দৃঢ়-নিশ্চয়

১ আর কতইনা প্রেরিত পুরুষ আসিয়া গিয়াছে, যাহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া বহু ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি তাহাদের পার্শ্বে থাকিয়া সংগ্রাম করিয়াছিল। ঈশ্বরের পথে যেসব বিপদ সংঘটিত হইয়াছিল তাহাতে তাহারা ভয়ে পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই, কিংবা তাহারা দুর্বলও হয় নাই অথবা অবনমিতও হয় নাই। ঈশ্বর এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প লোকদিগকে স্নেহ করেন।

২। কা-লাৎ লাহুম্ রোছোলোহুম্ ইন্ নাহ্‌নো ইল্‌লা-বাশারোম্ মেছ্‌লোকুম্। অলা-কেন্‌নাল্‌লা-হা য়্যামোন্নো আলা-মাই-শ্যাশা—য়ো মেন্ এবা-দেহ। অমা-কা-না লানা—আন্ না-তেয়্যাকুম্ বেছোল্‌তা-নেন্ ইল্‌লা-বেএজ্‌নেল্‌লাহ্-। অআলাল্‌লা-হে ফাল্‌য়্যাতা অক্কালেল্ মো'-মেনুন্। ৩। অমা-লানা—আল্-লা-নাতাঅক্কালা আলাল্‌লা-হে অকাদ্ হাদা-না-ছোবোলানা-। অলা-নাছ্‌বেরান্না আ'লা-মা—আ-জায়্‌তোমুনা-। অআলাল্‌লা-হে ফাল্‌য়্যাতা-অক্কালেল্ মোতাঅক্কেলুন। (সূরা এব্রাহিম, ১০—১২)

৩১৭—১। অকা আইয়েন্ মেন্ নাবিয়োন্ কা-তালা মাআহু রেব্বিইয়্যুনা কাসীর; ফামা-অহানু লেমা—আছা-বাহুম্ ফী ছাবীলে ল্লা-হে অমা-দ্বাওকু

২ তাহাদের এইমাত্র আকুল প্রার্থনা ছিল যে তাহারা বলিত : হে প্রভু, আমাদের পাপ ও অপব্যয়িত প্রযত্নের জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করুন ; এবং আমাদের চরণ দৃঢ় করুন ; এবং ধর্মদ্রোহী লোকদিগের উপর আমাদের বিজয় দান করুন।

৩ অতঃপর ঈশ্বর তাহাদিগকে ঐহিক ও উত্তম পারত্রিক পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশ্বর সৎ কর্মশীলদিগকে স্নেহ করেন। ৩।১৪৬—১৪৮

৩১৮ সহনশীল

১ এবং সত্যসত্যই তোমার পূর্ববর্তী বার্তাবহগণকেও মানিয়া লইতে অস্বীকার করা হইয়াছিল ; এবং তাহাদের প্রতি অস্বীকৃতি ও নির্যাতন সত্ত্বেও তাহারা আমার সাহায্য না পৌঁছান পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিয়া ছিল। ঈশ্বরের নির্ণয় কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। পূর্বে আমি যে সব বার্তাবহ প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের কিছু বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে তোমার কাছে পৌঁছিয়াছে।

২ আর যদি তাহাদের বিমুখতা তোমার কাছে কষ্টদায়ক হইয়া উঠে তবে যদি পার ভূতলে সুরঙ্গ ও আকাশে সিড়ির অনুসন্ধান করিবে, যাহাতে (তাহাদের প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য) তুমি তাহাদের কাছে কোন নিদর্শন

অমাছ্ তাকা-নূ। অল্লা-হো ইয়োহেব্বেছ্ ছা-বেরীন। ২। অমা-কা-না কাও্লাহুম্ ইল্লা—আন্ কালু রাব্বানা গ্‌ফের্ লানা-জোনুবানা-অএছ্ বা-ফানা-ফী—আম্‌রেনা-অসাব্বেৎ আকদা-মানা-অন্ ছোরনা-আলাল্ কাও্মেল্ কা-ফেরীন। ৩। ফাআ-তা হোমো ল্লা-হে সাওয়া-বা দোন্‌ইয়া-অহোছ্না সাওয়া-বেল্ আ-খেরাহ্। অল্লা-হো ইয়োহেব্বোল্ মোহ্‌ছেনীন্।

(সূরা এমরান, ১৪৬—১৪৮)

৩১৮—১। অলাকাদ্ কোজ্জেবাৎ রোছোলোম্ মেন্ কাব্‌লেকা ফাছাবারু আলা-মা-কোজ্জেবু অউ-জু হ্বাত্তা-আতা-হুম্ নাছ্‌রোনা,-অলা-মোবাদ্দেলা লেকালেমা-তি ল্লা-হে, অলাকাদ্ জা—আকা মেন্ নাবাএল্ মোর্‌ছালীন্। ২। অইন্ কা-না কাবোরা আলায়্‌কা এ'রা-দোহুম্ ফাএনে ছ্‌তাত্ব'তা আন্ তাব্‌তাগেইয়া নাফাকান্ ফিল্ আর্‌দ্বে আও্ ছোল্লামান্ ফিছ্ছামা—এ ফাতা'

উপস্থিত করিতে পার। যদি ঈশ্বর চাহিতেন তবে তিনি তাহাদের সকলকে সুপথে একত্রিত করিতে পারিতেন— সুতরাং নির্বোধদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না। ৬।৩৪,৩৫

৩১৯ বিপরীত পরিস্থিতিতেও উপদেশ দান

১ যখন তাহাদের মধ্যে একদল বলিল: তোমরা কেন ঐ দলকে উপদেশ দান করিতেছ, যেস্থলে ঈশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করিতে বা কঠোর শাস্তিদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন? তখন তাহারা উত্তর দিল: যাহাতে ঈশ্বরের কাছে আমরা অপরাধী না হই, আর হয়ত তাহারা অন্যায় পথ পরিহার করিতে পারে (অর্থাৎ ধর্মভীরু হইতে পারে)। ৭।১৬৪

৬৮ কাহিনী বর্ণনার কারণ

৩২০ প্রেরিত পুরুষগণের কাহিনী কেন বলিয়াছি?

১ এবং আমি তোমার নিকট প্রেরিত পুরুষদিগের কাহিনী এইজন্য বর্ণনা করিতেছি যে তদ্দ্বারা আমি তোমার হৃদয় দৃঢ় করিতে চাহি। আর তাহার দ্বারা তোমার নিকট সত্য পৌঁছিতেছে এবং উহাতে শ্রদ্ধাবানদিগের জন্য উপদেশ ও স্মারক রহিয়াছে। ১১।১২০

তেইয়াহুম্ বেআ-য়াহ্। অলাও্ শা-আল্লা-হো লাজ্জামাআহুম্ আলাল্ হোদা ফালা-তাকূনান্না মেনাল্ জ্বা-হেলীন্। (সূরা আনাম, ৩৪,৩৫)

৩১৯—১। অএজ্ কা-লাৎ ওম্মাতোম্ মেন্হুম্ লেমা তাএজুনা কাওমা নেল্লাহো মোহ্লেকোহুম্ আও্ মোআজ্জেবোহুম্ আজা-বান্ শাদীদা; কালু মা'জেরাতান্ এলা-রাব্বেকুম অলাআল্লাহুম্ ইয়াত্তাকূন। (সূরা আরাফ, ১৬৪)

৩২০—১। অকোল্লান নাকোছ্ছো আলায়্কা মেন্ আম্বা—এর্রো-ছোলে মা-নোসাব্বেতো বেহী ফোআ-দাক; অজা—অকা ফী হা-জেহেল্ হাক্কো অমাও্এজাতেও অজেক্রা-লেল্ মো'মেনীন। (সূরা হুদ, ১২০)

৬৯ নূহ

৩২১ নূহের উদ্ধার

১ সত্যসত্যই নূহ আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, এবং প্রার্থনা শ্রবণ-কারী কৃপাবান ছিল।

২ এবং আমি তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে মহাদুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। ৩৭।৭৫,৭৬

৩২২ যদি শ্রদ্ধাহীন হয় তবে সে পুত্র পুত্র নয়

১ এবং নূহ প্রভুকে ডাকিল ও বলিল: হে প্রভু, নিঃসন্দেহ আমার পুত্র আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত! আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা সত্য এবং আপনি বিচারকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক।

২ তিনি (ঈশ্বর) বলিলেন: হে নূহ, নিশ্চয় তোমার পুত্র তোমার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত নহে, নিশ্চয়ই সে অসদাচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং যে বিষয় তুমি জান না সেই সম্পর্কে আমার কাছে কোন প্রার্থনা করিও না। আমি তোমাকে এইজন্য উপদেশ দান করিতেছি, যাহাতে তুমি মূর্খদিগের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া পড়। ১১।৪৫,৪৬

৭০ ইব্রাহীম

৩২৩ ইব্রাহীমের জন্য অগ্নি শীতল

১ সে (ইব্রাহীম) বলিল: তবে কি তোমরা ঈশ্বরের পরিবর্তে এমন

৩২১—১। অলাক্বাদ্ না-দা-না-নূহোন্ ফালানে'মাল্ মোজীবূন্। ২। অনাজ্‌জ্বা জায়্‌নাহু অ আহ্‌লাহু মেনাল্ কারবেল্ আজীম্।

(সূরা সাফ্‌ফাত, ৭৫,৭৬)

৩২২—১। অনা-দা-নূহো র'ব্বাহু ফাক্বা-লা রাব্বে এন্না ব্‌নী মেন্ আহ্‌লী অইন্না অ'দাকাল্ হ্বাক্‌কো অআন্তা আহ্‌কামোল্ হ্বা-কেমীন। ২। ক্বা-লা ইয়া-নূহো ইন্নাহু লায়্‌ছা মেন্ আহ্‌লেক্; ইন্নাহু আমালোন্ গায়্‌রো ছা-লেহ্বেন্, ফালা-তাছ্‌আল্‌নে মা-লায়্‌ছা লাকা বেহী এল্‌ম্। ইন্নী—আএজোকা আন্ তাকূনা মেনাল্ জা-হেলীন্। (সূরা হুদ, ৪৫,৪৬)

কাহাকেও পূজা কর যে কিছুমাত্র উপকার করিতে পারে না এবং অপকারও করিতে পারে না ?

২ তোমাদিগকে ও ঈশ্বরের পরিবর্তে যাহাদিগকে তোমরা উপাসনা কর তাহাদিগকে ধিক্। তাহা হইলে তোমাদের কি বুঝিবার শক্তি নাই ?

৩ (তাহাতে) তাহারা বলিয়া উঠিল : যদি তোমরা কাজের লোক হও তবে ইহাকে দগ্ধ কর ও আপন উপাস্যগণের সহায়তা কর।

৪ আমি (ঈশ্বর) বলিলাম : ওহে অগ্নি, তুমি শীতল হও এবং ইব্রাহীমের পক্ষে তুমি শান্তিদায়ক হও। ২১।৬৮—৬৯

৩২৪ ইব্রাহীমের ঈশ্বর নিষ্ঠা

১ (ইব্রাহীম) বলিল : দেখিতেছ ত তোমরা কাহার উপাসনা কর,
২ এবং তোমাদের পিতৃ-পিতামহগণ (কাহাদের উপাসনা করিত) ?
৩ নিশ্চয় বিশ্বজগতের পতি ব্যতীত অন্য সব (উপাস্য) আমার শত্রু।
৪ তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমাকে পথ প্রদর্শন করেন,
৫ এবং তিনি আমাকে আহার্য ও পানীয় দান করিয়া থাকেন।
৬ আর আমি পীড়িত হইয়া পড়িলে তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন,
৭ এবং তিনি আমার প্রাণ হরণ করিয়াও আমাকে পুনর্জীবিত করিবেন।

৩২৩—১। কা-লা আফাতা'বোদূনা মেন্ দূনেল্লা-হে মা-লা-য়্যান্ফায়োকুম্ শায়্আওঁ অলা-য়্যাধোর্রোকুম্। ২। ওফ্ফেল্ লাকুম্ অলেমা-তা'বো-দূনা মেন্ দূনেল্লা-হ। আফালা-তা'কেলূন। ৩। কা-লু হর্রেকূহো ওয়ান্-ছোরূ—আ-লেহাতাকুম্ ইন্ কোন্তুম্ ফা এলীন। ৪। কোল্না-ইয়া-না-রো কূনী বারদাওঁ অছালা-মান্ আলা—এব্রাহীম্। (সূরা আম্বিয়া, ৬৮—৬৯)

৩২৪—১। কা-লা আফারা আয়্তুম্ মা-কোন্তুম্ তা'বোদূনা- ২। আন্তুম্ অআবা—ওকুমোল্ আক্দামূন্ ? ৩। ফাইন্নাহুম্ আদুবোল্লী—ইল্লা-রাব্বাল্ আ-লামীনাল্—৪। লাজী খালাকানী ফাহুঅ য়্যাহ্দীনে, ৫। অল্লাজী হুঅ ইয়োৎয়েমোনী অ ইয়াছ্কীনে, ৬। অএজা-মারেদ্তো ফাহুঅ ইয়্যাশ্ফীনে, ৭। অল্লাজী ইয়োমীতোনী ছুম্মা ইয়োহ্য়ীনে,

৮ আমার এই প্রদীপ্ত আশা আছে যে বিচার-দিবসে তিনি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করিবেন।

৯ হে আমার প্রভু, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন ও সৎপুরুষদিগের সহিত আমাকে সম্মিলিত করুন।

১০ এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের নিকট আমার প্রশংসাসূচক বিবরণ প্রদান করুন।

১১ এবং আনন্দোদ্যানের (অর্থাৎ স্বর্গের) উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে আমাকে গ্রহণ করুন।

১২ এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আমার পিতা পথভ্রষ্টদিগের অন্তর্ভুক্ত।

১৩ এবং যেদিন তাহাদিগকে পুনরুত্থান করান হইবে সেইদিন আমাকে হতমান করিবেন না;

১৪ সেইদিন ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসিবে না;

১৫ কেবলমাত্র যে ঈশ্বরের নিকট পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া (অর্থাৎ প্রশান্ত বা ঈশ্বরনিষ্ঠ বা বিষয়াসক্তিশূন্য হৃদয় লইয়া) উপস্থিত হয় সে ব্যতীত (আর কেহ বা কোন কিছু কোন কাজে আসিবে না)। ২৬।৭৫—৮৯

৩২৫ পিতা-পুত্র সংবাদ

১...নিশ্চয়ই সে (ইব্রাহীম) সাধু, এবং আমার বার্তাবহ ছিল।

৮। অল্লাজী আৎমা'ও আঁই ইয়াগ্ ফেরালী খাতী—আতী য়্যাও্মাদ্দীন্। ৯। রাব্বেহাব্লী হোক্মাঙ্ অ আল্হেক্নী বেছ্ছা-লেহীনা, ১০। অজ্ আল্লী লেছানা ছেদ্কেন্ ফীল্-আ-খেরীনা, ১১। অজ্ আল্নী মেঙ্ অ রাছাতে জ্বান্নাতেন্ নায়ীমে, ১২। অগ্ফের্ লেআবী—ইন্নাহু কা-না মেনাদ্ দা- ল্লীনা, ১৩। অলা-তোখ্যেনী ইয়্যাওমা ইয়োব্ আছুনা, ১৪। ইয়্যাও্মা লা ইয়্যান্ফাও মা-লোঙ্ অলা-বানূনা, ১৫। ইল্লা-মান্-আতাল্লা-হা বেকালবেন্ ছালীম্। (সূরা শোয়ারা, ৭৫—৮৯)

৩২৫—১।...অজ্কোর ফেল কেতা-বে এব্রা-হীম্। ইন্নাহু কা-না

২ যখন সে তাহার পিতাকে বলিল : হে আমার পিতা, কেন তুমি উহার উপাসনা করিতেছ যে শুনিতে পায় না ও দেখিতেও পায় না এবং তোমার কোন উপকারও করিতে পারে না ?

৩ হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমার নিকট সেই জ্ঞান আসিয়াছে, যাহা তোমার নিকট পৌঁছায় নাই। অতএব আমার অনুসরণ কর এবং আমি তোমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করিব।

৪ হে আমার পিতা, তুমি শয়তানকে সেবা করিও না। নিশ্চয়ই শয়তান পরমদাতা ঈশ্বরের বিদ্রোহী।

৫ হে আমার পিতা, আমার ভয় হয় পাছে পরমদাতা ঈশ্বরের শাস্তি তোমাকে পাকড়াও করে, যাহার ফলে তুমি শয়তানের সাথী হইয়া পড়।

৬ সে (ইব্রাহীমের পিতা) বলিল : ওহে ইব্রাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যগণকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ ? যদি তুমি ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হও তবে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করিব। তুমি দীর্ঘকালের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও।

৭ সে (ইব্রাহীম) বলিল : তোমার শান্তি হউক (অর্থাৎ তোমাকে প্রণাম)। আমি আমার প্রভুর নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নিশ্চয় তিনি চিরদিন আমার প্রতি সদয়।

ছিদ্দীকান্ নাবীয়্যা-। ২। এজ্ ক্বা-লা লে আবীহে ইয়া-আবাতে লেমা তা'বোদো মা-লা-য়্যাছ্মায়ো অলা-ইয়োব্ছেরো অলা-ইয়োগ্নী আন্কা শায়্আ—৩। ইয়া—আবাতে ইন্নী কাদ্ জা—আনী মেনাল্ এল্মে মা-লাম্ য়্যা'তেকা ফাত্তাবে'নী—আহ্দেকা ছেরা-ত্বান্ সাবিয়্যা-। ৪। ইয়া—আবাতে লা-তা'বোদেশ শায়্ত্বা-ন। ইন্নাশ্ শায়্ত্বা-না কা-না লের্রাহ্ব্মা-নে আছীয়্যা-। ৫। ইয়া—আবাতে ইন্নী—আখা-ফো আই য়্যামাছ্ছাকা আজা-বোম্ মেনার'হ্ব্মা-নে ফাতাকুনা লেশ্শায়্ত্বা-নে অলিয়্যা-। ৬। ক্বা-লা আরা-গেবোন্ আন্তা আন্ আ লেহাতী ইয়া—এব্রা-হীম ; লাএল্ লাম্ তান্তাহে লাআর্ জোমান্নাকা অহ্জোর্নী মালিয়্যা-। ৭। ক্বা-লা ছালা মোন্ আলায়্ক ; ছাআছ্তাগ্ফেরো লাকা রাব্বী। ইন্নাহু কা-না বী

৮ আমি তোমাকে, এবং ঈশ্বর ব্যতীত যাহাকে তুমি উপাসনা কর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। এবং আমি আমার প্রভুর উপাসনা করিব। এমন হইতে পারে যে আমি আমার প্রভুকে ডাকিয়া তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত থাকিব না। ১৯।৪১—৪৮

৩২৬ কোমল হৃদয় ইব্রাহীম

১ ইব্রাহীম যে তাহার পিতার জন্য (ঈশ্বরের নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা কেবল এই কারণে যে সে তাহার পিতার নিকট ঐ সম্পর্কে অঙ্গীকার করিয়াছিল। কিন্তু ইব্রাহীম যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার পিতা ঈশ্বরের শত্রু, তখন পিতাকে বর্জন করিল। নিশ্চয়ই সে কোমল হৃদয় ছিল ও তাহাকে দীর্ঘকাল দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ৯।১১৪

৩২৭ ইব্রাহীমের পুত্র ইস্মাইল

১ এবং যখন (তাহার পুত্রের) তাহার সঙ্গে চলিবার মত বয়স হইল তখন ইব্রাহীম বলিল: হে আমার প্রিয় পুত্র, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে আমি যেন তোমাকে অবশ্য বলিদান করি! এ বিষয়ে তুমি কি মনে কর? সে বলিল: হে আমার পিতা, তোমাকে যেরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে তুমি সেরূপ কর। ঈশ্বর যদি চাহেন তবে আমাকে তুমি নিশ্চয় দৃঢ়হৃদয় দেখিবে।

হ্বাফীয়্যা-। ৮। অআ'তাযেলোকুম্ অমা-তাদ্উনা মেন্ দুনেল্লা-হে অআদ্উ রাব্বী, আছা—আল্-লা—আকূনা বেদোআ—এ রাব্বী শাকিয়্যা-।

(সূরা মরয়ম, ৪১—৪৮)

৩২৬—১। অমা-কা-নাছ্ তেগ্ফা-রো এব্রা-হীমা লেআবীহে ইল্লা-আম্ মাও্এদাতেও্ অআদাহা—য়ীয়্যা-হো, ফালাম্মা-তাবায়্যানা লাহু—আন্নাহু আদুভোল্লেল্লা-হে তাবার্রাআ মেন্হো, ইন্না এব্রা-হীমা লাআও্ওয়া-হোন্ হালীম্।

(সূরা তওবা, ১১৪)

৩২৭—১। ফালাম্মা-বালাগা মাআহুছ্ ছা'য়্যা-কা-লা ইয়্যা-বোনাইয়্যা ইন্নি—আরা-ফিল্ মানামে আন্নী—আজ্বাহোকা-কান্জোর্ মা-জা-তারা। কা-লা ইয়্যা—আবাতেফ্ আল্ মা-তু'মারো, ছাতাজেদোনী—ইন্শা—আল্লা-

২ অতঃপর যখন তাহারা উভয়ে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিল এবং সে (ইব্রাহীম) তাহাকে (ছেদন করিবার জন্য) অধোমুখে শায়িত করিল,

৩ তখন আমি তাহাকে ডাকিলাম : হে ইব্রাহীম !

৪ তুমি ইতিপূর্বেই তোমার স্বপ্ন সফল করিয়াছ। নিশ্চয় আমি এইরূপে সৎপুরুষগণকে পুরস্কার প্রদান করি।

৫ নিশ্চয়ই ইহা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। ৩৭।১০২—১০৬

৭১ মুসা

৩২৮ মুসার প্রার্থনা স্বীকৃত

১ (মুসা) বলিল : হে আমার প্রভু, আমার অন্তঃকরণ খুলিয়া দিন

২ এবং আমার কাজকে সহজসাধ্য করুন ;

৩ এবং আমার জিহ্বা হইতে একটি গ্রন্থি উন্মোচন করুন,

৪ যাহাতে তাহারা আমার কথা উপলব্ধি করিতে পারে ;

৫ এবং পরিজনবর্গ হইতে আমার জন্য সহকারী নিযুক্ত করিয়া দিন,

৬ আমার ভ্রাতা হারুণকে।

৭ তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন।

৮ সে যেন আমার কার্যের সহভাগী হয়,

৯ যাহাতে আমরা আপনার মহিমা অধিক প্রচার করিতে পারি ;

হো মেনাছ্ছা-বেরীন্ ! ২। ফালাম্মা—আছ্লামা-অ তাল্লাহু লেল্ জাবীন। ৩। অনাদায়্না-হু আঁইঁ ইয়্যা—এব্রা·হীমো, ৪। কাদ্ ছাদ্দাক্‌ তারে'য়্যা, ইন্না-কাজা-লেকা নাজ্যিল্ মোহ্ছেনিন্। ৫। ইন্না হা-জা-লাহুঅল্ বালা—অল্ মোবীন্। (স্বরা সাফ্ফাত, ১০২—১০৬)

৩২৮—১। কা-লা রাব্বে শ্রাহ্লী ছাদ্রী। ২। অয়্যাছ্ছেরলী—আম্রী—৩। অহ্বলোল্ ওক্দাতাম্ মেল্লেছা-নী। ৪। য়্যাফ্কাহু কাওলী। ৫। অজ্‌ আল্লী অযীরাম্ মেম্ আহ্লী। ৬। হা-রুনা আখে। ৭। শ্-দোদ্ বেহী—আয্রী।—৮। অআশ্রেক্‌হো ফী—আম্রী,—৯। কায়্

১০ এবং আপনাকে অধিক স্মরণ করিতে পারি।

১১ নিশ্চয়ই আপনি আমাদিগকে সতত লক্ষ্য করিতেছেন।

১২ তিনি বলিলেন : মূসা, তোমার প্রার্থনা গৃহীত হইল। ২০।২৫—৩৬

৭২ যীশুখ্রীষ্ট

৩২৯ যীশুর ধন্যোক্তি

১ (যীশু) বলিয়াছিল : নিশ্চয় আমি ঈশ্বরের দাস। তিনি আমাকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন ও আমাকে তাঁহার বার্তাবহ করিয়াছেন ;

২ এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে ধন্য করিয়াছেন এবং যে পর্যন্ত আমি জীবিত থাকিব সে পর্যন্ত তিনি আমাকে উপাসনায় ও ধর্মার্থদানে রত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন ;

৩ এবং যিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন তাঁহার প্রতি তিনি আমাকে কর্তব্যপরায়ণ করিয়াছেন ; এবং আমাকে উদ্ধত, হতভাগ্য করেন নাই।

৪ যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন পুনর্জীবিত অবস্থায় আমি সমুত্থিত হইব, সেই সকল দিন আমার প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ !

৫ এইরূপ ছিল মরিয়মের পুত্র যীশু ! ১৯।৩০—৩৪

˙নোছাব্বেহ্বাকা কাসীরাঙ্,—১০। অনাজ্‌কোরাকা। কাসীরা-। ১১। ইন্নাকা কোন্তা বেনা-বাছীরা-। ১২। কা-লা কাদ্‌উতীতা ছো'লাকা ইয়া-মূছা। (সূরা তা-হা, ২৫—৩৬)

৩২৯—১। কা-লা ইন্নী আব্‌দোল্লা-হ্‌। আ-তা-নেয়্যাল্ কেতা-বা অজা'আলানী নাবীয়্যাঙ,—২। অজাআলানী মোবা-রাকান্ আয়্‌না মা-কোন্তো, অআও্‌ছা-নী বেছ্‌ছা-লাতে অয্‌যাকা-তে মা-দোম্‌তো হাইয়্যাঙ্ ৩। অবার্‌রাম বেওয়া-লেদাতী, অলাম্ য়্যাজ্‌আল্‌নী জাব্‌বা-রান্ শাকীয়্যা-। ৪। অছ্‌ছালা-মো আলাইয়্যা য়্যাও্‌মা বোলেদ্‌তো অয়্যাও্‌মা আমূতো অয়্যাও্‌মা ওব্‌আসো হাইয়্যা-। ৫। জা-লেকা ঈছাব নো মারয়্যাম্ ; কাও্‌লাল্ হাক্ক কেল্লাজী ফীহে য়্যাম্‌তারূন। (সূরা মরয়ম, ৩০—৩৪)

৩৩০ যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এক প্রতীয়মান মাত্র

১ তাহারা বলেঃ আমরা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ মরিয়ম-পুত্র ঈশামসীহকে হত্যা করিয়াছি। সেই কারণে (আমার বক্তব্য এই যে): তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, কিংবা তাহাকে ক্রুশবিদ্ধও করে নাই, কিন্তু উহা তাহাদের কাছে ঐরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল; এবং নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে যাহাদের মতভেদ আছে তাহাদেরও নিজেদের মত সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; অনুমান ছাড়া তাহাদের ঐ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না; প্রকৃতপক্ষে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই।

২ ঈশ্বর তাহাকে নিজের কাছে তুলিয়া লইয়াছিলেন। ঈশ্বর সর্ব শক্তিমান, জ্ঞানময়। ৪।১৫৭,১৫৮

৩৩১ যীশুর গুরু—সাধু জন্

১ (এবং তাহার পুত্রকে বলা হইয়াছিল): হে জন্, দৃঢ়ভাবে গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাহাকে বাল্যাবস্থায় বিজ্ঞতা প্রদান করিয়াছিলাম।

২ এবং আমি নিজের নিকট হইতে তাহাকে করুণা ও পবিত্রতা প্রদান করিয়াছিলাম; এবং সে ভক্তিমান ছিল।

৩ পিতা-মাতার প্রতি সে কর্তব্যপরায়ণ ছিল, উদ্ধত বা অবাধ্য ছিল না।

৪ এবং যেদিন সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যেদিন তাহার মৃত্যু হইয়াছিল

৩৩০—১। অকাওলেহিম্ ইন্না-কাতাল্নাল্ মাছীহা ঈছা ব্না মার্ইয়ামা রাছুলা-ল্লা-হ, অমা-কাতালুহো অমা-ছালাবুহো অলাকেন্ শোব্বেহা লাহুম্। অইন্না ল্লাজীনা তালাফু ফীহে লাফী শাকেম্ মেন্হ। মা-লাহুম্ বেহী মেন্ এল্মেন্ ইল্লাত্তেবা-আ জান্ন, অমা-কাতালুহো ইয়াকীনাম্;— ২। বার্রাফাআহো ল্লা-হো এলায়্হ। অকা-নাল্লা-হো আযীযান্ হাকীমা-। (সূরা নেছা, ১৫৭,১৫৮)

৩৩১—১। ইয়া-য়্যাহ্ব্য়া-খোজেল কেতা বা বেকুঅহ্। অআ-তায়্না-হোল্ হোকমা ছাবীয়্যাঙ্। ২। অহানা-নাম্ মেঁল্লাদোন্না-অযাকা-হ্। অকা-না তকীয়্যাঙ্ ৩। অবার্রাম্ বেওয়া-লেদায়্হে অলাম্ য়্যাকোন্ জাব্বা-রান্ আছীয়্যা-। ৪। অসালা-মোন্ আলায়্হে য়্যাওমা বোলেদা

ও যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইবে—সেই সকল দিন তাহার প্রতি আশীর্বাদ ! ১৯।১২—১৫

৩৩২ যীশুর অনুগামিগণ

১…শ্রদ্ধাবানদের প্রতি যাহারা মৈত্রীভাবাপন্ন তন্মধ্যে তাহাদিগকে নিকটতম দেখিতে পাইবে যাহারা বলে : নিশ্চয়ই আমরা খ্রীষ্টান। কারণ, তাহাদিগের মধ্যে পুরোহিত ও মঠবাসী আছে এবং তাহারা গর্বিত নহে।

২ আমার বার্তাবহের কাছে যাহা অবতারিত হইয়াছে তাহা যখন তাহারা শুনে তখন সত্যানুভূতিবশত তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে দেখিবে। তাহারা বলে : হে প্রভু, আমরা শ্রদ্ধাশীল হইলাম। আমাদিগকে সাক্ষীগণের তালিকাভুক্ত করুন। ৫।৮২,৮৩

৭৩ অকথিত প্রেরিত পুরুষ

৩৩৩ প্রেরিত পুরুষগণ, যাঁহাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয় নাই

১ সত্যসত্যই তোমার পূর্বে প্রেরিত পুরুষগণকে প্রেরণ করিয়াছি ; তাঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের বিবরণ তোমার নিকট বিবৃত করিয়াছি এবং অন্য কতিপয়ের সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলি নাই।… ৪০।৭৮

অয়্যাও্মা য়্যামুতো অয্যাও্মা ইয়োব্আছো হ্বাই্য়্যা-।

(স্থরা মরয়ম, ১২—১৫)

৩৩২—১।…অলাতাজেদান্না আক্‌রাবাহুম্ মাঅদ্দাতাল্ লিল্লাজীনা আ-মানো ল্লাজীনা ক-লু ইন্না-নাছারা-। জা-লেকা বেআন্না মেন্‌হুম্ কেছ্‌ছীছীনা অ রোহ্‌বা-নাঙ্ অ আন্নাহুম্ লা-ইয়াছ্ তাক্‌বেরূন্। ২। অএজা-ছামেউ মা—ওন্‌যেলা এলা র্‌রাছুলে তারা—আ'ইয়োনাহুম্ তাফীদো মেনা দ্দাম্‌এ মেম্মা-আরাফু মেনাল্ হ্বাক্‌কে, ইয়াক্‌লুনা রাব্বানা— আ-মান্‌না-ফাক্‌তোব্‌না-মাআশ্ শা-হেদীন্। (স্থরা মায়দা, ৮২,৮৩)

৩৩৩—১। অলাকাদ্ আর্‌ছাল্‌না-রোছোলাম্ মেন্ কাব্‌লেকা মিন্‌হুম্ মান্ কাছাছ্‌না-আলায়্‌কা অ মিন্‌হুম্ মাল্ লাম্‌নাক্ ছোছ্ আলায়্‌ক।…

(স্থরা মুমেন্, ৭৮)

২৭ মহম্মদ পয়গম্বর

৭৪ সাক্ষাৎকার

৩৩৪ প্রথম সাক্ষাৎকার

১ তুমি পাঠ কর : তোমার প্রভুর প্রসাদে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,

২ যিনি মনুষ্যকে ঘনীভূত শোণিত হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ;

৩ তুমি পাঠ কর : এবং তোমার প্রভু পরম উদার দানশীল,

৪ যিনি লেখনীর সাহায্যে (অর্থাৎ লিখিতভাবে) শিক্ষা দান করেন ;

৫ মানুষ যাহা জানিত না তাহা যিনি তাহাকে শিক্ষা দান করেন।

৯৬।১—৫

৩৩৫ দিব্য অনুভূতি

১ তিনি মহিমাময়, যিনি একদা নিশীথে তাঁহার সেবককে লইয়া গিয়াছিলেন পবিত্র মসজিদ হইতে (অর্থাৎ কা'বা শরীফ হইতে) সুদূরবর্তী মসজিদ পর্যন্ত (অর্থাৎ বয়তুল-মোকাদ্দস বা সিরিয়ার অন্তর্গত জেরুজালেমের প্রসিদ্ধ উপাসনালয় পর্যন্ত), যাহার চতুষ্পার্শ্বকে আমি সৌভাগ্যশালী করিয়াছি, যাহাতে আমি তাহাকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাইতে পারি ! নিশ্চয়ই তিনি এবং একমাত্র তিনি মহান শ্রোতা, মহান দ্রষ্টা। ১৭।১

৩৩৪—১। এক্‌রা' বিছ্‌মে রাব্বেকা ল্লাজী খালাক। ২। খালাকাল্‌ এন্‌ছা-না মেন্ আলাক্‌। ৩। এক্‌রা'অরাব্বোকাল্‌ আক্‌রামো ; ৪। ল্লাজী আল্লামা বিল্‌ কালাম্‌ ; ৫। আল্লামাল্‌ ইন্‌ছা-না মা-লাম্‌ ইয়্যা'লাম্‌।

(সূরা অলক, ১—৫)

৩৩৫—১। ছোব্‌হ্বা-নাল্লাজী—আছ্‌রা-বেআব্‌দেহী-লায়্‌লাম্‌ মেনাল্‌ মাছ্‌জেদেস্‌ হ্বারা-মে এলাল্‌ মাছ্‌জেদেস্‌ আক্‌ছাল্লাজী বা-রাক্‌ না-হ্বাও্‌লাহু লেনোরেয়্যাহু মেন্ আ-য়্যা-তেনা-। ইন্নাহু হুয়াছ্‌ ছামীওল্‌ বাছীর্‌।

(সূরা বনি এস্রায়েল, ১)

৩৩৬ নিঃসংশয় সাক্ষাৎকারী

১ (হে মক্কাবাসিগণ) তোমাদের সাথী (মহম্মদ) বিকৃত মস্তিষ্ক নহে।

২ নিশ্চয় সে তাহাকে (স্বর্গীয় দূত জিব্রাঈলকে) সমুজ্জ্বল গগনপ্রান্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

৩ এবং সে অব্যক্ত সম্বন্ধে বলিবার জন্য লালায়িত নহে। ৮১।২২—২৪

৭৫ ঈশ্বর প্রদত্ত আদেশ

৩৩৭ বিশেষ প্রার্থনা সম্বন্ধে আদেশ

১ সূর্য মধ্যাকাশ হইতে নিম্নগামী হওয়ার সময় হইতে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নিয়মিত প্রার্থনা কর; প্রতিদিন উষাকালে কোর্-আন্ পাঠ কর। নিশ্চয়ই প্রভাতের কোর্-আন্ পাঠ সতত দর্শন করা হয় (অর্থাৎ স্বর্গীয় দূতগণ ঐ সময় উপস্থিত থাকেন)।

২ এবং তুমি প্রার্থনার জন্য রাত্রির কিছু অংশ জাগ্রত থাকিবে, ইহা তোমার জন্য অতিরিক্ত (ব্যবস্থা)। তোমার প্রভু তোমাকে প্রশংসিত ধামে উন্নীত করিতে পারেন।

৩ এবং বল: হে প্রভু, আপনি আমাকে যেস্থানে প্রবেশ করাইবেন সেখানে আমি যেন দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া প্রবেশ করি এবং যেস্থান ত্যাগ করাইবেন সেইস্থান হইতে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া প্রস্থান করি। এবং আপনি নিজের নিকট হইতে আমাকে সহন করিবার শক্তি প্রদান করুন।

৩৩৬—১। অমা-ছা-হেবোকুম্ বেমাজ্‌নুন্; ২। অ লাকাদ্ রাআ-হো বিল্ ওফোকেল্ মোবীন্। ৩। অমা-হুঅ আলাল্ গায়্‌বে বেদ্বানীন্।
(সূরা তক্‌ওয়ির, ২২—২৪)

৩৩৭—১। আকেমেছ ছালা-তা লেদোলুকেশ শাম্‌ছে এলা-গাছাকেল্লায়্‌লে অকোর্‌আ-নাল্ ফাজ্‌র। ইন্না কোর্‌আ-নাল্ ফজ্‌রে কা-না মাশ্‌হুদা-। ২। অমেনা ল্লায়্‌লে ফাতাহাজ্‌জাদ্ বেহী না-ফেলাতাল্লাক্, আছা—আইঁ ইয়াব্‌আসাকা রাব্বোকা মাকা-মাম্ মাহ্‌মুদা-। ৩। অকোর্‌রাব্বে আদ্‌খেল্‌নী মোদ্‌খালা ছেদ্‌কেঙ্‌ অআখ্‌রেজ্‌নী মোখ্‌রাজা ছেদ্‌কেঙ্‌

৪ আর বল: সত্য আসিয়াছে ও মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে। নিশ্চয়, মিথ্যা চিরদিনই বিনষ্ট হইতে বাধ্য। ১৭।৭৮—৮১

৩৩৮ কেবলমাত্র বার্তাবহ

১ আমি তাহাদিগের নিকট যে সকল বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়াছি তন্মধ্যে কোন কোন বিষয় আমি তোমার জীবদ্দশায় তোমাকে দেখাই অথবা (তাহা দেখাইবার পূর্বে) তোমার মৃত্যু ঘটাই এই উভয় অবস্থাতেই তোমার কাজ হইতেছে কেবলমাত্র বার্তা বহন করা এবং আমার কাজ হইতেছে হিসাব গ্রহণ করা। ১৩।৪০

৩৩৯ পথ প্রদর্শন তোমার কাজ নহে

১ নিশ্চয় তুমি মৃত ব্যক্তিকে শ্রবণ করাইতে পারিবে না অথবা বধিরগণকে তোমার আহ্বান শুনাইতে পারিবে না, যখন তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করে।

২ এবং তুমি অন্ধদিগের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে সঠিক পথ দেখাইতে পারিবে না। যাহারা আমার প্রত্যাদেশসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং (আমার) শরণাগত হইয়াছে তাহারা ভিন্ন অন্য কাহাকেও তুমি তাহা শ্রবণ করাইতে পারিবে না। ২৭।৮০,৮১

অজ্‌আল্‌না মেল্লাদোনকা ছোল্‌ত্বা-নান্ নাছীরা-। ৪। অকোল্ জা—আল্ হাক্‌কো অযাহাকাল্ বা-ত্বেল্। ইন্নাল্ বা ত্বেলা কা-না যাহুকা-।

(সূরা বনি এস্রায়েল, ৭৮—৮১)

৩৩৮—১। অইম্‌মা-নোরেয়্যান্না কা বা'-দাল্‌লাজী নাএদোহুম্ আও্ নাতাঅফ্‌ফায়্যান্নাকা ফাইন্‌নামা-আলায়্‌কাল্ বালা-গো অআলায়্‌নাল্ হেছা-ব্। (সূরা রআদ, ৪০)

৩৩৯—১। ইন্নাকা লা-তোছ্‌মেওল্ মাও্‌তা-অলা-তোছ্‌মেওছ্ ছোম্মা-দোয়া—আ এজা-অল্লাও্ মোদ্‌বেরীন্। ২। অমা—আন্তা বেহা-দেল্ ওম্‌য়্যে আন্ দ্বালা-লাতেহিম্। ইন্ তোছ্‌মেয়ো ইল্লা-মাঁই ইয়োমেনো বেআ-য়্যা-তেনা-ফাহুম্ মোছ্‌লেমুন্। (সূরা নমল্, ৮০,৮১)

৩৪০ মহম্মদ ও অন্ধ—"কে জানে কৃপালাভ কাহার হইবে"

১ সে ভ্রুকুঞ্চিত করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল ;

২ কারণ এক অন্ধ ব্যক্তি তাহার নিকট আগমন করিয়াছিল।

৩ তুমি কি জান, হয়ত সে পবিত্র ছিল

৪ অথবা সে উপদেশ মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করিত এবং ঐরূপে উপদেশের দ্বারা সে উপকৃত হইত।

৫ যে ব্যক্তি বেপরোয়া তাহার জন্য

৬ তুমি যত্ন করিতেছ।

৭ অথচ যদি তাহার সংশোধন না হয় তবে ঐ সম্পর্কে তোমার কোন দায়িত্ব নাই।

৮ কিন্তু যে ব্যক্তি আন্তরিক উদ্দেশ্য লইয়া তোমার কাছে আসিল

৯ এবং যে ঈশ্বরকে ভয় করে

১০ তাহার প্রতি তুমি বিমুখ! ৮০।১—১০

৩৪১ নির্ভয় হইয়া বাণী প্রচার কর

১ হে রসুল (বার্তাবহ), তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার উদ্দেশে যাহাকিছু অবতারণ করা হইয়াছে তৎসমস্তই লোকের নিকট পৌঁছাইয়া দাও এবং যদি তুমি তাহা না কর (অর্থাৎ সব পৌঁছাইয়া না দাও) তবে তাঁহার কোন বার্তাই প্রচার করিলে না (এরূপ গণ্য করা হইবে), এবং ঈশ্বর

৩৪০—১। আবাছা অ তাঅল্লা— ; ২। আন্‌জা—আহোল্ আ'মা-। ৩। অমা-ইয়োাদ্‌রীকালাআল্লাহু ইয়্যায্‌যাক্কা— ; ৪। আও্ ইয়্যাজ্জাকারো ফাতান্‌ফাআহো জ্জেক্‌রা-। ৫। আম্মা-মানে ছ্‌তাগ্‌না- ; ৬। ফাআন্তা লাহু তাছাদ্দা-। ৭। অমা-আলায়্‌কা আল্লা-ইয়্যায্‌যাক্কা-। ৮। অ আম্মা-মান্ জা—আকা ইয়্যাছআ- ; ৯। অহুঅ ইয়্যাখ্‌শা- ; ১০। ফাআন্তা আন্‌হো তালাহ্‌হা-। (সুরা আবাছা, ১—১০)

৩৪১—১। ইয়া—আইয়োহা র্‌রাছুলো বাল্লেগ্ মা—ওন্‌যেলা এলায়্‌কা মের্‌রাব্বেক্‌। অইল্ লাম্ তাফ্‌আল্ ফামা- বাল্লাগ্‌তা রেছা-লাতাহ্।

তোমাকে লোকের হাত হইতে রক্ষা করিবেন (অর্থাৎ তুমি নির্ভয় হইয়া তাঁহার সব বার্তা প্রচার করিতে পার)। নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রদ্ধাহীন লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৫।৬৭

৩৪২ কেহ কিছু বলিলেও তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ভক্তি করিতে থাক

১ নিশ্চয়ই আমি জানি যে তাহারা যাহাকিছু বলে তাহাতে তুমি মনোকষ্ট পাইয়া থাক ;

২ কিন্তু তুমি তোমার প্রভুর স্তুতি কীর্তন কর এবং তাঁহার প্রণিপাত-কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও,

৩ এবং মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তোমার প্রভুর সেবা করিতে থাক···। ১৫।৯৭—৯৯

৩৪৩ নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত পরামর্শ কর

১ ঈশ্বরের অনুগ্রহে তুমি তাহাদের প্রতি কোমলভাবাপন্ন হইয়াছিলে, কারণ যদি তুমি কঠোর ও কঠিন-হৃদয় হইতে তাহা হইলে তাহারা তোমার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। অতএব তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর ও তাহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং কার্য-পরিচালন সম্বন্ধে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর, এবং যখন কোন বিষয়ে স্থির সঙ্কল্প করিবে তখন ঈশ্বরেরই উপর ভরসা রাখিবে। নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহার উপর নির্ভরশীলগণকে স্নেহ করেন। ৩।১৫৯

অল্লা-হো ইয়া'ছেমোকা মেনা ন্না-ছ্। ইন্না ল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল ক্বাও মালকা-ফরীন্। (সূরা মায়দা, ৬৭)

৩৪২—১। অলাকাদ্ না'লামো আন্নাকা ইয়াদ্বীকো ছাদ্রোকা বেমা-ইয়াক লুনা ; ২। ফাছাব্বেহ্ব্ বেহ্বাম্দে রাব্বেকা অকোম্ মেনাল্ ছা-জ্বেদীনা ; ৩। ওয়া'বোদ্ রাব্বাকা হ্বাত্তা- ···। (সূরা হাজ্বর্, ৯৭—৯৯)

৩৪৩—১। ফাবেমা- রাহ্ব্মাতেম্ মেনা ল্লা-হে লেন্তা লাহুম ; অলাও্ কোন্তা ফাজ্জ্বাম্ গ্বালীজাল্ ক্বাল্বে লান্ফাদ্দ্ মেন্ হ্বাও্লেক্, ফা'ফো আন্হুম্ অছ্তাগ্ফের্ লাহুম্ অশাবের হুম্ ফেল্ আম্রে ; ফাএজা-অযাম্তা

৩৪৪ মাম্ অস্মুস্মর যুদ্ধ্য চ

১ আমি কি তোমার বক্ষকে প্রসারিত করি নাই ?

২ এবং তোমার ভার লাঘব করি নাই,

৩ যাহা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করিতেছিল ?

৪ এবং তোমার যশ বৃদ্ধি করি নাই ?

৫ কিন্তু নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে সুখ থাকে,

৬ নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে আরও সুখ থাকে।

৭ অতএব যখন তুমি কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবে তখনও কষ্ট করিবে

৮ এবং তোমার প্রভুর সন্তোষ বিধানের জন্য প্রযত্ন করিবে। ৯৪।১—৮

৩৪৫ আত্মৌপম্য বোধ

১ শপথ প্রভাতকালের,

২ এবং রজনীর, যখন তাহা সর্বাপেক্ষা নিঃশব্দ হয়,

৩ তোমার প্রভু তোমাকে বর্জন করেন নাই অথবা তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই,

৪ এবং তোমার পূর্ববর্তী অবস্থা অপেক্ষা পরবর্তী অবস্থা তোমার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইবে।

ফাতাঅক্কাল্ আলা ল্লা-হ। ইন্না-ল্লা হা ইয়োহেব্বোল্ মোতাঅক্কেলীন।

(সূরা এমরান, ১৫৯)

৩৪৪—১। আলাম্নাশ্রাহ্ লাকা ছদ্রাকা; ২। অ অদ্বা'না-আন্কা রেয্রাকা; ৩। ল্লাজী—আন্কাদ্বা জাহ্রাকা; ৪। অ রাফা' না-লাকা জেক্রাক্। ৫। ফাইন্না মাআল্ ওছ্রে ইয়োছ্রান্; ৬। ইন্না মাআল্ ওছ্রে ইয়োছ্রা-। ৭। ফাএজা-ফারাগ্তা ফান্ছাব্; ৮। অ এলা-রাব্বেকা ফার্গাব্। (সূরা, এন্শেরাহ, ১—৮)

৩৪৫—১। অ দ্বোহা-। ২। অ ল্লায়্লে এজা-ছাজা-; ৩। মা-অদ্দাআকা রাব্বোকা অমা-কালা-। ৪। অ লাল্আখেরাতো খায়্রো ল্লাকা মেনাল্ উলা-। ৫। অ লাছাওফা ইয়ো'ত্বীকা রাব্বোকা

৫ এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু তোমাকে এরূপ দিবেন, যাহাতে তুমি পরিতুষ্ট হইবে।

৬ তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় প্রাপ্ত হন নাই এবং তোমাকে আশ্রয়দান করেন নাই ?

৭ তিনি কি তোমাকে পথান্বেষী অবস্থায় প্রাপ্ত হন নাই এবং তোমাকে পথ প্রদর্শন করেন নাই ?

৮ তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় প্রাপ্ত হন নাই এবং তৎপরে তোমাকে সম্পদশালী করেন নাই ?

৯ অতএব তুমি পিতৃহীনকে পীড়ন করিবে না,

১০ অতএব তুমি প্রার্থীকে বিতাড়িত করিবে না ;

১১ অতএব তোমার প্রভুর উদার দানশীলতা তোমার আলোচনার বিষয় হইয়া থাকুক। ৯৩।১—১১

৭৬ ঘোষণা

৩৪৬ পঞ্চ আদেশ

১ তুমি বল : আমি কেবলমাত্র এই একটি বিষয় সম্পর্কে তোমাদিগকে উপদেশ দান করিতেছি যে, তোমরা ঈশ্বরেরই জন্য দুই-দুইজন ও এক-একজন করিয়া উঠ ও চিন্তা কর ; তোমাদের সহচরের মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই। সে এক ভীষণ শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ককারী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ফাতারদ্বা-। ৬। আলাম্ ইঁয়্যাজেদ্‌কা য়্যাতীমান্ ফাআ-অ-। ৭। অ অজাদাকা দ্বা—ল্লান্ ফাহাদা-। ৮। অ অজাদাকা আ—এলান্ ফাআগ্‌না-। ৯। ফাআম্মাল্ ইয়্যাতীমা ফালা-তাক্‌হার্। ১০। অ আম্মাছ্ ছা—এলা ফালা-তান্‌হার্। ১১। অ আম্মা-বেনে'মাতে রাব্বেকা ফাহাদ্দেস্।

(সুরা দোহা, ১—১১)

৩৪৬—১। ক্কোল্ ইন্নামা—আয়েজোকুম্ বে অ-হ্বেদাহ্ ; আন্ তাকুমু লিল্লা-হে মাস্‌না-অফোরা-দা- সুম্মা তাতাফাক্‌কারূ, মা-বেছা-হ্বেবেকুম্ মেন্ জেন্নাহ্। ইন্ হুয়া ইল্লা-নাজারো ল্লাকুম্ বায়্‌না ইয়াদায় আজা-বেন্

২ তুমি বল: আমি তোমাদের নিকট যদি কোন প্রতিদান চাহিয়া থাকি, তাহা তোমাদেরই (অর্থাৎ তোমরাই তাহা লও)। আমার পুরস্কার একমাত্র ঈশ্বরের কাছে আছে। তিনি সকল বিষয়ের সাক্ষী।

৩ তুমি বল: নিশ্চয় আমার প্রভু সত্য প্রেরণ করেন। তিনি অব্যক্ত বিষয়ের জ্ঞাতা।

৪ তুমি বল: সত্য উপস্থিত হইয়াছে এবং মিথ্যা আর উহার মুখ দেখাইবে না এবং উহা ফিরিয়াও আসিবে না।

৫ তুমি বল: যদি আমি ভ্রান্ত হই, তবে তাহার জন্য আমারই (ক্ষতি হইবে) এবং আমি যদি ঠিক পথে পরিচালিত হইয়া থাকি তবে উহা ঈশ্বর আমার কাছে যে প্রত্যাদেশ অবতারণ করিয়াছেন তাহারই জন্য। নিশ্চয় ঈশ্বর পরম শ্রোতা, নিকটতম। ৩৪।৪৬—৫০

৭৭ গুণ-সম্পদা

৩৪৭ প্রার্থনাময়তা

১ তোমার প্রভু জানেন যে, তুমি কখনও রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্দ্ধেক রাত্রি, কখনও বা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ উপাসনায় রত থাক: এবং তোমার সাথীদের একদলও (এরূপ করিয়া থাকে)।··· ৭৩।২০

শাহীদ্। ২। কোল্ মা-ছাআল্‌তোকুম্ মেন্ আজ্‌রেন্ ফাহুয়া লাকুম্। ইন্ আজ্‌রেইয়া ইল্লা-আলা ল্লা-হ; অহুয়া আলা কুল্লে শাইয়েন্ শাহীদ্। ৩। কোল্ ইন্না রাব্বী ইয়াক্‌জেফো বিল্‌হাক্‌ক; আল্লা-মোল্ গোইউব্। ৪। কোল্ জা—আল্ হাক্‌কো অমা-ইয়োব্‌দেয়োল্ বাত্বেলো অমা-ইয়োরীদ্। ৫। কোল্ ইন্ দ্বালাল্‌তো ফাইন্নামা—আদ্বেল্লো আলা-নাফ্‌ছী; অএনে হ্‌তাদায়্‌তো ফাবেমা-ইউ্‌হী—এলাইয়্যা রাব্বী। ইন্নাহু সামীয়োন্ কারীব্। (সূরা সবা, ৪৬—৫০)

৩৪৭—১। ইন্না রাব্বাকা ইয়া'লামো আন্নাকা তাকুমো আদ্‌না-মিন্ সোলোসায়েল্লায়্‌লে অনেছ্‌ফাহু অ সোলোসাহু অ ত্বা-য়েফাতোম্ মিনাল্-লাজীনা মাআক্।··· (সূরা মোজ্জাম্মেল, ২০)

৩৪৮ সতত ঈশ্বরের সান্নিধ্য

১ তোমরা তাহাকে সাহায্য না করিলেও যখন ধর্মদ্রোহীরা তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছিল তখন ফলত ঈশ্বরই তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন; যখন তাহারা দুইজন গুহার মধ্যে ছিল তখন সে তাহার সঙ্গীকে, যে তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ছিল, বলিয়াছিল: তুমি বিষণ্ণ হইও না। নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর ঈশ্বর তাহাদের উপর সান্ত্বনা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন ও তাহাকে সৈন্যদল দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন—যে সৈন্য-দলকে তোমরা দেখিতে পাও নাই। তিনি ধর্মদ্রোহীদের বাক্য নিম্নতম করিয়াছিলেন (অর্থাৎ তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন), সেইস্থলে ঈশ্বরের বাক্যই উচ্চতম হইয়াছিল। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সুবিজ্ঞ। ৯।৪০

৩৪৯ ঈশ্বরভক্তির আদর্শ দৃষ্টান্ত

১ যাহারা ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে ও অন্তিম দিবসের আশা রাখে, এবং নিরন্তর ঈশ্বর-স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য তোমরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বার্তাবহের মধ্যে আদর্শের দৃষ্টান্ত পাইবে। ৩৩।২১

৩৫০ প্রেরিত পুরুষ ও শ্রদ্ধাবানের সম্বন্ধ

১ শ্রদ্ধাবানদের কাছে প্রেরিত পুরুষ তাহাদের আত্মা অপেক্ষাও নিকটতর…। ৩৩।৬

৩৪৮—১। ইল্লা-তান্ছোরূহো ফাকাদ্ নাছারাহোল্লা-হো এজ্ আখ্রা-জাহোল্লাজীনা কাফারূ সা-নেয়াস্নায়্নে এজ্ হোমা-ফেল্ গা-রে এজ্ইয়া কুলো লেছা-হেবেহী লা-তাহ্যান্ ইন্না-ল্লা-হা মাআনা-; ফাআন্যাল্লা-হো ছাকীনাতাহু আলায়হে অ আইয়্যাদাহু বেজোনুদেল্ লাম্ তারাও্হা-অজাআলা কালেমাতাল্লাজীনা কাফারোছ্ ছোফ্লা-। অ কালেমাতোল্লা-হে হিয়াল্ ওল্ইয়া। অল্লা-হো আযীযোন্ হাকীম। (সূরা তওবা, ৪০)

৩৪৯—১। লাকাদ্ কা-না-লাকুম্ ফী রাছুলিল্লা-হে ওছ্ অতোন্ লাছানাতোল লেমান্ কা-না ইয়্যার্জোল্লা-হা অল্ ইয়্যাও্মল্ আ-খেরা অ জাকারাল্লা-হা কাসীরা-। (সূরা আহ্যাব, ২১)

৩৫০—১। আন্নাবীও আও্লা-বেল্ মো'মেনীনা…। (সূরা আহ্যাব, ৬)

৩৫১ পূর্বজীবন হইতে প্রামাণিকতা সিদ্ধ

১ বল : ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করিতেন তবে আমি তোমাদিগকে ইহা পড়িয়া শুনাইতাম না এবং ঈশ্বর তোমাদিগকে ইহা অবগত করাইতেনও না। (প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইবার) পূর্বে সারা জীবন আমি তোমাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। সুতরাং তোমাদের কি বুঝিবার শক্তি নাই? ১০।১৬

৩৫২ নিরক্ষর ঈশ্বরনিষ্ঠ

১ তুমি বল : হে লোকসকল, আমি তোমাদের সকলের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ঈশ্বরের বার্তাবহ, তাঁহারই প্রেরিত পুরুষ, দ্যুলোক-ভূলোকে যাঁহার সার্বভৌমত্ব। ঈশ্বর ছাড়া কোন নিয়ন্তা নাই। তিনি প্রাণ দান করেন ও প্রাণ হরণ করেন। অতএব ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত নিরক্ষর বার্তাবহের উপর শ্রদ্ধা রাখ, যে প্রেরিত পুরুষ ঈশ্বর ও তাঁহার বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল; এবং তোমরা তাঁহাকে অনুসরণ কর, যাহাতে তোমরা সুপথে পরিচালিত হইতে পার। ৭।১৫৮

৩৫৩ ঈশ্বর মহম্মদকে দৃঢ় করিয়াছিলেন

১ এবং তাহারা সত্যসত্যই তোমাকে আমার প্রত্যাদিষ্ট বাণীসমূহ হইতে স্খলিত করিবার জন্য খুবই চেষ্টা করিয়াছিল; যাহাতে তুমি আমার

৩৫১—১। কোল্ লাও্শা—আল্লা-হো মা-তালাও্তোহু আলায়্কুম্ অলা—আদ্রা-কুম্ বেহী ফাকাদ্ লাবেছ্তো ফী-কুম্ ওমোরাম্ মেন্ কাব্লেহী, আফালাতা,-কেলুন। (সূরা ইউনুস, ১৬)

৩৫২—১। কোল্ ইয়া—আইয়্যোহা ন্না-ছো ইন্নী রাছুলো ল্লা-হে এলায়্কুম্ জামীআ-নেল্লাজী লাহু মোল্কোছ্ ছামা-ওয়া-তে অল্আরুদে, লা—এলাহা ইল্লা-হুয়া ইয়োহ্ব্য়ী অইয়োমীতো, ফাআ-মেনু বেল্লা-হে অরাছুলেহে ন্নাবীয়্যেল্ ওম্মীয়্যে ল্লাজী ইয়ো'মেনো বেল্লা-হে অকালেমা-তেহী অত্তাবেউহো লাআল্লাকুম্ তাহ্তাদুন্। (সূরা আরাফ, ১৫৮)

৩৫৩—১। অইন্ কা-দূ লাইয়াফ্তেনুনাকা আনেল্লাজী—আওহায়্ না—এলায়্কা লেতাফ্ত'বেইয়া আলায়্ না-গায়রাহু, অএজাল্ লাত্তাখাজুকা

উপর (উহা ব্যতীত) অন্য কিছু মিথ্যা আরোপ কর, এবং তাহা হইলে (অর্থাৎ যদি তাহারা তোমাকে স্খলিত করিতে পারিত, তবে) তাহারা তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত।

২ এবং আমি যদি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে অবিচলিত না রাখিতাম তবে তুমি তাহাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার উপক্রম করিতে। ১৭।৭৩,৭৪

৩৫৪ সকলের বক্তব্য শ্রবণকারী

১ এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপও রহিয়াছে, যাহারা প্রেরিত পুরুষকে জ্বালাতন করে ও বলে: সে একজন শ্রবণকারী মাত্র (অর্থাৎ সে বড় কান-কথা শুনে, সত্য-অসত্য সব কথাই শুনে)। তুমি বল: সে তোমাদের পক্ষে যাহা কল্যাণকর তাহা শ্রবণ করে, ঈশ্বরের উপর শ্রদ্ধা রাখে ও সে শ্রদ্ধাবানদের অনুগত; এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা শ্রদ্ধাবান তাহাদের কাছে সে করুণাস্বরূপ।... ৯।৬১

৩৫৫ জনমতের দ্বারা প্রভাবিত হন না

১ পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এইরূপ যে, তুমি যদি তাহাদের মতানুযায়ী চল তবে তাহারা তোমাকে ঈশ্বরের পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। তাহারা যাহা অনুসরণ করে তাহা এক খেয়াল ভিন্ন কিছুই নহে; এবং তাহারা কেবলমাত্র অনুমান করিয়া থাকে। ৬।১১৬

খালীলা-। ২। অলাও্লা—আন্ছাব্বৎনা-কা লাকাদ্ কেত্তা তার্কানো এলায়্হিম্ শায়্আন্ কালীলা-। (স্থরা বনি এস্রায়েল, ৭৩,৭৪)

৩৫৪—১। অমেন্হোমোল্লাজীনা ইয়ো'জ্নান্নাবিয়্যা অইয়াক্লুনা-হুয়া ওজোনো। কোল্ ওজোনো খায়্রেল্-লাকুম্ ইয়ো'মেনো বেল্লা-হে অইয়ো'মেনো লেল্মো'মেনীনা অরাহ্মাতোল্ লেল্লাজীনা আ-মানু মেন্কুম্।... (স্থরা তওবা, ৬১)

৩৫৫—১। অইন্ তোত্বে' আক্সারা মান্ ফিল্ আর্দ্বে ইয়োদ্বেল্লুকা আন ছাবীলে ল্লা-হ্। এইঁ ইয়াত্তাবেউনা ইল্লা জ্জন্না অইন্ হুম্ ইল্লা-ইয়াখ্রোছুন্। (স্থরা আনাম্, ১১৬)

৭৮ মিশন

৩৫৬ করুণার দূত

১ আমি তোমাকে জগতের লোকের কাছে করুণাস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি, অন্যভাবে নহে। ২১।১০৭

৩৫৭ পঞ্চবিধ কার্য

১ হে আমার বার্তাবহ, আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

২ এবং ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার পথানুসরণ করিবার জন্য আহ্বানকারী ও আলোকদানকারী প্রদীপস্বরূপ (তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি)। ৩৩।৪৫,৪৬

৭৯ আশীর্বাদ-পাত্র

৩৫৮ মহম্মদের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা কর

১ নিশ্চয় ঈশ্বর ও তাঁহার স্বর্গীয় দূতগণ প্রেরিত পুরুষের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। হে শ্রদ্ধাবানগণ, তোমরাও তাহার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা কর এবং যোগ্য অভিবাদন-রীতিতে তাঁহাকে অভিবাদন কর। ৩৩।৫৬

৩৫৬—১। অমা—আর্ছাল্না-কা ইল্লা-রাহ্ব্মাতান্ লেল্ আ-লামীন্।
(সুরা আম্বিয়া, ১০৭)

৩৫৭—১। ইন্না—আইয়্যোহা ন্নাবিয়্যো ইন্না—আর্ছাল্না-কা শাহেদাঙ্ অ মোবাশ্‌শেরাঙ্ অ নাজীরাঙ্, ২। অ দা-য়েইয়ান্ এলা ল্লা-হে বেএজ্নেহী অ ছেরা-জাম্ মোনীরা। (সুরা আহ্যাব, ৪৫,৪৬)

৩৫৮—১। ইন্না ল্লা-হা অ মালা—একাতাহূ ইয়োছাল্লুনা আলা ন্নাবীয়্যে। ইয়া-আইয়্যোহা ল্লাজীনা আ-মানু ছাল্লু আলায়্হে অছাল্লেমূ তাছ্লীমা-।
(সুরা আহ্যাব, ৫৬)

খণ্ড ৯

গূঢ়-শোধন

২৮ তত্ত্বজ্ঞান

৮০ জগৎ

৩৫৯ সৃষ্টির গম্ভীর কারণ

১ আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্তই, যাহা সৃষ্টি করিয়াছি তাহা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।

২ যদি আমি ক্রীড়া-কৌতুক করিতে চাহিতাম ও তাহা করিবার প্রয়োজন হইত, তবে আমার কাছেই তাহা পাইতাম। ২১।১৬,১৭

৩৬০ সৃষ্টি-রচনা নিরর্থক নহে

১ যাহারা ঈশ্বরকে দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় স্মরণ করিয়া থাকে, এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকে (তাহারা বলে): হে আমাদের প্রভু, আপনি এই সমস্ত নিরর্থক সৃজন করেন নাই। আপনি ধন্য! আমাদিগকে নরকের শাস্তি হইতে রক্ষা করুন। ৩।১৯১

৮১ জীব

৩৬১ জীবনির্মিতি সোদ্দেশ্য

১ তাহা হইলে তোমরা কি এই ধারণা করিয়াছিলে যে আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে না? ২৩।১১৫

৩৫৯—১। অমা খালাক্‌নাছ্‌ছামা—আ অল্‌ আর্‌দ্বা অমা বায় নাহোমা-লা-এবীন্‌। ২। লাও আরাদনা—আন্‌ নাত্তাখেজা লাহ্‌ওয়াল্‌ লাত্তাখাজ্‌না-হো মেল্‌লাদোন্না—ইন্‌ কোন্না-ফা এলীন্‌। (সূরা আম্বিয়া, ১৬,১৭)

৩৬০—১। আল্লাজীনা ইয়াজ্‌কোরুনা ল্লা-হা কেয়া-মাও অকোউদাও অআলা-জোনুবেহিম্‌ অইয়াতাফাক্‌কারুনা ফী খাল্‌কেছ্‌ ছামা-ওয়া-তে অল্‌আর্‌দ্ব; রাব্বানা-মা-খালাক্‌তা হা-জা-বাত্বেলা-; ছোব্‌হানাকা ফাকেনা-আজা-বা ন্নার্‌। (সূরা এমরান, ১৯১)

৩৬১—১। আফাহাছেব্‌তুম্‌ আন্নামা খালাক্‌না-কুম্‌ আবাছাও অআন্নাকুম্‌ এলায়্‌না-লা-তোর্‌জাউন। (সূরা মুমেনুন, ১১৫)

৩৬২ নিদ্রা—মৃত্যুর পূর্বের প্রয়োগ

১ তিনিই রাত্রিতে তোমাদিগের জীবন হরণ করেন ও দিবসে তোমরা যে দুষ্কার্য কর তাহা তিনি অবগত আছেন। তিনি দিবসে তোমাদিগকে পুনরায় জীবন দান করিয়া উত্থিত করেন, যাহাতে তোমাদের জন্য নির্ধারিত কাল পূর্ণ হইতে পারে। এবং পরে তাঁহার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তোমরা কি করিতে তাহা তিনি তখন ঘোষণা করিবেন। ৬।৬০

৩৬৩ নিদ্রা ও মৃত্যু

১ ঈশ্বর মৃত্যুকালে মানুষের প্রাণ গ্রহণ করেন আর যে প্রাণ মরে নাই তাহাকে নিদ্রার সময় গ্রহণ করেন। যে প্রাণের মৃত্যু-আদেশ দিয়াছেন তাহাকে তিনি রাখিয়া দেন (ফিরাইয়া দেন না) ও অপরকে তিনি নির্ধারিত সময় না আসা পর্যন্ত গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।* ৩৯।৪২

৩৬২—১। অ হুঅ ল্লাজী ইয়াতাঅফ্ফা-কুম্ বিল্ লায়্লে অ ইয়া'লামো মা-জারাহ্‌তুম্ বিন্ নাহা-রে সুম্মা ইয়াবআছোকুম্ ফীহে লেইয়োক্‌ দা— আজালোম্ মোছাম্মা-সুম্মা এলায়্হে মার্‌জেয়োকুম্ সুম্মা ইয়োনাব্বেওকুম্ বেমা কোন্তম্ তা'মালূন্। (সূরা আনাম, ৬০)

৩৬৩—১। আল্লা-হো ইয়্যাতাঅফ্ফাল্ আন্‌ফোছা হীনা মাও্তেহা-অল্লাতী লাম্ তামোৎ ফী মানা-মেহা, ফাইয়্যোম্‌ছেকোল্লাতী কাদা-আলায়্হাল্ মাও্তা অ ইয়্যোর্‌ছেলোল্‌ওখ্‌রা—এলা—আজালেম্ মোছাম্মা। ইন্না-ফী জা-লেকা লা-আ-য়্যা-তেল্ লেকাও্মেইঁ ইয়্যাতাফাক্‌কারূন। (সূরা যোমার, ৪২)

* কোর্-আন্-এর ব্যাখ্যা-পুস্তকে বলা হয় যে প্রত্যেক মনুষ্যের দ্বিবিধ প্রাণ—জীবনগত প্রাণ ও চৈতন্যগত প্রাণ। মৃত্যুকালে জীবনগত প্রাণ বিলুপ্ত হয়। জীবনগত প্রাণের বিলোপে চৈতন্যগত প্রাণও বিলুপ্ত হইয়া যায়। নিদ্রাকালে চৈতন্যগত প্রাণ মনুষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু চৈতন্যগত প্রাণের বিলুপ্তি হইলেও জীবনগত প্রাণের বিলোপ হয় না। নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার সময় চৈতন্যগত প্রাণ ফিরিয়া আসে।

৩৬৪ আত্মাবিষয়ক প্রশ্ন

১ তাহারা তোমাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুমি বল : আত্মা আমার প্রভুর আদেশাধীনে (অর্থাৎ প্রভুর আদেশে গঠিত) এবং তোমাদিগকে সামান্য মাত্র জ্ঞানই প্রদত্ত হইয়াছে (যাহা আত্মা সম্বন্ধে বিস্তারিত বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে)।

২ এবং আমি যদি ইচ্ছা করি তবে যাহা আমি তোমার কাছে অবতারিত করিয়াছি তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারি…। ১৭।৮৫

৩৬৫ অব্যক্তের জ্ঞান নাই

১ তুমি বল : আমি তোমাদিগকে এই কথা বলি না যে আমার নিকট ঈশ্বরের ভাণ্ডার আছে এবং এই কথাও বলি না যে আমার অব্যক্ত বিষয়ের জ্ঞান আছে; উপরন্তু আমি এই কথা তোমাদিগকে বলি না যে নিশ্চয় আমি স্বর্গীয় দূত। আমার ভিতরে যে অনুপ্রেরণা দান করা হইয়াছে তাহাই আমি অনুসরণ করিয়া থাকি।… ৬।৫০

৩৬৬ যদি অব্যক্তের জ্ঞান থাকিত

১ ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত আমার নিজের পক্ষ হইতে কাহারও উপকার বা অনিষ্ট করার ক্ষমতা আমার নাই। এবং যদি আমি অব্যক্ত বিষয় জানিতাম তবে আমার বিপুল ধন-সম্পত্তি থাকিত ও বিপদ আমাকে স্পর্শও করিতে পারিত না …। ৭।১৮৮

৩৬৪—১। অয়্যাছ্ আলূনাকা আনের্রূহ্ব্। কোলের্রূহ্বো মেন্ আম্‌রে- রাব্বী অমা—উতীতুম্ মেনাল্ এল্‌মে ইল্লা-কালীলা-। ২। অলাএন্ শে'না-লানাজ্‌হাবান্না বেল্লাজী—আও্‌হায়্‌না— …।

(সূরা বনি এস্রায়েল, ৮৫,৮৬)

৩৬৫—১। কোল্ লা—আকূলো লাকুম্ এন্দী খাযা—এনো ল্লা-হে অলা-আ'লামোল্ গায়্‌বা অলা—আকূলো লাকুম্ ইন্নী মালাকোন্, ইন্ আত্তা-বেয়ো ইল্লা-মা-ইউ্‌হা—এলাইয়্যা।… (সূরা আনাম, ৫০)

৩৬৬—১। কোল্ লা—আম্‌লেকো লেনাফ্‌ছী নাফ্ আও্ অলা-দ্বর্রান্ ইল্লা-মা-শা—আ ল্লা-হ্। অলাও্ কোন্তো আ'লামোল্ গায়্‌বা লাছ্‌তাক্‌সার্‌তো মেনাল্ খায়রে, অমা-মাছ্‌ছানেয়াছ্‌ছু—ও…। (সূরা আরাফ, ১৮৮)

৩৬৭ অনাবশ্যক প্রশ্ন করিও না

১ হে শ্রদ্ধাবানগণ, এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিও না, যাহা তোমাদিগকে অবগত করানো হইলে তোমাদের পক্ষে তাহা কষ্টদায়ক হইবে …। ৫।১০১

৮২ অন্তর্যামী

৩৬৮ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অনুপ্রেরণা দেন

১ নিম্নশ্রেণীর সমুন্নতকারী, সিংহাসনাধিপতি (ঈশ্বর)! তিনি স্বীয় আজ্ঞানুসারে তাঁহার সেবকদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার উদ্দেশে আত্মা (জেব্রিল) অবতারণ করিয়া থাকেন, যাহাতে তিনি লোকদিগকে মিলন-দিবস সম্পর্কে সতর্ক করিতে পারেন। ৪০।১৫

৩৬৯ জীবান্তর্যামী

১ হে শ্রদ্ধাবানগণ, যখন ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ তোমাদিগকে নব-জীবনদানের জন্য আহ্বান করেন তখন তাঁহাদের আহ্বান মান্য করিবে এবং জানিও যে ঈশ্বর মানুষ ও তাহার হৃদয়ের মধ্যস্থলে বিরাজমান থাকেন, এবং তাঁহারই কাছে তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে। ৮।২৪

৩৬৭—১। ইয়্যা—আইয়্যোহা ল্লাজীনা আ-মানূ লা-তাছ্আলূআন্আশ্ইয়া—আ ইন্ তোব্দা লাকুম্ তাছো'কুম্ …। (সূরা মায়দা, ১০১)

৩৬৮—১। রাফীয়োদ্দারাজা-তে জুল্ আরশ; ইয়োল্কীর্ র্হা মেন্ আম্‌রেহী-আলা-মাঈঁ য়্যাশা—য়ো মেন্ এবা-দেহী-লে ইয়্যোন্জেরা ইয়্যাও্মাত্তালা-কে। (সূরা মুমেন, ১৫)।

৩৬৯—১। ইয়া—আইয়্যোহা ল্লাজীনা আ-মানো হ্তাজীবু লিল্লা-হে অলের্‌ছুলে এজা-দাআ-কুম্ লেমা-ইয়োহ্‌য়্যীকুম্, অ'লামূ—আন্না ল্লা-হা ইয়াহ্‌লো বায়্নাল্ মার্এ অক্বাল্‌বেহী অআন্নাহু—এলায়্হে তোহ্‌শারূন্। (সূরা আনফাল, ২৪)

২৯ কর্ম্ম-বিপাক

৮৩ কর্ম-বিপাক বিষয়ে মূলভূত শ্রদ্ধা

৩৭০ একাদশ সূত্র

১ কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি অপরের ভার বহন করিবে না।

২ এবং মনুষ্য যাহার জন্য প্রযত্ন করে কেবল তাহাই সে পাইয়া থাকে।

৩ এবং তাহার প্রযত্ন নিরীক্ষণ করা হইবে,

৪ এবং পরে তাহাকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

৫ এবং তোমার প্রভুই শেষ লক্ষ্যস্থল : (অর্থাৎ তাঁহার কাছে সকলকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে)।

৬ এবং তিনিই হাসাইয়া ও কাঁদাইয়া থাকেন,

৭ এবং তিনিই জীবনহরণ ও জীবনদান করেন।

৮ তিনিই পুরুষ ও নারীকে যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন,

৯ একবিন্দু শুক্র হইতে, যখন উহা নিক্ষিপ্ত হয়।

১০ দ্বিতীয়বার সৃষ্টির আদেশ তিনিই দিয়াছেন ;

১১ এবং তিনিই সমৃদ্ধ করেন ও তিনিই পরিতৃপ্তি দান করেন ;

১২ এবং তিনিই শেওরা (অর্থাৎ লুব্ধক) নক্ষত্রের প্রভু। ৫৩।৩৮—৪৯

৩৭০—১। আল্ লা-তাযেরো অ-যেরাতোঙ্ বেযরা ওখ্রা- ; ২। অ আল্ লায়্ছা লিল্ এনছা-নে ইল্লা-মা ছাআ- ; ৩। অ আন্না ছা'য়্যাহু ছাওফা ইয়্যোরা। ৪। ছুম্মা ইয়্যোজ্যা-হুল্ জাযা—আল্ আওফা, ৫। অ আন্না এলা রাব্বেকাল্ মোন্‌তাহা ; ৬। অ আন্নাহু- হুঅ আদ্‌হাকা অ আব্কা ; ৭। অ আন্নাহু হুঅ আমা-তা অ আহ্য়্যা ; ৮। অ আন্নাহু খালাকায্ যাওজায়্নেজ্জাকারা অল্ উনসা ; ৯। মিন্ নুৎফাতেন্ এজা-তোম্‌না ; ১০। অ আন্না আলাইহেন্ নাশ্আতাল্ ওখ্রা ; ১১। অ আন্নাহু হুঅ আগ্না-অ আক্না- ; ১২। অ আন্নাহু হুঅ রাব্বোশ্ শে'রা ;

(সূরা নজম, ৩৮—৪৯)

৮৪ কর্ম-বিপাক অপরিহার্য

৩৭১ স্বাত্মনা কর্তব্যম্

১ হে শ্রদ্ধাবানগণ, তোমাদের আপন আপন আত্মার দায়িত্ব তোমাদের নিজের নিজের উপর। যদি তোমরা ঠিক পথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রান্ত সে তোমাদিগকে কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের কাছে তোমরা সকলে প্রত্যাবর্তন করিবে; এবং তখন তোমরা কে কি করিতে তাহা তিনি তোমাদিগকে জানাইবেন। ৫।১০৫

৩৭২ উত্তরদায়িত্ব তোমাদের

১ যে কেহ সুপথে চলে সে কেবল নিজেরই আত্মার (কল্যাণের) জন্য সুপথ পাইয়া থাকে এবং যে কেহ বিপথে যায় তাহাতে কেবল তাহারই অনিষ্ট হয়। কোন ভারাক্রান্ত অন্যের ভার বহন করে না।··· ১৭।১৫

৩৭৩ মানুষ নিজেকে পরিবর্তন করিলে ঈশ্বর পরিবর্তন করেন

১···নিশ্চয় কোন সম্প্রদায়ের লোক যে পর্যন্ত না নিজেরা তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা (প্রথমে) পরিবর্তন করে ততক্ষণ ঈশ্বর সেই সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না; এবং যদি ঈশ্বর কোন সম্প্রদায়ের দুর্গতি চান তবে কেহ তাহা প্রতিহত করিতে পারে না; এবং তিনি ভিন্ন তাহাদের কেহ রক্ষাকর্তাও নাই। ১৩।১১

৩৭১—১। ইয়া—আইয়্যোহা ল্লাজীনা আ-মানূ আলায়্কুম্ আন্‌-ফোছাকুম্, লা-ইয়াদ্বোরোকুম্ মান্ দ্বাল্লা এজাহ্‌তাদায়্তুম্। এলা-ল্লা-হে মার্‌জেয়োকুম্ জামীআন্ ফাইয়োনাব্বেওকুম্ বেমা-কোন্তুম্ তা'মালুন্।
(সূরা মায়দা, ১০৫)

৩৭২—১। মানেহ্‌তাদা-ফাইন্নামা-ইয়াহ্‌তাদী লেনাফ্‌ছেহ্., অমান্ দ্বাল্লা ফাইন্নামা-ইয়াদ্বেল্লো আলায়্‌হা-। অলা-তাজেরো ওয়া-যেরাতোঙ্‌ বেযরা-ওখ্‌রা।··· (সূরা বনি এস্রায়েল, ১৫)

৩৭৩—১।···ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়োগায়্যেরো মা-বেকাও্মেন্ হাৎতা-

৩৭৪ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ

১ তোমাদের যে দুর্গতি হয় তাহা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহা অর্জন করিয়াছে (অর্থাৎ যে পাপ করিয়াছে) তাহার জন্য হয় ; এবং তিনি অনেক পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন। ৪২।৩০

৩৭৫ পুণ্যের ফল দশগুণ

১ যে ব্যক্তি (বিচারের দিন) পুণ্য কর্ম আনয়ন করিবে সে উহার দশগুণ (পুরস্কার) পাইবে ; এবং যে দুষ্কর্ম আনয়ন করিবে সে তদনুরূপ প্রতিফল পাইবে এবং তাহার প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না। ৬।১৬০

৩৭৬ ভাল কর তো ভাল হইবে

১ শুভ কর্মের প্রতিদান কি শুভ ভিন্ন অন্য কিছু হয় ? ৫৫।৬০

৩৭৭ বিপুলা চ পৃথ্বী

১ তুমি বল : হে আমার শ্রদ্ধাবান সেবকগণ, ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হও। যাহারা এই সংসারে সৎকর্ম করে তাহাদের মঙ্গল হয়, এবং ঈশ্বরের

ইন্নোল্লাহা লা-ইয়োগাইয়েরো মা-বেক্বাওমেন হাত্তা ইয়োগাইয়েরো মা-বেআন্ফোছেহিম্। অএজা—আরা-দাল্লা-হো বেক্বাও-মেন ছু—আন্ফালা-মারাদ্দা লাহু, অমা-লাহুম্ মেন দুনেহী মেঙ্ ওয়া-ল্।

(সূরা রঅদ, ১১)

৩৭৪—১। অমা—আছা-বাকুম্ মেম্ মোছীবাতেন্ ফাবেমা-কাছাবাৎ আয়্দীকুম্ অ ইয়্যাফূআন্ কাসীর্। (সূরা শুরা, ৩০)

৩৭৫—১। মাম্ জা—আ বেল্ হ্বাছানাতে ফালাহু আশ্রো আম্ছা-লেহা-, অমান্ জা—আ বেছ্ ছাইয়্যেআতে ফালা-ইয়োজ্যা—ইল্লা-মেছ্-লাহা-অহুম্ লা—ইয়োজ্লামুন। (সূরা আনাম, ১৬০)

৩৭৬—১। হাল্ জাযা—য়োল্ এহ্ছা-নে ইল্লাল্ এহ্ছানো।

(সূরা রহমান, ৬০)

৩৭৭—১। কোল্ ইয়্যা-এবা-দেয়্যাল্লাজীনা আমানুত্তাকু রাব্বাকুম্। লিল্লাজীনা আহ্ছানু ফী হা-জেহিদ্দুন্য়্যা-হাছানাহ্। অ আর্দোল্লা-হে

পৃথিবী বিস্তীর্ণ। বস্তুত যাহারা অবিচলিত তাহাদিগকে অগণিত পুরস্কার প্রদান করা হইবে। ৩৯।১০

৩৭৮ সদ্‌বচন ও সৎকৃতির প্রতিষ্ঠা

১ যে কেহ প্রতিষ্ঠা কামনা করে (তাহার জানা উচিত যে) সমস্ত প্রতিষ্ঠা ঈশ্বরের। সদ্‌বচন ঈশ্বরের নিকট সমুত্থিত হয়; এবং সৎকর্মকে তিনি সমুত্থিত করেন; কিন্তু যাহারা দুষ্কার্যের জন্য ষড়যন্ত্র করে তাহাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এবং ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ৩৫।১০

৮৫ মৃত্যুর পরেও কর্মফল নিবৃত্ত হয় না

৩৭৯ এখানে যে অন্ধ সেখানেও সে অন্ধ

১ যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ থাকে সে পরলোকেও অন্ধ থাকিবে; বরং অধিকতর পথভ্রষ্ট হইয়া থাকিবে। ১৭।৭২

৩৮০ ঈশ্বরের মানদণ্ড

১ পুনরুত্থানের দিন আমি (ন্যায়ের) তুলাদণ্ড স্থাপন করিব; তাহাতে কাহারও প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না। উহা যদিও শর্ষপ বীজ পরিমিত

অ-ছেআহ্। ইন্নামা-ইয়োঅফ্‌ফাছ্ ছা-বেরুনা আজ্‌রাহুম্ বেগায়্‌রে হেছা-ব্। (সূরা যোমার, ১০)

৩৭৮—১। মান্ কা-না ইয়োরীদোল্ এয্‌যাতা ফালিল্লা-হিল্ এয্‌যাতো জামীআ-। এলায়্‌হে ইয়াছ্‌আদোল্ কালেমোত্ ত্বাইয়্যেবো অল্ আমা-লোছ্ ছা-লেহো ইয়ার্‌ফায়োহ্। অল্লাজীনা ইয়াম্‌কোরুনাছ্ ছাইয়্যে-আ-তে লাহুম্ আজা-বোন্ শাদীদ্। অমাক্‌রো উলা—একা হুয়া ইয়াবুর্। (সূরা ফাতের্, ১০)

৩৭৯—১। অমান্ কা-না ফী-হাজেহী—আ'মা-ফাহুয়া ফিল্-আ-খেরাতে আ'মা-অআদ্বাল্লো ছাবীলা-। (সূরা বনি এস্রায়েল, ৭২)

৩৮০—১। অনাদ্বায়োল্ মাওয়া-যীনাল্ কেছ্‌ত্বা লেয়্যাওমেল্ কেয়্যা-মাতে ফালা-তোজ্‌লামো নাফ্‌ছোন্ শায়্‌আ-। অইন্ কা-না মেস্‌কা-লা

হয় তথাপি তাহা আমি উপস্থিত করিব। এবং হিসাব-নিকাশ করিবার পক্ষে আমিই যথেষ্ট। ২১।৪৭

৩৮১ ধরিত্রী কম্পিত হয়

১ যখন পৃথিবী (চরম) ভূকম্পে আলোড়িত হইবে,

২ এবং পৃথিবী তাহার ভারসমূহ উদ্গিরণ করিবে,

৩ এবং মানুষ বলিবে : পৃথিবীর কি কষ্ট হইতেছে ?

৪ যেদিন পৃথিবী তাহার কাহিনী বিবৃত করিবে,

৫ কারণ তোমার প্রভু তাহাকে অনুপ্রেরণা দান করিবেন,

৬ সেইদিন লোকসকলকে তাহাদের কৃতকার্যসমূহ দেখানো হইবে বলিয়া তাহারা পৃথক পৃথক দলে প্রত্যাবর্তন করিবে।

৭ এবং যে পরমাণু পরিমিতও সৎকার্য করিয়াছে সে তাহা দেখিবে,

৮ এবং যে কেহ পরমাণু পরিমিতও দুষ্কার্য করিয়াছে সেও তখন তাহা দেখিবে। ৯৯।১—৮

৩৮২ ভারী তুলাদণ্ড ও হালকা তুলাদণ্ড

১ বিধ্বস্তকারী চরম দুর্দশা !

২ বিধ্বস্তকারী চরম দুর্দশা কি ?

হ্বাব্বাতেম্ মেন্ খার্দালেন্ আতায়্না-বেহা-। অকাফা-বেনা-হ্বা-ছেবীন। (সূরা আম্বিয়া, ৪৭)

৩৮১—১। এজা-যোল্‌যেলাতিল্ আর্‌দো যেল্‌যা-লাহা-; ২। অ আখ্‌রাজাতেল্ আর্‌দো আস্‌কা-লাহা, ৩। অ কা-লাল্ এন্‌ছা-নো মা-লাহা-। ৪। ইয়্যাওমাএজেন্ তোহাদ্দেসো আখ্‌বা-রাহা-। ৫। বেআন্না রাব্বাকা আও্‌হা-লাহা-। ৬। ইয়্যাওমাএজেঁই ইয়্যাছদোরোন্না-ছো আশ্‌তা-তাল্ লেইয়্যোরাও আ'মা-লাহুম্ ৭। ফামা'ই ইয়া'মাল্ মেস্‌কা-লা জার্‌রাতেন্ খায়্‌রাঁই ইয়্যারাহ্। ৮। অমাঁই ইয়া'মাল্ মেস্‌কা-লা জার্‌রাতেন্ শার্‌রাঁই ইয়্যারাহ্। (সূরা জেল্‌জাল, ১—৮)

৩৮২—১। আল্ কা-রেআতো, ২। মাল্ কা-রেআহ্। ৩। অমা—

৩ ওহে! তুমি কিরূপে বুঝিবে সেই চরম দুর্দশা কি! (উহা অন্তিম দিনের পরিস্থিতি)

৪ (উহা) একদিন, যেদিন লোকসকল বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হইবে।

৫ পর্বতসমূহ বিধূনিত পশমের ন্যায় হইবে।

৬ অতঃপর যাহার পাল্লা (অর্থাৎ সৎকার্যের ওজন) ভারী হইবে,

৭ সে আরামপ্রদ জীবন যাপন করিবে।

৮ কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে,

৯ শোক-সন্তপ্ত ও ক্ষুধার্ত একজন তাহার মাতা হইবে (অর্থাৎ তাহার আশ্রয়স্থল হইবে)।

১০ ওহো, কিসে তুমি বুঝিবে সেই মাতা কে!—

১১ (তাহা হইতেছে) প্রজ্বলিত অগ্নি (অর্থাৎ নরক)। ১০১।১—১১

আদ্‌রা-কা মাল্ কারেআহ্। ৪। ইয়্যাও্মা ইয়্যাকূনো ন্না-ছো কাল্ ফারা-শেল্ মাব্‌সুসে; ৫। অ তাকূনোল্ জেবা-লো কাল্ এহ্‌নিল্ মানফুশ্। ৬। ফাআম্মা-মান্ সাকোলাৎ মাওয়া-যীনোহূ; ৭। ফাহোঅ ফী ঈশাতের রা-দেয়্যাহ্। অ আম্মা-মান ৮। খাফ্‌ফাৎ মাওয়া-যীনোহূ; ৯। ফাও-ম্মোহূ হাবিয়্যাহ্। ১০। অমা—আদ্‌রাকা মা-হেইয়্যাহ্। ১১। না-রোন্ হা-মেইয়্যাহ্। (সূরা কারেয়া, ১—১১)

৩০ সাম্পরায় (মরণোত্তর জীবন)

৮৬ পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী

৩৮৩ প্রস্তর বা লৌহ হইয়া যাও

১ এবং তাহারা বলে : যখন আমরা অস্থিপুঞ্জে বা খণ্ড-বিখণ্ডে পরিণত হইব তখন সত্যই কি নূতন সৃষ্টিরূপে সমুত্থিত হইব ?

২ তুমি বল : তোমরা প্রস্তর বা লৌহ হইয়া যাও ;

৩ অথবা অন্য কোন সৃষ্ট পদার্থ, যাহা তোমরা আরও কঠিন বলিয়া মনে কর ! তখন তাহারা বলিবে : কে পুনর্জীবন দান করিবেন ? তুমি বলিবে : যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলেন··· । ১৭।৪৯—৫১

৩৮৪ অনুতাপকারী মনের সাক্ষ্য

১ শুধু তাহা নহে, আমি পুনরুত্থান দিবসের শপথ করিতেছি ;

২ শুধু তাহা নহে, নিজের প্রতি ভর্ৎসনাকারী আত্মার শপথ করিতেছি ।

৩ মানুষ কি ধারণা করিতেছে যে তাহার অস্থিপুঞ্জ একত্রিত করিব না ?

৪ হাঁ, নিশ্চয়ই । আমি তাহার অঙ্গুলিসমূহও যথাযথ সংস্থাপনে সমর্থ ।

৭৫।১—৪

৩৮৩—১ । অকা-লু—আএজা-কোন্না-এজা-মাণ্ড্ অরোফা-তান্ আএন্না-লামাব্‌উস্‌না খাল্‌কান্ জাদীদা- । ২ । কোল্ কুনু হেজা-রাতান্ আও্-হাদীদান্ । ৩ । আও খালকাম্ মেম্মা-ইয়াক্‌বোরো ফী ছোদূরেকুম্, ফাছায়্যাক্‌লুনা মাই ইয়োয়ীদোনা- । কোলে লাজী ফাত্বারাকুম্ আও্অলা মার্রাতেন্··· । (সূরা বনি এস্রায়েল, ৪৯—৫১)

৩৮৪—১ । লা-ওক্‌ছেমো বে ইয়্যাওমেল্ কেয়ামাতে । ২ । অলা ওক্‌ছেমো বিন্নাফ্‌সেল্ লাওঅ-মাহ্ ৩ । আ ইয়্যাহ ছাবোল্ এন্‌ছা-নো আল্লান্ নাজ্‌মাআ এজা-মাহ্ । ৪ । বালা-কা-দেরীনা আলা—আন্ নুছাওয়্যে ইয়্যা বানা-নাহ্ । (সূরা কেয়ামত, ১—৪)

৮৭ পুনরুত্থানের দিন

৩৮৫ পুনরুত্থান বাস্তবিক ঘটিবে

১ শপথ সেই বায়ুরাশির যাহা (ধূলি) উড়াইয়া বিকীরণ করে,

২ এবং শপথ (বৃষ্টির) ভার বহনকারী (বায়ুরাশির, অর্থাৎ মেঘ-সকলকে বহন করিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই বায়ুরাশির),

৩ এবং শপথ (সমুদ্রের উপর) মৃদু প্রবাহমান (বায়ুরাশির, অর্থাৎ বারি বর্ষণের প্রাক্‌কালে যে বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া থাকে তাহার),

৪ এবং শপথ তাহাদের (সেই বায়ুরাশির) যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে (আশীর্বাদসমূহ অর্থাৎ মেঘসমূহকে) বণ্টন করে (অর্থাৎ স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালন করিয়া থাকে),

৫ তোমাদিগকে যাহার দ্বারা ভয় প্রদর্শন করা হয় তাহা নিশ্চয় সত্য ;

৬ এবং বিচার নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে। ৫১।১—৬

৩৮৬ আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া পলায়ন করিবে

১ কিন্তু যখন ধ্বংস-ধ্বনি উঠিবে

২ সেইদিন মানুষ তাহার ভ্রাতার নিকট হইতে পলায়ন করিবে,

৩ এবং তাহার মাতা ও পিতার নিকট হইতে

৪ এবং তাহার পত্নী ও পুত্র-কন্যার নিকট হইতেও।

৫ সেইদিন প্রত্যেক মানুষের (তাহার নিজের জন্য) এতই উদ্বেগ

৩৮৫—১। অজ্‌জারেয়্যা-তে জারঅন্। ২। ফাল্ হা-মেলা-তে বেক্‌র্যান। ৩। ফাল্‌জারিয়্যা-তে ইয়্যোছ্‌বান্, ৪। ফাল্ মোকাছ্‌ছেমা-তে আম্‌রান্ ; ৫। ইন্নামা-তু আদুনা লা-ছা-দেকোঙ্ ৬। অইন্না-দ্দীনা লাওয়াকের্। (স্থরা জারীয়াত্, ১—৬)

৩৮৬—১। ফাএজা-জা—আতেছ্ ছা—খ্ খাহ্। ২। ইয়্যাও্‌মা য়্যাফের্‌রোল্ মার্‌ও মেন্ আখীহে। ৩। অ ওম্মেহী অ আবীহে ; ৪। অ ছা-হেবাতেহী অ বানীহ্। ৫। লেকুল্লে ম্‌রেএম্ মেন্‌হুম্ ইয়্যাও্ মাএজেন্

থাকিবে যে উহা তাহাকে অন্তের চিন্তা হইতে বিরত রাখার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ৮০।৩৩—৩৭

৩৮৭ কোন সুপারিশ চলিবে না

১ তোমরা সেই দিবসের হাত হইতে আত্মরক্ষা কর ; যে দিবসে কাহারও দ্বারা কাহারও কোন উপকার হইবে না, কাহারও নিকট হইতে কোন ক্ষতি-পূরণ গ্রহণ করা হইবে না, এবং কাহারও কোন অনুরোধ ফলপ্রদ হইবে না এবং তাহাদিগকে সাহায্য করাও হইবে না। ২।১২৩

৩৮৮ দ্বাদশ নিদর্শন

১ যখন সূর্য ভূপতিত হইবে ;

২ এবং যখন নক্ষত্রপুঞ্জ পতিত হইবে ;

৩ এবং যখন পর্বতসকলকে সঞ্চালিত করা হইবে ;

৪ এবং আসন্নপ্রসবা উষ্ট্রীসকল পরিত্যক্ত হইবে,

৫ এবং বন্য পশুসমূহকে একত্রিত করা হইবে ;

৬ যখন সমুদ্রসকল উথিত হইবে,

৭ যখন আত্মাসকল পুনর্মিলিত হইবে,

৮ যখন জীবন্ত প্রোথিত শিশুকন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে—

৯ কি কারণে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

শা'নুই ইয়্যোগ্‌নীহ্। (সূরা আবাছা, ৩৩—৩৭)

৩৮৭—১। অত্তাক্ব ইয়্যাওমাল্‌লা-তাজ্‌যী নাফ্‌ছোন্ আন্ নাফ্‌ছেন্ শায়্‌আঁও অলা-ইয়্যোক্‌বালো মেন্‌হা- আদ্‌লোঙ্ অলা-তান্‌ফাওহা শাফা-আতোঁঙ্ অলা-হুম্ ইয়্যোন্‌ছারূন্। (সূরা বকরা, ১২৩)

৩৮৮—১। এজাশ্‌শাম্‌ছো কুব্বেরাৎ ; ২। অ এজান্ নেজুমোন্ কাদারাৎ। ৩। অ এজাল্ জেবা-লো ছোই্‌য়েরাৎ। ৪। অ এজাল্ এশা-রো ওত্তেলাৎ ; ৫। অ এজাল্ ওহুশো হোশেরাৎ ; ৬। অ এজাল্ বেহা-রো ছুজ্জেরাৎ। ৭। অ এজান্ নোফুছো যুউ্‌বেজাৎ। ৮। অ এজাল্ মাওয়ূদাতো ছোএলাৎ। ৯। বে আইয়্যে জাম্বেন্ কোতেলাৎ ? ১০।

১০ এবং যখন পৃষ্ঠাসমূহ (কার্যলিপিসমূহ) খোলা হইবে,

১১ এবং যখন আকাশকে ছিন্ন করিয়া ফেলা হইবে,

১২ এবং যখন নরক প্রজ্বলিত করা হইবে,

১৩ এবং যখন স্বর্গোদ্যান সন্নিকটে আনীত হইবে,

১৪ তখন প্রত্যেক ব্যক্তি দেখিবে সে কি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে (অর্থাৎ সে কি কার্য করিয়াছে)। ৮১।১—১৪

৮৮ স্বর্গ-নরকাদির ব্যবস্থা

৩৮৯ শৃঙ্খল, নিগড় ও প্রজ্বলিত অগ্নি

১ আমি শ্রদ্ধাহীনদিগের জন্য শৃঙ্খল, নিগড় ও জলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ৭৬।৪

৩৯০ কর্ণ, চক্ষু ও চর্ম সাক্ষ্য প্রদান করিবে

১ এবং সেইদিন যখন ঈশ্বরের শত্রুগণকে একত্রিত করা হইবে তখন তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

২ যখন তাহাদিগকে সেখানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে তখন তাহাদের কর্ণ, চক্ষু ও চর্ম তাহারা যাহা করিত তৎসম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করিবে ;

৩ এবং তাহারা তাহাদের ত্বকসমূহকে বলিবে : তোমরা কেন আমাদের

অ এজাছ্ ছোহোফো নোশেরাৎ। ১১। অ এজাছ্ ছামা—ও কোশেত্বাৎ ; ১২। অ এজাল্ জাহীমো ছো'এরাৎ। ১৩। অ এজাল্ জান্নাতো ওয্-লেফাৎ ; ১৪। আলেমাৎ নাফ্ছোম্ মা আহ্দ্বারাৎ।

(সূরা তকৃওয়ির, ১—১৪)

৩৮৯—১। ইন্না—আ'তাদ্না-লিল্ কাফেরীনা ছালা-ছেলা অ আগ্লা-লাঙ্ অ ছায়ীরা-। (সূরা দহর্, ৪)

৩৯০—১। অ ইয়্যাও্মা ইয়োহ্শারো আ'দা—য়োল্লা-হে এলান্না-রে ফাহুম্ ইউ্যাযুন্। ২। হাত্তা—এজা মা-জা—য়ুহা-শাহেদা আলায়্হিম্ ছাম্য়োহুম্ অ আব্ছা-রোহুম্ অ জোলুদোহুম্ বেমা-কা-নূ ইয়্যা'মালুন্। ৩। অক্বা-লূ—লেজোলুদেহিম্ লেমা-শাহেত্তুম্ আলায়্না ? ক্বা-লূ—আন্-

বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিতেছ ? তাহারা বলিবে : ঈশ্বর আমাদিগকে জিহ্বা দিয়াছেন, যিনি সকলকে বাণী দিয়াছেন এবং তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যাঁহার কাছে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করানো হইয়াছে।

৪ পাছে তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করে (এই আশঙ্কায়) যে তোমরা নিজেদের (পাপকার্য) গোপন করিতে তাহা নহে, কিন্তু তোমরা মনে করিয়াছিলে যে তোমরা যাহা করিতেছ তাহার অধিকাংশ ঈশ্বর অবগত নহেন। ৪১।১৯—২২

৩৯১ পুণ্যবানের স্থান

১ পৃথিবীতে যাহারা উপদ্রব অথবা ভ্রষ্টাচার করিতে চাহে না তাহাদের জন্য এই পারলৌকিক আলয় নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। ঈশ্বরপরায়ণদের জন্য সদ্‌গতি। ২৮।৮৩

৩৯২ ক্ষীরং মধুরং মধূদকম্ *

১ যাহারা ঈশ্বরপরায়ণ তাহাদিগকে যে স্বর্গোদ্যানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া

হাকানাল্লা-হোল্লাজী—আন্‌ত্বাকা কুল্লা শাইয়েঙ্ অহুওঅ খ্যলাকাকুম্ আও অলা-মার্‌রাতেঙ্ অ এলায়্‌হে তোর্‌জ্জায়ুন্। ৪। অমা-কোন্তুম তাছ্‌তাতেরূনা আই ইয়্যাশ্‌হাদা আলায়্‌কুম্ ছাম্‌য়োকুম্ অলা—আব্‌ছা-রোকুম্ অলা-জোলুদোকুম্ অলা-কেন্ জানান্তুম্ আন্নাল্লা-হা লা-ইয়্যা'লামো কাসীরাম্ মেম্মা-তা'মালুন্। (সূরা হামীম্‌ছেজ্‌দা, ১৯—২২)

৩৯১—১। তেল্‌কাদ্ দারোল্ আখেরাতো নাজ্‌আলোহা-লেল্লাজীনা লা-ইয়োরীদূনা অলুঅন্ ফিল্ আর্‌দে অলা-ফাছা-দা-। অল্ আ-কেবাতো লেল্ মোত্তাকীন্। (সূরা কসস্, ৮৩)

৩৯২—১। মাসালোল্ জান্নাতেল্লাতী ওয়েদাল্ মোত্তাকূন্। ফী-হা—

---

* তফসীরকারগণ (ব্যাখ্যাকারগণ) এই বচনের আধ্যাত্মিক অর্থ এইরূপ করিয়াছেন : স্বর্গলোকে কল্পতরুর নিম্নে যেমন চারিটি প্রণালী প্রবাহিত সেইরূপ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিদের হৃদয়ভূমিতে বিশ্বাস-তরুর নিম্নেও চারিটি প্রণালী প্রবাহিত। নির্মল জল-প্রণালী বিবেকরূপ প্রণালী, দুগ্ধ প্রণালী মূল জ্ঞানরূপ প্রণালী, যাহা চিরকাল বিশুদ্ধ থাকে, সুরা প্রণালী ঈশ্বর-প্রেমের উচ্ছ্বাসরূপ প্রণালী; বিশুদ্ধ মধু প্রণালী ঈশ্বর-সান্নিধ্যরূপ মিষ্ট আস্বাদন, ফলপুষ্প তত্ত্বের প্রকাশ ও ঈশ্বরাবির্ভাব, পাপক্ষমা ইত্যাদি। (অনুবাদক)

হইয়াছে তাহার উপমা এই : সেখানে নির্মল জলের নদীসকল আছে, এবং দুগ্ধের নদীসকল আছে, তাহার স্বাদ বিকৃত হয় না ; এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরাপূর্ণ (স্রোতস্বিনীসমূহ) রহিয়াছে ; এবং তন্মধ্যে তাহাদিগের জন্য সর্বপ্রকারের ফলপুঞ্জ ও তাহাদের প্রভুর ক্ষমা রহিয়াছে।··· ৪৭।১৫

৩৯৩ উচ্চস্থান

১ এবং তদুভয়ের (স্বর্গ ও নরকের) মধ্যস্থলে একটি যবনিকা (অর্থাৎ যাহাকে আ'রাফ বলা হয়) রহিয়াছে এবং উহার উপরে কিছু লোক থাকিবে ; তাহারা সকলকে (অর্থাৎ নরকবাসী ও নরকবাসীদিগকে) তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিয়া লইবে ও স্বর্গোদ্যানের অধিবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিবে : তোমাদের শান্তি হউক। তাহারা উহাতে প্রবেশ করে নাই ; যদিও তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবার আশা পোষণ করিতেছে।

২ যখন তাহাদের দৃষ্টি নরকাগ্নির অধিবাসীদিগের উপর পতিত হইবে তখন তাহারা বলিবে : হে প্রভু, দুষ্কৃতকারী লোকদের সহিত আমাদিগকে রাখিবেন না। ৭।৪৬ ৪৭

৩৯৪ ইচ্ছা + শ্রদ্ধা + প্রযত্ন = সাফল্য

১ এবং যে ব্যক্তি পরলোক কামনা করে ও আবশ্যকীয় প্রযত্ন সহকারে

আন্‌হা-রোম্ মিম্ মা—য়েন্ গায়্‌রে আ-ছেন ; অআন্‌হা-রোম্ মিল্লাবানেল্ লাম্ ইয়্যাতাগাইয়্যার্ ত্বা'মোহূ ; অলান্‌হা-রোম্ মিন্ খাম্‌রেল্ লাজ্জাতিল্‌লিশ্-শা-রেবীন ; অআন্‌হা-রোম্ মিন্ আছালেম্ মোছাফ্‌ফা-। অলাহুম্ ফীহা মিন্ কুল্লেস্‌সামারা-তে অমাগ্‌ফেরাতোম্ মির্‌রাব্বেহিম্।···

(সূরা মহম্মদ, ১৫)

৩৯৩—১। আবায়্‌নাহোমা-হেজ্জা-বোন্, অআলাল্ আ'-রা-ফে রেজ্জা-লোইঁ ইয়া'রেফুনা কোল্লাম্ বেছীমা-হুম্, অনা-দাও্ আছ্‌হ্বা-বাল্ জান্নাতে আন্ ছালা-মোন্ আলায়্‌কুম্, লাম্ ইয়াদ্‌খোলুহা-অহুম্ ইয়াত্বমাউন। ২। অএজা-ছোরেফাৎ আব্‌ছা-রোহুম্ তেল্‌কা—আ আছ্‌হ্বা-বে ন্না-র্, কা-লূ রাব্বানা-লা-তাজ্‌অল্‌না-মাআল্ কাও্‌মে জ্জা-লেমীন। (সূরা আরাফ, ৪৬,৪৭)

উহার জন্য সাধনা করে এবং শ্রদ্ধাশীল থাকে তাহার প্রযত্ন (ঈশ্বরের) অনুগ্রহ লাভ করিবে। ১৭।১৯

৩৯৫ দক্ষিণ-বাম-সমীপবর্তিগণ

১ এবং তখন তোমরা তিন দলে বিভক্ত হইবে :

২ প্রথমত দক্ষিণ পার্শ্ববর্তিগণ। দক্ষিণ পার্শ্ববর্তিগণের কি হইবে ?

৩ এবং তৎপরে বাম পার্শ্ববর্তিগণ। বাম পার্শ্ববর্তিগণের কি হইবে ?

৪ যাহারা অগ্রগামী ছিল তাহারা অগ্রগামী থাকিবে :

৫ তাহারাই সন্নিকটে আনিত হইবে। ৫৬.৭—১১

৩৯৬ অন্তে মধুর অথবা আদিতে মধুর

১ হে মানব, নিশ্চয় তুমি তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা করিতেছ, তাহা তুমি ঈশ্বরের সমক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে।

২ অনন্তর যাহার হিসাব (কর্মলিপি) তাহার দক্ষিণ হস্তে প্রদত্ত হইবে,

৩ তাহার হিসাব-নিকাশ নিশ্চয়ই সহজে হইয়া যাইবে

৪ এবং সে সানন্দে তাহার স্বজনগণের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

৩৯৪—১। অমান্ আরা-দাল্ আ-খেরাতা অছাআ-লাহা-ছা'য়্যাহা-অহুয়া মো'মেনোন্ ফাউলা—একা কা-না ছা'ইয়্যাহুম্ মাশ্ কূরা-।

(স্বুরা বনি এস্রায়েল, ১৯)

৩৯৫—১। অ কোন্তুম্ আয অ-জান্ সালা-সা ; ২। ফা আছ্ হাবোল্ মায়্ মানাতে ; মা—আছ্ হা-বোল্ মায়্ মানাহ্। ৩। অ অছ্ হা-বোল্ মাশ্ আমাতে ; মা—আছ্ হা-বোল্ মাশ্ আমাহ্ ; ৪। অছ্ ছা-বেকূ-নাছ্ ছা-বেকূন্ ; ৫। উলা—য়েকাল্ মোকার্ রবুন।

(স্বুরা ওয়াকেয়া, ৭—১১)

৩৯৬—১। ইয়্যা—আয় ইয়্যোহাল্ এন্‌ছা-নো ইন্নাকা কা-দেহোন্ এলা-রাব্বেকা কাদ্‌হান ফামোলা-কীহ্। ২। ফাআম্মা-মান্ উতেয়্যা কেতা-বাহু বেইয়্যামীনেহী ; ৩। ফাছাওফা ইয়্যোহা-ছাবো হেছা-বাই ইয়্যাছীরাঙ্ ; ৪। অ ইয়্যান্‌কালেবো এলা—আহ্ লেহী মাছ্ রূরা-। ৫। অ আম্মা-মান্

৫ কিন্তু যাহাকে তাহার হিসাব (কর্মলিপি) তাহার পশ্চাদ্দিক হইতে প্রদত্ত হইবে

৬ সে নিশ্চয়ই সর্বনাশ আহ্বান করিবে

৭ এবং জ্বলন্ত নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৮ নিশ্চয় সে তাহার পরিজনবর্গের সহিত সুখে ছিল।

৯ নিশ্চয় সে ভাবিয়াছিল যে কখনও সে ঈশ্বরের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে না। ৮৪।৬—১৪

৩৯৭ যাবৎ ঈশ্বরেচ্ছা

১ অতএব যাহারা সেইদিন হতভাগ্য (পরিগণিত) হইবে তাহারা নরকানলের অন্তর্ভুক্ত হইবে, তন্মধ্যে তাহাদের ভাগ্যে চীৎকার ও আর্তনাদ রহিয়াছে।

২ ঈশ্বরের অন্যরূপ ইচ্ছা না হইলে তাহারা যতদিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল বিদ্যমান থাকিবে ততদিন সেখানে অবস্থান করিবে। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিয়া থাকেন।

৩ যাহারা (সেইদিন) সৌভাগ্যবান (পরিগণিত) হইবে তাহারা স্বর্গোদ্যানের মধ্যে অবস্থান করিবে ; তোমার প্রভুর অন্যরূপ ইচ্ছা না হইলে তাহারা যতদিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল থাকিবে ততদিন সেখানে বাস করিবে : ইহা অক্ষয় দান। ১১।১০৬—১০৮

উতেয়্যা কেতা-বাহু অরা—মা জাহ্রেহী ; ৬। ফাছাওফা ইয়্যাদূউ সোবুরাঙ্ ; ৭। অইয়্যাছ্লা-ছায়ীরা-। ৮। ইন্নাহু কা-না ফী—আহ্লেহী মাছ্রূরা-। ৯। ইন্নাহু জান্না আল্লাইঁ য়্যাহুরা। (সূরা এন্শেকাক, ৬—১৪)

৩৯৭—১। ফাআম্মা ল্লাজীনা শাকু ফাফেন্না-রে লাহুম্ ফীহা-যাফীরোঙ্ অশাহীক্। ২। খা-লেদীনা ফীহা-মা-দা-মাতেছ্ ছামা-ওয়া-তো অল্ আর্দ্বো ইল্লা-মা-শা—আ রাব্বোক। ইন্না রাব্বাকা ফা'আ-লোল্লেমা-ইয়োরীদ। ৩। অআম্মা ল্লাজীনা ছোএদু ফাফেল জান্নাতে খা-লেদীনা ফীহা-মা-দা-মাতেছ্ ছামা-ওয়াতো অল্ আর্দ্বো ইল্লা-মা-শা—আ রাব্বোক। আতা—আন্ গায়্রা মাজ্জুজ। (সূরা হূদ, ১০৬—১০৮)

৮৯ শান্তি-মন্ত্র

৩৯৮ শান্ত আত্মা

১ হে শান্ত আত্মা !

২ তোমার প্রভুর কাছে ফিরিয়া চল। তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন আর তুমিও তাঁহার প্রসন্নতায় সন্তোষ লাভ করিয়াছ।

৩ আমার সেবকগণের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া যাও !

৪ আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হও। ৮৯।২৭—৩০

৯০ ঈশ্বর-প্রসাদ

৩৯৯ ঈশ্বরের প্রসন্নতা সর্বশ্রেষ্ঠ

১ ঈশ্বর শ্রদ্ধাবান পুরুষ ও শ্রদ্ধাবতী নারীদিগকে স্বর্গোদ্যানের জন্য প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন ; উহার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত। তন্মধ্যে তাহারা বাস করিবে—চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যানের মধ্যে পবিত্র আলয়সমূহ রহিয়াছে এবং তদপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয় এই যে উহার মধ্যে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করা যাইবে। ইহাই পরম সফলতা। ৯।৭২

৪০০ স্বর্গ অপেক্ষা আমার কাছে আরও অধিক আছে

১ ধর্মভীরুগণের জন্য স্বর্গোদ্যানকে নিকটে আনয়ন করা হইবে, উহা আর দূরবর্তী থাকিবে না।

৩৯৮—১। ইয়্যা—আইয়্যাতোহা ন্নাফ্ছোল্ মোত্বমাএন্নাতো ; ২। র্জেঈ—এলা-রাব্বেকে রা-দ্বেইয্যাতাম্ মারদ্বিইয়্যাহ্। ৩। ফাদ্খুলী ফী এবা-দী ; ৪। অ দ্খুলী জান্নাতী। (সূরা ফজর, ২৭—৩০)

৩৯৯—১। অআদাল্লা-হোল্ মো'মেনীনা অল্ মো'মেনা-তে জান্না-তেন তাজ্রী মেন্ তাহ্বতেহাল্ আন্হা-রো খা-লেদীনা ফীহা-অমাছা-কেনা ত্বাইয়্যেবাতান ফী জান্না-তে আদ্ন্। অরেদ্ব্ওয়া-নোম্ মেনাল্লা-হে আক্বার। জা-লেকা হুয়াল্ ফাওযোল্ আজীম্। (সূরা তওবা, ৭২)

৪০০—১। অউয্লেফাতেল্ জান্নাতো লিল্ মোত্তকীনা গায়্রা বায়ীদ্।

২ (বলা হইবে) ইহা তাহাই, যাহার জন্ম তোমাদিগের নিকট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহা প্রত্যেক অনুতপ্ত ও সতর্ক ব্যক্তির জন্য—

৩ যে পরমদাতা ঈশ্বরকে গোপনে ভয় করে ও অনুতপ্ত হৃদয় লইয়া উপস্থিত হয়।

৪ উহাতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এই দিবস অমরতার দিবস।

৫ তাহারা সেখানে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে, এবং আমার কাছে ইহা ছাড়াও অধিক রহিয়াছে। ৫০।৩১—৩৫

২। হা-জা-মা-তুআদূনা লেকুল্লে আও্অবেন্ হাফীজ্। ৩। মান্ খাশেয়্যা-র্রাহ্মা-না বিল্গায়্বে অজা—আ বেকাল্বেম্ মোনীব। ৪। নেদ্-খোলুহা-বেছালা-ম্ জা-লেকা ইয়্যাও্মেল্ খোলুদ্। ৫। লাহুম্ মা-ইয়্যাশা-য়ুনাফীহা-আলাদায়্না মাযীদ। (সূরা কাফ, ৩১—৩৫)